



The sweetest Children!
Manmana Bava! Mathyaji Bava!
Daily Murli Bengali
June 2020

"মিষ্টি বাচ্চারা -- যতদিন জীবিত থাকবে ততদিন পড়তে এবং পড়াতে হবে, খুশী আর পদপ্রাপ্তির ভিত্তি (আধার) হলো পঠন-পাঠন"

প্রশ্ন:- সেবায় সফলতা প্রাপ্তির জন্য মুখ্য গুণ কী হওয়া উচিত ?

উত্তর:- সহনশীলতার। প্রত্যেক বিষয়ে সহনশীল হয়ে নিজেদের সংগঠন তৈরী করে সার্ভিস করো। ভাষণাদির প্রোগ্রাম তৈরী করো। মানুষকে নিদ্রা থেকে জাগরিত করার জন্য অনেককিছু ব্যবস্থা করতে হবে। যে সৌভাগ্যশালী হবে সে পড়াশোনাও করবে আগ্রহ সহকারে।

গীত:- আমাদের সেই পথে চলতে হবে.....

ওম্ শান্তি । বাচ্চারা, তোমরা কী চিন্তা করে এখানে মধুবনে আসো ! পড়তে আসো কী ? কার কাছে ? (বাপদাদার কাছে) এ হলো নতুন কথা। কখনো এমন কথা শুনেছো কী যে, বাপদাদার কাছে পড়তে যায়, তাও আবার বাপদাদা একত্রিত। বিস্ময়কর তাই না ! তোমরা বিস্ময়কর পিতার সন্তান, তাই না! বাচ্চারা, তোমরাও না রচয়িতার, না রচনার আদি-মধ্য-অন্তকে জানতে। এখন সেই রচয়িতা আর রচনাকে তোমরা পুরুষার্থের নম্বরের ক্রমানুসারে জেনেছো। যতটা জেনেছো আর যাকে যতটা বোঝাও সেইমতো ততটাই খুশী এবং পদ প্রাপ্ত হবে। মুখ্য কথা হলো, আমরা এখন রচয়িতা এবং রচনার আদি-মধ্য-অন্তকে জেনেছি। শুধু আমরা অর্থাৎ ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণীরাই জানি। যতদিন জীবিত থাকবে, নিজেকে নিশ্চয় করতে হবে যে আমরা বি.কে. আর আমরা শিববাবার কাছ থেকে সমগ্র বিশ্বের উত্তরাধিকার গ্রহণ করছি। সম্পূর্ণরূপে পড়ো বা কম পড়ো, সে কথা আলাদা, কিন্তু তাও একথা তো জানো, তাই না! আমরা তাঁর সন্তান, পরে প্রশ্ন ওঠে পড়ার অথবা না পড়ার। সেই অনুসারেই পদ প্রাপ্ত হবে। (বাবার) কোলে যখন এসেছো তখন এই নিশ্চয়তা তো রয়েছে যে আমরা রাজত্বের অধিকারী হয়েছি। আবার পড়াতেও রাত-দিনের পার্থক্য হয়ে যায়। কেউ তো অত্যন্ত ভালভাবে পড়ে আর পড়ায়, এছাড়া আরকিছু বোঝেই না। ব্যস, পড়া আর পড়ানো, এই শেষপর্যন্ত চলতে থাকবে। ছাত্রজীবনে কোনো পড়া শেষপর্যন্ত চলে না। এর একটা সময় থাকে। এখানে যতদিন জীবিত থাকবে ততদিন তোমাদের পড়তে এবং পড়াতে হবে। নিজেকে প্রশ্ন করো যে, কতজনকে রচয়িতা পিতার পরিচয় দাও ? মানুষ তো মানুষই। দেখতে এদের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। শরীরেও পার্থক্য নেই। একথা ভিতরে বুদ্ধিতে প্রতিধ্বনিত হতে থাকে। যে যত পড়বে, সে তত খুশীতে থাকবে। অন্তরে একথা বিরাজ করে যে, আমরা নতুন বিশ্বের মালিক হবো। এখন আমরা স্বর্গদ্বারে যাচ্ছি। নিজের মনকে প্রশ্ন করো যে, আমাদের মধ্যে কতটা পার্থক্য রয়েছে ? বাবা আমাদের নিজের করে নিয়েছেন, আমরা কী থেকে কী হয়ে যাই। সবকিছু নির্ভর করে পড়ার উপর। পড়ার মাধ্যমে মানুষ কত উঁচু হয়ে যাই। এসব হলো অল্পকালের ক্ষণভঙ্গুর পদমর্যাদা। এরমধ্যে কিছু রাখা (কোনো প্রাপ্তি) নেই। যেন কোনো কাজেরই নয়। কোনো লক্ষণ ছিল না। এখন এই পড়ার মাধ্যমে কত উঁচু হয়ে যাও। সম্পূর্ণ অ্যাটেনশন পড়াশোনার দিকে দিতে হবে। যাদের ভাগ্যে রয়েছে তাদের মন পড়াশোনায় থাকে। তারা অন্যান্যদেরও পড়ানোর জন্য বিভিন্ন রীতি অনুযায়ী পুরুষার্থ করায়। মন(হৃদয়) বলে, তাদেরকে পড়িয়ে বৈকুণ্ঠের মালিক বানাই। মানুষকে নিদ্রা থেকে জাগরিত করার জন্য কত মাথা কুটতে থাকে এবং থাকবে। এই প্রদর্শনী ইত্যাদি তো কিছুই নয়, ভবিষ্যতে বোঝানোর জন্য আরও ব্যবস্থা করা হবে। এখন বাবা পবিত্র করছেন তাই বাবার শিক্ষার উপর অ্যাটেনশন দেওয়া উচিত। প্রতিটি বিষয়ে সহনশীল হওয়া উচিত। পরস্পর মিলিত হয়ে সংগঠন তৈরী করে ভাষণাদির প্রোগ্রাম রাখা উচিত। আমরা এক অক্ষের উপরেই অত্যন্ত ভালভাবে বোঝাতে পারি। ঈশ্বর কে ? যিনি সর্বোচ্চ। অদ্বিতীয় অক্ষর(ভগবান) উপরেই তোমরা দু-ঘন্টা ভাষণ করতে পারো। এও তোমরা জানো যে, অক্ষকে স্মরণ করলে খুশী বজায় থাকে। বাচ্চাদের যদি স্মরণের যাত্রায় অ্যাটেনশন কম থাকে, অক্ষকে স্মরণ না করে তাহলে অবশ্যই ক্ষতি হয়ে যায়। সবকিছুই নির্ভর করে স্মরণের উপরে। স্মরণ করলে একেবারে স্বর্গে (হেভেন) চলে যায়। স্মরণ ভুললেই অধঃপতন হয়। এসব কথা আর কেউ বুঝতে পারে না। শিববাবাকেই তো জানে না। অনেক আড়ম্বর করে যদি কেউ পূজাও করে, স্মরণও করে তবুও বোঝে না।

তোমরা বাবার কাছ থেকে অনেক বড় ধন-সম্পদ পাও। ভক্তিমাৰ্গে কৃষ্ণের সাক্ষাৎকারের জন্য কত মাথা কুটতে থাকে, আচ্ছা যদি দর্শন হয়েও যায় তাতে কি ? তাতে কিছু লাভ হয় নি। দুনিয়া দেখো কোন্ কথার উপর চলছে। যেন তোমরা

আখের রস পান করছে আর বাকি সমস্ত মানুষ খোসা শোষন করছে (চুষছে)। এখন তোমরা পেট ভরে সুগার(আখের রস) পান করে আধাকল্প সুখ পাও, ভক্তিমার্গে বাকি সকলে খোসা চুষে নিচে অবতরণ করে। বাবা এখন কত স্নেহপূর্বক পুরুষার্থ করান। কিন্তু ভাগ্যে না থাকলে তখন সচেতনতাও থাকে না। না নিজেরা অ্যাটেনশন দেয়, না অন্যদের দিতে দেয়। না নিজেরা অমৃত পান করে, না অন্যদের পান করতে দেয়। এমনধরণের অ্যাষ্টিভিটি অনেকেরই থাকে। যারা ভালভাবে পড়ে না, দয়ালুও নয়, কারো কল্যাণ করে না তারা আর কি পদ লাভ করবে। যে পড়ে এবং পড়ায় সে কত উঁচু পদ লাভ করে। না পড়লে কি পদ লাভ করবে -- সেও ভবিষ্যতে রেজাল্ট জেনে যাবে। পরে বুঝতে পারবে যে -- বরাবর বাবা আমাদের কত সতর্ক করতেন। এখানে বসে রয়েছে, বুদ্ধিতে থাকা উচিত -- আমরা অসীম জগতের পিতার কাছে বসে রয়েছি। তিনি উপর থেকে এসে এই শরীরের(ব্রহ্মা) মাধ্যমে আমাদের পড়ান, কল্প-পূর্বের মতন। এখন আমরা বাবার সম্মুখে বসে রয়েছি। ওঁনার সঙ্গেই আমাদের চলতে হবে। ছেড়ে যাওয়া উচিত নয়। বাবা আমাদের সঙ্গে করে নিয়ে যাবেন। এই পুরানো দুনিয়া

বিনাশপ্রাপ্ত হয়ে যাবে। একথা আর কেউই জানে না। পরে জানতে পারবে যে, পুরানো দুনিয়া অবশ্যই সমাপ্ত হয়ে যাবে। প্রাপ্তি তো কিছুই হবে না। এই কথা আর কেউ জানে না। 'টু লেট'(অনেক দেরী) হয়ে যাবে। হিসেব-নিকেশ চুকিয়ে সকলকে ফিরে যেতে হবে। এও যারা সেক্সীবেল(সমঝদার) বাচ্চা তারাই জানে। (বাবার) বাচ্চা তারাই, যারা সেবায় উপস্থিত থাকে। মা-বাবাকে ফলো করে। যেমন বাবা আধ্যাত্মিক সেবা করেন তেমন তোমাদেরও করতে হবে। এমন অনেক বাচ্চারা রয়েছে যাদের মধ্যে এমন উন্মাদনা থাকে যে, বাবা যাদের মহিমা করেন, তাদের মতন হতে হবে। টিচার সকলেই পায়। এখানেও সকলেই আসে। এখানে বড় অর্থাৎ প্রধান শিক্ষক বসে রয়েছেন। বাবাকে স্মরণই করে না তাহলে কীভাবে শুধরাবে ? জ্ঞান অতি সহজ। ৮৪ জন্মের চক্র(চক্রের জ্ঞান) কত সহজ। কিন্তু কত মাথা কুটতে হয়। বাবা কত সহজ কথা বোঝান। বাবাকে আর ৮৪ জন্মের চক্রকে স্মরণ করো তবেই তরী পার হয়ে যাবে। এই সন্দেশ সকলকে দিতে হবে। নিজের মনকে জিজ্ঞাসা করো যে -- আমরা কতটা ম্যাসেজার (বার্তাবাহক) হতে পেরেছি ? যত বেশীসংখ্যককে জাগরিত করবে, পুরস্কারও ততই পাবে। যদি জাগরিত না করি তাহলে অবশ্যই কোথাও শায়িত রয়েছে, তবে আমি এত উচ্চপদ তো পাবো না। বাবা প্রত্যহ বলেন যে, রাতে নিজের সারা দিনের চাট (পোতামেল) রাখো। সেবাতেও থাকতে হবে। মুখ্যকথা হলো, বাবার পরিচয় দেওয়া। বাবা-ই ভারতকে স্বর্গে পরিনত করেছিলেন। এখন নরক, পুনরায় স্বর্গ হবে। চক্রকে আবর্তিত হতেই হবে। তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান হতে হবে। বাবাকে স্মরণ করো তাহলেই বিকার নিষ্কাশিত হয়ে যাবে। সত্যযুগে অত্যন্ত অল্পসংখ্যক (মানুষ) থাকে। পুনরায় রাবণ-রাজ্যে কত বৃদ্ধি পায়। সত্যযুগে ৯ লক্ষ, পরে বৃদ্ধি হতে থাকবে। যে প্রথমে পবিত্র ছিল, সে-ই পতিত হয়। সত্যযুগে দেবতাদের প্রবৃত্তিমার্গ ছিল। তারাই পরে অপবিত্র প্রবৃত্তিমাগীয়া হয়ে যায়। ড্রামানুসারে এই চক্রকে আবর্তিত হতেই হবে। এখন তোমরা পুনরায় পবিত্র প্রবৃত্তিমাগীয়া হতে চলেছো। বাবা এসেই পবিত্র করেন। তিনি বলেন, আমাকে স্মরণ করো তবেই বিকর্ম বিনাশ হবে। তোমরা আধাকল্প পবিত্র ছিলে, পরে রাবণ-রাজ্যে তোমরা অপবিত্র হয়ে গেছো। এও তোমরা এখনই বুঝেছো। আমরাও একদম 'ওয়ার্থ নট এ পেনী'(মূল্য এক পয়সাও নয়) ছিলাম। এখন কত জ্ঞান পেয়েছি। যার (জ্ঞান) দ্বারা আমরা কি থেকে কি হয়ে যাই। বাকি অন্যান্য যেসব ধর্ম রয়েছে, সেসব সমাপ্ত হয়ে যাবে। যেমনভাবে জানোয়ার মারা যায় তেমনভাবেই সকলের মৃত্যু হবে। যখন বরফ পড়ে তখন কত পশু-পক্ষী ইত্যাদি মারা যায়। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ও আসবে। এইসব শেষ হয়ে যাবে। এইসব মরেই পড়ে আছে। এই নেত্র দ্বারা যাকিছু দেখছে তা আর ঘটবে না। নতুন দুনিয়ায় একদম অল্পসংখ্যকই থাকবে। এই জ্ঞান তোমাদের বুদ্ধিতে রয়েছে, জ্ঞানের সাগর বাবা-ই তোমাদের জ্ঞানের উত্তরাধিকার দিচ্ছেন। তোমরা জানো যে, সারা দুনিয়ায় এখন পাঁকই-পাঁক(নোংরা)। তোমরাও পাঁকে ময়লা হয়ে পড়েছিলে। এখন বাবা পাঁক থেকে বের করে এনে কতসুন্দর ফুলে পরিনত করছেন। আমরা এই শরীর পরিত্যাগ করবো, আর আত্মা পবিত্র হয়ে যাবে।

বাবা সকলকেই একরস অর্থাৎ সমানভাবে পড়াশোনা করান কিন্তু কেউ সম্পূর্ণ জড়বুদ্ধিসম্পন্ন, কিছুই বুঝতে পারে না। এও ড্রামায় নির্ধারিত। বাবাও বলেন যে, এদের ভাগ্যে না থাকলে আমি কি করতে পারি। আমি তো সকলকে সমানভাবে (একরস) পড়াই। কিন্তু পড়ে নম্বরের ক্রমানুসারে। কেউ ভালভাবে বোঝে আর বোঝায়, অন্যদেরকেও হীরে-তুল্য বানায়। কেউ তো (অন্যদের) তৈরীই করে না। উপরন্তু তাদের অহংকার কত। যেমন বিজ্ঞানমনস্কদের বুদ্ধির কত অহংকার, দূর-দূরান্তের আকাশকে, সমুদ্রকে দেখতে চায়। বাবা বলেন, এতে কোনো লাভ নেই। শুধু-শুধুই সাইন্সের অহংকারীরা নিজেদের মাথা খারাপ করে। তারা মোটা অংকের বেতন পায়, সব নষ্ট করতে থাকে। এমন নয় যে, সোনার দ্বারকা সমুদ্রতল থেকে উঠে আসবে। এ তো ড্রামার চক্র যা আবর্তিত হতেই থাকে। পুনরায় আমরা সময়ানুসারে গিয়ে নিজেদের মহল তৈরী করবো -- নতুন দুনিয়ায়। কেউ আশ্চর্য হয়ে যায়, এমনই ঘর-বাড়ী কি আবারও তৈরী হবে। অবশ্যই, বাবা

দেখান যে, তোমরা পুনরায় এমনই সোনার ঘর-বাড়ী তৈরী করবে। ওখানে তো অনেক সোনা। এখনও পর্যন্ত কোন-কোনদিকে(স্থানে) অনেক সোনার পাহাড় রয়েছে, কিন্তু সোনা বের করতে পারে না। নতুন দুনিয়ায় প্রচুর সোনার খনি ছিল, সেসব শেষ হয়ে গেছে। এখন হীরের দামও দেখো কত। আজ এত দাম, কাল পাথরের সমান হয়ে যাবে। বাচ্চারা, বাবা তোমাদের অত্যন্ত আশ্চর্যজনক কথা শোনান আর সাক্ষাৎকারও করান। বাচ্চারা, তোমাদের বুদ্ধিতে এখন যেন এটাই থাকে -- আমরা অর্থাৎ আত্মারা আমাদের ঘর পরিত্যাগ করেছি ৫ হাজার হয়ে গেছে যাকে মুক্তিধাম বলা হয়। ভুক্তিমার্গে মুক্তির জন্য কত মাথা কুটে থাকে কিন্তু এখন তোমরা বুঝেছো যে বাবা ছাড়া আর কেউই মুক্তি দিতে পারে না। সঙ্গে করে নিয়ে যেতে পারে না। বাচ্চারা, এখন তোমাদের বুদ্ধিতে রয়েছে নতুন দুনিয়া, তোমরা জানো এই চক্র আবর্তিত হবে, তোমাদের আর কোনো কথায় (বিষয়ে) যাওয়া উচিত নয়। শুধু বাবাকে স্মরণ করতে হবে, সকলকে এটাই বলতে থাকো -- বাবাকে স্মরণ করো তবেই বিকর্ম বিনাশ হবে। বাবা তোমাদের স্বর্গের মালিক বানিয়েছিল, তাই না! তোমার আমার শিব-জয়ন্তীও পালন করো। কত বছর হয়েছে ? ৫ হাজার বছরের কথা। তোমরা স্বর্গবাসী হয়েছিলে, পুনরায় ৮৪ জন্ম পরিক্রমা করেছে। এই ড্রামাও পূর্ব-নির্ধারিত। আমি এসে তোমাদের এই সৃষ্টিচক্রে বোঝাই। বাচ্চারা, এখন তোমাদের অত্যন্ত ভালভাবে স্মৃতিতে এসেছে। আমরাই সর্বোচ্চ ভূমিকা (পার্টধারী) পালনকারী। আমাদের পার্ট রয়েছে বাবার সঙ্গে, আমরা বাবার শ্রীমতানুসারে, বাবার স্মরণে থেকে অন্যদেরকেও নিজের সমান তৈরী করি। যারা কল্প-পূর্বে ছিল তারাই হবে। সাক্ষী হয়ে দেখতে থাকবে আর পুরুষার্থও করাতে থাকবে। সর্বদা উৎসাহ-উদ্দীপনায় থাকার জন্য প্রতিদিন একান্তে বসে নিজের সঙ্গে কথা বলো। এই অশান্ত দুনিয়ায় আর অল্পসময় বাকি রয়েছে, তখন আর অশান্তির কোনো নামই থাকবে না। কেউ যেন মুখে একথা বলতে না পারে যে, মনের শান্তি কেমন করে পাবো ? শান্তি জন্য যায় কিন্তু শান্তির সাগর তো একমাত্র পিতাই, অন্য কারোর কাছে এই বস্তু(শান্তি) নেই। বাচ্চারা, তোমাদের বুদ্ধিতে একথা প্রতিধ্বনিত হওয়া উচিত যে, রচয়িতা আর রচনাকে জানা -- এটাই হলো জ্ঞান। এক হলো শান্তির জন্য, আরেক হলো সুখের জন্য। সুখ আসে ধনের মাধ্যমে। ধন না থাকলে মানুষ কোনো কর্মের থাকে না। ধনের জন্য কত পাপ করে। বাবা অগাধ ধন-সম্পদ দিয়েছেন। স্বর্গ সোনার, নরক পাথরের। আচ্ছা।

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ঔঁনার আত্মা-রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ

১) সময় বের করে একান্তে নিজের সঙ্গে কথা বলে নিজেকে উৎসাহিত করতে হবে। নিজ সম বানানোর সেবা করার সাথে-সাথে প্রত্যেকের ভূমিকাকে সাক্ষী হয়ে দেখার অভ্যাস করতে হবে।

২) বাবাকে স্মরণ করে নিজেই নিজেকে শোধরাতে হবে। নিজের মনকে(হৃদয়) জিজ্ঞাসা করতে হবে যে, আমি কী ম্যাসেঞ্জার (বার্তাবাহক) হয়েছি ? কতজনকে নিজের মতন করে গড়েছি ?

বরদানঃ সাইলেন্সের শক্তি দ্বারা প্রত্যক্ষতার ডক্সা বাদনকারী শান্ত-স্বরূপ ভব*

ব্যখ্যা :- কথিত আছে - "সাইলেন্সের উপর সাইলেন্সের বিজয়" না কি বাণীর (বিজয়)। সময় বা সম্পূর্ণতা যত কাছে আসবে, ততই অত্যধিক আওয়াজ থেকে অটোমেটিক বৈরাগ্য আসবে। যেমন এখন চাইলেও অভ্যাস আওয়াজে (শব্দজগতে) নিয়ে আসে, তেমনই চাইলেই তখন (অভ্যাসবশতঃ) আওয়াজের ঊর্ধ্বে চলে যাবে। প্রোগ্রাম তৈরী করে শব্দের জগতে আসবে। যখন এমন পরিবর্তন দেখা যাবে তখন মনে করবে যে, এখন বিজয়ডক্সা বাজতে চলেছে, এরজন্য যত সময় পাবে --- শান্ত-স্বরূপ স্থিতিতে থাকায় অভ্যস্ত হও।

স্লোগানঃ জিরো অর্থাৎ বিন্দু-স্বরূপ পিতার সঙ্গীরাই হিরো(মুখ্য) ভূমিকাসম্পন্ন হয়।*

"মিষ্টি বাচ্চারা --- তোমরা এই সম্পূর্ণ বিশ্বে শান্তির রাজ্য স্থাপনকারী বাবার সাহায্যকারী, তোমাদের সামনে এখন সুখ আর শান্তির দুনিয়া"

প্রশ্ন:- বাবা তাঁর বাচ্চাদের কিসের জন্য পড়ান, এই পড়ার সার কি?

উত্তর:- বাবা তাঁর বাচ্চাদের স্বর্গের প্রিন্স, বিশ্বের মালিক বানানোর জন্য পড়ান, বাবা বলেন বাচ্চারা, এই পড়ার সার হলো, দুনিয়ার সব বিষয়কে ত্যাগ করো, এমন কখনোই মনে করো না যে, আমাদের কাছে কোটি টাকা আছে বা লাখ টাকা আছে। কিছুই কিন্তু সঙ্গে যাবে না, তাই খুব ভালোভাবে পুরুষার্থ করো, পড়ার প্রতি নজর দাও।

গীত:- অবশেষে সেই দিন আজ এলো.....

ওম্ শান্তি। বাচ্চারা গান শুনেছে -- অবশেষে এই বিশ্বে শান্তির সময় এসেছে। সবাই বলে যে, এই বিশ্বে কিভাবে শান্তি আসবে, তারপর যে সঠিক রায় দেয়, তাকেই প্রাইজ দেয়। নেহেরুও রায় দিয়েছিলেন, কিন্তু শান্তি তো হয় নি। তিনি কেবল রায় দিয়ে গিয়েছিলেন। বাচ্চারা, এখন তোমাদের বুদ্ধিতে আছে যে, কোনো এক সময় এই বিশ্বে সুখ, শান্তি, সম্পত্তি ইত্যাদি ছিলো। তা এখন আর নেই। আবার তা এখন হতে চলেছে চক্র তো ঘুরে আসবেই, তাই না। একথা তোমাদের মতো সঙ্গমযুগী ব্রাহ্মণদের বুদ্ধিতেই আছে। তোমরা জানো যে, ভারত আবার সোনার তৈরী হবে ভারতকেই সোনার পাখির দেশ বলা হয়। মহিমা যদিও করে কিন্তু তা এখন কথার কথা। তোমরা তো এখন প্রত্যক্ষভাবে পুরুষার্থ করছো। তোমরা জানো যে, আর অল্প দিনই আছে, তাই এইসব নরকের দুঃখের কথা তোমরা ভুলে যাও। তোমাদের বুদ্ধিতে এখন সুখের দুনিয়া সামনে উপস্থিত। আগে যেমন বিলেত থেকে এলে মনে করা হতো যে, আর অল্প সময় বাকি আছে পৌঁছানোর, কেননা আগে বিলেত থেকে আসতে অনেক সময় লাগতো। এখন তো এরোপ্লেনে খুব তাড়াতাড়ি পৌঁছে যায়। বাচ্চারা, এখন তোমাদের বুদ্ধিতে আছে যে, এখন আমাদের সুখের দিন আসছে, যার জন্য আমরা পুরুষার্থ করছি। বাবা এই পুরুষার্থও অনেক সহজ করে দিয়েছেন। ড্রামা অনুসারে আগের কল্পের মতো এও নিশ্চিত। তোমরা দেবতা ছিলে, দেবতাদের জন্য কতো মন্দির তৈরী হয়েছে। বাচ্চারা জানে যে, এই মন্দির ইত্যাদি বানিয়ে কি করবে? বাকি আর কতদিন আছে! বাচ্চারা তোমরা হলে জ্ঞানের অথরিটি। একথা বলা হয় যে, পরমপিতা পরমাত্মা হলেন সর্বশক্তিমান অলমাইটি অথরিটি। তোমরা হলে জ্ঞানের অথরিটি। ওরা হলো ভক্তির অথরিটি। বাবাকে বলা হয় অলমাইটি অথরিটি বাচ্চারা, তোমরাও পুরুষার্থের নম্বর অনুসারে এমন হচ্ছে। তোমাদের এই সৃষ্টির আদি - মধ্য এবং অন্তের জ্ঞান আছে। তোমরা জানো যে, আমরা পুরুষার্থ করছি বাবার থেকে অবিনাশী উত্তরাধিকার নেওয়ার জন্য। যারা ভক্তির অথরিটি, তারা সবাইকে ভক্তির কথা শোনায়। তোমরা হলে জ্ঞানের অথরিটি, তাই তোমরা জ্ঞানের কথা শোনাও। সত্যযুগে কোনো ভক্তি থাকে না। একজনও পূজারী নেই সেখানে, সকলেই পূজ্য। অর্ধেক কল্প হলো পূজ্য আর অর্ধেক কল্প পূজারী। ভারতবাসীরা যখন পূজ্য ছিলো, তখন স্বর্গ ছিলো। এখন ভারত পূজারী, তাই নরক। বাচ্চারা, তোমরা এখন প্রত্যক্ষভাবে জীবন তৈরী করছো। তোমরা পুরুষার্থের নম্বর অনুসারে সবাইকে বোঝাও আর তখন বুদ্ধি পেতে থাকো। এই ড্রামাতে তা পূর্ব হতেই লিপিবদ্ধ আছে। ড্রামা তোমাদের দিয়ে পুরুষার্থ করায় আর তোমরা পুরুষার্থ করতে থাকো। তোমরা জানো যে, এই ড্রামাতে তোমাদের অবিনাশী পার্ট, দুনিয়া এই কথা কি জানবে? এই ড্রামাতে আমাদেরই পার্ট। যে বলবে, সেই তো বুঝতে পারবে যে, এই ড্রামাতে আমাদের কিভাবে পার্ট আছে। এই সৃষ্টিচক্র ঘুরতেই থাকে। ওয়ার্ল্ডের এই হিস্ট্রি - জিওগ্রাফি তোমরা ছাড়া আর কেউই জানে না। উঁচুর থেকে উঁচু কে, দুনিয়াতে কেউই তা জানে না। ঋষি - মুনিরাও বলতেন - আমরা জানি না। এও না, ওটাও না -- এমনই তো বলতেন, তাই না। বাচ্চারা, এখন তো তোমরা জানো যে, বাবা হলেন সেই রচয়িতা, যিনি আমাদের পড়ান। বাবা এও বারবার বুঝিয়েছেন যে, তোমরা এখানে যখন বসো, তখন দেহী - অভিমানী হয়ে বসো। এক বাবাই তোমাদের রাজযোগ শেখান আর এই ওয়ার্ল্ডের হিস্ট্রি - জিওগ্রাফি বোঝান। বাবা বলেন, আমি কোনো খট রিডার নই, এতো বড় দুনিয়া, এখানে কিভাবে বসে আমি প্রত্যেকের মনের কথা জানতে পারবো। বাবা তো নিজেই বলেন, আমি এই ড্রামার সময় অনুসারে আসি তোমাদের পবিত্র করার জন্য। ড্রামাতে আমার যে পার্ট আছে, তাই আমি অভিনয় করতে আসি। বাকি আমি কারোর মনের কথা পড়তে পারি না, আমি এ কথাই জানাই যে, ড্রামাতে আমার কি পার্ট আছে, আর তোমরা কি অভিনয় করছো। তোমরা এই জ্ঞানের কথা শিখে অন্যদেরও শেখাচ্ছো। আমার পার্টই হলো পতিতকে পবিত্র করা। বাচ্চারা, এও তোমরা জানো, তোমরা তিথি - তারিখ আদি সবই

জানো । দুনিয়াতে এ কথা কেউ জানেই না । বাবা তোমাদের এখন এই কথা শেখাচ্ছেন, আবার যখন এই চক্র তোমরা সম্পূর্ণ করবে, তখন বাবা আবার আসবেন । সেই সময় যেসব দৃশ্য চলেছিলো, পরের কল্পেও এমনই চলবে । এক সেকেণ্ডও অন্য সেকেণ্ডের সঙ্গে মেলে না । এই নাটক ঘুরতেই থাকে । বাচ্চারা, তোমরা এই অসীম জগতের নাটককে জানো । তবুও তোমরা প্রতি মুহূর্তে ভুলে যাও । বাবা বলেন, তোমরা কেবল স্মরণ করো, আমার বাবা, তিনিই টিচার, তিনিই গুরু । তোমাদের বুদ্ধি তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হওয়া দরকার । আত্মা বাবার মহিমা শুনে খুশী হয় । সকলেই বলে, আমার বাবা, তিনি বাবা, আবার টিচারও, তিনিই সত্য । এই পড়াও সত্য এবং সম্পূর্ণ । ওই মানুষদের পড়া অসম্পূর্ণ । বাচ্চারা, তোমাদের বুদ্ধিতে তাই কতো খুশী হওয়া উচিত । বড় পরীক্ষা যারা পাস করে তাদের বুদ্ধিতে বেশী খুশী থাকে । তোমরা কতো উচ্চ পাঠ গ্রহণ করো, তাই তোমাদের কতো খুশীর নেশা থাকা উচিত । ভগবান বাবা, অসীম জগতের বাবা আমাকে পড়াচ্ছেন । তোমাদের রোমাঞ্চিত হওয়া উচিত । সেই এপিসোডই আবার রিপিট হচ্ছে, একথা তোমরা ছাড়া আর কেউই জানে না । ওরা কল্পের আয়ু বাড়িয়ে দিয়েছে । তোমাদের বুদ্ধিতে এখন পাঁচ হাজার বছরের গল্পের এই সম্পূর্ণ চক্র সর্বদা ঘুরতে থাকে, যাকে স্বদর্শন চক্র বলা হয় ।

বাচ্চারা বলে যে, অনেক ঝড় আসে, আর আমরা ভুলে যাই । বাবা বলেন, তোমরা কাকে ভুলে যাও ? যে বাবা তোমাদের ডবল মুকুটধারী এই বিশ্বের মালিক বানান, তোমরা তাঁকে ভুলে যাও ? দ্বিতীয় অন্য কাউকে তো ভুলে যাও না । স্ত্রী, সন্তান, কাকা, মামা, আত্মীয় পরিজন সকলেই তো তোমাদের স্মরণে থাকে । বাকি এই বিষয়কে তোমরা কেন ভুলে যাও । তোমাদের যুদ্ধ এই স্মরণেই, যতো সম্ভব, তোমাদের স্মরণ করতে হবে । বাচ্চারা, তোমাদের উন্নতির জন্য ভোরবেলা উঠে বাবার স্মরণে তোমাদের ভ্রমণ করতে হবে । তোমরা ছাদে বা বাইরের ঠান্ডা হাওয়ায় যাও । এখানে এসেই বসতে হবে, এমন কোনো জরুরী নেই । তোমরা বাইরেও যেতে পারো, ভোরের সময় কোনো ভয় ইত্যাদির বিষয় থাকে না । বাইরে গিয়ে হাঁটতে থাকো । নিজের সঙ্গে এই নিয়ে কথা বলো, দেখি, কে বাবাকে বেশী স্মরণ করতে পারে, তারপর তোমাদের বলা উচিত যে, কতো সময় আমি স্মরণ করেছি । বাকি সময় আমাদের বুদ্ধি কোথায় - কোথায় গেছে । একেই বলা হয় একে অপরের থেকে উন্নতি করা । তোমরা নোট করো, কতো সময় বাবাকে স্মরণ করেছো । কিভাবে অভ্যাস করতে হবে, বাবাই বলে দেন । এই স্মরণে তোমরা যদি এক ঘন্টাও হাঁটতে থাকো, তাও পা ব্যথা করবে না । এই স্মরণে তোমরা কতো পাপ মুক্ত হবে । চক্রকে তো তোমরা জানোই, তোমাদের বুদ্ধিতে এখন রাতদিন এই কথাই আছে যে, আমরা এখন ঘরে ফিরে যাচ্ছি । তোমরা পুরুষার্থ করো, আর কলিযুগের মানুষ একথা একটুও জানে না, তারা মুক্তির জন্য কতো ভক্তি করে । এখানে অনেক মত আছে । তোমাদের মতো ব্রাহ্মণদের হলো এক মত, যারা ব্রাহ্মণ হয়, তাদের সকলের জন্য হলো শ্রীমত । তোমরা বাবার শ্রীমতে দেবতা হও । দেবতাদের কোনো শ্রীমৎ নেই । তোমরা ব্রাহ্মণরাই এখন শ্রীমৎ পাও । ভগবান হলেনই নিরাকার । যিনি তোমাদের রাজযোগ শেখান, যাতে তোমরা রাজ্য - ভাগ্য নিয়ে এই বিশ্বের কতো বড় মালিক হও । ভক্তিমার্গে এই বেদ - শাস্ত্র ইত্যাদি কতো অনেক বই আছে, কিন্তু এক গীতাই হলো কাজের । ভগবান এসে তোমাদের রাজযোগ শেখান । একেই গীতা বলা হয় । তোমরা এখন বাবার কাছ থেকে পাঠ গ্রহণ করো, যাতে তোমরা স্বর্গের রাজস্ব পাও । যে পড়েছে, সেই তা নিতে পেরেছে । ড্রামাতে তো পাট লিপিবদ্ধ আছে, তাই না । জ্ঞান শোনানোর জন্য জ্ঞানের সাগর একমাত্র বাবাই আছেন । তিনি এই ড্রামার নিয়ম অনুসারে কলিযুগের অন্তে এবং সত্যযুগের আদিতে এই সপ্তম যুগেই আসেন । কোনো বিষয়েই তোমরা দ্বিধাগ্রস্ত হয়ো না । বাবা এনার মধ্যে এসে পড়ান, আর কেউই এমন পড়া পড়াতে পারে না । এই দাদাও যদি অন্য কারোর কাছে পড়তো, তাহলে আরো অনেকেই তাঁর কাছে পড়তো । বাবা তো বলেন - এই গুরু ইত্যাদি সকলের উদ্ধার করতে আমিই আসি । বাচ্চারা, তোমাদের এইম অবজেক্ট এখন সামনে উপস্থিত । আমরা এমন তৈরী হই, এই হলো নর থেকে নারায়ণ হওয়ার সত্য কথা । এর মহিমাই ভক্তিমার্গে চলতে থাকে । ভক্তিমার্গের নিয়ম চলেই আসছে । এখন এই রাবণ রাজ্য সম্পূর্ণ হবে । তোমরা এখন দশহরা ইত্যাদিতে যাবেই না । তোমরা তো বোঝাবে যে, এরা কি করে । এ তো বাচ্চাদের কাজ । বড় - বড় লোকেরাও দেখতে যায় । রাবণকে কিভাবে দহন করে, এ কে, কেউই বলতে পারে না । এ তো রাবণ রাজ্য, তাই না । দশহরা ইত্যাদিতে মানুষ কতো খুশী পালন করে, যাতে তারা রাবণকে জ্বালিয়ে এসেছে, কিন্তু দুঃখই পেয়ে এসেছে, কিছুই বুঝতে পারে না । তোমরা এখন বুঝতে পারো যে, আমরা কতো অবুঝ ছিলাম । রাবণ তোমাদের অবুঝ করে দেয় । তোমরা এখন বলো যে -- বাবা, আমরা অবশ্যই লক্ষ্মী - নারায়ণ হবো । আমরা কম পুরুষার্থ করবোই না । এ হলো একই স্কুল, যেখানে পড়া খুবই সহজ । বৃদ্ধা মাতারা যদি আর কিছু স্মরণ নাও করতে পারে, তাহলেও কেবল বাবাকেই স্মরণ করবে । মুখে তো মানুষ 'হে রাম' বলেই । বাবা একথা খুব সহজ করে বলেন যে, তুমি হলে আত্মা, পরমাত্মা বাবাকে যদি স্মরণ করো তাহলে তোমার তরী পার হয়ে যাবে । তোমরা কোথায় চলে যাবে ? শান্তিধাম আর সুখধাম । আর সবকিছুই তোমরা ভুলে যাও । যা কিছুই এতদিন শুনেছো বা পড়েছো, সেইসব ভুলে নিজেকে আত্মা মনে করে বাবাকেই স্মরণ করো, তাহলে বাবার থেকে অবশ্যই অবিনাশী

উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করবে। বাবার স্মরণেই পাপ মুক্ত হওয়া যায়। এ কতো সহজ। এমন বলাও হয় যে, ক্রকুটির মাঝে ঝলমলে এক তারা। তাহলে খুব ছোটো আত্মাই তো হবে, তাই না। আত্মাকে দেখার জন্য ডাক্তাররা অনেক চেষ্টা করে, কিন্তু তা খুবই সূক্ষ্ম। হঠাৎ ইত্যাদি যোগের দ্বারাও কেউই দেখতে পায় না। বাবাও এমনই এক বিন্দু। তিনি বলেন -- তোমরা যেমন সাধারণ, আমিও তেমনই সাধারণ হয়েই তোমাদের পড়াই। কেউ কিভাবে জানবে যে, এনাকে ভগবান কিভাবে পড়ান। কৃষ্ণ পড়ালে তো সম্পূর্ণ আমেরিকা, জাপান ইত্যাদি সবদিক থেকে পড়তে এসে যাবে। তাঁর মধ্যে অনেক আকর্ষণ আছে। কৃষ্ণের প্রতি তো সকলেরই প্রেম আছে, তাই না। বাচ্চারা, তোমরা তো এখন জানো যে, আমরাও তেমনই তৈরী হচ্ছি। কৃষ্ণ হলেন রাজকুমার, তাঁকে কোলে নিতে চাইলে তো পুরুষার্থ করতে হবে, এ তো কোনো বড় কথা নয়। বাবা তাঁর বাচ্চাদের স্বর্গের প্রিন্স, বিশ্বের মালিক বানানোর জন্যই পড়ান।

বাবা বলেন -- বাচ্চারা, এই পড়ার সার হলো -- দুনিয়ার সব বিষয় ত্যাগ করো। এমন কখনোই মনে করো না যে, আমাদের কাছে কোটি বা লাখ টাকা আছে। কিছুই হাতে আসবে না, তাই খুব ভালো করে পুরুষার্থ করো। বাবার কাছে এলে বাবা অনুযোগ করেন -- তোমরা ৮ মাসে একবার আসো, আর যে বাবার থেকে তোমরা স্বর্গের বাদশাহী পাও, তাঁর সঙ্গে এতো সময় দেখাই করো না। তোমরা বলে দাও --- বাবা অমুক কাজ ছিলো। আরে! তোমরা যদি মরে যেতে তাহলে এখানে কিভাবে আসতে! এই বাহানা চলতেই পারে না। বাবা তোমাদের রাজযোগ শেখাচ্ছেন আর তোমরা তা শেখো না, যারা অনেক ভক্তি করেছে, তাদের সাত দিন কেন, এক সেকেন্ডেই তীর লেগে যাবে। সেকেন্ডে এই বিশ্বের মালিক হতে পারে। ইনি যে এখানে বসে আছেন, ইনি নিজেই অনুভবী, ইনি বিনাশ দেখেছেন, চতুর্ভুজ রূপ দেখেছেন, ব্যস, কেবল বুঝতে পারতেন, আহা, আমি এই বিশ্বের মালিক হবো। তাঁর সাক্ষাৎকার হয়েছিলো, উৎসাহ - উদ্দীপনা এসেছিলো, আর সবকিছু ত্যাগ করেছিলেন। বাচ্চারা, এখানে তোমরা জানতে পেরেছো যে, বাবা এসেছেন, এই বিশ্বের বাদশাহী দিতে। বাবা জিজ্ঞেস করেন - তোমাদের নিশ্চয় কবে থেকে এসেছে? তখন বলে ৮ মাস। বাবা বুঝিয়েছেন যে, মূল বিষয় হলো স্মরণ আর জ্ঞান। বাকি সাক্ষাৎকার তো কোনো কাজের নয়। বাবাকে চিনে গেছো, এবার তোমরা পড়তে শুরু করো, তাহলে এমন হতে পারবে। তোমরা পয়েন্টস পাও, যা দিয়ে তোমরা কাউকে বোঝাতে পারো। তোমরা খুব মিষ্টি করে বোঝাও। শিববাবা, যিনি পতিত পাবন, তিনি বলেন -- তোমরা আমাকে স্মরণ করো, তাহলে পবিত্র হয়ে পবিত্র দুনিয়ার মালিক হতে পারবে। তোমাদের যুক্তি দিয়ে বোঝাতে হবে। তোমরা তো চাও --- গড ফাদার তোমাদের উদ্ধার করে সুইট হোমে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে। আচ্ছা, তোমাদের উপর এখন যে জং লেগে আছে, তারজন্যই বাবা বলেন যে, আমাকে স্মরণ করো। আচ্ছা।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ঔঁনার আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ

১) ভোরবেলা উঠে হাটে চলতে বাবাকে স্মরণ করো, নিজেদের মধ্যে এই রুহরিহান করো যে --- দেখি, কে কতটা সময় বাবাকে স্মরণ করে, তারপর নিজের অনুভব শোনাও।

২) বাবাকে চিনে নিয়েছো, তাই আর কোনো বাহানা নয়, এই পড়াতে মনোযোগ দিতে হবে, মুরলী কখনো মিস ক'রো না।

বরদানঃ প্রকৃত স্বরূপের শক্তির দ্বারা প্রতিটি কাজে রাজকীয়তা দেখিয়ে প্রথম বিভাগের অধিকারী ভব*
রিয়েলিটি অর্থাৎ নিজের প্রকৃত স্বরূপের সাদা স্মৃতি, যাতে স্থূল চেহারায়ও রাজকীয়তা নজরে আসবে।
রিয়েলিটি অর্থাৎ এক বাবা, দ্বিতীয় আর কেউই নয়। এই স্মৃতিতেই প্রতিটি কর্ম এবং বাণীতে রাজকীয়তা দেখা যাবে। যেই সম্পর্কে আসবে, তার প্রতিটি কর্মে বাবার সমান চরিত্রের অনুভব হবে, প্রতিটি বাণীতে বাবার সমান অথরিটি এবং প্রাপ্তির অনুভব হবে। তার সঙ্গে রিয়েল হওয়ার কারণে পরশ পাথরের কাজ করবে। এমন প্রকৃত স্বরূপ সম্পন্ন রাজকীয় আত্মারাই প্রথম বিভাগের অধিকারী হয়।

স্লোগানঃ শ্রেষ্ঠ কর্মের খাতা বৃদ্ধি করো, তাহলে বিকর্মের খাতা সমাপ্ত হয়ে যাবে।*

“মিষ্টি বাচ্চারা - শ্রীমত অনুসারে তোমাদের সবাইকে সুখদান করতে হবে, নিজেরা শ্রেষ্ঠ হয়ে অন্যদেরকে শ্রেষ্ঠ বানানোর জন্য তোমাদের এখন শ্রেষ্ঠ মত প্রাপ্ত হচ্ছে”

প্রশ্নঃ - দয়াবান বাচ্চাদের হৃদয়ে কোন্ ইচ্ছা উৎপন্ন হয় ? তাদেরকে কি করতে হবে ?

উত্তরঃ - দয়াবান বাচ্চাদের হৃদয়ে এই ইচ্ছা উৎপন্ন হয় যে - আমরা গ্রামে-গ্রামে গিয়ে সেবা করবো। বর্তমান সময় অনুসারে তারা (গ্রামবাসীরা) অত্যন্ত দুঃখী হয়ে পড়েছে, তাদেরকে গিয়ে এই খুশীর খবর শোনাতে চাই যে, সমগ্র বিশ্বে পবিত্রতা, সুখ এবং শান্তির দৈবী স্বরাজ্য স্থাপন হচ্ছে, এটাই হল সেই মহাভারতের লড়াই, বরাবর ওই সময়ও বাবা ছিলেন, এখনও বাবা এসেছেন।

ওম্ শান্তি । মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চারা এখানে বসে আছো তো এটা অবশ্যই বুঝে গেছো যে - আমরা হলাম ঈশ্বরীয় সন্তান। অবশ্যই নিজেদেরকে আত্মা মনে করছো। শরীর আছে তাই তো আত্মা শুনতে পাচ্ছে। বাবা এই শরীর লোনে নিয়েছেন, তবেই তো শোনাতে পারছেন। এখন তোমরা বুঝে গেছ যে - আমরা হলাম ঈশ্বরীয় সন্তান বা সম্প্রদায়ের, পুনরায় আমরা দৈবী সম্প্রদায়ের হব। দেবতারাই স্বর্গের মালিক হয়ে থাকে। আমরা পুনরায় পাঁচ হাজার পূর্বের ন্যায় দৈবী স্বরাজ্যের স্থাপন করছি। পুনরায় আমরা দেবতা হয়ে যাব। এই সময় সমগ্র দুনিয়া, মুখ্যতঃ ভারত তথা সমগ্র দুনিয়ার সকল মনুষ্যমাত্র এক-পরস্পরকে দুঃখই দেয়। তাদের এটাও জানা নেই যে, সুখধামও হয়। পরমপিতা পরমাত্মাই এসে সবাইকে সুখী- শান্ত বানিয়ে দেন। এখানে তো ঘরে ঘরে এক-পরস্পরকে দুঃখই দিতে থাকে। সমগ্র বিশ্বে শুধু দুঃখই দুঃখ। বাচ্চারা এখন তোমরা জেনে গেছ যে, বাবা আমাদেরকে ২১ জন্মের জন্য সদা সুখী বানাচ্ছেন। কবে থেকে দুঃখ শুরু হয়েছে, আবার কবে শেষ হবে, এই সব বিষয় নিয়ে আর কেউ বুদ্ধিতে চিন্তন করবে না। তোমাদেরই বুদ্ধিতে আছে যে, আমরা বরাবর ঈশ্বরীয় সম্প্রদায়ের ছিলাম, যদিও সমগ্র দুনিয়ার মানুষ মাত্রই হল ঈশ্বরীয় সম্প্রদায়। প্রত্যেকে তাঁকে বাবা বলে আহ্বান করে। এখন বাচ্চারা জেনে গেছে যে শিববাবা আমাদেরকে শ্রীমত প্রদান করছেন। শ্রীমত শব্দটি সকলেরই বেশ ভালোভাবে জানা আছে। উঁচুর থেকে উঁচু ভগবানের শ্রীমত হল উঁচুর থেকে উঁচু। গাওয়াও হয় যে - তাঁর গতি এবং শ্রীমত হল সবকিছুর থেকে পৃথক। শিববাবার শ্রীমত আমাদেরকে কি থেকে কি বানিয়ে দিচ্ছে! স্বর্গের মালিক। অন্যান্য মানুষ তো নরকের মালিক বানিয়ে দেয়। এখন তোমরা সঙ্গমে আছো। এটা নিশ্চয় আছে তাই না। নিশ্চয়বুদ্ধি যুক্ত আত্মারাই এখানে আসে আর মনে করে যে বাবা আমাদেরকে পুনরায় সুখধামের মালিক বানাচ্ছেন। আমরাই ১০০ শতাংশ পবিত্র গৃহস্থী ছিলাম। এইসব কিছু মনে পড়ে গেছে। ৮৪ জন্মেরও হিসাব আছে তাই না। কে কে কত জন্ম গ্রহণ করে। যে ধর্ম পরবর্তীকালে আসে, তাদের জন্মও অল্পসংখ্যক হয়।

বাচ্চারা তোমাদেরকে এখন এ বিষয়ে নিশ্চয় রাখতে হবে যে, আমরা হলাম ঈশ্বরীয় সন্তান। আমরা এখন শ্রেষ্ঠ মত প্রাপ্ত করছি, সবাইকে শ্রেষ্ঠ বানানোর জন্য। সেই শিববাবাই আমাদেরকে রাজযোগ শেখাচ্ছেন। সাধারণ মানুষ মনে করে যে, বেদ-শাস্ত্রাদী হল ভগবানকে প্রাপ্ত করার রাস্তা আর ভগবান বলেন যে - এর কোনো কিছুই দ্বারাই আমাকে প্রাপ্ত করা যায় না। আমি নিজেই আসি, তবেই তো আমার জয়ন্তী পালন করা হয়। কিন্তু কবে আর কার শরীরে আসি, এটা কেউ জানে না। তোমরা ব্রাহ্মণেরা ছাড়া। বাচ্চারা এখন তোমাদের সবাইকে সুখ প্রদান করতে হবে। দুনিয়াতে তো এক-পরস্পরকে দুঃখই দিতে থাকে। তারা এটা জানে যে, বিকারে বশীভূত হওয়াই হল দুঃখ দেওয়া। এখন তোমরা জেনে গেছো যে - এটাই হল মহান দুঃখ। যে কুমারী পবিত্র ছিল, তাকে অপবিত্র বানিয়ে দেয়। নরকবাসী হওয়ার জন্য কতইনা অনুর্তান ইত্যাদি করে। এখানে তো এরকম হাস্যামার কোনো ব্যাপারই নেই। তোমরা অনেক শান্তিতে বসে থাকো। সবাই খুশীতে থাকে, সমগ্র বিশ্বকে সদাকালের জন্য সুখী বানিয়ে দেয়। তোমাদের সম্মান শিব-শক্তি রূপে প্রদর্শিত হয়। তোমাদের সামনে তো লক্ষ্মী-নারায়ণেরও কোনো সম্মান নেই। শিব-শক্তিরই নাম গান করা হয় কেননা বাবার সমান সেবাধারী, সবাইকে পবিত্র বানিয়ে সদা সুখী বানিয়েছে, এইরকম তোমরাও বাবার সাহায্যকারী হয়েছে, এইজন্য তোমাদেরই ভারত মাতা রূপে মহিমা করা হয়। এই লক্ষ্মী-নারায়ণ তো রাজা-রাণী আর প্রজারা সবাই হবে স্বর্গবাসী। সেটা কি আর এমন বড় কথা! তারা যেমন হল স্বর্গ বাসী তেমনই এখানকার রাজা-রাণী সবাই হল নরকবাসী। এই নরকবাসীদের স্বর্গবাসী তোমরা বানাচ্ছ। সাধারণ মানুষ তো কিছুই জানেনা। একদমই নিম্নমানের বুদ্ধি। কিরকম সব করতে থাকে। এখানে

অনেক লড়াই আদি হয়। প্রত্যেক কথাতে দুঃখই দুঃখ।

সত্যযুগে প্রত্যেক ক্ষেত্রেই হল সুখ আর সুখ। এখন সবাইকে সুখ দেওয়ার জন্যই বাবা শ্রেষ্ঠ মত দিচ্ছেন। গাওয়াও হয় শ্রীমত ভগবানুবাচ। শ্রীমত মনুষ্যুবাচ নয়। সত্যযুগে দেবতাদের মত দেওয়ার দরকারই নেই। এখানে তোমাদেরই শ্রীমত প্রাপ্ত হয়। বাবার সাথে সাথে তোমাদেরও শিব-শক্তিরূপে মহিমা হয়। এখন সেই পাটাই বাস্তবে তোমরা অভিনয় করছো। এখন বাবা বলছেন যে বাচ্চারা তোমাদেরকে মন-বাণী-কর্মের দ্বারা সবাইকে সুখ দিতে হবে। সবাইকে সুখধামে যাওয়ার রাস্তা বলে দিতে হবে। এটাই হল তোমাদের কাজ। শরীর নির্বাহ করার জন্য পুরুষদেরকে কাজ-কর্মও করতে হয়। সবাই বলে যে, সন্ধ্যার সময় দেবতারা পরিক্রমায় বাহির হন। এখন দেবতারা এখানে কিভাবে আসবেন। কিন্তু তারা এই সান্ধ্য সময়কে শুদ্ধ বলে মনে করে। এই সান্ধ্য সময়ে সকলেই কাজ থেকে অবসর নেয়। বাচ্চারা তোমাদেরকে চলতে-ফিরতে, উঠতে-বসতে বাবাকে স্মরণ করতে হবে। ব্যস্ কোনো দেহধারীর চাকরী আদি করবে না। বাবার গায়নও আছে যে, তিনি দ্রৌপদীর পদসেবা করেছেন। এরও অর্থ বোঝে না। স্থূল পদসেবার কথা বলা হয় নি। বাবার কাছে অনেক বৃদ্ধা মাতারাই আসে, জানি যে, ভক্তি করতে করতে তারা অনেক ক্লান্ত হয়ে গেছে। অর্ধেক কল্প অনেক ধাক্কা খেয়েছে। আর এই জ্ঞানের দ্বারা সেবাকে তারা পদসেবা বলে দিয়েছে। আবার কৃষ্ণও কিভাবে পদসেবা করবে ? শোভনীয় হবে ? তোমরা কৃষ্ণকে পদসেবা করতে দেবে? কৃষ্ণকে দেখামাত্রই তাঁর প্রতি মন আকৃষ্ট হয়ে যাবে। তাঁর মধ্যে তো অনেক চমকপ্রদ সাজসজ্জা থাকে। কৃষ্ণকে ছাড়া অন্য কোনো কথা বুদ্ধিতে ধারণ হয়ই না। তিনিই হলেন সবথেকে তেজময়। কৃষ্ণ বাল্যকালে মুরলী বাজাতেন, এসব নিয়ে কারোরই মনে কোনো প্রশ্ন আসেনা। এখানে তোমরা শিববাবার সাথে কিভাবে মিলন করবে? বাচ্চাদেরকে বলতে হয় যে, শিববাবাকে স্মরণ করো তারপর ঐনার (কৃষ্ণের) কাছে এসো। বাচ্চারা তোমাদের অন্তরে তো খুশী হওয়া চাই যে আমাদেরকে শিববাবা ২১ জন্মের জন্য সুখী বানাচ্ছেন। এইরকম বাবার কাছে তো সমর্পণ হয়ে যেতে হবে। কোনো বাচ্চা যদি সুপুত্র হয়, তবে বাবাও তার কাছে বশ্যতা স্বীকার করেন। বাবার প্রত্যেক আশা সে পূর্ণ করে। কেউ কেউ তো আবার এমন বাচ্চা হয় যে, বাবাকে খুনও করে দেয়। এখানে তো তোমাদেরকে অতিমিঠা হতে হবে। কাউকে দুঃখ দিও না। যে বাচ্চার হৃদয়ে দয়ার গুণ থাকে, তার হৃদয় চায় যে - আমি গ্রামে গ্রামে গিয়ে সেবা করবো। আজকাল তারা (গ্রামবাসীরা) অনেক দুঃখী হয়ে গেছে। তাদের কাছে গিয়ে এই খুশীর খবর শোনাও যে, বিশ্বে পবিত্রতা, সুখ, শান্তির দৈবী স্বরাজ্য স্থাপন হচ্ছে, এটাই হল সেই মহাভারতের লড়াই। বরাবর সেই সময় বাবাও ছিলেন। এখনও বাবা এসেছেন। তোমরা জেনে গেছো যে বাবা আমাদেরকে পুরুষোত্তম বানাচ্ছেন। এটা হলই পুরুষোত্তম সঙ্গম যুগ। বাচ্চারা তোমরা জেনে গেছো যে - আমরা কিভাবে পুরুষোত্তম তৈরী হচ্ছি। তোমাদেরকে কেউ যদি জিজ্ঞাসা করে যে, তোমাদের উদ্দেশ্য কী? বলো মানুষ থেকে দেবতা হওয়া। দেবতাদের তো সবাই জানে। বাবা বলছেন যে, যারা দেবতাদের ভক্তবৃন্দ, তাদেরকে গিয়ে বোঝাও। প্রথম প্রথম তোমরা শিবেরই ভক্তি শুরু করেছিলে, পরে দেবতাদের ভক্তি শুরু হয়। তাই সর্ব প্রথম শিববাবার ভক্তদেরকে বোঝাতে হবে। বলো - শিববাবা বলছেন যে - আমাকে স্মরণ করো। শিবের পূজা করে, কিন্তু বুদ্ধিতে থাকে না যে, ইনিই হলেন পতিত-পাবন বাবা। ভক্তিমার্গেও দেখো, ভীড়ের মধ্যে কত ধাক্কা খায়। শিবলিঙ্গ তো ঘরের মধ্যেও রাখতে পারে, তার পূজা করতে পারে, তাহলে আবার অমরনাথ, বদ্রীনাথ আদির প্রতি যাত্রা করার কি দরকার ? কিন্তু ভক্তিমার্গে মানুষদেরকে ধাক্কা অবশ্যই খেতে হয়। তোমাদেরকে এই ধাক্কা খাওয়া থেকে আমি রক্ষা করি। তোমরা হলে শিব-শক্তি, শিব বাবার সন্তান। তোমরা বাবার থেকে শক্তি গ্রহণ করো। স্মরণের দ্বারাই সেই শক্তি প্রাপ্ত হয়। বিকর্ম বিনাশ হয়। পতিত-পাবন তো হলেন বাবা, তাই না। স্মরণের দ্বারাই তোমরা বিকর্মজিৎ পবিত্র হও। সবাইকে এই রাস্তা বলতে হবে। তোমরা এখন রামের হয়েছো। রামরাজ্যে হল সুখ আর রাবণরাজ্যে হল দুঃখ। ভারতেই সকলের চিত্র আছে, যাদের পূজা হয়। অনেক অনেক মন্দির আছে। কেই হনুমানের পূজারী তো কেউ অন্য কোনো দেবতার! একেই বলা হয় অন্ধ শ্রদ্ধা। এখন তোমরা জেনেছো যে, আমরাও অন্ধ ছিলাম। ঐনারও (ব্রহ্মাবাবার) জানা ছিল না যে - ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শংকর কে বা কেমন। যে পূজ্য ছিলো, সেই আবার পূজারী হয়ে যায়। সত্যযুগে হল পূজ্য, এখানে হল পূজারী। বাবা কত সুন্দর করে বুঝিয়ে দেন। তোমরা জেনেছো যে, পূজ্য হয়-ই সত্যযুগে। এখানে হল পূজারী, তাই তো পূজাই করতে থাকে। তোমরা হলে শিব-শক্তি। এখন তোমরা না পূজারী, না পূজ্য। বাবাকে ভুলে যেও না। এটা হল সাধারণ শরীর তাই না। ঐনার মধ্যে উঁচুর থেকেও উঁচু ভগবান আসেন। তোমরাই তো বাবাকে আমন্ত্রণ জানিয়ে ছিলে, তাই না। বাবা এসো, আমরা অনেক পতিত হয়ে গেছি। পুরানো পতিত দুনিয়া, পতিত শরীরে এসে আমাদের পবিত্র বানাও। বাচ্চারা নিমন্ত্রণ জানায়। এখানে তো কেউই পবিত্র নেই। অবশ্যই সকল পতিতদেরকে পাবন বানিয়ে নিয়ে যাবেন, তাই না। তাই সবাইকেই শরীর ত্যাগ করতে হবে, তাই না। কেউ দেহত্যাগ করলে তো কতইনা হয়-হতাশা করে চিৎকার করে। তোমরা তো খুশীতে দেহত্যাগ করবে। এখন তোমরা আত্মারা শিববাবাকে কে বেশী স্মরণ করবে তার জন্য নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতা করছো। শিববাবাকে মনে করতে করতেই দেহত্যাগ হয়ে গেলে অহো সৌভাগ্য। তরী পার হয়ে যায়।

সবাইকেই বাবা এইভাবে পুরুষার্থ করার জন্য বলছেন। কোনো কোনো সন্ন্যাসী এরকমও হয়। ব্রহ্মতে লীন হয়ে যাওয়ার জন্য পুরুষার্থ করতে থাকে। কিন্তু শেষ সময়ে এইভাবে বসে থেকেই শরীর ত্যাগ করে। সমাধিস্থ হয়ে যায়।

পুনরায় সুখের দিন আসবে। এরজন্যই তোমরা পুরুষার্থ করো যে, বাবা আমি তোমার কাছে আসছি। তোমাকেই মনে করতে করতে যখন আমরা আত্মারা পবিত্র হয়ে যাবো তখন তুমি আমাদেরকে সাথে করে নিয়ে যাবে। আগে যখন কাশী কলবটে গিয়ে আত্ম বলিদান করতো। তখন তারা এটা ভেবে খুশী হত যে, ব্যস্ আমি মুক্ত হয়ে যাব। এরকম মনে করতো। এখন তোমরা বাবাকে স্মরণ করতে চলে যাও শান্তিধামে। তোমরা বাবাকে স্মরণ করতে থাকো আর এই স্মরণের শক্তির দ্বারাই পাপ কেটে যায়, তারা মনে করে যে গঙ্গাজলে স্নান করলে পাপ কেটে যায়। মুক্তি পেয়ে যাবে। এখন বাবা বোঝাচ্ছেন যে, সেটা কোনো যোগবল নয়। পাপকর্মের শাস্তি খেতে খেতে পুনরায় গিয়ে জন্ম নেয়। নতুন জন্মেও পুনরায় পাপের খাতা শুরু হয়ে যায়। কর্ম-অকর্ম-বিকর্মের গতি বাবা বসে বোঝাচ্ছেন। রাম রাজ্যে কর্ম অকর্ম হয়, রাবণ রাজ্যে কর্ম বিকর্ম হয়ে যায়। সেখানে কোনো বিকার আদি হয় না।

মিষ্টি মিষ্টি ফুলের মতো বাচ্চারা জানে যে, বাবা আমাদেরকে সমস্ত যুক্তি, সমস্ত রহস্য বোঝাচ্ছেন। মুখ্য কথা এটাই হল যে, বাবাকে স্মরণ করো। পতিত-পাবন বাবা তোমাদের সামনে বসে আছেন, তিনি অত্যন্ত নির্মানচিত্ত। কোনও অহংকার নেই, একদম সাধারণ ভাবে থাকেন। বাপ-দাদা দুজনেই হলেন বাচ্চাদের সেবক। তোমাদের সেবক হলেন দুজন - উঁচুর থেকেও উঁচু শিববাবা এবং প্রজাপিতা ব্রহ্মা বাবা। তারা তো ত্রিমূর্তি ব্রহ্মা বলে দেয়। অর্থ কিছুই জানে না। ত্রিমূর্তি ব্রহ্মা কি করেন, কিছুই জানা নেই। আচ্ছা।

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ঔঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) সর্বদা এই নিশ্চয় যেন থাকে যে, আমরা হলাম ঐশ্বরের সন্তান, আমাদেরকে শ্রেষ্ঠ মতে চলতে হবে। কাউকেই দুঃখ দেওয়া যাবে না। সবাইকে সুখের রাস্তা বলে দিতে হবে।

২) সুপুত্র হয়ে বাবার কাছে নিজেকে সমর্পণ করে দিতে হবে, বাবার প্রত্যেক আশাকে পূর্ণ করতে হবে। বাবা যে'রকম নির্মান আর নিরহংকারী, এইরকম বাবার সমান হতে হবে।

বরদান:- কল্যাণকারী বাবা আর সময়ের প্রতিটি সেকেন্ডকে শ্রেষ্ঠ কার্যে সফল করে নিশ্চয় বুদ্ধি, নিশ্চিত্ত ভব*
ব্যখ্যা :- যা কিছু ঘটে চলেছে, সেগুলিকে ত্রিকালদর্শী হয়ে দেখ, সাহস আর উদ্যম ধারণ করে নিজেও শক্তিশালী আত্মা হও আর বিশ্বকেও সমর্থ বানাও। নিজের পরিস্থিতির কারণে বিচলিত হও না, স্থির থাকো। যে সময় প্রাপ্ত হয়েছে, বাবাকে সাথী রূপে পেয়েছো, অনেক ধরনের কোম্বাগার প্রাপ্ত হয়েছে, সেগুলির দ্বারা সম্পত্তিবান আর শক্তিবান হও। সমগ্র কল্পে এমন দিন আর কখনও ফিরে আসবে না। এইজন্য নিজের সব চিন্তা বাবাকে দিয়ে নিশ্চয়বুদ্ধি হয়ে সর্বদা নিশ্চিত্ত থাকো, কল্যাণকারী বাবা আর সময়ের প্রতিটি সেকেন্ডকে সফল করো।

স্লোগান:- বাবার সঙ্গে রং লাগাও, তবে কুসংস্কার স্বততঃ-ই সমাপ্ত হয়ে যাবে।*

"মিষ্টি বাচ্চারা -- এখন তোমাদের অসীম জগতের পবিত্রতা ধারণ করতে হবে, অসীম জগতের পবিত্রতা অর্থাৎ একমাত্র বাবা ব্যতীত অন্য কেউ যেন স্মরণে না আসে"

প্রশ্ন:- বাবার কাছে উত্তরাধিকার প্রাপ্তির পূর্বের পুরুষার্থ এবং তার পরের স্থিতির মধ্যে কি পার্থক্য?

উত্তর:- যখন তোমরা বাবার কাছ থেকে অবিনাশী উত্তরাধিকার নাও, তখন দেহের সব সম্বন্ধ ত্যাগ করে এক বাবার স্মরণে থাকার পুরুষার্থ করো এবং যখন উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয়ে যায় অর্থাৎ স্বর্গ প্রাপ্ত হয়ে যায়, তখন বাবাকে ভুলে যাও। এখন উত্তরাধিকার নিতে হবে, তাই কোনও নতুন সম্বন্ধ গড়ে তুলবে না। তা নাহলে ভুলতে কষ্ট হবে। সব কিছু ভুলে একমাত্র বাবাকে স্মরণ করো তাহলে উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হবে।

*গীত:- এই সময় পার হয়ে যাচ্ছে.....

ওম্ শান্তি। মিষ্টি মিষ্টি আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে বাবা বোঝাচ্ছেন - জ্ঞানী ও অজ্ঞানী কাকে বলা হয়, এই কথা শুধুমাত্র তোমরা ব্রাহ্মণরাই জানো। জ্ঞান হল পঠন-পাঠন, যার দ্বারা তোমরা জেনেছো যে - আমরা হলাম আত্মা, উনি হলেন পরমপিতা পরমাত্মা। তোমরা যখন মধুবনে আসো তখন অবশ্যই নিজেদেরকে আত্মা নিশ্চয় করো। আমরা নিজের পিতার কাছে যাই। বাবা, শিববাবাকে বলা হয়, শিববাবা আছেন প্রজাপিতা ব্রহ্মার দেহে। ব্রহ্মাও হয়ে গেলেন বাবা। তোমরা ঘর থেকে বেরিয়ে ভাবো আমরা বাপদাদার কাছে যাই। তোমরা চিঠিতেও লেখো "বাপদাদা" শিববাবা, ব্রহ্মা দাদা। আমরা বাবার কাছে যাই। বাবা কল্প-কল্প আমাদের সঙ্গে মিলিত হন। বাবা আমাদের অসীম জগতের উত্তরাধিকার প্রদান করেন, আত্মিক রূপে পবিত্র করে। পবিত্রতায় হৃদ ও বেহদ অর্থাৎ দৈহিক ও আত্মিক বিষয় আছে। তোমরা পুরুষার্থ করছো আত্মিক রূপে পবিত্র হয়ে সতোপ্রধান হওয়ার জন্য। নম্বর অনুযায়ী তো অবশ্যই আছে। আত্মিক পবিত্রতা অর্থাৎ এক অসীম জগতের পিতা ব্যতীত অন্য কেউ যেন স্মরণে না আসে। ওই বাবা হলেন অতি মধুর। উনি হলেন উঁচু থেকে উঁচু ভগবান এবং অসীম জগতের পিতা। সকলের পিতা। তোমরা আত্মারূপী বাচ্চারা-ই শুধু চিনেছো। অসীম জগতের পিতা কেবল ভারতেই আসেন। তিনি এসে অসীমের সন্ধ্যাস প্রদান করেন। সন্ধ্যাস হল মুখ্য, যাকে বৈরাগ্য বলা হয়। বাবা সম্পূর্ণ পুরানো ছিঃ ছিঃ দুনিয়ার প্রতি বৈরাগ্য অনুভব করান। বাচ্চারা, এই দুনিয়া থেকে বুদ্ধি যোগ বিচ্ছিন্ন করো। এই দুনিয়ার নাম ই হল নরক, দুঃখধাম। মানুষ নিজেরাও বলে যখন কেউ মারা যায় তখন বলে স্বর্গবাসী হয়েছে, অর্থাৎ সে নরকে ছিল তাইনা। এখন তোমরা জানো এরা যে কথা বলে সেই কথাটিও হল ভুল। বাবা সঠিক কথা বলে দেন, স্বর্গবাসী হওয়ার জন্য। এখনই পুরুষার্থ করতে হয়। স্বর্গবাসী হওয়ার জন্য এক বাবা ব্যতীত কেউ পুরুষার্থ করাতে পারে না। তোমরা এখন পুরুষার্থ করছো - ২১ জন্ম স্বর্গবাসী হওয়ার জন্য। স্বর্গবাসী করেন বাবা। তাঁকেই বলা হয় হেভেনলি গড ফাদার। তিনি নিজে এসে বলেন বাচ্চারা, আমি তোমাদের প্রথমে শান্তিধাম নিয়ে যাবো। তিনি হলেন মালিক তাইনা। শান্তিধাম গিয়ে পরে আসবো সুখধামে পার্ট প্লে করতে। আমরা শান্তিধাম গেলে সর্ব ধর্মের মনুষ্য আত্মারা শান্তিধাম যাবে। বুদ্ধিতে এই সম্পূর্ণ ড্রামার চক্রকে রাখতে হবে। আমরা সবাই যাবো শান্তিধাম তারপর আমরা প্রথমে এসে বাবার কাছে উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করি। যাঁর কাছে উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয়, তাঁকে তো স্মরণ করতে হবে। বাচ্চারা জানে স্বর্গের উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হলে বাবার কথা বিস্মৃত হয়ে যাবে। এই উত্তরাধিকার খুব সহজভাবে প্রাপ্ত হয়। বাবা সম্মুখে বলেন - মিষ্টি বাচ্চারা, তোমাদের দেহের সব সম্বন্ধ ভুলে যাও। এখন কোনো নতুন সম্বন্ধ গড়ে তুলবে না। যদি কোনও সম্বন্ধে যুক্ত হবে তাহলে সেটাও ভুলে যেতে হবে। যদি সন্তান জন্ম নেয় তবে তাও হল মুশকিল। অতিরিক্ত সম্বন্ধ বৃদ্ধি হল স্মরণ করার জন্য। বাবা বলেন সবাইকে ভুলে একমাত্র বাবাকেই স্মরণ করতে হবে। তিনিই হলেন আমাদের মাতা, পিতা, টিচার, গুরু সবকিছু, এক পিতার সন্তান আমরা হলাম ভাই-বোন। কাকা-মামা ইত্যাদি কোনও সম্বন্ধ নেই। একমাত্র এই একটি সময়ে ভাই-বোনের সম্বন্ধ থাকে। ব্রহ্মার সন্তানরা শিববাবার সন্তানও হয় সুতরাং নাতি-নাতনীও আছে। এই কথাটি তো বুদ্ধিতে স্মরণে থাকে তাইনা। নম্বর অনুযায়ী পুরুষার্থ অনুসারে। স্ব দর্শন চক্রধারী তোমরা বাচ্চারা চলতে ফিরতে হও।

বাচ্চারা, তোমরা এইসময় হলে চৈতন্য লাইট হাউস, তোমাদের এক চোখে হল মুক্তিধাম, দ্বিতীয়টিতে হল জীবনমুক্তিধাম। ওই লাইট হাউস হল জড় বস্তু, তোমরা হলে চৈতন্য। তোমাদের জ্ঞান নেত্র প্রাপ্ত হয়েছে। তোমরা জ্ঞানবান হয়ে সবাইকে পথ দেখিয়ে দাও। বাবাও তোমাদের পড়াচ্ছেন। তোমরা জানো - এই হল দুঃখধাম। আমরা এখন সঙ্গমে আছি। বাকি সম্পূর্ণ দুনিয়া কলিযুগে আছে। সঙ্গমে বাবা বাচ্চাদের সঙ্গে বসে কথা বলেন এবং বাচ্চারা ই আসে এইখানে। কেউ লেখে

বাবা অমুক কে এখানে আনবো? ভালো তো গুণ গ্রহণ করবে, যদি তীর (জ্ঞান বাণ) লেগে যায়। তাই বাবারও করুণা হয়, হতে পারে কল্যাণ হয়ে যাবে। তোমরা বাচ্চারা জানো এই হল পুরুষোত্তম সঙ্গমযুগ। এই সময়েই তোমরা পুরুষোত্তম হও। কলিযুগে সব হল কনিষ্ঠ পুরুষ, যারা উত্তম পুরুষ লক্ষ্মী-নারায়ণকে প্রণাম করে। সত্যযুগে কেউ কাউকে প্রণাম করে না। এখানকার এইসব কথা সেখানে থাকে না। এই কথাও বাবা বোঝান - ভালো ভাবে বাবার স্মরণে থেকে সার্ভিস করবে, তাহলে ভবিষ্যতে তোমাদের সাক্ষাৎকারও হতে থাকবে। তোমরা কোনো রকম ভক্তি ইত্যাদি করো না। শুধু বাবা তোমাদের পড়ান। ঘরে বসে আপনা থেকেই সাক্ষাৎকার ইত্যাদি হতে থাকবে। অনেকের ব্রহ্মার সাক্ষাৎকার হয়, ব্রহ্মার সাক্ষাৎকারের জন্য কোনও পুরুষার্থ করতে হয় না। অসীম জগতের পিতা ব্রহ্মা দ্বারা সাক্ষাৎকার করান। ভক্তি মার্গে যে যার প্রতি যেমন ভাবনা পোষণ করে, তারই সাক্ষাৎকার হয়। এখন তোমাদের ভাবনা রয়েছে সবচেয়ে উঁচু থেকে উঁচু ঈশ্বর পিতার জন্য। তাই পরিশ্রম ছাড়া ই বাবা সাক্ষাৎকার করাতে থাকেন। শুরুতে অনেকে ধ্যান মগ্ন হয়ে যেতো, নিজেদের মধ্যেই বসে থাকতে থাকতে ধ্যান মগ্ন হয়ে যেতো। কোনও ভক্তি করেনি। সন্তান কখনও ভক্তি করে নাকি? যেন একটি খেলা, চলো বৈকুণ্ঠে যাই। একে অপরকে দেখে চলে যেত, যা পাস্ট হয়েছে সেসব রিপিট করবে। তোমরা জানো আমরা এই ধর্মের ছিলাম। সত্যযুগে সর্ব প্রথমে হয় এই ধর্ম, এই ধর্মেই অনেক সুখ আছে। তারপরে ধীরে-ধীরে কলা বা কোয়ালিটি কম হতে থাকে। নতুন বাড়িতে যেমন সুখ থাকে তেমন পুরানো বাড়িতে থাকে না। কিছু সময় বাদে সেই জাঁক জমক কমে যায়। স্বর্গ এবং নরকে অনেক তফাৎ তাইনা। কোথায় স্বর্গ, কোথায় নরক! তোমরা খুশীতে থাকো, এই কথাও জানো বাবার স্মরণে দৃঢ় হতে হবে। আমরা হলাম আত্মা - এই কথা ভুলে গিয়েই দেহ-অভিমান এসে যায়। এখানে বসে আছো তো চেষ্টা করো নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করো। তাহলেই বাবার স্মরণ থাকবে। দেহে এলেই দেহের সব সম্বন্ধ স্মরণে এসে যাবে। এই হল একটি নিয়ম। তোমরা গানও গাও আমরা তো এক বাবা দ্বিতীয় কেউ নয়। বাবা আমরা সমর্পণ করবো। এই হল সেই সময়, একের স্মরণে থাকতে হবে। চোখ দিয়ে যা দেখছো দেখো, ঘুরে বেড়াও আত্মাকে শুধু পিতাকে স্মরণ করতে হবে। শরীর নির্বাহের উদ্দেশ্যে কর্ম কর্তব্যও করতে হবে। কিন্তু হাত দিয়ে কর্ম সম্পন্ন করতে করতে পিতার স্মরণে থাকতে হবে, আত্মাকে নিজের প্রিয়তমকে স্মরণ করতে হবে। কারো নিজের সখীর সঙ্গে এমন প্রীতি হয় যে সখীর স্মরণ স্থির হয়ে যায়। তখন এই মোহের ভাব মুক্ত হতে কষ্ট হয়। প্রশ্ন করে - বাবা, এইসব কি! আরে, তোমরা নাম-রূপে কেন আটকে যাও। এক তো তোমরা দেহ-অভিমানী হও, দ্বিতীয় তোমাদের অতীতের কিছু হিসেব আছে, সেসব হল ধোকা। বাবা বলেন এই চোখ দিয়ে যা কিছু দেখো তাতে যেন বুদ্ধি না যায়। তোমাদের বুদ্ধিতে এই কথা যেন থাকে আমাদের শিববাবা পড়ান। সুতরাং নিজেকে দেখা উচিত - আমরা শিববাবাকে কতখানি স্মরণ করেছি? তা নাহলে স্মরণের চার্ট খারাপ হয়ে যাবে।

ভগবান বলেন - মিষ্টি বাচ্চারা, আমাকে স্মরণ করো। নিজের কাছে নোট করে রাখো, যখন ইচ্ছে স্মরণে বসে যাও। খাবার খেয়ে একটু ঘুরে এসে ১০-১৫ মিনিট স্মরণে বসো কারণ এখানে কোনো কর্মকান্ড তো নেই। তা সত্ত্বেও যা কাজ কর্ম ছেড়ে এইখানে এসেছো সেসব বুদ্ধিতে এসে যায়। খুব কঠিন লক্ষ্য, তাই তো বাবা বলেন নিজের চেকিং করো। এই সময় হল তোমাদের মোস্ট ভ্যালুয়েবল সময়। ভক্তিমার্গে তোমরা কত সময় নষ্ট করেছো। দিন দিন নীচে নেমেছো। কৃষ্ণের দর্শন পেয়ে কত খুশী হয়েছো। প্রাপ্তি কিছুই নেই। বাবার উত্তরাধিকার তো একবার ই প্রাপ্ত হয়, এখন বাবা বলেন আমার স্মরণে থাকো তো তোমাদের জন্ম জন্মান্তরের পাপ বিনষ্ট হয়ে যাবে। স্বর্গের পাসপোর্ট সেই বাচ্চাদের প্রাপ্ত হয় যারা স্মরণে থেকে নিজের বিকর্ম বিনাশ করে কর্মাতীত অবস্থা প্রাপ্ত করে। তা নাহলে দন্ড ভোগ করতে হয়। বাবা আরও বলেন নিজের মুকুট ও সিংহাসনের ফটো পকেটে রাখো তাহলে স্মরণ থাকবে। এর দ্বারা আমরা এমন স্বরূপে পরিণত হই। যত দেখবে তত স্মরণ করবে। তখন এতেই মোহ অনুভব হবে। আমরা এমন স্বরূপে পরিণত হই - নর থেকে নারায়ণ, চিত্র দেখে খুশী হবে। শিববাবার স্মৃতি থাকবে। এইসব হল পুরুষার্থ করার যুক্তি। কাউকেও জিজ্ঞাসা করো সত্য নারায়ণের কাহিনী শুনলে কি হয়? আমাদের বাবা আমাদের সত্যনারায়ণের কাহিনী শোনাচ্ছেন। কীভাবে ৮৪ জন্ম হয়েছে, সেসবের হিসেব তো চাই তাইনা। সবাই তো ৮৪ জন্ম নেবে না। দুনিয়া তো কিছুই জানে না। এমনি ই মুখে বলে দেয়-একেই বলে থিওরিটিক্যাল। তোমাদের এই হল প্রাক্টিক্যাল। এখন যা হচ্ছে ভক্তিমার্গে সেসবের বই লেখা হবে। তোমরা স্বদর্শন চক্রধারী হয়ে বিষ্ণুপুরীতে আসো। এই হল নতুন কথা। রাবণ রাজ্য মিথ্যাখন্ড, সত্যখন্ড রামরাজ্য হবে। চিত্রে সবই ক্লিয়ার আছে। এখন এই পুরানো দুনিয়ার অন্ত সময়, ৫ হাজার বছর পূর্বেও বিনাশ হয়েছিল। বিজ্ঞানবিদ যারা আছে তাদের চিন্তনেও আছে আমাদের কেউ প্রেরিত করছে যার দ্বারা আমরা এই সব আবিষ্কার করতে থাকি। বোধ আছে আমরা এইসব আবিষ্কার করলে সব শেষ হয়ে যাবে। কিন্তু পরবশ অর্থাৎ অন্যের বশে বশীভূত, ভয় তো আছেই। সবকিছু বুঝেছে তারা যে ঘরে বসে একটি বোমা ছুঁড়ে দিলেই সব শেষ হয়ে যাবে। বিমান, পেট্রোল ইত্যাদির কোনও প্রয়োজন থাকবে না। বিনাশ অবশ্যই হবে। নতুন দুনিয়া সত্যযুগ ছিল, ক্রাইস্টের ৩ হাজার বছর পূর্বে স্বর্গ ছিল এখন সেই স্বর্গের স্থাপনা হচ্ছে। ভবিষ্যতে আরও

বুঝতে পারবে - তোমরা জানো স্থাপনা অবশ্যই হবে। এতে এক পয়সারও সন্দেহ নেই।

এই ড্রামা চলতে থাকে কল্প পূর্বের ন্যায়। ড্রামা অবশ্যই পুরুষার্থ করাবে। এমনও নয়, যা ড্রামায় আছে তাই হবে। জিজ্ঞাসা করা হয় পুরুষার্থ বড় নাকি প্রালঙ্ক বড় ? পুরুষার্থ বড় কারণ পুরুষার্থের দ্বারাই প্রালঙ্ক প্রাপ্তি হবে। পুরুষার্থ ব্যতীত কখনও কেউ থাকতে পারে না। তোমরা পুরুষার্থ তো করছো তাইনা। কোথা কোথা থেকে বাচ্চারা আসে, পুরুষার্থ করে। তারা বলে বাবা আমরা ভুলে যাই। আরে, শিববাবা তোমাদের বলেন আমাদের স্মরণ করো, কাকে বললেন ? আমি আত্মা, আমাকে বললেন। বাবা আত্মাদের সঙ্গেই কথা বলেন। শিববাবা হলেন পতিত-পাবন, এই আত্মাও (ব্রহ্মা বাবা) তাঁর কাছেই (শিববাবার) শোনে। বাচ্চারা, তোমাদের এই দুটো নিশ্চয় থাকা উচিত যে অসীম জগতের পিতা আমাদের বিশ্বের মালিক করেন। তিনি হলেন উঁচু থেকে উঁচুতে সর্বোচ্চ, অতীব প্রিয় সকলের আমাদের প্রিয় শিববাবা। ভক্তিমাগে তাঁকেই স্মরণ করছি, গানও গেয়েছি তোমার গতি - মতি সবই পৃথক। সুতরাং নিশ্চয়ই তিনি মত দিয়েছিলেন। এখন তোমাদের বুদ্ধিতে আছে - এত অসংখ্য মানুষ ঘরে ফিরবে। বিচার করে দেখো কত আত্মা আছে, সকলের বংশ আছে। সব আত্মারা নম্বর অনুযায়ী গিয়ে বসবে। ক্লাস ট্রান্সফার হলে নম্বর অনুযায়ী গিয়ে বসে, তাইনা। তোমরাও নম্বর অনুযায়ী যাও। সূক্ষ্ম বিন্দু রূপে আত্মা নম্বর অনুযায়ী গিয়ে বসবে তারপরে নম্বর অনুসারে আসবে পার্ট প্লে করতে। এই হল রুদ্র মালা। বাবা বলেন এত কোটি কোটি আত্মাদের মালা আমার। উপরে আমি ফুল, পরে পার্ট প্লে করতে সবাই এখানেই আসে। এইরূপ ড্রামা নির্দিষ্ট আছে। বলাও হয় এই হল পূর্ব রচিত ড্রামা। এই ড্রামা কিভাবে এগিয়ে চলে সে কথা তোমরা জানো। সবাইকে এই কথা বলো নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করে শিববাবাকে স্মরণ করো, তাহলে তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হবে তখন তোমরা ফিরে যাবে। এই হল পরিশ্রম। সবাইকে পথ বলে দিতে হবে, এই তোমাদের কর্তব্য। তোমরা দেহধারীর সম্পর্কে আটকে পড়ো না। বাবা তো বলেন আমাকে স্মরণ করো তাহলে পাপ ভস্ম হবে। বাবা নির্দেশ দেন তাতো করতে হবে। প্রশ্নের কথা নেই। যেভাবেই হোক স্মরণ অবশ্যই করো, এতে বাবা কিবা কৃপা করবেন। তোমাদের স্মরণ করতে হবে, উত্তরাধিকার তোমাদের নিতে হবে। বাবা হলেন স্বর্গের রচয়িতা তাই স্বর্গের উত্তরাধিকার অবশ্যই প্রাপ্ত হবে। এখন তোমরা জানো এই বৃক্ষটি পুরানো হয়েছে তাই এই পুরানো দুনিয়ার প্রতি বৈরাগ্য ভাব রাখো। একেই বলা হয় অসীমের বৈরাগ্য। হঠ-যোগীদের হল দৈহিক বৈরাগ্য। তারা অসীমের আত্মিক বৈরাগ্য বৃত্তি শেখাতে পারে না। অসীমের বৈরাগ্য বৃত্তিধারী দেহের সীমিত বৈরাগ্য শেখাবে কীভাবে। এখন বাবা বলেন হারানিধি বাচ্চারা, তোমরাও বলো বাবাও হলেন হারানিধি (কত কাল পর সাক্ষাৎ হয়েছে)। ৬৩ জন্ম বাবাকে স্মরণ করেছি, এখন একমাত্র বাবা হলেন আমাদের আপন, অন্য কেউ নয়। আত্মা !

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত । আত্মাদের পিতা ঔনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ

১) স্বর্গে যাওয়ার পাসপোর্ট নেওয়ার জন্য বাবার স্মরণে থেকে নিজের বিকর্ম গুলি বিনাশ করে কর্মজীবিত অবস্থা গড়ে তুলতে হবে। দন্ড ইত্যাদি থেকে সুরক্ষিত থাকার পুরুষার্থ করতে হবে।

২) জ্ঞানবান হয়ে সবাইকে পথ বলে দিতে হবে, চৈতন্য লাইট হাউস হতে হবে। একটি চোখে শান্তিধাম, অন্যটিতে সুখধাম যেন থাকে। এই দুঃখধামের কথা ভুলে যেতে হবে।

বরদানঃ নিজের ডবল লাইট স্বরূপ দ্বারা আসন্ন বিঘ্নগুলি পার করে তীব্র পুরুষার্থী ভব*

ব্যাখা: আসন্ন বিঘ্ন গুলি দেখে ক্লান্তি বা হতাশা অনুভব করার পরিবর্তে সেকেন্ডে নিজের আত্মিক জ্যোতি স্বরূপ এবং নিমিত্ত ভাব যুক্ত ডবল লাইট স্বরূপ দ্বারা সেকেন্ডে হাই জাম্প লাগিয়ে দাও। বিঘ্ন রূপী পাথর ভাঙতে সময় নষ্ট কোরো না। জাম্প লাগিয়ে সেকেন্ডে পার হয়ে যাও। একটু বিস্মৃতির কারণে সহজ মার্গটি কঠিন করবে না। নিজের জীবনের ভবিষ্যতের শ্রেষ্ঠ লক্ষ্য স্পষ্ট দেখতে দেখতে তীব্র পুরুষার্থী হও। বাপদাদা এবং বিশ্ব যে দৃষ্টিতে তোমাদের দেখছে, সেই শ্রেষ্ঠ স্বরূপে সর্বদা স্থির হয়ে থাকো।

স্লোগানঃ সদা খুশীতে থাকা এবং সবাইকে খুশী প্রদান করা - এই হল সবচেয়ে বড় সম্মান ।*

"মিষ্টি বাচ্চারা — তোমরা এখন জ্ঞানের দৃষ্টি পেয়েছ, সেইজন্য তোমাদের বিভ্রান্ত হয়ে ঘোরা বন্ধ হয়েছে, তোমরা শান্তি ধাম আর সুখধামকে স্মরণ কর"

প্রশ্ন:- — দেবতাদের মধ্যে কোন্ শক্তি আছে আর সেই শক্তি কোন্ বিশেষত্বের জন্য?

উত্তর:- — দেবতাদের সম্পূর্ণ বিশ্বে রাজত্ব করার শক্তি আছে, সেই শক্তি ঈশ্বরীয় বিশেষ মতানুসারে চলার বিশেষত্বের জন্য। সত্য যুগে এক মত হওয়ার কারণে উজির ইত্যাদি রাখার প্রয়োজন পড়ে না। দেবতারা সঙ্গমে বাবার এমন শ্রীমত অনুসারে চলে যে ২১ জন্ম ধরে রাজত্ব করে থাকে। ওখানে এক রাজার এক দৈবী পরিবার। দ্বিতীয় কোনও মত হয় না।

গীত:- — নেত্রহীনকে পথ দেখাও প্রভু.....

ওম্ শান্তি । বাচ্চারা নয়ন প্রাপ্ত করেছে, প্রথমে নয়ন ছিল না, কোন্ সে নয়ন? তাদের জ্ঞানের নয়ন ছিল না। অজ্ঞানের নয়ন ছিল। বাচ্চারা জানে জ্ঞানের সাগর একজনই বাবা, আর কারও মধ্যে এই রূহানী জ্ঞান নেই, যে জ্ঞান দ্বারা সঙ্গতি হয় অর্থাৎ শান্তিধাম - সুখধামে যাওয়া যায়। এখন তোমরা বাচ্চারা দৃষ্টি পেয়েছ- কিভাবে সুখধাম পরিবর্তন হয়ে মায়ার রাজ্য বা দুঃখ ধামে পরিণত হয়। আহ্বান করে বলে থাকে নেত্রহীনকে পথ বলে দাও। ভক্তি মার্গে যজ্ঞ, দান -পুণ্য ইত্যাদি করে কোনও পথ পাওয়া যায় না — শান্তিধাম - সুখধামে যাওয়ার। প্রত্যেকেই নিজ-নিজ ভূমিকা পালন করতেই হবে। বাবা বলেন আমারও ভূমিকা রয়েছে। ভক্তি মার্গে আহ্বান করে বলে থাকে মুক্তি-জীবনমুক্তির পথ বলে দাও। তারজন্য কত যজ্ঞ-তপ, দান পুণ্য ইত্যাদি করে থাকে, কত দিকব্রান্ত হয়ে দৌড়ে বেড়ায়। শান্তিধাম -সুখধামে দৌড়ে বেড়াতে হয়না। এও তোমরা জান ওরা শাস্ত্রের পড়াশোনা আর দেহ ধারণ কারীদের পড়াশোনাকেই জানে। এই আধ্যাত্মিক বাবাকে একদমই জানেনা। আধ্যাত্মিক বাবা তখনই এসে জ্ঞান প্রদান করেন যখন সবার সঙ্গতি হবে, পুরানো দুনিয়ার পরিবর্তন হবে। মানুষ থেকে দেবতা হয়ে ওঠা তারপর সম্পূর্ণ সৃষ্টিতে একই রাজ্য রচিত হয় দেবতাদের জন্য যাকে স্বর্গ বলা হয়। ভারতবাসীরা এটাও জানে যে আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্ম ভারতেই ছিল, ঐ সময় অন্য কোনও ধর্ম ছিল না। বাচ্চারা, তোমাদের জন্য এখন হলো সঙ্গম যুগ। বাকি সবাই আছে কলিযুগে। তোমরা পুরুষোত্তম সঙ্গম যুগে বসে আছ। যারা বাবাকে স্মরণ করে, বাবার শ্রীমতে চলে, তারা সঙ্গম যুগে। বাকিরা কলিযুগে।

এখন কোনো সার্বভৌমত্ব বা রাজত্ব নেই। অনেক মতামতের মাধ্যমেই সরকার কাজ করে। সত্য যুগে এক মহারাজার মত-ই চলে, উজির (পরামর্শ দাতার) রাখার প্রয়োজন পড়ে না। রাজার এতটাই শক্তি থাকে, তারপর যখন পতিত হয়ে পড়ে, তখনই উজির ইত্যাদি রাখতে হয়। কেননা শক্তিহীন হয়ে পড়ে। এখন তো প্রজার রাজ্য, সত্য যুগে এক মত হওয়ার কারণে শক্তি থাকে। এখন তোমরা সেই শক্তি প্রাপ্ত করে ২১ জন্ম স্বাধীনভাবে রাজত্ব করে থাকো। নিজেরই দৈবী পরিবারে। এখন তোমাদের ঈশ্বরীয় পরিবার। বাবা বলেন নিজেকে আত্মা মনে করে যদি বাবার স্মরণে থাক তবে তোমরা ঈশ্বরীয় পরিবার ভুক্ত। যদি দেহ-অভিমাণে এসে ভুলে যাও তবে আসুরিক পরিবার ভুক্ত। এক সেকেন্ডে ঈশ্বরীয় সম্প্রদায়ের আবার এক সেকেন্ডে আসুরিক সম্প্রদায় ভুক্ত হয়ে যাও।

নিজেকে আত্মা মনে করে বাবাকে স্মরণ করলে বিকর্ম বিনাশ হবে। দেহ দ্বারা কর্ম তো করতেই হবে। দেহ ছাড়া তোমরা তো কর্ম করতে পারবে না। চেষ্টা করতে হবে কর্ম করতে করতেও আমরা বাবাকে স্মরণ করব। কাজ না থাকলেও এখানে বাবাকে স্মরণ করে না, ভুলে যায়। এতেই পরিশ্রম। ভক্তিতে তো এমনটা বলা হয় না যে সারাদিন ভক্তি কর। সেখানে সময় হলো ভোরবেলা, সন্ধ্যা বা রাত। তারপর মন্ত্র ইত্যাদি যা শোনে সে সব বুদ্ধিতে থাকে। অনেকানেক শাস্ত্র ভক্তি মার্গে পড়া হয়। তোমাদের তো কোনও পুস্তক ইত্যাদি পড়তে হয় না, না তৈরি করতে হয়। এই মুরলী প্রিন্ট করা হয় রিফ্রেশ হওয়ার জন্য। পুস্তক ইত্যাদি কোনও কিছুই থাকবে না, সব শেষ হয়ে যাবে। জ্ঞান একমাত্র বাবার কাছেই আছে। এখন দেখো জ্ঞান-বিজ্ঞান ভবন নামকরণ করা হয়েছে, যেন ওখানে জ্ঞান আর যোগ শেখানো হয়। অর্থ ছাড়াই এমন সব নামকরণ করে। কিছুই জানেনা, জ্ঞান কি আর বিজ্ঞান কি। তোমরা এখন জ্ঞান আর বিজ্ঞানকে জেনেছ। যোগের মধ্যে রয়েছে হেল্থ, যাকে বিজ্ঞান বলা হয় আর এ হলো জ্ঞান, যার মাধ্যমে ওয়ার্ল্ডের হিস্ট্রি-জিওগ্রাফী বোঝানো হয়। ওয়ার্ল্ড হিস্ট্রি-জিওগ্রাফী কিভাবে রিপোর্ট হয় তা জানতে হবে। কিন্তু সেই পড়াশোনা হলো সীমিত, এখানে তো তোমাদের বুদ্ধিতে

অসীম জগতের হিস্ট্রি-জিওগ্রাফী আছে । আমরা কিভাবে রাজ্য গ্রহণ করি, কত সময় ধরে, আর কবে রাজত্ব করতাম, কিভাবে রাজধানী প্রাপ্ত হয়েছে — এইসব বিষয় আর কারও বুদ্ধিতে আসবে না। বাবা হলেন নলেজফুল। এই সৃষ্টি চক্র কিভাবে ঘুরছে বাবাই এসে বোঝান। পূর্ব নির্ধারিত অনাদি ড্রামাকে না জানার কারণে মানুষ বলে থাকে — অমুকে নির্বাণ লাভ করেছে বা জ্যোতিতে মিলিত হয়েছে।

তোমরা জানো, সমস্ত মানুষ মাত্রই এই সৃষ্টি চক্রে আসে, এখান থেকে কেউ-ই মুক্তি পাবে না। বাবা বুঝিয়ে বলেন মানুষ এক শরীর ত্যাগ করে অন্য শরীর ধারণ করে, কত বিশাল এই ড্রামা। সবার মধ্যে আত্মা আছে, ঐ আত্মার মধ্যে অবিনাশী পার্ট ভরা আছে। একেই বলে পূর্ব নির্ধারিত। ড্রামা যখন অবশ্যই এর সময়ও নির্ধারিত হওয়া প্রয়োজন। বাবা বলেন এই ড্রামা ৫ হাজার বছরের। ভক্তি মার্গে শাস্ত্রতে লিখেছে এই ড্রামা লক্ষ বছরের। এই সময় যখন বাবা এসে রাজযোগ শিখিয়েছিলেন । এই সময়ের জন্য গায়ন আছে যে কৌরবরা ঘোর অন্ধকারে ছিল আর পান্ডবরা আলোর পথে । ওরা ভাবে কলিযুগে লৌহযুগ ৪০ হাজার বছরের। ওরা তো জানেই না ভগবান এসেছেন । এই পুরানো দুনিয়ার বিনাশ সামনেই অপেক্ষা করছে । সবাই অজ্ঞানতায় ঘুমিয়ে রয়েছে। যখন যুদ্ধ দেখে বলে ওঠে এতো মহাভারতের লড়াইয়ের দৃষ্টান্ত। এমন রিহার্সাল হতেই থাকবে । তারপর ধীরে ধীরে বন্ধ হয়ে যাবে। তোমরা জান আমাদের সম্পূর্ণ স্থাপনার অল্প কিছুই হয়েছে। গীতাতেও লেখা নেই যে বাবা এসে সহজ রাজযোগ শিখিয়ে এখানেই রাজ্য স্থাপন করেছিলেন। গীতায় প্রলয় দেখানো হয়েছে। দেখানো হয়েছে সবাই মারা গেছে । শুধুমাত্র ৫ পান্ডব জীবিত ছিল, তারাও পরে পাহাড়ে গিয়ে গলে মরে গেছে। রাজযোগ দ্বারা কি হয়েছে, কিছুই জানেনা। বাবা প্রতিটি বিষয় বুঝিয়ে বলেন। ওটা হলো সীমিত বিষয়, সীমিত রচনা, ব্রহ্মা (শারীরিক পিতা) তৈরি করেন এবং পালন করেন, ধ্বংস করেন না। মাতাকে (ব্রহ্মা, বড় মা) অ্যাডপ্ট করেন, বাবাই এসে অ্যাডপ্ট করেন । বাবা বলেন আমি এর মধ্যে প্রবেশ করে বাচ্চাদের নলেজ দিই, এর দ্বারাই বাচ্চাদের রচন করি । বাবাও আছেন, পরিবারও আছে। এ অতি গুহ্য বিষয়, অতি গম্ভীর বিষয়। কারো বুদ্ধিতে এটা ধারণ অতি কষ্টেই হয়। সর্বপ্রথম বাবা বলেন, নিজেকে আত্মা মনে করো। আত্মাই এক শরীর ছেড়ে অন্য শরীর ধারণ করে। শরীরের উপরই ভিন্ন-ভিন্ন নামকরণ হয়। নাম, রূপ, চেহারা সব আলাদা-আলাদা হয় । একজনের চেহারা অন্যজনের সাথে মেলে না। প্রত্যেক আত্মার জন্ম-জন্মান্তরে নিজস্ব চেহারা হয়। প্রত্যেকের ভূমিকা ড্রামায় নির্ধারিত হয়ে আছে, সেইজন্যই এই ড্রামাকে পূর্ব নির্ধারিত বলা হয়ে থাকে, এখন অসীম জগতের পিতা বলছেন আমাকে স্মরণ করলে বিকর্ম বিনাশ হবে, তবে কেন বাবাকে স্মরণ করব না । এতেই পরিশ্রম।

তোমরা বাচ্চারা যখন স্মরণের যাত্রায় বসো, তখন মায়ার তুফান আসে, যুদ্ধ চলে, এতে ঘাবড়ে যেও না। মায়া প্রতি মুহূর্তে স্মরণ ছিন্ন করে দেওয়ার চেষ্টা করবে। সঙ্কল্প-বিকল্প এমনই সব আসবে যে মাথা খারাপ করিয়ে দেবে । তোমরা পরিশ্রম (পুরুষার্থ) কর । বাবা তোমাদের বুঝিয়েছেন এই লক্ষ্মী-নারায়ণের ইন্দ্রিয় কিভাবে বশীভূত হয়েছে। ওরা সম্পূর্ণ নির্বিকারী ছিল। এই শিক্ষা ওরা কিভাবে প্রাপ্ত করেছে । এখন বাচ্চারা তোমরা লক্ষ্মী-নারায়ণ হয়ে ওঠার শিক্ষা প্রাপ্ত করছ । এদের মধ্যে কোনও বিকার থাকে না। ওখানে রাবণ রাজ্য হয়না। পরে রাবণ রাজ্যে পরিণত হয়। রাবণ যে কি জিনিস, কেউ জানেনা। ড্রামা অনুসারে এটাও নির্ধারিত। ড্রামার আদি-মধ্য-অন্তকে না জানার কারণে নেতি-নেতি বলে এসেছে । এখন তোমরা স্বর্গবাসী হওয়ার জন্য পুরুষার্থ করছ । এই লক্ষ্মী-নারায়ণ স্বর্গের মালিক। এদের সম্মুখে মাথা নত কারিরা তমোপ্রধান কনিষ্ঠ পুরুষ। বাবা বলেন সর্বপ্রথম নিশ্চিত করে নাও - নিজেকে আত্মা মনে করে বাবাকে স্মরণ কর। এতেই পরিশ্রম। যেমন ৮ ঘন্টা সরকারি চাকরি হয় না! তোমরাও তেমনই এখন অসীম জগতের সরকারের সহযোগী। তোমাদের কমপক্ষে ৮ ঘন্টা পুরুষার্থ করে স্মরণ করতে হবে। এই অবস্থা এমনই পাক্ষা হয়ে যাবে যে আর কেউ স্মরণে আসবে না। বাবার স্মরণেই শরীর ত্যাগ হবে। তারপর বিজয় মালার দানা হবে। এক রাজার অসংখ্য প্রজা তৈরি হবে। এখানেও প্রজা হবে। তোমরা বিজয় মালার দানা পূজার যোগ্য হবে। ১৬ হাজার ১০৮ এর মালা হবে। ৮ এর মালা আছে, ১০৮ এর-ও মালা আছে। শেষে গিয়ে ১৬ হাজার ১০৮ এর মালা হবে। তোমরা বাচ্চরাই বাবার কাছ থেকে রাজযোগ শিখে সম্পূর্ণ বিশ্বকে স্বর্গ বানিয়েছিলে, সেইজন্যই তোমাদের পূজা হয় । তোমরাই পূজ্য ছিলে, তারপর পূজারী হয়েছে। এই দাদা বলেন, আমি স্বয়ং মালা জপ করেছি। লক্ষ্মী-নারায়ণের মন্দিরে তো রুদ্র মালা হওয়া উচিত তোমরা *প্রথমে রুদ্র মালা তারপর রুদ্র মালায় যাও । প্রথম নম্বরে রুদ্র মালা যেখানে শিব আছেন, রুদ্র মালায় শিব কোথা থেকে আসবে, ওটা হলো বিষ্ণু মালা* । এইসব বিষয় কেউ জানেনা। তোমরা এখন বলে থাক আমরা শিববাবার গলার হার হয়ে উঠছি । ব্রাহ্মণদের কোনও মালা হয়না । তোমরা যত স্মরণে থাকবে ততই দ্রুত গিয়ে রাজধানী স্থাপন করতে পারবে। এই পঠন-পাঠন আর কোথাও হয়না। তোমরা জান এখন আমরা এই পুরানো শরীর ত্যাগ করে স্বর্গবাসী হব। সম্পূর্ণ ভারত স্বর্গবাসী হবে। প্রকৃতপক্ষে এই ভারতই স্বর্গ ছিল। ৫ হাজার বছরের কথা, লক্ষ বছরের কথা হতে পারে না। দেবতাদেরও ৫

হাজার বছর হয়েছে, স্বর্গকে মানুষ ভুলে গেছে, এমনিই কথার কথা বলে থাকে। কিন্তু কিছুই নেই। এত প্রাচীন কিছু হতে পারে না। সূর্য বংশী, চন্দ্র বংশী তারপর অন্যান্য ধর্ম স্থাপকরা আসে। পুরানো জিনিস কোন্ কাজে আসবে। কত কেনাকাটা করে থাকে, পুরানো জিনিসকে কত মূল্য দেয়। *সবচেয়ে মূল্যবান হলেন শিববাবা*। কত শিবলিঙ্গ নির্মাণ করে থাকে। আত্মা এতো ছোট বিন্দু, কেউ বোঝে না। অতি সূক্ষ্ম রূপ। বাবাই বুঝিয়ে বলেন এতো ছোট বিন্দুতে কত পার্ট ফিক্সড হয়ে আছে। এই ড্রামা রিপটি হতেই থাকে, এই জ্ঞান তোমাদের ওখানে থাকবে না। এ প্রায় লুপ্ত হয়ে যায়, সুতরাং কেউ সহজ রাজযোগ কিভাবে শেখাবে। এই সব ভক্তি মার্গের জন্য বসে তৈরি করেছে। এখন বাচ্চারা জানে বাবা দ্বারা ব্রাহ্মণ, দেবতা, ক্ষত্রিয়- তিন ধর্ম স্থাপন হচ্ছে ভবিষ্যতের নতুন দুনিয়ার জন্য। এই ঈশ্বরীয় পঠন-পাঠন যা তোমরা পড়ছ তা এই জন্মের জন্য, এর প্রালঙ্ঘন তোমরা নতুন দুনিয়াতে ভোগ কর। এই পঠন-পাঠন হয় সঙ্গমে। এ হলো পুরুষোত্তম সঙ্গম যুগ। মানুষ থেকে দেবতা নিশ্চয়ই সঙ্গমেই তৈরি হবে। বাবা বাচ্চাদের সব রহস্য বুঝিয়ে বলেন। বাবা এটাও জানেন তোমরা সারাদিন স্মরণে থাকতে পারবে না, অসম্ভব। সেইজন্যই চার্ট রাখো, দেখো আমরা কতক্ষণ স্মরণে থাকতে পারছি ? দেহ -অভিমান থাকলে কিভাবে স্মরণে থাকবে ! পাপের বোঝা অনেক যা মস্তকে সঞ্চিত হয়ে আছে। সেইজন্যই বাবা বলেন স্মরণে থাকো। ত্রিমূর্তির চিত্র পকেটে রাখো, কিন্তু প্রতি মুহূর্তে ভুলে যাও। অক্ষকে স্মরণ করলে সব স্মরণে এসে যায়। সবসময় যেন ব্যাজ আটকানো থাকে। শিক্ষিত বা যে কোনো ভালো মানুষকে ব্যাজ দেওয়া উচিত। ভালো মানুষরা কখনোই ফ্রিতে নেবে না। জিজ্ঞাসা করবে, এর মূল্য কত দিতে হবে ? তাদের বলো - এটা গরিবদের ফ্রিতে দেওয়া হয়, তারপর যার যেমন ইচ্ছে দেবে। রয়্যালটি থাকা উচিত। তোমাদের রীতিনীতি দুনিয়া থেকে সম্পূর্ণ আলাদা হওয়া উচিত। রয়্যাল মানুষ কিছু না কিছু নিজে থেকেই দেবে। এসবই আমরা সবাইকে দিই কল্যাণের জন্য। কেউ পড়াশোনা করেও তোমাদের টাকা পাঠিয়ে দেবে। তোমরা তো খরচ করো না ! তাদের বলো, আমরা তন-মন-ধন ভারতের সেবায় খরচ করে থাকি। আচ্ছা !

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ঔনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মূখ্য সার:-

১) এই অসীম জগতের সরকারকে সাহায্য করার জন্য কমপক্ষে ৮ ঘন্টা স্মরণে থাকার পুরুষার্থ করতে হবে। স্মরণে মায়া বিঘ্ন ঘটাবে, তাতে ঘাবড়ানো উচিত নয়।

২) এই পুরুষোত্তম সঙ্গম যুগে ঈশ্বরীয় পরিবার ভুক্ত হয়ে, ঈশ্বরের মতে চলতে হবে। কর্ম করতে করতেও এক বাবার স্মরণে থাকার অভ্যাস করতে হবে।

বরদান:- — বেগর টু প্রিন্সের ভূমিকা প্র্যাকটিক্যালি পালনকারী ত্যাগী বা শ্রেষ্ঠ ভাগ্যশালী আত্মা ভব*
যেমন ভবিষ্যতে বিশ্বের মহারাজন দাতা হবে, তেমনই এখন থেকেই দাতার সংস্কার ইমার্জ করো। কারো কাছ থেকে ত্রাণ নিয়ে তারপর ত্রাণ দেওয়া — এমন সংকল্প যেন না আসে — একেই বলে বেগর টু প্রিন্স। নেওয়ার ইচ্ছে টুকুও থাকবে না। এই অল্প সময়ের অস্থায়ী ইচ্ছের ভিক্ষুক তোমরা নও। এমন বেগর-ই সম্পন্ন মূর্তি। যে এমন বেগর টু প্রিন্সের ভূমিকা পালন করছে তাকে বলা হয় সদা ত্যাগী বা শ্রেষ্ঠ ভাগ্যশালী। ত্যাগ দ্বারাই সদাকালের জন্য ভাগ্য স্বতঃতই নির্মাণ হয়।

শ্লোগান:- — সদা উৎফুল্ল থাকার জন্য সাক্ষী দ্রষ্টার সিটে বসে দ্রষ্টা হয়ে প্রতিটি খেলা দেখো।*

"মিষ্টি বাচ্চারা - অসীম জগতের এই খেলায় তোমরা হলে আত্মা রূপী অ্যাক্টর, পার্টধারী, তোমাদের নিবাস স্থান হলো সুইট সাইলেন্স হোম, যেখানে এখন যেতে হবে"

প্রশ্নঃ - যারা ড্রামার খেলাকে যথার্থ ভাবে জানে, তাদের মুখ থেকে কোন্ শব্দটি নির্গত হতে পারে না ?

উত্তরঃ - যারা ড্রামার খেলাকে জানে, তারা এই রকম বলবে না যে, এটা এইরকম হত না, এই রকম হত, এটা হওয়া উচিত নয়...। তোমরা বাচ্চারা জানো যে এই ড্রামার খেলা উকুনের মতো (অতি ধীর গতিতে) আবর্তিত হতে থাকে, যা কিছু হয় সব ড্রামাতে নির্ধারিত আছে, চিন্তার কোনো ব্যাপার নেই।

ওম্ শান্তি । বাবা যখন তাঁর নিজের পরিচয় বাচ্চাদের দেন, তখন বাচ্চাদেরও নিজের পরিচয় প্রাপ্ত হয়। সব বাচ্চারা দীর্ঘকাল ধরে দেহ - অভিমানী হয়ে থাকে। দেহী- অভিমানী হলে তখন বাবার সাথে যথার্থ পরিচয় হয়। কিন্তু ড্রামাতে এইরকম নেই। যদি বলেও থাকে যে, ভগবান হলেন গড ফাদার, উনি রচয়িতা, কিন্তু জানে না। শিব লিপ্সের চিত্রও আছে, কিন্তু তিনি তো এতো বড়ো নন। সঠিক ভাবে না জানার কারণে বাবাকে ভুলে যায়। বাবা হলেনও রচয়িতা, নূতন দুনিয়াও অবশ্যই রচনা করবেন, তাহলে আমাদের অর্থাৎ বাচ্চাদের অবশ্যই নূতন দুনিয়ার রাজধানীর উত্তরাধিকার থাকা উচিত। স্বর্গের নামও ভারতে সুখ্যাত, কিন্তু কিছুই বোঝে না। বলে অমুকে মারা গেছে, স্বর্গে পদার্পন করেছে। এই রকম কি আর এখন হয় ! এখন তোমরা বুঝতে পারো যে, আমরা সবাই ছিলাম তুচ্ছ বুদ্ধি সম্পন্ন, নম্বর অনুযায়ীই অবশ্য বলবে। প্রধানতঃ বোঝাতে হবে যে, আমি ঐনার মধ্যে(ব্রহ্মাবাবার মধ্যে) আসি, অনেক জন্মের অধিকারী যিনি তাঁর অস্তিত্ব শরীরে। ইনি হলেন নম্বর ওয়ান। বাচ্চারা মনে করে এখন আমরা ঐনার বাচ্চা অর্থাৎ ব্রাহ্মণ হয়ে গিয়েছি। এই সব হলো বোঝার ব্যাপার। বাবা এতো সময় ধরে বোঝাতেই থাকেন। না হলে বাবাকে চিনতে পারা তো সেকেন্ডের ব্যাপার। বাবা বলেন, আমাকে স্মরণ করলে তবে তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হবে। একবার বিশ্বাস জন্মে গেলে, আর কোনো ব্যাপারে প্রশ্ন ইত্যাদি উঠবে না। বাবা বুঝিয়েছেন- তোমরা যখন শান্তিধামে ছিলে, তখন পবিত্র ছিলে। এই কথাও তোমরাই বাবার দ্বারাই শোনো। দ্বিতীয় কেউ শোনাতে পারে না। তোমরা জানো যে, আমরা আত্মারা কোথাকার বসবাসকারী। যেরকম নাটকের অ্যাক্টররা বলে আমরা অমুক স্থানের বাসিন্দা, নাটক শেষে পোশাক পরিবর্তন করে স্টেজের উপর এসে যাবো। এখন তোমরা বুঝতে পারো যে, আমরা এখানকার বসবাসকারী নই। এটা হলো একটি নাট্যশালা। বুদ্ধিতে এটা এখন এসে গেছে যে আমরা হলাম মূলবতনবাসী, যাকে সুইট সাইলেন্স হোম বলা হয়। এর জন্যই সবাই চায়, কারণ আত্মা তো হলো দুঃখী, তাই বলে, আমি কীভাবে ফিরে যাব পরমধাম গৃহে। গৃহের ঠিকানা না জানার কারণে উদ্দেশ্যহীন ভাবে ঘুরে বেড়ায়। তোমরা এখন উদ্দেশ্যহীন ভাবে ঘোরার থেকে মুক্ত। বাচ্চারা জানতে পেরে গেছে, এখন তোমাদের সত্যিই গৃহে ফিরে যেতে হবে। অহম্ আত্মা কতো ছোটো বিন্দু। এটাও হলো ওয়ান্ডার (বিস্ময়কর), যাকে প্রকৃতি বলা হয়। এতো ছোটো বিন্দুতে এতো পার্ট ভরা হয়ে আছে পরমপিতা পরমাত্মা কীভাবে ভূমিকা পালন করেন, এটাও তোমরা জেনে গেছে। সবচেয়ে মুখ্য পার্টধারী হলেন তিনি, করনকরাবনহার তিনি। তোমাদের অর্থাৎ মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চাদের এটা এখন বোধগম্য হয়েছে যে, আমরা এই আত্মারা শান্তিধাম থেকে এসেছি। আত্মারা কি আর কেউ নূতন বের হয়, যা শরীরে প্রবেশ করে ! না। আত্মারা সবাই সুইটহোমে থাকে। সেখান থেকে আসে ভূমিকা পালন করতে। সকলকেই ভূমিকা পালন করতে হবে। এটা হলো খেলা। এই সূর্য, চন্দ্র, স্টার্স ইত্যাদি এই সব হলো বাতি, যার জন্য রাত আর দিনের খেলা চলে। কেউ বলে সূর্য দেবতায় নমঃ, চন্দ্র দেবতায় নমঃ--- কিন্তু বাস্তবে এই দেবতাদের অস্তিত্ব নেই। এই খেলাটা কারোর জানা নেই। সূর্য চাঁদকেও দেবতা বলে দেয়। বাস্তবে এই সব হলো সমগ্র বিশ্ব নাটকের জন্য বাতি সমূহ। আমরা সুইট সাইলেন্স হোমের বসবাসকারী। এখানে আমরা ভূমিকা পালন করছি, উকুনের মতো এই চক্র আবর্তিত হতে থাকে। যা কিছু হচ্ছে এসব ড্রামাতে নির্ধারিত হয়ে আছে। এরকম বলতে নেই যে ঐরকম যদি না হতো তো এরকম হতো। এটা তো ড্রামা যে ! উদাহরণ স্বরূপ, যেরকম তোমাদের মা অর্থাৎ মাম্মা ছিলেন, ভাবতে পারা যায়নি যে চলে যাবেন। আত্মা, শরীর ত্যাগ করলো- ড্রামা। এখন নিজের নূতন ভূমিকা পালন করছেন। চিন্তার কোনো ব্যাপার নেই। এখানে বাচ্চারা, তোমাদের বুদ্ধিতে আছে যে, আমরা সকলে হলাম অ্যাক্টরস, এটা হলো হার আর জীতের খেলা। এই হার-জীতের খেলা মায়ার উপর আধারিত। মায়ার কাছে হেরে গেলে তো হার হলো আর মায়ার কাছে বিজয়ী হলো তো বিজয় প্রাপ্ত হলো। এটা তো সবাই গায় কিন্তু বুদ্ধিতে সামান্যতমও গ্তান নেই। তোমরা জানো যে, মায়া কি জিনিস। এটা তো হলো রাবণ, যাকে মায়া বলা যায়। ধনকে সম্পত্তি বলা যায়। ধনকে মায়া বলে না। মানুষ মনে করে এর কাছে প্রচুর ধন আছে। তো বলে দেয় মায়ার

নেশা আছে। কিন্তু মায়ার নেশা হয় কি! মায়াকে তো আমরা জিতে নেওয়ার চেষ্টা করছি। তবে এর মধ্যে কোনো কথাতেই সংশয় রাখতে নেই। কাঁচা অবস্থার কারণে মনে সংশয় আসে। এখন ভগবানুবাচ হল - কার প্রতি ? ভগবান তো অবশ্যই শিবই হবেন - যিনি আত্মাদের প্রতি বলেন। কৃষ্ণ তো হলো দেহধারী। সে আত্মাদের প্রতি বলবে কীভাবে। তোমাদের কোনো দেহধারী জ্ঞান শোনায় না। বাবার তো দেহ নেই। আর সকলের দেহ আছে, যার পূজা করা হয়, তাঁকে স্মরণ করা তো সহজ। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শঙ্করকে বলা হয় দেবতা। শিবকে ভগবান বলা হয়। উচ্চতমের চেয়েও উচ্চ ভগবান, ওঁনার দেহ নেই। তোমরা এটাও জানো, *যখন আত্মারা মূলবতনে ছিল তো তোমাদের কি দেহ ছিলো ? না। তোমরা আত্মারা ছিলে। এই বাবাও হলো আত্মা*। শুধুমাত্র তিনি হলেন পরম, এঁনার পার্ট গাওয়া হয়ে থাকে। পার্ট করে গিয়েছিলেন বলেই তো পূজা হয়ে থাকে। কিন্তু একজন মানুষও নেই যার এটা জানা আছে- ৫ হাজার বছর পূর্বেও পরমপিতা পরমাত্মা রচয়িতা এসেছিলেন, তিনি হলেনই হেভেনলী গড ফাদার। প্রতি ৫ হাজার বছর পরে কল্পের সঙ্গমে তিনি আসেন, কিন্তু কল্পের আয়ু লম্বা- চওড়া করে দেওয়াতে সব ভুলে গেছে। বাচ্চারা, তোমাদের বাবা বসে বোঝান, তোমরা নিজেরা বলো বাবা আমি আপনার সাথে কল্প- কল্প মিলিত হই আর উত্তরাধিকার নিই, আবার কীভাবে হারিয়ে ফেলি- সেটা বুদ্ধিতে আছে। জ্ঞান তো অনেক প্রকারের আছে, কিন্তু জ্ঞানের সাগর ভগবানকেই বলা হয়। এখন তিনি এই সমস্তও বোঝান, বিনাশ অবশ্যই হবে। পূর্বেও বিনাশ হয়েছিলো। কীভাবে হয়েছিলো- এটা কারোর জানা নেই। শাস্ত্রে তো বিনাশের বিষয়ে কি সমস্ত কথা লিখে দিয়েছে। পান্ডব আর কৌরবের যুদ্ধ কীভাবে হতে পারে ! এখন তোমরা হলে এই সঙ্গম যুগের ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণদের তো কোনো লড়াই নেই-ই। বাবা বলেন, তোমরা হলে আমার বাচ্চা ননভায়োলেন্স, ডবল অহিংসক। এখন তোমরা নির্বিকারী হচ্ছে। প্রতি কল্পে তোমরাই বাবার থেকে উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করো। এর মধ্যে কষ্টের কোনো ব্যাপার নেই। নলেজ খুবই সহজ। ৮৪ জন্মের চক্র তোমাদের বুদ্ধিতে আছে। এখন নাটক সম্পূর্ণ হতে চলেছে, অল্প সময়ই বাকি আছে। তোমরা জানো যে- এখন এরকম সময় আসতে চলেছে যে বিত্তশালীদেরও চাল-ডাল-আটা-ময়দা মিলবে না, জল মিলবে না। একে বলা হয় দুঃখের পাহাড়, বিনা দোষে মেরে দেওয়া। এতো সব শেষ হয়ে যাবে। কেউ ভুল করলে তার দন্ড প্রাপ্তি ঘটে, এরা সব কি ভুল করেছে ? শুধু একটাই ভুল করেছে, যে বাবাকে ভুলে গেছে। তোমরা যে বাবার থেকে রাজত্ব নিচ্ছে। এছাড়া মানুষ মনে করে এই বুঝি মরলাম। মহাভারতের যুদ্ধ কিছু মাত্রও শুরু হলে তো মরে যাবে। তোমরা তো বিজয়ী, তাই না! তোমরা ট্র্যান্সফার হয়ে অমরলোকে যাও, এই অধ্যয়নের শক্তির দ্বারা। অধ্যয়ণকে সোর্স অফ ইনকাম বলা হয়। শাস্ত্রেও অধ্যয়ণ আছে, ওতেও ইনকাম হয়, কিন্তু সেই অধ্যয়ণ হলো ভক্তির। এখন বাবা বলেন - তোমাদের এই লক্ষ্মী-নারায়ণের মতো তৈরী করছি। তোমরা এখন স্বচ্ছ বুদ্ধি সম্পন্ন হচ্ছে। তোমরা জানো যে, আমরা উচ্চ থেকেও উচ্চ হই, আবার পুনর্জন্ম নিতে নিতে নামতে থাকি। নূতন থেকে পুরানো হয়। সিঁড়ি দিয়ে তো অবশ্যই নামতে হয়। এখন সৃষ্টিরও নিম্নগামী কলা। উর্দ্ধগামী কলা ছিলো তো এই দেবতাদের রাজত্ব ছিলো, স্বর্গ ছিলো। এখন হলো নরক। এখন তোমরা আবার পুরুষার্থ করছো- স্বর্গবাসী হওয়ার জন্য। বাবা বাবা করতে থাকো।

ও গড ফাদার বলে ডাকতে থাকে, কিন্তু এটা কি আর বোঝে যে, সেই আত্মাদের পিতা হলেন উচ্চতমের চেয়ে ও উচ্চ ! আমরা হলাম তাঁর বাচ্চারা। তবে দুঃখী কেন হবো ? তোমরা এখন মনে করো দুঃখীও হতেই হবে। এটা যে সুখ আর দুঃখের খেলা ! বিজয়ী হলে সুখ আছে, পরাজয়ে আছে দুঃখ। বাবা রাজ্য দিয়েছিলেন, রাবণ ছিনিয়ে নিয়েছে। বাচ্চারা, এখন তোমাদের বুদ্ধিতে আছে- বাবার থেকে আমাদের স্বর্গের উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হতে থাকে। বাবা এসেছেন, এখন শুধুমাত্র বাবাকে স্মরণ করলে পাপ খন্ডন হয়ে যাবে। জন্ম-জন্মান্তর মাথার উপর বোঝা আছে যে । এটাও তোমরা জানো, তোমরা কখনো খুব বেশী দুঃখী হবে না। কিছু সুখও আছে, আটাতে নুনের অস্তিত্বের মতো । যাকে কাক বিষ্ঠার সমান সুখ বলা হয়। তোমরা জানো যে, সকলের সঙ্গতি দাতা হলেনই এক বাবা। জগতের গুরুও তিনিই । বাণপ্রস্থে গুরু করা হয়। এখন তো ছোটোবেলাই গুরু করিয়ে দেয়, কারণ যদি মরে যায়, তবে সঙ্গতি প্রাপ্ত হবে। বাবা বলেন-বাস্তবে কাউকেই গুরু বলা যায় না। গুরু তিনি, যিনি সঙ্গতি প্রদান করেন। সঙ্গতি দাতা হলেন সেই এক। এছাড়া ক্রাইস্ট, বুদ্ধ ইত্যাদি কেউই গুরু নন। তারা এলে কি আর সকলের সঙ্গতি প্রাপ্ত হয়! ক্রাইস্ট এলো তো তার পিছনে সবাই আসতে থাকে, যারা ওই ধর্মের ছিলো। তাদের আবার গুরু কীভাবে বলা যাবে, যেখানে নিয়ে আসার জন্য নিমিত্ত হয়েছে। *পতিত পাবন একই বাবাকে বলা হয়, তিনি সকলকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে সক্ষম। স্থাপনাও করেন, শুধুই সবাইকে নিয়ে গেলে তো প্রলয় হয়ে যাবে। প্রলয় তো হয় না*। সর্ব শাস্ত্র শিরোমণি শ্রীমদ্ভগবত গীতা গাওয়া হয়েছে। মহিমা হয়- যদা যদাহি...। বাবা ভারতেই আসেন। স্বর্গের বাদশাহী প্রদানকারী হলেন বাবা, তাঁকেও সর্বব্যাপী বলে দেয়। এখন বাচ্চারা, তোমাদের কাছে খুশীর ব্যাপার যে, নূতন দুনিয়াতে সমগ্র বিশ্বের উপর এক আমাদেরই রাজ্য হবে। সেই রাজ্যকে কেউ কেড়ে নিতে পারবে না। এখানে তো এক এক টুকরোর জন্য কতো লড়াই করতে থাকে। তোমাদের তো মজা হয়। আনন্দে কাঁধ নাচাতে থাকো। কল্প- কল্প আমরা বাবার থেকে উত্তরাধিকার নিই বলে কতো খুশী হওয়া উচিত। বাবা বলেন, আমাদের স্মরণ করো, তবুও

ভুলে যাও। বলে যে- বাবা যোগ ভেঙে যায়। বাবা বলেন, যোগ শব্দ ছেড়ে দাও। ওটা তো শাস্ত্রের শব্দ। বাবা বলেন- "আমাকে স্মরণ করো"। যোগ হলো ভক্তি মার্গের শব্দ। বাবার থেকে স্বর্গের বাদশাহী প্রাপ্ত হয়, ওঁনাকে তোমরা স্মরণ না করলে তবে কীভাবে বিকর্ম বিনাশ হবে ! রাজত্ব প্রাপ্ত হবে কীভাবে ! স্মরণ না করলে পদও কম হয়ে যাবে, শাস্তিও ভোগ করবে। এই বুদ্ধিও নেই। এতো অবুঝ হয়ে পড়েছো। আমি প্রতি কল্পে তোমাদের বলি- শুধুমাত্র আমাকে(মামেকম) স্মরণ করো। বেঁচে থেকেও এই দুনিয়ার প্রতি মৃতবৎ হও। বাবার স্মরণে তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হবে আর তোমরা বিজয়মালার দানা হয়ে উঠবে। কতো সহজ। উচ্চতমের চেয়ে ও উচ্চ শিববাবা আর ব্রহ্মা দুজনেই হলেন হাইয়েস্ট। উনি (শিববাবা) পারলৌকিক আর ইনি (অলৌকিক)। একদম সাধারণ টিচার। সেই টিচারও শাস্তি দেয়, এখানে তো সোহাগ করতে থাকেন। বলেন- মিষ্টি বাচ্চারা, বাবাকে স্মরণ করো, সতোপ্রধান হতে হবে। পতিত পাবন একমাত্র বাবা। গুরুও উনিই, আর কেউ গুরু হতে পারে না। বলে যে বুদ্ধ পার নির্বাণ গিয়েছেন-- সব গল্প কথা। এক জনও ফিরে যেতে পারে না। ড্রামাতে সকলেরই পার্ট আছে। কতো বিশাল বুদ্ধি আর খুশী থাকা উচিত। উপর থেকে নিয়ে সমগ্র জ্ঞান বুদ্ধিতে আছে। ব্রাহ্মণই জ্ঞান ধারণ করতে পারে। না শূদ্রদের মধ্যে, না দেবতাদের মধ্যে এই জ্ঞান আছে। এখন যার বোঝার সে-ই বুঝবে। যে বুঝবে না তার মরণ। পদও কম হয়ে যাবে। স্কুলেও না পড়লে তো পদ কম হয়ে যায়। *অল্ক* বাবা, *বে* বাদশী। আমরা আবার নিজেদের রাজধানীতে যাচ্ছি। এই পুরানো দুনিয়া নিঃশেষ হয়ে যাবে। আচ্ছা !

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ওঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) বাবা আমাদেরকে এইরকম নূতন বিশ্বের রাজত্ব দিচ্ছেন, যা কেউই কেড়ে নিতে পারবে না- এই খুশীতে কাঁধ নাচাতে হবে।

২) বিজয়মালার দানা হওয়ার জন্যে বেঁচে থেকেও এই পুরানো দুনিয়ার কাছে মৃতবৎ হয়ে থাকতে হবে। বাবার স্মরণে বিকর্ম বিনাশ করতে হবে।

বরদান:- একের সাথে সর্ব সম্বন্ধ এর অনুভব করে সর্ব দিক থেকে মুক্ত সম্পূর্ণ ফরিস্তা ভব*
যে রকম কোনো জিনিস তৈরী করা হয় যখন আর সেটা যখন তৈরী হয়ে যায়, তো কিনারা ছেড়ে দেয়। সেইরকম যত সম্পন্ন স্টেজের কাছাকাছি আসতে থাকবে ততই সব কিছুর থেকে কিনারা হতে থাকবে বা সরে আসতে থাকবে। যখন সমস্ত বন্ধন থেকে বৃত্তি দ্বারা কিনারা হয়ে যাবে অর্থাৎ কারোর প্রতিই মোহ থাকবে না, তখন সম্পূর্ণ ফরিস্তা হয়ে যাবে। একের সাথে সর্ব সম্বন্ধের অনুভব করা- এটাই হলো ঠিকানা, এর দ্বারাই অন্তিম ফরিস্তা জীবনের লক্ষ্য নিকটে অনুভূত হবে। উদ্দেশ্যহীন ভাবে বুদ্ধির ঘোরাফেরা বন্ধ হয়ে যাবে।

স্লোগান:- স্নেহ এমনই এক চুম্বক যে, গ্লানি করে যারা তাদেরও নিকটবর্তী করে তোলে।*

পুরুষার্থ আর পরিবর্তনের গোল্ডেন চ্যান্সের বর্ষ

আজ শক্তিশালী বাবা তাঁর শক্তিশালী বাচ্চাদের দেখছেন, যে শক্তিশালী আত্মারা বিশ্বকে নতুন এবং শ্রেষ্ঠ বানানোর সবচাইতে বড় শক্তিশালী কার্য সম্পন্ন করার দৃঢ় সঙ্কল্প করেছে। সব আত্মাকে শান্ত ও সুখী বানানোর শক্তিশালী কার্য করার সঙ্কল্প করেছে এবং এই শ্রেষ্ঠ সঙ্কল্প নিয়ে দৃঢ় নিশ্চয়বুদ্ধি হয়ে প্রত্যক্ষরূপে কার্য সম্পন্ন করেছে। সব শক্তিশালী বাচ্চাদের এই একই শ্রেষ্ঠ সঙ্কল্প - এই শ্রেষ্ঠ কার্য হতেই হবে। এর থেকেও বেশি এই নিশ্চয়তা যে এই কার্য তো সম্পন্ন হয়েই আছে। শুধু কর্ম ও তার ফলের ফিলোসফি অনুসারে তোমাদের পুরুষার্থ ও প্রালন্ধের মাধ্যমে নম্রতার সাথে নিমিত্ত হয়ে তোমরা কার্য সম্পন্ন করছ। ভবিষ্যৎ অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু তা শুধু তোমাদের শ্রেষ্ঠ ভাবনা দ্বারা, সেই ভাবনার অবিনাশী ফল প্রাপ্ত করার নিমিত্ত হয়েছে তোমরা। দুনিয়ার অজ্ঞান আত্মারা এটাই ভাবে, শান্তি কি হবে, কীভাবে হবে! কোনো আশা তারা দেখতে পায় না। তারা জিজ্ঞাসা করে, সত্যিই কি হবে! তোমরা বলো, হ্যাঁ! শুধু হবে না, হয়েই আছে, কারণ নতুন কিছু ব্যাপার তো নয়, অনেকবার হয়েছে আর এখনও হয়েই আছে। যারা নিশ্চয়বুদ্ধি তারা অবশ্যম্ভাবী ভবিষ্যৎকে জানে। কেন তোমাদের এমন অটল নিশ্চয়? কারণ তোমাদের স্ব-পরিবর্তনের প্রত্যক্ষ প্রমাণের কারণে তোমরা জানো যেখানে প্রত্যক্ষ প্রমাণ আছে সেখানে অন্য কোনও প্রমাণের আবশ্যকতাই নেই। তাছাড়া পরমাত্ম-কার্য সবসময় সফলই হবে। এই কার্য মানবাত্মা, মহান আত্মা অথবা ধর্মীয় আত্মাদের নয়। পরমাত্ম-কার্য সফলভাবে সম্পন্ন হয়েই রয়েছে, তোমরাই তো এমন নিশ্চয়বুদ্ধি, নিশ্চিত ভবিষ্যৎ সম্পর্কে অভিজ্ঞ নিশ্চিত আত্মা। লোকে বলে বিনাশ হবে, তারা ভীত হয় আর তোমরা নিশ্চিত হয়ে আছ যে নতুন স্থাপনা হবে। কতো প্রভেদ এই সম্ভব আর অসম্ভবের মধ্যে! তোমাদের সামনে সদা স্বর্ণালী দুনিয়ার স্বর্ণালী সূর্য উদয় হয়েই রয়েছে আর তাদের সামনে বিনাশের কালো ঘনঘটা। সময় সমাপ্ত প্রায়, তাইতো তোমরা সবাই এখন সদা খুশির ঘুঙুর পায়ে নেচে যাচ্ছ আজ পুরানো দুনিয়া, কাল স্বর্ণালী দুনিয়া হবে। আজ আর কাল, এতই কাছাকাছি তোমরা পৌঁছে গেছ।

বর্তমান এই বছর "সম্পূর্ণতা আর সমতার" কাছাকাছি হওয়ার অনুভব করতে হবে। সম্পূর্ণতা বিজয় মালা নিয়ে তোমরা সব ফরিস্তাকে আহ্বান করছে। বিজয় মালার অধিকারী তো হতে হবে, তাই না! সম্পূর্ণ বাবা আর সম্পূর্ণ স্টেজ উভয়তঃ তোমরা সব বাচ্চাকে ডাকছে, এসো শ্রেষ্ঠ আত্মারা এসো, সমান বাচ্চারা এসো, শক্তিশালী বাচ্চারা এসো, সমান হয়ে নিজের সুইট হোমে বিশ্রাম নাও। বাপদাদা যেমন বিধাতা, বরদাতা, ঠিক তেমনই তোমরাও এই বছর বিশেষ ব্রাহ্মণ আত্মাদের জন্য এবং সর্ব আত্মাদের জন্য বিধাতা হও, বরদাতা হও। কাল তোমরা দেবতা হবে, এখন অস্তিম ফরিস্তা স্বরূপ হও। ফরিস্তা কি করে? বরদাতা হয়ে বরদান দেয়। দেবতা সদা দিয়ে থাকে, তারা গ্রহণ করে না। তাদের গ্রহীতা বলা হয় না। সুতরাং বরদাতা আর বিধাতা, ফরিস্তা তথা দেবতা এখন এটাই মহামন্ত্র 'আমরা ফরিস্তা তথা দেবতা', এই মন্ত্রকে বিশেষ স্মৃতিস্বরূপ বানাও। 'মন্মনাভব' তো হয়েই গেছে, এটা ছিল আদির মন্ত্র। এখন এই শক্তিশালী মন্ত্র তোমার অনুভবে বিকশিত হতে দাও। "এটা হওয়া উচিত, এটা পাওয়া উচিত" এই দুই বিষয় তোমাদের গ্রহীতা বানায়, দানগ্রহীতার স্বভাব-সংস্কার দেবতা হওয়ার ক্ষেত্রে তোমাকে দীর্ঘ সময়ের অপেক্ষায় রেখে দেবে। অতএব, সেই সমস্ত সংস্কার এখন সমাপ্ত কর। তোমাদের প্রথম জন্মে ঘর থেকে ব্রহ্মার সাথে নতুন জীবন, নতুন যুগের নম্বর ওয়ান দেবতা হয়ে আসো। সংবৎ-ও ১-১-১ হবে। প্রকৃতিও সতঃপ্রধান, নম্বর ওয়ান হবে। রাজ্যও নম্বর ওয়ান হবে। তোমাদের গোল্ডেন স্টেজও নম্বর ওয়ান হবে। একদিনের ব্যবধানেও ১-১-১ বদলে যাবে। এখন থেকে ফরিস্তা তথা দেবতা হওয়ার জন্য অনেককালের সংস্কার প্র্যাকটিক্যাল কর্মে ইমার্জ কর, কারণ অনেককালের যে গায়ন হয়েছে, সেই অনেককালের সীমা এখন সমাপ্ত হচ্ছে। সেই ডেট গুণতি ক'রনা।

বিনাশকে অন্তকাল বলা হবে, সেই সময় তো অনেককালের চান্স সমাপ্ত হয়েই যাবে, এমনকি, অল্প সময়েরও চান্স সমাপ্ত হয়ে যাবে, সেইজন্য বাপদাদা 'অনেককালের' সমাপ্তির ইঙ্গিত দিচ্ছেন। তারপরে কর্মের হিসেবে 'অনেককাল' এর গুণতি করার চান্স সমাপ্ত হয়ে অল্প সময়ের পুরুষার্থ, অল্প সময়ের প্রালন্ধ শুরু হয়েছে এটাই বলা হবে। কর্মের খাতায় এখন অনেককাল সমাপ্ত হয়ে অল্প সময় অথবা অন্তকাল আরম্ভ হচ্ছে, সেইজন্য এই বছর পরিবর্তন কালের বছর। অনেককাল থেকে অল্প সময়ে পরিবর্তন হতে হবে, সেইজন্য এই বছরের পুরুষার্থে অনেককালের হিসেব যত জমা করতে চাও, তা' করে নাও। তারপরে দুঃখ প্রকাশ ক'রনা আমরা তো অবহেলা করেছি! আজ নয়তো কাল বদল হয়েই যাবে, সেইজন্য

কর্ম-গতির জ্ঞাতা হও । নলেজফুল হয়ে তীব্রগতিতে এগিয়ে চলো । এমন না হয় দু'হাজার সালের হিসেবই করে যেতে থাকলে । পুরুষার্থের হিসেব আলাদা আর সৃষ্টি পরিবর্তনের হিসেব আলাদা । এমন ভেবনা যে এখন ১৫ বছর বাকি আছে, এখন ১৮ বছর বাকি আছে । ৯৯-তে হবে ... এইভাবে ভাবতে থেক না । হিসেব বোঝ । শুধুমাত্র তোমাদের পুরুষার্থের হিসেব এবং প্রালঙ্কের হিসেব জেনে সেই গতিতে এগিয়ে চলো । নয়তো অনেককালের পুরানো সংস্কার যদি থেকে যায়, তবে অনেককালের হিসেব ধর্মরাজপুরীর খাতায় জমা হয়ে যাবে । এমনকি, কারও কারও অনেককালের ব্যর্থের, অযথার্থ কর্ম-বিকর্মের হিসেব এখনও আছে, বাপদাদা জানেন, শুধু আউট করেন না অর্থাৎ প্রকাশ্যে আনেন না । একটু আডাল করেন । যদিও ব্যর্থ আর অযথার্থের হিসেব এখনো অনেক আছে, সেইজন্য এই বছর এক্সট্রা গোল্ডেন চ্যাম্পের বছর - ঠিক যেমন যুগ পুরুষোত্তম, তেমনই এটাও পুরুষার্থ আর পরিবর্তনের গোল্ডেন চ্যাম্পের বছর, সেইজন্য সাহস আর সাহচর্যের বিশেষ বরদানের এই বিশেষ বছরকে যেন সাধারণ ৫০ বছরের মতো নষ্ট করনা । এখনো পর্যন্ত বাবা স্নেহের সাগর হয়ে এবং সর্ব সঙ্কলের স্নেহে, অবহেলা, সাধারণ পুরুষার্থ এইসব দেখে শুনেও না দেখে, না শুনে স্নেহের এক্সট্রা সহায়তায়, এক্সট্রা মার্কস দিয়ে বাচ্চাদের অগ্রচালিত করছেন । তিনি তোমাদের লিষ্ট দিচ্ছেন, কিন্তু এখন সময় পরিবর্তন হচ্ছে, সেইজন্য এখন কর্মের গতি খুব ভালোভাবে জেনে এই সময়ের সুবিধা লাভ কর অর্থাৎ অনুকূল পরিস্থিতির সদ্যবহার কর । তোমাদের তো বলা হয়েছিল, অষ্টাদশ অধ্যায় শুরু হয়ে গেছে । অষ্টাদশ অধ্যায়ের বিশেষ স্ব্মৃতিস্বরূপ হওয়ার । এমন নয় যে এই মুহূর্তে স্ব্মৃতি, পরমুহূর্তে বিস্মৃতি, না ! স্ব্মৃতিস্বরূপ অর্থাৎ অনেককাল যাবৎ নিজে থেকেই তোমার স্ব্মৃতি সহজভাবে থাকবে । এখন যুদ্ধের সংস্কার, পরিশ্রমের সংস্কার, অনিয়ন্ত্রিত মনের সংস্কার - এইসবের সমাপ্তি ঘটাও । তা' নয়তো এইগুলোই অনেককালের সংস্কার হয়ে অন্ত মতিই ভবিষ্যৎ গতি প্রাপ্তির নিমিত্ত হয়ে যাবে । তোমাদের তো বলা হয়েছিল, এখন অনেককালের পুরুষার্থ করার সময় সমাপ্ত হয়ে যাচ্ছে আর অনেককালের দুর্বলতার হিসেব শুরু হচ্ছে । বুঝতে পেরেছ ! সেই কারণে পরিবর্তনের জন্য এটা বিশেষ সময় । বাবা এখন বরদাতার ভূমিকায়, এরপরে তোমাদের হিসাব-নিকাশের বিচারক হবেন । এখন শুধু স্নেহের হিসাব । তাহলে কি করতে হবে ! স্ব্মৃতিস্বরূপ হও । স্ব্মৃতিস্বরূপ স্বতঃই নষ্টমোহ বানিয়ে দেবে । এখন তো মোহের লিষ্ট অনেক লম্বা হয়ে গেছে । এক নিজের প্রবৃত্তি, আরেক হলো দৈবী পরিবারের প্রবৃত্তি, সেবার প্রবৃত্তি, সীমিত প্রাপ্তির প্রবৃত্তি - এই সবকিছু থেকে নষ্টমোহ অর্থাৎ পৃথক হয়েও প্রিয় হও আমিস্ববোধ অর্থাৎ মোহ, এতেও নষ্টমোহ হও, তাহলে বহুকালের পুরুষার্থ থেকে বহুকালের প্রালঙ্কের প্রাপ্তির অধিকারী হবে । বহুকাল অর্থাৎ আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত প্রালঙ্কের ফল । যাই হোক, প্রতিটা প্রবৃত্তি থেকে নিবৃত্ত হওয়ার রহস্য তোমরা খুব ভালোভাবে জানো আর ভাষণও ভালো করতে পার । যেমনই হোক, নিবৃত্ত হওয়া অর্থাৎ নষ্টমোহ হওয়া । বুঝেছ ! তোমাদের কাছে তো বাপদাদার থেকেও বেশি পয়েন্ট আছে, সেইজন্য বাবা আর কি পয়েন্টস তোমাদের শোনাবেন, পয়েন্টস তো তোমাদের আছেই, এখন বরং পয়েন্ট হও । আচ্ছা !

যারা সদা শ্রেষ্ঠ কর্মের প্রাপ্তির গতিকে জেনে সদা অনেককালের তীব্র পুরুষার্থ করে, শ্রেষ্ঠ পুরুষার্থের সংস্কার আছে, যারা স্বর্ণযুগের সদা আদি রত্ন, সপ্তমযুগের আদি রত্ন, আদিদেব সমান এইরকম বাচ্চাদেরকে আদি বাবা এবং অনাদি বাবার সদা আদি হওয়ার শ্রেষ্ঠ বরদানের সাথে স্মরণ-স্নেহ এবং সেইসঙ্গে সেবাধারী বাবার নমস্কার ।

দাদীদের সাথে :- ঘরের গেট কে খুলবে ? যারা গোল্ডেন জুবিলি বা সিলভার জুবিলি উদযাপন করছে, তারা ব্রহ্মার সাথে গেট খুলবে, তাই না ! নাকি পরে আসবে ? সাথে গেলে সজ্ঞী হয়ে যাবে আর পরে যদি যাবে তো বরযাত্রী হয়ে যাবে । সম্বন্ধীকেও তো বরযাত্রী বলা হবে । হতে পারে তারা কাছে আছে, কিন্তু বলা হবে - বরযাত্রী এসেছে । তাহলে গেট কে খুলবে ? যারা গোল্ডেন জুবিলির নাকি যারা সিলভার জুবিলির ? যারা ঘরের গেট খুলবে তারাই স্বর্গের গেট খুলবে । এখন সূক্ষ্ম বতনে আসতে কারও নিষেধাজ্ঞা নেই । সাকারে তো তবুও বন্ধন আছে, সময় এবং সার্কমস্ট্যান্সের । বতনে আসতে কোনও বাধা নিষেধ নেই । কেউ তোমাদের আটকাবে না, পালা করেও (টার্নে) আসার প্রয়োজন নেই । অভ্যাসের দ্বারা তোমরা এইরকম অনুভব করবে - এখানে তোমাদের শরীরে থাকলেও এক সেকেন্ডে সেখানে গিয়ে আবার ফিরে আসবে । আন্তঃবাহক শরীর দ্বারা পরিচরমণের গায়ন আছে, অন্তরের আত্মা বাহন হয়ে যায় । সুতরাং এমন অনুভব করবে যেন বোতামে চাপ দেওয়ার সাথে সাথে বিমান উড়ছে, পরিচরমা করে ফিরে এসেছে আর অন্যেরাও এমন অনুভব করবে যেন তোমরা এখানে থেকেও এখানে নেই । যেমন তোমরা দেখেছ সাকার রূপে তোমাদের সাথে কথা বলতে বলতে বাবা সেকেন্ডের মধ্যেই এই আছেন এই নেই । এই মুহূর্তে আছেন, পরমুহূর্তে নেই । এই অনুভব তো করেছে, না ? সেইজন্য শুধু স্থূল বিস্তারকে গুটিয়ে নেওয়ার প্রয়োজন । যেমন তোমরা দেখেছ এত বিস্তার হওয়া সত্ত্বেও সাকার রূপের অস্তিম স্টেজে কেমন থেকেছেন ! সেই অবস্থা ছিল বিস্তারকে গুটিয়ে নেওয়ার, উপরম থাকার । এই মুহূর্তে স্থূল ডিরেকশন দিচ্ছেন, পরমুহূর্তে অশরীরী স্থিতির অনুভব করচ্ছেন । তাহলে তোমরা এই গুটিয়ে নেওয়ার শক্তির প্রত্যক্ষতা দেখেছ । যা তোমরা নিজেরাও

বলেছ, বাবা এখানে আছেন নাকি নেই ? শুনছেন নাকি শুনছেন না ! কিন্তু সেই তীব্রগতি এমন হতো যে কোনও কাজ মিস্ হতো না । এমনকি, তোমরা কোনকিছু সম্পর্কে বাবাকে যদি বলতে তো সেটা তিনি মিস্ করতেন না, গতি এত তীব্র ছিল যে দুটো কাজ এক মিনিটে তিনি করতে পারতেন । তিনি সারও ক্যাচ করে নেবেন আবার চক্রেও ঘুরে নেবেন । এমনভাবেও অশরীরী হবেন না যে কেউ কথা বলবে আর তখন তোমরা বলবে তিনি শুনছেন না । গতি ফাস্ট হয়ে যায় । বুদ্ধি এত বিশাল হয়ে যায় যে একই সময়ে দুটো কাজ করতে পারেন । এটা তখনই হয়, যখন গুটিয়ে নেওয়ার শক্তি ইউজ করবে । এখন প্রবৃত্তির বিস্তার হয়ে গেছে, এর মধ্যে থেকেও এই অভ্যাস ফরিষ্টা ভাবের সাক্ষাৎকার করাবে । এখন প্রত্যেকটা ছোট ছোট বিষয়ে তোমাদের যে পরিশ্রম করতে হয়, তা' নিজে থেকেই উঁচুতে যাওয়ায় এইসব ছোট বিষয়ে ব্যক্ততার অনুভব হবে । তোমরা যত উঁচুতে যাবে নীচের বিষয়গুলো আপনা থেকেই শেষ হয়ে যাবে । পরিশ্রমের থেকে তোমরা বেঁচে যাবে । সময়ও বাঁচবে আর সেবাও ফাস্ট হবে । নয়তো, তোমাদের কতো সময় ব্যয় করতে হবে ! আচ্ছা ।

সিলভার জুবিলিতে আগত ভাই-বোনের প্রতি অব্যক্ত বাপদাদার মধুর সন্দেশ - রজত জয়ন্তীর শুভ সময়ে অধ্যাত্ম বাচ্চাদের প্রতি স্নেহের স্বর্ণালী পুষ্প

সারা বিশ্বের সর্বোচ্চ মহাযুগের মহান পার্টধারী যুগ-পরিবর্তক বাচ্চাদের শ্রেষ্ঠ সুন্দর জীবনের অভিনন্দন । সেবাতে বৃদ্ধির নিমিত্ত হওয়ার বিশেষ ভাগ্যের অভিনন্দন । আদি থেকে পরমাত্ম-স্নেহী আর সহযোগী হওয়ার , স্যাম্পল হওয়ার অভিনন্দন । সময়ের সমস্যা কর্পী তুফানকে উপহার মনে করে সদা বিঘ্ন-বিনাশক হওয়ার অভিনন্দন ।

বাপদাদা সদা তার এমন অনুভবের ভাণ্ডারে সম্পন্ন সেবার ফাউন্ডেশন বাচ্চাদের দেখে উৎফুল্ল হন এবং বাচ্চাদের সাহসের গুণ-মালা জপ করেন । এইরকম লাকি আর লাভলি সময়ে তোমাদের বিশেষ স্বর্ণালী বরদান দেন - সদা এক হয়ে একের প্রত্যক্ষতার কার্যে সফল ভব । আধ্যাত্মিক জীবনে অমর ভব । প্রত্যক্ষ ফল আর অমর ফল থাওয়ার পদ্মাপদম ভাগ্যবান ভব ।

বরদান:- "বাহ্ ড্রামা বাহ্"-এর স্মৃতি দ্বারা অনেকের সেবা করে সদা খুশমন ভব*
এই ড্রামার কোনও সীন দেখে 'বাহ্ ড্রামা বাহ্'র স্মৃতি থাকলে তোমরা কখনো ঘাবড়ে যাবে না, কারণ ড্রামার জ্ঞান তোমরা লাভ করেছ যে বর্তমান সময় কল্যাণকারী যুগ, এতে যে দৃশ্যই সামনে আসে তা' কল্যাণে ভরে আছে । আপাতদৃষ্টিতে (বর্তমানে) কল্যাণ নাও দেখা যেতে পারে, কিন্তু যে কল্যাণ সমাহিত হয়ে আছে, তা' ভবিষ্যতে প্রত্যক্ষ হবে - সুতরাং বাহ্ ড্রামা বাহ্'র স্মৃতি দ্বারা খুশি থাকবে, পুরুষার্থে কখনও উদাস হবে না । আপনা থেকেই তোমাদের দ্বারা অনেকের সেবা হতে থাকবে ।

স্লোগান:- শান্তির শক্তিই মঙ্গা সেবার সহজ সাধন, যেখানে শান্তির শক্তি আছে সেখানে সন্তুষ্টতা আছে ।*

"মিষ্টি বাচ্চারা -- এখন তোমরা জ্ঞানের তৃতীয় নেত্র পেয়েছো, তাই এখন তোমাদের নেত্র কোনোকিছুর দিকেই নিমজ্জিত (ডুবে যাওয়া) হওয়া উচিত নয়"

প্রশ্নঃ - যাদের পুরানো দুনিয়ার থেকে অসীম জগতের বৈরাগ্য আসবে তাদের লক্ষণ কি হবে ?

উত্তরঃ - তারা নিজেদের সবকিছু বাবাকে অর্পণ করে দেবে, কোনো কিছুই আমার নয়। বাবা এই দেহও আমার নয়, এ তো পুরানো দেহ, একেও পরিত্যাগ করতে হবে। তাদের মোহ সবকিছুর থেকে বিচ্ছিন্ন হতে থাকবে, তারা নষ্টমোহ হবে। তাদের বুদ্ধিতে একথা থাকে যে, এখানকার কোন কিছুই কাজের নয়, কারণ এ সবই পার্থিব জগতের।

ওম্ শান্তি । বাবা বাচ্চাদেরকে ব্রহ্মান্ড আর সৃষ্টি-চক্রের আদি-মধ্য-অন্তের জ্ঞান শোনাচ্ছেন। যা আর কেউ শোনাতে পারে না। একমাত্র গীতাই আছে, যেখানে রাজযোগের বর্ণনা রয়েছে, ভগবান এসে নর থেকে নারায়ণে পরিণত করেন। একমাত্র গীতা ছাড়া একথা আর কোনো শাস্ত্রে নেই। এও বাবা বলেছেন যে, কথিত আছে আমি তোমাদের রাজযোগ শিখিয়েছিলাম। এও বুঝিয়েছিলাম যে, এই জ্ঞান (বংশ) পরম্পরা ধরে চলে আসছে না। বাবা এসে একটি ধর্ম স্থাপন করেন। বাকি আর সব ধর্মের বিনাশ হয়ে যায়। কোনো শাস্ত্রাদিরই পরম্পরা চলে না। আর যারা ধর্মস্থাপন করতে আসে সেইসময় কোনো বিনাশ হয় না, যাতে সবকিছু শেষ হয়ে যায়। ভক্তিমার্গে শাস্ত্র পড়তেই থাকে, এর(ব্রাহ্মণ ধর্মের) শাস্ত্র অবশ্যই গীতা, কিন্তু সেও রচিত হয় ভক্তিমাগেই। কারণ সত্যযুগে তো কোনো শাস্ত্র থাকে না আর অন্যান্য ধর্মের সময় তো বিনাশ হয়ই না। সেইসময় পুরানো দুনিয়া সমাপ্ত হয়না যে পুনরায় নতুন হবে। সেটাই চলতে থাকে। বাচ্চারা, এখন তোমরা বুঝেছ যে, পুরানো দুনিয়া সমাপ্ত হয়ে যাবে। আমাদের বাবা পড়াচ্ছেন। গায়নও রয়েছে, এক গীতারই। গীতা-জয়ন্তী পালন করা হয়। বেদ-জয়ন্তী তো হয় না। ভগবান এক, তাই একজনেরই জন্মদিন পালন করা উচিত। বাকি সব হলো রচনা, তাদের থেকে কিছু প্রাপ্ত হতে পারে না। উত্তরাধিকার বাবার কাছ থেকেই প্রাপ্ত হয়। চাচা, কাকা ইত্যাদিদের কাছ থেকে কোন উত্তরাধিকার পাওয়া যায় না। এখন ইনি হলেন তোমাদের অসীম জগতের পিতা, অসীম জগতের জ্ঞান-প্রদাতা। উনি কোন শাস্ত্রকথা শোনান না। বলেও যে, এসব ভক্তিমাগের। এইসবের সারমর্ম তোমাদেরকে বোঝাই। শাস্ত্র কোনো পঠন-পাঠন নয়। পঠন-পাঠনের মাধ্যমে পদ প্রাপ্ত হয়, বাচ্চাদেরকে বাবা এই পড়া পড়াচ্ছেন। বাচ্চাদের উদ্দেশ্যে ভগবানুবাচ --- পুনরায় ৫ হাজার বছর পর এমনই ঘটবে। বাচ্চারা জানে যে, আমরা বাবার কাছ থেকে রচয়িতা এবং রচনার আদি-মধ্য-অন্তকে জেনে গেছি। বাবা ব্যতীত আর কেউ একথা বোঝাতে পারে না। এই মুখ-কমল(ব্রহ্মা) দ্বারা শোনান। এ হলো ঈশ্বরের ধার(লোন) করে নেওয়া মুখ, তাই না! যাকে গো-মুখও বলা হয়। বড়মা তো, তাই না! এঁনার মুখ থেকে জ্ঞানের সংস্করণ (বর্ণন) নির্গত হয়, না কি জলের। ভক্তিমাগে আবার গো-মুখ থেকে জল দেখিয়েছে। বাচ্চারা, এখন তোমরা বোঝ যে, ভক্তিমাগে কি-কি করে। কতদূর গো-মুখ ইত্যাদিতে যায় জল পান করতে। এখন তোমরা মানুষ থেকে দেবতায় পরিণত হচ্ছে। এ তো জানো যে -- প্রতিকল্পে বাবা এসে মানুষ থেকে দেবতায় পরিণত করার জন্য পড়ান। দেখো কীভাবে পড়ান। তোমরা সকলকে বলতে পারো -- ভগবান আমাদের পড়াচ্ছেন। তিনি বলেন -- মামেকম্ (একমাত্র আমাকেই) স্মরণ করো তাহলেই তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হয়ে যাবে। তোমরা জানো যে, সত্যযুগে অল্পসংখ্যক মানুষ থাকে। কলিযুগে কত অসংখ্য মানুষ। বাবা এসে আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্মের স্থাপনা করছেন। আমরা মানুষ থেকে দেবতায় পরিণত হচ্ছি। মানুষ থেকে দেবতায় পরিণত হওয়া বাচ্চাদের মধ্যে দৈব-গুণ পরিলক্ষিত হবে। তাদের মধ্যে ক্রোধের সামান্যতম অংশও থাকবে না। যদি কখনও ক্রোধ চলেও আসে তৎক্ষণাৎ বাবাকে লিখবে যে -- বাবা, আজ আমার দ্বারা এমন ভুল হয়ে গেছে। আমি ক্রোধ করে ফেলেছি, বিকর্ম করে ফেলেছি। বাবার সঙ্গে তোমাদের কত কানেকশন রয়েছে। বাবা ক্ষমা করে দাও। বাবা বলবেন, ক্ষমা ইত্যাদি হয় না। ভবিষ্যতে এমন ভুল আর কোরো না। টিচার কখনো ক্ষমা করেন না। তিনি রেজিস্টার দেখান -- তোমাদের আচরণ ভদ্র(ম্যানার্স) নয়। অসীম জগতের পিতাও বলেন -- তোমরা নিজেদের ম্যানার্স দেখাচ্ছে। প্রত্যহ নিজেদের চার্ট (পোতামেল) দেখো, কাউকে দুঃখ দাও নি তো! কাউকে বিরক্ত করোনি তো ? দৈব-গুণ ধারণ করতে সময় লাগে, তাই না! দেহ-অভিমান ছিন্ন করা বড় মুশকিল। যখন নিজেকে দেহী মনে করবে তখন বাবার প্রতিও ভালবাসা জন্মাবে। আর তা নাহলে দেহের কর্ম-বন্ধনেই বুদ্ধি বাঁধা পড়ে থাকবে। বাবা বলেন, তোমাদের শরীর নির্বাহের জন্য কর্মও করতে হবে, তারথেকেও সময় বের করতে পারো। ভক্তির জন্যও তো সময় বের করো, তাই না! মীরা তো কৃষ্ণের স্মরণেই থাকতো, তাই না! পুনর্জন্ম তো এখানেই

নিয়েছে।

বাচ্চারা, এখন তোমাদের এই পুরানো দুনিয়ার থেকে বৈরাগ্য আসে। তারা জানে যে, এই পুরানো দুনিয়ায় আমরা পুনরায় পুনর্জন্ম নেবোই না। দুনিয়াই সমাপ্ত হয়ে যায়। এইসমস্ত কথা তোমাদের বুদ্ধিতে রয়েছে। যেমন বাবার মধ্যে জ্ঞান নিহিত রয়েছে তেমন বাচ্চাদের মধ্যেও রয়েছে। এই সৃষ্টির চক্র আর কারোর বুদ্ধিতে নেই। তোমাদের মধ্যেও নশ্বরের ক্রমানুসারে রয়েছে, যাদের বুদ্ধিতে একথা থাকে যে, সর্বোচ্চ হলেন পতিত-পাবন, তিনি আমাদের পড়ান। এও তোমরাই জানো। তোমাদের বুদ্ধিতে সমগ্র ৮৪-র চক্র রয়েছে। স্মৃতি থাকে --- এখন এই নরকে আমাদের অস্তিম জন্ম, একে বলা হয় নরকের চরমসীমা। অত্যন্ত নোংরা (খারাপ) হয়ে গেছে, তাই সন্ন্যাসীরা ঘর-পরিবার পরিত্যাগ করে চলে যায়। ওটা হয়ে গেলো শরীর-সম্বন্ধীয় কথা। তোমরা সন্ন্যাস নাও বুদ্ধি দ্বারা কারণ তোমরা জানো যে, আমাদের এখন ফিরে যেতে হবে। সবকিছু ভুলে যেতে হবে। এই পুরানো বিকারী(ছি-ছি) দুনিয়া সমাপ্ত হয়েই রয়েছে। যখন ঘর পুরানো হয়, নতুন তৈরী করা হয় তখন মনে হয়, তাই না যে -- এই (পুরানো) ঘর ভেঙেই যাবে। বাচ্চারা, এখন তোমরা পড়ছো, তাই না! তোমরা জানো যে, নতুন দুনিয়া স্থাপিত হচ্ছে। এখনও সামান্য দেরী আছে। অনেক বাচ্চা এসে পড়বে। নতুন ঘর এখন তৈরী হচ্ছে, পুরানো (দুনিয়া) ভেঙে যাচ্ছে। এখনও অল্পদিন বাকি রয়েছে। তোমাদের বুদ্ধিতে এই অসীম জগতের কথা রয়েছে। এখন আমাদের এই পুরানো দুনিয়ায় মন বসে না। এ সবকিছুই শেষে আর কাজে আসবে না, আমরা এখান থেকে চলে যেতে চাই। বাবাও বলেন, পুরানো দুনিয়ায় মন(হৃদয়) বসিও না। আমাকে অর্থাৎ বাবাকে আর ঘরকে স্মরণ করো তবেই বিকর্ম বিনাশ হবে। তা নাহলে অত্যন্ত শাস্তিভোগ করতে হবে। পদব্রষ্টও হয়ে যাবে। আত্মারা জানে যে, আমরা ৮৪ জন্ম ভোগ করেছি। এখন বাবাকে স্মরণ করতে হবে, তবেই বিকর্ম বিনাশ হবে। বাবার মতানুসারে(শ্রীমত) চলতে হবে তবেই জীবন শ্রেষ্ঠ হবে। বাবা হলেন সর্বোচ্চ। এও তোমরাই জানো। বাবা ভালভাবে স্মরণ করান যে -- সেই অসীম জগতের পিতাই জ্ঞানের সাগর, তিনিই এসে পড়ান। বাবা বলেন, এই পড়াও পড়ো, আবার শরীর নির্বাহের জন্য সবকিছু করো। কিন্তু ট্রাস্টী হয়ে থাকো।

যেসকল বাচ্চাদের পুরানো দুনিয়ার থেকে অসীম জগতের বৈরাগ্য আসবে তারা নিজেদের সবকিছু বাবাকে অর্পণ করে দেবে। কিছুই আমাদের নয়। বাবা এই দেহও আমাদের নয়। এ তো পুরানো দেহ, একে ত্যাগ করতে হবে, সবকিছু থেকে মোহ-বন্ধন ছিন্ন হয়ে যায়। নষ্টমোহ হতে হবে। এ হলো অসীম জগতের বৈরাগ্য। ওটা হলো পার্থিব জগতের বৈরাগ্য। বুদ্ধিতে রয়েছে যে, আমরা স্বর্গে গিয়ে নিজেদের মহল তৈরী করবো। এখানকার কোন কিছুই কাজে লাগবে না কারণ এসবকিছুই পার্থিব জগতের। তোমরা এখন সসীম(হৃদ) জগৎ থেকে বেরিয়ে অসীম(বেহদ) জগতে গমন করছো। তোমাদের বুদ্ধিতে সেই অসীম জগতের জ্ঞান থাকা উচিত। এখন আর কারোর দিকে চোখ যেন ডুবে না যায়। এখন নিজেদের ঘরে ফিরে যেতে হবে। প্রতিকল্পে বাবা এসে আমাদের পড়িয়ে, পুনরায় সঙ্গে করে নিয়ে যান। এই পড়া তোমাদের কাছে কোনো নতুন কিছু নয়। তোমরা জানো যে, প্রতিকল্পে আমরা পড়ি। তোমাদের মধ্যেও নশ্বরের ক্রমানুসারে রয়েছে। সমগ্র দুনিয়ায় কত অসংখ্য মানুষ রয়েছে, কিন্তু তোমরা কি জানো যে ধীরে-ধীরে এই ব্রাহ্মণদের বৃক্ষ (ঝাড়) বৃদ্ধিপ্ৰাপ্ত হতে থাকে, না তা জানো না। ড্রামা প্ল্যান অনুসারে স্থাপনা হতেই থাকে। বাচ্চারা জানে, আমাদের গভর্নমেন্ট হলো আধ্যাত্মিক (ক্লহানী)। আমরা দিব্য-দৃষ্টির দ্বারা নতুন দুনিয়াকে দেখি। ওখানেই যেতে হবে। ঈশ্বরও এক, পড়ানও তিনিই, রাজযোগ বাবা-ই শিখিয়েছিলেন। সেইসময়ও অবশ্যই লড়াই হয়েছিল, অনেক ধর্মের বিনাশ, এক ধর্মের স্থাপনা হয়েছিল। তোমরাও সেখানেই রয়েছো, প্রতিকল্পে তোমরাই পড়ে এসেছো, উত্তরাধিকার নিতে এসেছো। প্রত্যেকেই নিজ-নিজ পুরুষার্থ করতে হবে। এ হলো অসীম জগতের পঠন-পাঠন। এই শিক্ষা কোনো মানুষ দিতে পারে না।

বাবা শ্যাম আর সুন্দরের রহস্যও বুঝিয়েছেন। তোমরাও বোঝ যে, আমরা এখন সুন্দর হচ্ছি। প্রথমে শ্যাম ছিলাম। কৃষ্ণ কি একলাই ছিল, না তা ছিল না। সমগ্র রাজধানীই ছিল, তাই না! এখন তোমরা জানো যে, আমরা নরকবাসী থেকে স্বর্গবাসী হচ্ছি। এখন তোমরা এই নরকের প্রতি ঘৃণাবোধ করো। এখন তোমরা পুরুষোত্তম সঙ্গমযুগে এসে গেছো। এত অধিকসংখ্যক আসে, এর থেকেও বেরোবে তারাই যারা কল্প-পূর্বে বেরিয়েছিল। সঙ্গমযুগকেও ভালভাবে স্মরণ করতে হবে। আমরা পুরুষোত্তম অর্থাৎ মানুষ থেকে দেবতায় পরিনত হচ্ছি। মানুষ তো এও বোঝে না যে, নরক কি আর স্বর্গ কি ? তারা বলে, সবকিছুই এখানে, যে সুখী সে স্বর্গে রয়েছে আর যে দুঃখী সে নরকে রয়েছে। অনেক মত-মতান্তর রয়েছে, তাই না! এক ঘরেও অনেক মতান্তর হয়ে যায়। সন্তানাদির সঙ্গে মোহের তার সংযুক্ত হয়ে থাকে, তা সহজে ছিন্ন হতে চায় না। মোহের বশে তারা বুঝতে পারে না যে আমরা কিভাবে থাকি। তারা জিজ্ঞাসা করে যে, সন্তানের বিবাহ করাবো কী ? কিন্তু বাচ্চাদের এই নিয়মও বোঝানো হয় যে, একদিকে তোমরা স্বর্গবাসী হওয়ার জন্য জ্ঞান অর্জন করছো আর অন্যদিকে

জিজ্ঞাসা করছে যে, ওদের(সন্তানদের) নরকে পাঠাবো কী ? জিজ্ঞাসা যখন করছে তখন বাবা বলবেন -- যাও, গিয়ে তা করো। বাবাকে জিজ্ঞাসা করলে বাবা বোঝান যে, এদের মোহ রয়েছে। এখন 'না' বললেও কথার অবজ্ঞা করবে। কন্যাদের তো করাতেই হবে, তা নাহলে সঙ্গদোষে খারাপ হয়ে যায়। পুত্রদের নাও করাতে পারো। কিন্তু সাহস চাই, তাই না! বাবা এঁনাকে দিয়ে অভিনয় করিয়েছেন, তাই না! এঁনাকে দেখে আবার অন্যরাও করতে শুরু করেছে। ঘরেও অনেক ঝগড়া শুরু হয়ে যায়। এ হলোই লড়াই-ঝগড়ার জগৎ, কাঁটার জঙ্গল, তাই না! পরস্পরকে আঘাত করতে থাকে। স্বর্গকে বলা হয় বাগিচা। এ হলো জঙ্গল। বাবা এসে কাঁটা থেকে ফুলে পরিনত করেন। অতি সামান্যই(বিরল) বেরোয়, যদিও প্রদর্শনীতে হ্যাঁ-হ্যাঁ করে কিন্তু বোঝে না কিছুই। এক কান দিয়ে শুনে অন্য কান দিয়ে বের করে দেয়। রাজধানী স্থাপন করতে সময় লাগে, তাই না! মানুষ নিজেকে কাঁটা মনে করে কী, না করে না। যদিও এইসময় চেহারা মানুষের মতন, কিন্তু চরিত্র বাঁদরের থেকেও খারাপ। কিন্তু নিজের এমন মনে করে না তাই বাবা বলেন, নিজের রচনাকে বোঝাতে হবে। যদি না বোঝে তাহলে তাড়িয়ে দেওয়া উচিত। কিন্তু সেই শক্তিও তো চাই, তাই না! মোহ-রূপী কীট (পোকা) এমনভাবে ধরে যে তা থেকে বেরিয়ে আসতে পারে না। এখানে নষ্টমোহ হতে হবে। আমার তো একজনই রয়েছে, দ্বিতীয় আর কেউ নেই। এখন বাবা এসেছেন ফিরিয়ে নিয়ে যেতে। পবিত্র হতে হবে। তা নাহলে অত্যধিক শাস্তিভোগ করতে হবে, পদও ভ্রষ্ট হয়ে যাবে। এখন নিজেকে সতোপ্রধান বানানোর চিন্তাও রয়েছে। শিবের মন্দিরে গিয়ে তোমরা বোঝাতে পারো -- ঈশ্বর ভারতকে স্বর্গের মালিক করেছিলেন, এখন পুনরায় তিনি তা করছেন, তিনি শুধু বলেন, মামেকম্ স্মরণ করো। আচ্ছা।

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ওঁনার আত্মা-রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ

১) এই পুরানো দুনিয়ার থেকে অসীম জগতের বৈরাগী হয়ে নিজের সবকিছু অর্পণ করে দিতে হবে। কিছুই আমার নয়, এই দেহও আমার নয়। এর থেকে মোহ ছিন্ন করে নষ্টমোহ হতে হবে।

২) কখনো এমন কোনো ভুল করবে না যাতে রেজিস্টারে দাগ লেগে যায়। সব দৈব-গুণ ধারণ করতে হবে, অন্তরে ক্রোধের সামান্যতম অংশও যেন না থাকে।

বরদানঃ ডবল লাইট হয়ে সকল সমস্যাকে হাইজাম্পের দ্বারা অতিক্রমকারী তীর পুরুষার্থী ভব*

ব্যাখ্যা :- সর্বদা নিজেকে অমূল্য রত্ন মনে করে বাপদাদার হৃদয়ের মণিকোঠায় থাকো অর্থাৎ সর্বদা বাবার স্মরণে সমাযিত থাকো, তবেই কোনো বিষয়ে (কথায়) অসুবিধা অনুভব করবে না, সর্বপ্রকারের চাপ (বোঝা) সমাপ্ত হয়ে যাবে। এই সহযোগের মাধ্যমে ডবল লাইট হয়ে, পুরুষার্থে হাইজাম্প দিয়ে তীর পুরুষার্থী হয়ে যাবে। যখনই কোনো অসুবিধা অনুভূত হবে তৎক্ষণাৎ বাবার সম্মুখে বসে যাও আর বাপদাদার বরদানী-হস্ত নিজের উপরে অনুভব করো, এতে সেকেন্ডে সর্ব সমস্যার সমাধান পেয়ে যাবে।

স্লোগানঃ সহযোগের শক্তি অসম্ভব বিষয়কেও সম্ভব করে দেয়, এটাই হলো সুরক্ষা-দুর্গ*

“মিষ্টি বাচ্চারা - সর্বদা এই খুশিতে থাকো যে, আমাদেরকে কোনো দেহধারী পড়াচ্ছেন না, অশরীরী বাবা (ব্রহ্মাবাবার) শরীরে প্রবেশ করে মুখ্যতঃ আমাদেরকেই পড়াতে এসেছেন”

প্রশ্নঃ - বাচ্চারা, তোমাদের জ্ঞানের তৃতীয় নেত্র কেন প্রাপ্ত হয়েছে ?

উত্তরঃ - আমাদের জ্ঞানের তৃতীয় নেত্র প্রাপ্ত হয়েছে নিজেদের শান্তিধাম আর সুখধামকে দেখার জন্য। এই দুই চোখ দিয়ে যে পুরানো দুনিয়া, মিত্র-সম্বন্ধী আদি দেখা যায় তাদেরকে বুদ্ধির দ্বারা ভুলে যেতে হবে। বাবা এসেছেন নোংরা আবর্জনা থেকে বের করে তোমাদেরকে ফুলের মত (দেবতা) বানানোর জন্য, তাই এইরকম বাবাকেও আমাদের অবশ্যই সম্মান দিতে হবে।

ওম্ শান্তি । বাচ্চাদের প্রতি শিব ভগবানুবাচ। ভগবানকে সত্য বাবা তো অবশ্যই বলবে। কেননা তিনি তো হলেন রচয়িতা, তাই না ! এখন তোমরাই হলে সেই বাচ্চা, যাদেরকে স্বয়ং ভগবান পড়াচ্ছেন - ভগবান ভগবতী বানানোর জন্য। এটা তো প্রত্যেকেই খুব ভাল ভাবে জানে, এইরকম কোনো ছাত্র হয় না, যে নিজের শিক্ষককে, পড়াকে আর তার রেজাল্টকে জানেনা। যাদেরকে স্বয়ং ভগবান পড়াচ্ছেন, তাদের মধ্যে কতইনা খুশী হওয়া চাই। এই খুশী স্থায়ী কেন থাকে না ? তোমরা জানো যে, আমাদেরকে কোনো দেহধারী মানুষ পড়াচ্ছেন না। অশরীরী বাবা শরীরে প্রবেশ করে মুখ্যতঃ বাচ্চারা তোমাদেরকে পড়াতে আসেন, এটা তো কারোরই জানা নেই যে, ভগবান এসে পড়ান। তোমরা এখন জেনে গেছ যে, আমরা হলাম ভগবানের সন্তান, তিনি আমাদেরকে পড়াচ্ছেন, তিনিই হলেন জ্ঞানের সাগর। তোমরা এখন শিব বাবার সামনে বসে আছ। আত্মাদের সাথে পরমাত্মা এখনই মিলন করতে আসেন, এটা ভুলে যেও না। কিন্তু মায়া এমনই, যে ভুলিয়ে দেয়। নাহলে তো সেই নেশা থাকা চাই যে - ভগবান আমাদেরকে পড়াচ্ছেন ! তাঁর স্মরণে থাকতে হবে। কিন্তু এখানে তো এমন কয়েকজন আছে, যারা একদমই ভুলে যায়। কিছুই মনে রাখতে পারে না। ভগবান স্বয়ং বলছেন যে, অনেক বাচ্চাই এটা ভুলে যায়, নাহলে তো সেই খুশী স্থায়ী থাকবে, তাই না! আমরা হলাম ভগবানের সন্তান, তিনি আমাদেরকে পড়াচ্ছেন। মায়া এতটাই শক্তিশালী যে, একদমই সবকিছু ভুলিয়ে দেয়। এই দু-চোখ দিয়ে এই যে পুরানো দুনিয়া, মিত্র- সম্বন্ধী আদি দেখছো, তাদের প্রতি বুদ্ধি চলে যায়। বাচ্চারা, এখন বাবা তোমাদেরকে (জ্ঞানের) তৃতীয় নেত্র প্রদান করছেন। তোমরা কেবলমাত্র শান্তিধাম আর সুখধামকে স্মরণ করো। এটা হল দুঃখধাম, নোংরা ছিঃ-ছিঃ দুনিয়া। তোমরা জেনেছো যে ভারত একসময় স্বর্গ ছিল, এখন নরক হয়ে গেছে। বাবা এসে পুনরায় ফুল বানাচ্ছেন। সেখানে তোমরা ২১ জন্মের জন্য সুখ প্রাপ্ত করো। এরজন্যই তোমরা এখন পড়াশোনা করছো। কিন্তু সম্পূর্ণভাবে না পড়ার কারণে এখানকার ধন-সম্পত্তি আদির মধ্যেই বুদ্ধি ফেঁসে যায়। সেসব থেকে বুদ্ধির যোগ সরানো যায় না। বাবা বলছেন যে - শান্তিধাম আর সুখধামের প্রতি বুদ্ধির যোগ রাখো। কিন্তু বুদ্ধি নোংরা দুনিয়াতে একদম যেন আঁঠার মতো আটকে আছে। ছাড়তে চায় না। যদিও এখানে (মধুবনে) বসে আছো, তবুও পুরানো দুনিয়ার থেকে বুদ্ধির যোগ নষ্ট হয় না। এখন বাবা এসেছেন ফুলের মতো পবিত্র বানানোর জন্য। তোমরা মুখ্যতঃ পবিত্রতার জন্যই বলো যে - বাবা আমাদেরকে পবিত্র বানিয়ে পবিত্র দুনিয়াতে নিয়ে যাচ্ছেন, তো এইরকম বাবাকে কতখানি সম্মান দেওয়া উচিত ! এইরকম বাবার কাছে তো সমর্পণ হয়ে যাওয়া উচিত, যিনি পরমধাম থেকে এসে আমাদেরকে পড়াচ্ছেন। তিনি বাচ্চাদের জন্য অনেক পরিশ্রম করেন। একদম নোংরা আবর্জনা থেকে বের করেন। এখন তোমরা ফুল তৈরী হচ্ছে। জেনে গেছো যে কল্প-কল্প আমরা এইরকম ফুল (দেবতা) হই। মানুষ থেকে দেবতায় পরিণত করতে ভগবানের বেশী সময় লাগে না। এখন বাবা আমাদেরকে পড়াচ্ছেন। আমরা এখানে মানুষ থেকে দেবতা হওয়ার জন্য এসেছি। এই সবকিছু এখনই আমাদের বোধগম্য হয়েছে, জ্ঞানে আসার পূর্বে এটা আমাদের জানা ছিল না যে, আমরাই স্বর্গবাসী ছিলাম। এখন বাবা বলছেন যে, তোমরাই রাজস্ব করেছিলে। (দ্বাপর যুগে) রাবণ তোমাদের থেকে রাজস্ব ছিনিয়ে নেয়। তোমরাই অনেক সুখ ভোগ করেছিলে, পুনরায় ৮৪ জন্ম গ্রহণ করতে করতে সিঁড়ি বেয়ে নিচের দিকে নেমে এসেছো। এটা হলই ছিঃ-ছিঃ নোংরা দুনিয়া। এখানে সব মানুষই দুঃখী হয়ে গেছে। অনেকেই তো অনাহারে থেকে শরীর ত্যাগ করে, এখানে বিন্দুমাত্র সুখ নেই। হয়তো বা কয়েকজন ধনবান আছে, কিন্তু এই অল্পক্ষণের সুখ হল কাগ-বিষ্ঠার সমান। এটাকে বলাই হয় বিষয় বৈতরণী নদী। স্বর্গতে তো তোমরা অনেক সুখে থাকবে। এখন তোমরা শ্যাম থেকে সুন্দর হচ্ছে।

এখন তোমরা বুঝে গেছো যে, আমরাই দেবতা ছিলাম। তারপর পুনর্জন্ম নিতে নিতে বেশ্যালয়ে এসে পড়েছি। পুনরায়

এখন তোমাদেরকে আমি শিবালায়ে নিয়ে যাচ্ছি। শিব বাবা স্বর্গের স্থাপনা করছেন। তোমাদের পড়াচ্ছেন তাই ভালো ভাবে পড়তে হবে, তাই না! পড়াশোনা করে, বুদ্ধিতে সৃষ্টিচক্রকে রেখে দৈবীগুণ ধারণ করতে হবে। বাচ্চারা, তোমরা হলে রূপ-বসন্ত (জ্ঞানী-যোগী), তোমাদের মুখ থেকে সর্বদা জ্ঞানরত্নই যেন নির্গত হয়, নোংরা নয়। বাবাও বলছেন যে - আমিও হলাম রূপ-বসন্ত.... আমিই পরমাত্মা, জ্ঞানের সাগর, এই পড়াশোনা হল উপার্জন করার উৎস (সোর্স অফ ইনকাম)। লৌকিকে পড়াশোনা করে ডাক্তার, বিচারপতি আদি হয়, তখন লক্ষ লক্ষ টাকা উপার্জন করে। এক-একজন ডাক্তার মাসে লক্ষ লক্ষ টাকা উপার্জন করে। খাওয়ার জন্য সময় পায় না। তোমরাও এখন পড়ছো। তোমরা কি হতে চলেছো? বিশ্বের মালিক। তাই এই পড়ার নেশায় মত্ত থাকতে হবে। বাচ্চারা তোমাদের কথা বলার ধরণও অনেক রাজকীয় হওয়া চাই। তোমরা রাজকীয় হচ্ছ, তাই না! রাজাদের চাল-চলন দেখো, কিরকম ভাবে তারা কথা বলেন। (ব্রহ্মা) বাবা তো হলেন অনুভাবী, তাই না! রাজাদের যখন কোনো উপহার সামগ্রী দেওয়া হয়, তাঁরা কখনোই স্ব-হস্তে তা গ্রহণ করেন না। যদি গ্রহণ করতেই হয় তবে সচিব মহাশয়কে দেওয়ার জন্য ইশারা করে দেন। তাঁদের ব্যবহারে অনেক রাজকীয়তা প্রদর্শিত হয়। বুদ্ধিতে এই চিন্তা থাকে যে, এর কাছ থেকে গ্রহণ করলে একে প্রতিদানও দিতে হবে, তাই রাজারা কখনও কখনও উপহার গ্রহণও করেন না। কোনো কোনো রাজা প্রজাদের কাছ থেকে তো কিছুই গ্রহণ করেন না। আবার কেউ কেউ তো লুণ্ঠে নেয়। রাজাদের মধ্যেও অনেক পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। এখন তোমরা সত্যযুগের ডবল মুকুটধারী রাজা হচ্ছ। ডবল মুকুটধারী হওয়ার জন্য পবিত্রতা ধারণ করা অত্যাবশ্যক। এই বিকারী দুনিয়াকে ছাড়তে হবে। বাচ্চারা তোমরা বিকারকে ত্যাগ করেছ, কোনো বিকারী এখানে বসতে পারবে না। আর যদি কোনও বিকারী সত্য গোপন করে এখানে এসে বসে, তবে সে নিজেরই ক্ষতি করবে। কেউ কেউ চালাকি করে, মনে করে - কেউ বুঝতে পারবে না। বাবার দৃষ্টি এড়িয়ে গেলেও সে নিজে পাপ আত্মা হয়ে যায়। তোমরাও পাপাত্মা ছিলে। এখন পুরুষার্থ করে পুণ্যাত্মা হতে হবে। বাচ্চারা তোমরা অনেক জ্ঞান প্রাপ্ত করেছ। এই জ্ঞানের আধারেই তোমরা কৃষ্ণপূরীর মালিক হও। বাবা তোমাদেরকে শৃঙ্গার করছেন। উঁচুর থেকেও উঁচু ভগবান পড়াচ্ছেন, তাই অনেক আনন্দ সহকারে এই পড়া পড়তে হবে। এইরকম পড়া তো কোনও সৌভাগ্যশালী আত্মাদেরই পড়ার সুযোগ হয়, আবার সার্টিফিকেটও প্রাপ্ত করো। বাবা বলছেন যে - তোমরা কোথায় পড়ছ। বুদ্ধি এদিকে ওদিকে চলে গেলে তোমরা কি তৈরী হবে! লৌকিক বাবাও বলেন যে, এরকম অবস্থায় তো তোমরা ফেল হয়ে যাবে। কেউ তো আবার পড়াশোনা করে লক্ষ-লক্ষ টাকা উপার্জন করে। কেউ তো দেখো ধাক্কা-ই খেতে থাকে। তোমাদেরকে বাবা-মাম্মাকে অনুসরণ করতে হবে। আর যে ভাই-রা খুব ভালো ভাবে পড়ে আবার অন্যদেরকেও পড়ায়, কারণ এটাই হল তাদের ব্যবসা, প্রদর্শনীতে অনেক আত্মাদেরকে পড়ায়, তাই না! নিকট ভবিষ্যতে যত দুঃখ বৃদ্ধি পাবে, ততই মানুষের মধ্যে বৈরাগ্য বৃদ্ধি আসবে, তখন তারাও এই পড়া পড়তে শুরু করে দেবে। দুঃখ হলে ভগবানের শরণাপন্ন হয়। দুঃখে মৃত্যুবরণ করার সময় বলে যে - হে রাম, হায় ভগবান...। তোমাদেরকে তো এসব কিছুই করতে হয় না। তোমরা তো এখন বাড়ি ফিরে যাওয়ার জন্য তৈরী হচ্ছ। তোমাদের বুদ্ধিতে আছে যে, যখন এই পুরানো শরীর ত্যাগ হয়ে যাবে, তখনই আমরা নিজেদের ঘরে চলে যাব। তারপর তো সেখানে (স্বর্গে) শরীরও সুন্দর প্রাপ্ত হবে। পুরুষার্থ করে, যিনি পড়াচ্ছেন তাঁর থেকেও উঁচুতে যেতে হবে। এরকমও হয় যে, যিনি পড়াচ্ছেন, তাঁর থেকে যে পড়ছে তার স্থিতি খুব ভালো থাকে। বাবা তো প্রত্যেককে জানেন তাই না! বাচ্চারা তোমরাও জানতে পারো, নিজের অন্তরে দেখতে হবে যে - আমার মধ্যে কি দুর্বলতা আছে? মায়ার বিঘ্ন থেকে দূরে থাকতে হবে, তার মধ্যে ফেঁসে যেও না।

যে বলে, মায়া খুব শক্তিশালী, আমি কিভাবে জ্ঞান মার্গে চলবো, যদি এইরকম চিন্তা করো তবে মায়া একদম কাঁচা-ই খেয়ে নেবে। হাতিকে এক বৃহৎ কুমীর গিলে ফেলেছিলো। এটা এখনকারই কথা, তাই না! ভালো ভালো বাচ্চাদেরকেও মায়া রূপী বৃহৎ কুমীর একদম গিলে খেয়ে নেবে। নিজেকে তখন রক্ষা করতে পারবে না। নিজেরাও মনে করে যে - আমরা মায়ার আঘাত থেকে মুক্ত হতে চাই। কিন্তু মায়া ছাড়তে চায় না। তারা বলে যে, বাবা মায়াকে বলো - এইভাবে আমাকে যেন না ধরে রাখে। আরে, এটা তো যুদ্ধের ময়দান, তাই না! যুদ্ধক্ষেত্রে কি এইরকম ভাবে প্রতিপক্ষকে বলা যায়, যে, আমাকে হারিয়ে দিও না। কিংবা ম্যাচ খেলার সময় কি বলতে পারবে যে, আমাকে বল দিও না। তারা সঙ্গে সঙ্গেই বলবে যে, যুদ্ধক্ষেত্রে এসেছ তো লড়াই করো, তো মায়া তোমাদের সামনে অনেক বিঘ্ন ঘটাবে। তোমরাও অনেক উঁচুপদ প্রাপ্ত করতে পারো। ভগবান পড়াচ্ছেন, কম কথার বিষয়! এখন তোমরা উন্নতি করছ পুরুষার্থের নম্বর অনুসারে। প্রতিটি বাচ্চার মধ্যে এই শখ রাখতে হবে যে, আমি আমার ভবিষ্যতের জীবনকে হিরের মতো তৈরী করবো। বিঘ্নগুলিকে বিনাশ করতে থাকো। যে করেই হোক, বাবার থাকে অবিনাশী উত্তরাধিকার নিতেই হবে। তা না হলে তো আমি কল্প-কল্পান্তর ধরে ফেল হতেই থাকবো। মনে করো কোনো ধনী ঘরের বাচ্চা যদি এখানে আসে, তখন তার লৌকিক বাবা যদি তাকে এই পড়াশোনা করতে বাঁধা দেয়, তখন সেই বাচ্চা তার বাবাকে বলবে যে - আমার এই লক্ষ টাকা দিয়ে কিছুই হবে না, আমাকে তো অসীম জগতের বাবার থেকে বিশ্বের রাজপদ নিতে হবে। এখানকার এই লক্ষ-কোটি টাকা তো সব ভুল্লীভূত

হয়ে যাবে। কারো ধন মাটিতে মিশে যাবে, আবার কারোর ধন-সম্পত্তিতে তো আগুন লেগে যাবে। সমগ্র সৃষ্টিকৰ্পী জেলখানাতে আগুন লেগে যাবে। এই সমগ্র দুনিয়া হল রাবনের লঙ্কা। তোমরা সবাই হলে সীতা। এখন রাম এসেছেন। সমগ্র পৃথিবীটিই হল একটি দ্বীপ। এই সময়কেই বলা হয় রাবণ রাজ্য। বাবা এসেছেন রাবণ রাজ্যকে বিনাশ করে রামরাজ্যের মালিক বানাতে। তোমাদের অন্তরে তো অনেক খুশী থাকা চাই - বলাও হয় যে, অতীন্দ্রিয় সুখ জানতে চাও তো বাচ্চাদেরকে জিজ্ঞাসা করো। তোমরা প্রদর্শনীতে নিজেদের সুখ অনুভবের কথা বলো, তাই না! আমরা ভারতকে স্বর্গ বানাচ্ছি। বাবার শ্রীমতে চলে বাবার সেবা করছি। যত-যত শ্রীমতে চলবে ততই তোমরা শ্রেষ্ঠ হবে। তোমাদেরকে মতামত দেওয়ার জন্য অনেকে আসবে, এইজন্য তাদেরকে চিনতেও হবে আবার সতর্কও থাকতে হবে। কখনও কখনও মায়া গুপ্ত ভাবে প্রবেশ করে। তোমরা বিশ্বের মালিক হতে চলেছো, এইজন্য অন্তর থেকে তোমাদের অনেক খুশী হওয়া চাই। তোমরা বলো যে - বাবা আমরা আপনার থেকে স্বর্গের অবিনাশী উত্তরাধিকার নিতে এসেছি। সত্য-নারায়ণের কথা শুনে আমরা নর থেকে নারায়ণ, নারী থেকে লক্ষ্মী তৈরী হচ্ছি। তোমরা সবাই হাত ওঠাও আর বলো যে, বাবা আমরা আপনার থেকে সম্পূর্ণ উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করেছি ছাড়বো, নাহলে তো আমরা কল্প-কল্প সবকিছু হারাতেই থাকবো। যে কোনো বিঘ্নই আসুক না কেন, আমরা তাকে উড়িয়ে দেবো, এতটাই বাহাদুরী দেখাতে হবে। (পূর্ব কল্পেও) তোমরা এরকমই বাহাদুরী দেখিয়েছিলে, তাই না! যাঁর কাছ থেকে এই অবিনাশী উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হচ্ছে, তাকে কি এত তাড়াতাড়ি ছেড়ে দেওয়া যায়! কেউ তো খুব ভালো ভাবে স্থিত হয়ে গেছে, কেউ তো আবার ভাগন্তি হয়ে যায় (বাবাকে ছেড়ে চলে যায়)। ভালো ভালো বাচ্চাদেরকে মায়া খেয়ে নেয়। অজগর সাপ তাদেরকে একদম গিলেই খেয়ে নেয়।

এখন বাবা অনেক ভালোবাসা সহকারে তোমাদেরকে বোঝাচ্ছেন যে - হে বাচ্চারা! আমি এই পতিত দুনিয়াকে পাবন বানাতে এসেছি। এখন পতিত দুনিয়ার মৃত্যু সামনে দাঁড়িয়ে আছে। এখন আমি তোমাদেরকে রাজাদেরও রাজা বানাচ্ছি। পতিত রাজাদেরও রাজা। সিঙ্গেল মুকুটধারী (কেবল মণি রত্নের মুকুটধারী) রাজারা, ডবল মুকুটধারী (হিরা খচিত মুকুট আবার পবিত্রতার প্রকাশের মুকুটধারী) রাজাদের সামনে মাথা নত করে, অর্ধেক কল্প পরে যখন এঁাদেরও পবিত্রতা উড়ে যায়, তখন রাবন রাজ্যে সবাই বিকারী আর পূজারী হয়ে যায়। তাই এখন বাবা বাচ্চাদেরকে বোঝাচ্ছেন যে - কোনও ভুল কাজ করো না। বাবাকে ভুলে যেও না, ভালোভাবে পড়াশোনা করো। প্রতিদিন ক্লাসে উপস্থিত না হতে পারলেও বাবা সেটারও ব্যবস্থা করে দেবেন। সাত দিনের কোর্সটা ভালো করে বুঝতে পারলে মুরলীও সহজে বঝতে পারবে। যদি অন্য কোথাও যেতেও হয় তথাপি দুটি শব্দ মনে রাখবে। এটাই হল মহামন্ত্র। *নিজেকে আত্মা মনে করে বাবাকে স্মরণ করো।* দেহ-অভিমাণে আসার কারণেই কোনো বিকর্ম বা পাপ কর্ম হয়ে যায়। বিকর্ম থেকে বাঁচার জন্য বুদ্ধির প্রীতি এক বাবার সাথেই রাখতে হবে। কোনো দেহধারীদের সাথে নয়। একের সাথেই বুদ্ধির যোগ রাখতে হবে। অন্ত সময় পর্যন্ত বাবাকে স্মরণ করলে, কোনো বিকর্ম হবে না। এটা হল নষ্ট হয়ে যাওয়া দেহ। এর অভিমান ছেড়ে দাও। নাটক সম্পূর্ণ হতে চলেছে, এখন আমাদের ৮৪ জন্ম সম্পূর্ণ হয়েছে। এটা হল পুরানো আত্মা, পুরানো শরীর। এখন তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান হতে হবে, তারপর তো শরীরও সতোপ্রধান পেয়ে যাবে। আত্মাকে সতোপ্রধান বানাতে হবে - এই উদ্বেগ যেন সর্বদা থাকে। বাবা শুধু বলছেন যে - "মামেকম্ স্মরণ করো"। ব্যস্ এটাই মাথায় রাখো। তোমরাও বলো, তাই না - বাবা, আমরা পাশ হয়েই দেখাবো। তোমরা জানো যে, ক্লাসের সবাই স্কলারশিপ পায় না। তবুও পুরুষার্থ তো সবাই করে, তাই না! তোমরাও বুঝে গেছো যে আমাদেরকে নর থেকে নারায়ণ হওয়ার জন্য সম্পূর্ণ পুরুষার্থ করতে হবে। কম পুরুষার্থ করবো কেন? কোনও বিষয়ে চিন্তা নেই। উত্তরাধিকারীরা কখনও চিন্তা করে না। কেউ কেউ বলে যে - বাবা, অনেক তুফান, স্বপ্ন আদি আসে। এসব তো হবেই। তোমরা কেবলমাত্র এক বাবাকেই স্মরণ করতে থাকো। এই শত্রুর উপর বিজয়ী হতেই হবে। কোনও সময় এমন এমন স্বপ্ন আসবে, যেটা তোমাদের চিন্তনেও ছিলো না, এইরকমও বিঘ্ন আসবে। এই সব হল মায়া। আমরা এখন মায়ার উপর জয় প্রাপ্ত করছি। অর্ধেক কল্পের জন্য শত্রুর থেকে রাজ্য কেড়ে নিচ্ছি, আমাদের কোনো চিন্তা নেই। বাহাদুর (সাহসী ব্যক্তি) কখনও বাক্ চাতুরী করেনা। জয় নিশ্চিত জেনে খুশীতে লড়াই করতে যায়। তোমরা তো এখানে অনেক আরামে বাবার থেকে অবিনাশী উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করো। এই ছিঃ-ছিঃ নোংরা শরীরকে ত্যাগ করতে হবে। এখন তোমরা সুইট সাইলেন্স হোম এ যাচ্ছো। বাবা বলছেন - আমি এসেছি তোমাদেরকে নিয়ে যাওয়ার জন্য। আমাকে স্মরণ করলে তোমরা পবিত্র হয়ে যাবে। অপবিত্র আত্মা সেখানে যেতে পারবে না। এটাই হল নতুন কথা। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ঔঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) বিকর্ম করা থেকে বাঁচার জন্য বুদ্ধির দ্বারা এক বাবার সাথেই ভালোবাসা বজায় রাখতে হবে, এই নষ্ট হয়ে যাওয়া দেহের অভিমানকে ছেড়ে দিতে হবে।

২) আমরা হলাম বাবার অবিনাশী সম্পত্তির উত্তরাধিকারী, এই স্মৃতিতে থেকে মায়া রূপী শত্রুর উপর বিজয় প্রাপ্ত করতে হবে। মায়াকে দেখে উদ্বিগ্ন হয়ো না। মায়া গুপ্তরূপে প্রবেশ করে, এই জন্য তাকে চিনতে হবে আর সতর্কও থাকতে হবে।

বরদান:- জ্ঞানের কলস ধারণ করে তৃষ্ণার্তীদের তৃষ্ণা মিটিয়ে অমৃত কলসধারী ভব*

ব্যখ্যা :- এখন সিংহভাগ আত্মারাই প্রকৃতি থেকে প্রাপ্ত ক্ষণিকের সাধন থেকে বা আত্মিক শান্তি প্রাপ্ত করার জন্য তৈরি হওয়া কোনো অল্পজ্ঞ স্থান থেকে কিংবা তাদের কাছ থেকে, যারা পরমাত্মার সাথে মিলন করিয়ে দেওয়ার ঠিকাদারী নিয়েছিল - তাদের থেকে ক্লান্ত হয়ে গেছে, নিরাশ হয়ে গেছে। তারা এখন বুঝে গেছে যে - সত্য অন্য কিছু আছে। তারা প্রাপ্তির তৃষ্ণার্তী, এইরকম তৃষ্ণার্তী আত্মাদেরকে আত্মিক পরিচয়, পরমাত্মার পরিচয়ের যথার্থ বিন্দুও তৃপ্ত আত্মা বানিয়ে দেবে, এইজন্য জ্ঞানের কলস ধারণ করে, তৃষ্ণার্তীদের তৃষ্ণা মেটাও। অমৃতের কলস সাথে রাখো। অমর হও আর সবাইকে অমর বানাও।

শ্লোগান:- সমন্বিত (অ্যাডজাস্ট) হওয়ার কলাকে লক্ষ্য বানিয়ে নাও, তাহলে সহজেই সম্পূর্ণ হয়ে যাবে।*

“মিষ্টি বাচ্চারা - নিজের কল্যাণ করতে চাইলে সকল প্রকারের নিয়ম পালন করো, ফুলের মতো হওয়ার জন্য পবিত্র ব্যক্তির হাতে বানানো শুদ্ধ ভোজন খাও”

প্রশ্নঃ - তোমরা বাচ্চারা এখন এখানে কোন্ প্র্যাক্টিস করছ যেটা ২১ জন্ম পর্যন্ত কায়ম থাকবে ?

উত্তরঃ - তোমরা এখান থেকেই সর্বদা শারীরিক এবং মানসিক ভাবে সুস্থ থাকার প্র্যাক্টিস করো। তোমাদেরকে দধীচি ঋষির মতো যজ্ঞ সেবাতে অস্থি দিতে হবে, কিন্তু তাই বলে এখানে হঠযোগের কোনো ব্যাপার নেই। নিজের শরীরকে দুর্বল করা যাবে না। তোমরা যোগের দ্বারা ২১ জন্মের জন্য স্বাস্থ্যবান হয়ে যাও। সেই প্র্যাক্টিস তোমরা এখান থেকেই করছ।

ওম্ শান্তি। কলেজ কিংবা ইউনিভার্সিটিতে টিচাররাও স্টুডেন্টদের দিকে দেখে - কোথায় গোলাপের মতো ফুল রয়েছে, সামনের সারিতে কারা আছে ? এটাও একটা বাগান। কিন্তু ক্রম তো অবশ্যই রয়েছে। এখানেই গোলাপ ফুলকে দেখতে পাই, তার পাশে রত্ন জ্যোতিকেও দেখতে পাই। আবার কখনো আকন্দ ফুলও দেখতে পাই। বাগানের মালিককে তো সবকিছু দেখতে হবে। ওই বাগানের মালিককেই মানুষ আহ্বান করে। বলে - তুমি এসে কাঁটার জঙ্গলের বিনাশ করে ফুলের চারা লাগাও। কিভাবে কাঁটা থেকে ফুলের চারা রোপন করা হয় সেটা তোমরা বাচ্চারা এখন প্র্যাকটিক্যাল জানো। তোমাদের মধ্যেও খুব কমজন রয়েছে যারা এইসব বিষয় নিয়ে চিন্তন করে। তোমরা বাচ্চারাই জানো যে, তিনি যেমন বাগানের মালিক, সেইরকম তিনি আবার মাঝিও, সবাইকে নিয়ে যান। ফুলের মতো বাচ্চাকে দেখে বাবাও খুশি হন। প্রত্যেকেই মনে করে আমরা কাঁটা থেকে ফুল হচ্ছি। এই জ্ঞানটাও দেখা কতো শ্রেষ্ঠ। এটা বুঝতে পারার জন্যেও বিশাল বুদ্ধির প্রয়োজন। এরা সকলেই কলিযুগের বা নরকের বাসিন্দা। তোমরা এখন স্বর্গবাসী হচ্ছ। সন্ন্যাসীরা তো ঘর বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে যায়। তোমাদের এভাবে পালিয়ে যাওয়ার দরকার নেই। অনেকের বাড়িতে একজন কাঁটা তো একজন ফুল। বাবাকে কেউ কেউ জিপ্তেস করে - বাবা, সন্তানের কি বিয়ে দেব ? বাবা বলেন - দিতে চাইলে দাও। ঘরের মধ্যে সামলে রেখো। *জিপ্তেস করার অর্থই হলো তার সাহস নেই। তাই বাবাও বলে দেন - করতে চাইলে করো।* অনেকে বলে - আমার তো শরীরটা খারাপ, তাই বৌমা এলে তো তার হাতের রান্নাই খেতে হবে। বাবা বলেন - খেতে চাইলে খাও। তিনি কি আর না বলেন ! পরিস্থিতি এমন হয়ে যায় যে খেতেই হয়। কারণ তার প্রতি মোহ রয়েছে। ঘরে বৌমা এলে এমন কান্ড করবে যে বলার কথা নয়, যেন দেবী এসেছে। কতো খুশি হয়ে যায়। কিন্তু এই ব্যাপারটাও তো বুঝতে হবে। *আমরা যদি ফুলের মতো হতে চাই তবে অবশ্যই কোনো পবিত্র ব্যক্তির হাতে খেতে হবে। এর জন্য নিজেকেই ব্যবস্থা করতে হবে।* এতে জিপ্তেস করার কি আছে ? বাবা বোঝাচ্ছেন, তোমরা তো দেবতা হচ্ছ। এর জন্য এই নিয়মটা পালন করতে হবে। যত ভালো করে নিয়ম পালন করবে, তত তোমার কল্যাণ হবে। ভালো করে নিয়ম পালন করতে গেলে কিছু পরিশ্রম তো হবেই। রাস্তায় যদি থিড়ে পায় তবে সাথে করে খাবার নিয়ে যাও। যদি কোনো সমস্যা হয়ে যায় কিংবা কোনো উপায় না থাকে, তবে স্টেশনে কারোর কাছ থেকে দুই পাউন্ড রুটি কিনে খাও। কেবল বাবাকে স্মরণ করতে থাকো। এটাকেই যোগবল বলা হয়। এক্ষেত্রে হঠযোগের কোনো ব্যাপার নেই। শরীরকে কখনোই দুর্বল করা উচিত নয়। তবে যজ্ঞ সেবাতে দধীচি ঋষির মতো অস্থি দিতেই হবে, এর মধ্যে হঠযোগের কোনো ব্যাপার নেই। এগুলো সব ভক্তি মার্গের বিষয়। শরীরকে তো সম্পূর্ণ সুস্থ রাখতে হবে। যোগের দ্বারা ২১ জন্মের জন্য স্বাস্থ্যবান হতে হবে। এর অভ্যাস তো এখানেই করতে হবে। বাবা বোঝাচ্ছেন, এতে জিপ্তেস করার কিছু নেই। তবে হ্যাঁ, কোনো বড় ব্যাপারে যদি মনে কোনো সংশয় আসে, তবে জিপ্তেস করতে পারো। ছোট ছোট বিষয়গুলো বাবাকে জিপ্তেস করলে কত সময় নষ্ট হয়। বড় ব্যক্তির তো অল্প কথা বলেন। শিববাবাকে বলা হয় সদগতি দাতা। রাবণকে তো সদগতি দাতা বলা হয় না। যদি তাই হবে তাহলে তাকে পোড়ানো হয় কেন ? বাচ্চারা মনে করে - রাবণ কতো বিখ্যাত ব্যক্তি। হয়তো রাবণের মধ্যেও অনেক শক্তি রয়েছে, কিন্তু সে তো শত্রু। অর্ধেক কল্প ধরে রাবণের রাজত্ব চলে। কিন্তু কখনো কি কাউকে তার গুণগান করতে শুনেছ ? কিছুই শোনোনি। তোমরা জানো যে ৫ বিকারকে রাবণ বলা হয়। সাধু-সন্তরা পবিত্র থাকে বলে তাদের গুণগান করা হয়। এখন তো সকল মানুষই পতিত। যেকোনো ব্যক্তিই আসুক না কেন, মনে করো খুব বড় কোনো ব্যক্তি এসে বাবার সাথে দেখা করতে চাইল। বাবা তাকে কি জিপ্তেস করবেন ? এটাই জিপ্তেস করবেন যে রাম-রাজ্য আর রাবণ-রাজ্যের ব্যাপারে কি কখনো শুনেছ ? মানুষ এবং দেবতাদের কথা শুনেছ ? এখন মানুষের রাজত্ব চলছে না কি দেবতাদের ? মানুষ কারা আর দেবতা কারা ? দেবতার কোন্ রাজত্ব ছিলেন ? দেবতার তো সত্যযুগেই ছিলেন। সেখানে রাজা-রানী যেরকম ছিলেন,

প্রজারাও সেইরকম ছিলেন। তোমরা জিজ্ঞেস করতে পারো যে এই দুনিয়াটা নুতন না কি পুরাতন ? সত্যযুগে কাদের রাজত্ব ছিল ? এখন কাদের রাজত্ব চলছে। ছবি তো সামনেই রয়েছে। ভক্তি কি আর জ্ঞান কি ? স্বয়ং বাবা-ই এগুলো বসে থেকে বোঝান। যে বাচ্চা বলে - বাবা, ধারণা হচ্ছে না, তাকে বাবা বলেন - আরে, বাবা এবং উত্তরাধিকারের বিষয়টা তো সহজ। অল্ফ অর্থাৎ বাবা বলছেন - আমাকে স্মরণ করলেই উত্তরাধিকার পেয়ে যাবে। ভারতে শিব জয়ন্তী পালিত হয়। কিন্তু তিনি কবে ভারতে এসে স্বর্গ বানিয়েছিলেন ? মানুষ জানে না যে এই ভারত-ই আগে স্বর্গ ছিল, ভুলে গেছে। তোমরাও বলবে যে আমরাও আগে জানতাম না যে আমরা স্বর্গের মালিক ছিলাম। এখন বাবার দ্বারা আমরা পুনরায় দেবতা হচ্ছি। আমিই তোমাদেরকে বোঝাচ্ছি। এক সেকেন্ডে জীবন মুক্তির গায়ন রয়েছে। কিন্তু এই কথাটার অর্থ তো কেউই বোঝে না। এক সেকেন্ডেই তোমরা স্বর্গের পরী হয়ে যাও। *এটাকে ইন্দ্র সভাও বলা হয়। ওরা মনে করে ইন্দ্র-ই বৃষ্টিপাত করায়। যারা বৃষ্টিপাত করাবে, তাদের কি এইরকম সভা হওয়া সম্ভব ? ইন্দ্রলোক, ইন্দ্রসভা কতো কিছুই না বলে দেয়। এখন পুনরায় পুরুষার্থ করছে। এটা তো পড়াশুনা*। ব্যারিস্টারি পড়লে ওরা মনে করে যে কালকে আমি ব্যারিস্টার হব। তোমরাও আজকে পড়াশুনা করছো আর কালকে এই শরীরটা ত্যাগ করার পরে নিজের রাজত্ব গিয়ে জন্ম নেবে। তোমরা ভবিষ্যতের জন্য পুরস্কার পাও। এখানে পড়াশুনা করে আমরা চলে যাব। তারপর সত্যযুগে আমরা জন্ম নেব। লক্ষ্মীই হলো রাজকুমার, রাজকুমারী হওয়া। কারণ এটা হলো রাজযোগ। কেউ কেউ বলে - বাবা, আমার বুদ্ধি খুলছে না। এটা তো তোমার ভাগ্য। ড্রামা তে এইরকম ভূমিকা রয়েছে। বাবা ওটাকে কিভাবে চেঞ্জ করবেন। সকলেই স্বর্গের মালিক হওয়ার দাবিদার। কিন্তু তাদের মধ্যে ক্রম তো অবশ্যই থাকবে। এমন তো নয় যে সকলেই সকলেই সম্রাট হয়ে যাবে। অনেকে বলে - ঈশ্বরীয় শক্তির দ্বারা তো সবাইকেই সম্রাট বানিয়ে দেওয়া যায়। কিন্তু তাহলে প্রজা আসবে কোথা থেকে। এটা তো বোঝার বিষয়। এই লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজত্ব ছিল। এখন তো কেবল নামেই মহারাজা-মহারানী আছে। অনেককে উপাধি দেওয়া হয়। কয়েক লাখ টাকা দিলেই রাজা-রানীর উপাধি পাওয়া যায়। তারপর আচার আচরণও সেইরকম রাখতে হয়। তোমরা বাচ্চারা জানো যে আমরা এখন শ্রীমৎ অনুসারে চলে আমাদের রাজত্ব স্থাপন করছি। সেখানে সকলেই সুন্দর এবং গৌরবর্ণের হবে। এই লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজত্ব ছিল। শাস্ত্রে কল্পের আয়ু কয়েক লক্ষ বছর লিখে দেওয়ার জন্য মানুষ সবকিছু ভুলে গেছে। এখন তোমরা শ্যাম থেকে সুন্দর হওয়ার জন্য পুরুষার্থ করছ। দেবতারা কি কখনো কালো হবে ? কৃষ্ণকে কালো আর রাধাকে ফুর্সা দেখানো হয়। কিন্তু সুন্দর হলে তো দুজনেই সুন্দর হবে। তারপর কাম চিতাতে চড়ে দুজনেই কালো হয়ে যায়। ওখানে ওরা সুন্দর জগতের মালিক ছিল। এখানে এটা হলো কালো জগৎ। বাচ্চারা, তোমাদের তো এক নম্বর আন্তরিক ভাবে খুশি থাকতে হবে, আর দুই নম্বর দিব্যগুণ ধারণ করতে হবে। কেউ কেউ বলে - বাবা, বিড়ির নেশা ছাড়তে পারি না। বাবা বলবেন - আচ্ছা, ভালো করে খাও। কেউ জিজ্ঞেস করলে তাকে কি বলা যাবে ! নিয়ম অনুসারে চলতে না পারলে পড়ে যাবে। নিজেকেই বুঝতে হবে। আমরা তো দেবতা হচ্ছি। তাহলে আমাদের চাল চলন, খাওয়া দাওয়া কেমন হওয়া উচিত ! সবাই লক্ষ্মী-নারায়ণকে বিয়ে করতে চায়। আচ্ছা, নিজের মধ্যেই দেখ যে, ঐরকম গুণ কি আছে ? আমি তো বিড়ি খাই, তাহলে নারায়ণ কিভাবে হব ? এই বিষয়ে নারদের একটা গল্প আছে। তবে নারদের মাধ্যমে তো কেবল একজনের কথা বলা হয়নি। সকল মানুষই ঐরকম ভক্ত (নারদ)। বাবা বলছেন - বাচ্চারা, আমার ভবিষ্যতের দেবতারা, তোমরা অন্তর্মুখী হয়ে নিজের সাথে কথা বলে যে আমরা তো দেবতা হচ্ছি, তাই আমাদের চাল-চলন কেমন হওয়া উচিত ? *আমরা যেহেতু দেবতা হচ্ছি, তাই মদ্যপান-ধূমপান করতে পারিনা, বিকারের বশীভূত হতে পারিনা, কোনো পতিত ব্যক্তির হাতে খেতে পারি না। নয়তো স্থিতির ওপরে তার প্রভাব পড়বে। বাবা নিজে বসে থেকে এইসব বিষয় বোঝান।* ড্রামার রহস্যকে কেউই জানে না। এটা তো নাটক। সকলেই যে যার ভূমিকা পালন করছে। আমরা আত্মারা ওপর থেকে আসি। দুনিয়ার সকল আত্মাকেই ভূমিকা পালন করতে হবে। প্রত্যেকের নিজ নিজ ভূমিকা রয়েছে। কতো অভিনেতা রয়েছে, সবাই অভিনয় করছে। এটা হলো ভ্যারাইটি ধর্মের বৃক্ষ। যে গাছে কেবল আম হয়, তাকে ভ্যারাইটি গাছ বলা যাবে না। ওতে তো কেবল আম-ই হয়। এই বৃক্ষ হলো মনুষ্য সৃষ্টির বৃক্ষ। এর নাম - ভ্যারাইটি ধর্মের বৃক্ষ। বীজ তো একটাই, কিন্তু মানুষের ভ্যারাইটি দেখো কত রকমের। সবাই আলাদা, আলাদা। বাবা বসে থেকে এইগুলো বোঝাচ্ছেন। মানুষ তো কিছুই জানে না। বাবা-ই মানুষের বুদ্ধিকে পরশসম বানিয়ে দেন। তোমরা বাচ্চারা জানো যে এই পুরাতন দুনিয়ায় তো আর মাত্র কয়েকটা দিন। আগের কল্পের মতো এই কল্পেও চারা লাগানো হচ্ছে। ভালো প্রজা, সাধারণ প্রজাদের চারাও রোপণ করা হচ্ছে। এখানেই রাজধানী স্থাপন হচ্ছে। বাচ্চাদেরকে সকল বিষয়তেই বুদ্ধি খাটাতে হয়। এমন নয় যে মুরলী না শুনলেও চলবে। এখানে বসে থেকেও বুদ্ধি বাইরের দিকে চলে যায়। এমন অনেকে আছে যারা সামনে বসে মুরলী শোনার সময়ে খুব খুশি হয়। মুরলী শোনার জন্য বাড়ি থেকে পালিয়ে আসে। স্বয়ং ভগবান পড়াচ্ছেন। এইরকম ক্লাস কি মিস্ করা উচিত ? টেপ-এর মধ্যে তো হুবহু রেকর্ড হয়। ওটাও শুনতে হবে। কোনো ধনী ব্যক্তি যদি কিনে আনে তবে গরিবরাও শুনতে পারবে। কতোজনের কল্যাণ হবে। গরিব বাচ্চারাও নিজেদের ভাগ্যকে শ্রেষ্ঠ বানাতে পারে। বাবা তো বাচ্চাদের জন্য বাড়ি বানাচ্ছেন। গরিব বাচ্চারাও মানি-অর্ডার করে দেয়। বলে - বাবা, এটা দিয়ে একটা

ইট কিনে বাড়ি বানানোর কাজে লাগিয়ে দেবে আর এক টাকা যন্তসেবায় দিয়ে দেবে। আবার অনেকে আছে যারা পুরো ভাণ্ডার ভর্তি করে দেয়। মানুষ হাসপাতাল ইত্যাদি বানানোর জন্য কতো খরচা করে। ধনী ব্যক্তির সরকারকে অনেক সাহায্য করে। পরিবর্তে তারা কি পায় ? ঋণিকের সুখ ভোগ করে। এখানে তোমরা যা কিছু করছো, সব ২১ জন্মের জন্য। দেখছ যে বাবা তো সবকিছুই দিয়েছেন, বিশ্বের প্রথম মালিক হয়েছিলাম। ২১ জন্মের জন্য এইরকম চুক্তিতে কে না রাজি হবে ? তাইতো তাঁকে ভোলানাথ বলা হয়। এটা এই সময়ের কথা। তিনি কতোই না ভোলা। বলছেন - যা কিছু করার আছে এখনই করে নাও। কতো গরিব বাচ্চারা আছে। জামা-কাপড় সেলাই করে পেট চালায়। *বাবা জানেন যে এইসব বাচ্চারা খুব উঁচু পদ পাবে।* সুদামার উদাহরণ তো এইজন্যই রয়েছে। এক মুঠো চালের বিনিময়ে ২১ জন্মের জন্য মহল পেয়ে যায়। তোমরা পুরুষার্থের ক্রম অনুসারে এইসব কথা জানো। বাবা বলছেন, আমি হলাম ভোলানাথ। এই ঠাকুরদাদা (ব্রহ্মাবাবা) তো ভোলা নন। ইনিও বলছেন যে ভোলানাথ হলেন শিববাবা। তাই তাঁকে সওদাগর, রত্নাকর, জাদুগর বলা হয়। তোমরা বিশ্বের মালিক হয়ে যাও। এখন তো ভারত কাঙাল হয়ে গেছে। প্রজারা ধনী আর গভর্নমেন্ট গরিব হয়ে গেছে। তোমরা এখন বুঝেছ যে ভারত কতো শ্রেষ্ঠ ছিল ! স্বর্গ ছিল। তার নিদর্শনও রয়েছে। সোমনাথের মন্দির কতো হীরে-মানিকে সুসজ্জিত ছিল। পরে উট বোঝাই করে নিয়ে গেছে। তোমরা বাচ্চারা জানো যে এই দুনিয়ার পরিবর্তন এখন অবশ্যই হবে। এর জন্য তোমরা প্রস্তুত হচ্ছ। যে করবে, সে পাবে। মায়া অনেক বিরোধিতা করে। তোমরা হলে ঈশ্বরের অনুগামী। বাকি সবাই রাবণের দাস। তোমরা শিববাবার সন্তান। শিববাবা তোমাদেরকে উত্তরাধিকার দেন। বাবার কথা ছাড়া আর অন্য কোনো বিষয় বুদ্ধিতে আসা উচিত নয়। আচ্ছা।

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ঔনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) অন্তর্মুখী হয়ে নিজের সঙ্গে কথা বলতে হবে - যেহেতু আমরা দেবতা হব, তাই আমাদের আচার আচরণ কেমন হওয়া উচিত ! কোনো অশুদ্ধ খাদ্যাভ্যাস নেই তো !

২) ২১ জন্মের জন্য নিজের ভবিষ্যৎকে শ্রেষ্ঠ বানাতে হলে সুদামার মতো যা কিছু আছে, সেইসব ভোলানাথ বাবার হাতে দিয়ে দাও। পড়াশুনার ক্ষেত্রে কোনো অজুহাত দিও না।

বরদান:- সত্যতা, স্বচ্ছতা এবং নির্ভীকতার ভিত্তিতে প্রত্যক্ষ করতে সক্ষম রমতা যোগী ভব*
পরমাত্মার প্রত্যক্ষতার ভিত্তি হলো সত্যতা এবং সত্যতার ভিত্তি হলো স্বচ্ছতা বা নির্ভীকতা। যদি কোনো রকমের অস্বচ্ছতা থাকে অর্থাৎ অন্তরের সততা এবং পরিষ্ক্লান্তিতে খামতি থাকে, অথবা নিজের কোনো তমোগুণী সংস্কারের ওপর বিজয়ী হওয়ার ক্ষেত্রে বা সংস্কার মিলনের ক্ষেত্রে অথবা বিশ্ব সেবায় নিজের সিদ্ধান্তকে সঠিক প্রমাণ করার ক্ষেত্রে যদি ভয় থাকে, তবে প্রত্যক্ষতা হবে না। তাই সত্যতা এবং নির্ভীকতাকে ধারণ করে, কেবল একের স্মরণেই মগ্ন থেকে রমতা যোগী, সহজ রাজযোগী হয়ে গেলে সহজেই অন্তিম প্রত্যক্ষতা হবে।

স্লোগান:- একতার ভিত্তি হলো সীমাহীন দৃষ্টি-বৃত্তি, তাই কখনো ক্ষুদ্র গন্ডিতে আবদ্ধ থেকে না।*

“মিষ্টি বাচ্চারা - এই রুদ্র জ্ঞান যন্তু স্বয়ং রুদ্র ভগবান রচনা করেছেন, এতে তোমরা নিজেদের সবকিছু স্বাহা করো, কেননা এখন ঘরে ফিরে যেতে হবে”

প্রশ্নঃ - সঙ্গমযুগে কি এমন ওয়ান্ডারফুল খেলা চলতে থাকে ?

উত্তরঃ - ভগবানের দ্বারা রচিত এই যন্তুই অসুরেরা বিঘ্ন ঘটায়। সঙ্গমযুগেই এই ওয়ান্ডারফুল খেলা চলতে থাকে। এইরকম যন্তু সমগ্র কল্পে পুনরায় আর রচিত হয় না। এটাই হল স্বরাজ্য প্রাপ্ত করার জন্য রাজস্ব অশ্বমেধ যন্তু। এতেই বিঘ্ন আসে।

ওম্ শান্তি । তোমরা এখন কোথায় বসে আছো? এটাকে স্কুল অথবা ইউনিভার্সিটিও বলতে পারো। এটা হল বিশ্ববিদ্যালয়, যার অনেকগুলি ঈশ্বরীয় শাখাও আছে। বাবা এসে সব থেকে বড় ইউনিভার্সিটি খুলেছেন। শাস্ত্রে রুদ্র জ্ঞান যন্তুর নাম লেখা আছে, এই সময় বাচ্চারা তোমরা জানো যে শিববাবা এই পাঠশালা অথবা ইউনিভার্সিটি খুলেছেন। উঁচুর থেকেও উঁচু বাবা এখন পড়াচ্ছেন। এটাতো বাচ্চাদের বুদ্ধিতে স্মরণ রাখতে হবে যে - ভগবান আমাদেরকে পড়াচ্ছেন। তাঁর এই যন্তু রচিত হয়েছে, এই যন্তুর নামও বিশ্বখ্যাত। রাজস্ব অশ্বমেধ রুদ্র জ্ঞান যন্তু, রাজস্ব অর্থাৎ স্বরাজ্যের জন্য। অশ্বমেধ, এখানে যা কিছু দেখছ সেইসব কিছুকে তোমরা স্বাহা করছো, শরীরও স্বাহা হয়ে যায়। আত্মা তো স্বাহা হতে পারে না। সমস্ত শরীর স্বাহা হয়ে যাবে। তখন সমস্ত আত্মারা বাড়ি ফিরে যায়। এটাই হল সঙ্গম যুগ। সমস্ত আত্মারাই বাড়ি ফিরে যাবে, আর এই শরীর এখানেই শেষ হয়ে যাবে। এই সবকিছুই হলো ড্রামা। তোমরা এই ড্রামার নিয়মে চলছো। বাবা বলছেন যে - আমি রাজস্ব যন্তু রচনা করেছি। এটাও ড্রামার প্ল্যান অনুসারে রচিত হয়েছে। এইরকম বলা যাবে না যে - আমি যন্তু রচনা করেছি। ড্রামার প্ল্যান অনুসারে, বাচ্চারা তোমাদেরকে পড়ানোর জন্য, কল্প পূর্বের ন্যায় এই জ্ঞান যন্তু রচিত হয়েছে। আমি রচনা করেছি, এটাও সঠিক নয়। ড্রামার প্ল্যান অনুসারে রচনা করা হয়েছে। কল্প-কল্পেই রচনা করা হয়। এই ড্রামা হলো পূর্বনির্দিষ্ট। ড্রামার প্ল্যান অনুসারে এক বারের জন্যই এই যন্তু রচনা করা হয়, এটা কোনো নতুন কথা নয়। এখন বুদ্ধিতে ধারণ হয়ে গেছে যে, বরাবর ৫ হাজার বছর পূর্বেও সত্যযুগ ছিল, এখন পুনরায় সেই চক্রের পুনরাবৃত্তি হচ্ছে। পুনরায় নতুন দুনিয়া স্থাপন হচ্ছে। তোমরা নতুন দুনিয়াতে স্বরাজ্য প্রাপ্ত করার জন্য এখন পড়াশোনা করছ। পবিত্রও অবশ্যই হতে হবে। পবিত্র সে-ই হতে পারবে, যে ড্রামার প্ল্যান অনুসারে পূর্বকল্পেও পবিত্র হয়েছিল। তারা এখনই তৈরি হবে। সাক্ষী হয়ে ড্রামাকে দেখতে হবে আবার পুনরায় পুরুষার্থও করতে হবে। বাচ্চারা, সবাইকে এই জ্ঞান মার্গের কথাও তোমাদের বলতে হবে, মুখ্য কথাই হল পবিত্রতার। বাবাকে ডেকেই ছিলে এই কারণে যে - বাবা এসো, পবিত্র বানিয়ে আমাদেরকে এই ছিঃ-ছিঃ নোংরা দুনিয়া থেকে নিয়ে চলো। এখন বাবা এসেইছেন ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য। বাচ্চাদেরকে তো অনেক সুন্দর সুন্দর জ্ঞানের পয়েন্ট দেওয়া হয়। মুখ্য কথা পুনরায় বাবা বলছেন যে - মন্বনা ভব। পবিত্র হওয়ার জন্য বাবাকে স্মরণ করতে থাকো। এটা ভুলে যেও না। যত স্মরণে থাকবে, ততই তোমাদের লাভ হবে, তোমাদের দৈনন্দিন চার্টও রাখতে হবে। না হলে তো তোমরা অস্তিম সময়ে ফেল করে যাবে। বাচ্চারা এখন বুঝে গেছে যে, আমরাই সত্যপ্রধান ছিলাম, নস্বরক্রমে পুরুষার্থ অনুসারে যে আত্মা শ্রেষ্ঠ হয়, তাকে অনেক পুরুষার্থও করতে হয়। স্মরণের যাত্রায় থাকতে হয়। এটা তো বুঝে গেছো যে, আর খুব অল্প সময় অবশিষ্ট আছে, পুনরায় সুখের দিন আসবে। বরাবর আমাদের অসীম সুখের দিন আসবে। বাবা এক বারের জন্যই এই কল্পের সঙ্গম যুগে আসেন, এই দুঃখ ধামকে সমাপ্ত করে নিজের সুখ ধামে নিয়ে যাওয়ার জন্য। বাচ্চারা তোমরা জানো যে, এখন আমরা ঈশ্বরীয় পরিবারের মধ্যে আছি, তারপর আমরা দৈব পরিবারে যাব। এই সময়েরই গায়ন আছে যে - এই সঙ্গমই হল পুরুষোত্তম শ্রেষ্ঠ হওয়ার যুগ। বাচ্চারা তোমরা জানো যে, আমাদেরকে এখন অসীম জগতের বাবা পড়াচ্ছেন। পরবর্তীকালে এই কথা সন্ধ্যাসীরাও স্বীকার করবেন। সেই সময়ও আসবে তাই না। এখন তোমাদের প্রভাব ততটা বিকশিত হয়নি। এখন রাজধানী স্থাপন হচ্ছে, হাতে সময় আছে। শেষের দিকে এই সন্ধ্যাসী আদিরাও এসে এই জ্ঞান বুঝবে। সৃষ্টি চক্রের কিভাবে পুনরাবৃত্তি হচ্ছে, এই জ্ঞান কারোর মধ্যে নেই। এটাও বাচ্চারা জানে যে, পবিত্রতার উপরেই অনেক বিঘ্ন আসে। অবলা নারীদের উপর অত্যাচার হয়। দ্রৌপদীও ডেকেছিল তাই না। বাস্তবে তোমরাই হলে সব দ্রৌপদী, সীতা, পার্বতী। স্মরণে থাকার কারণে অবলা, পতিতারাও বাবার থেকে অবিনাশী উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করে। তারা স্মরণের যাত্রায় তো থাকতেই পারে, তাই না! ভগবান এসে এই যন্তু রচনা করেছেন, এই যন্তু অনেক বিঘ্ন আসে। এখনও পর্যন্ত বিঘ্ন আসতেই থাকছে, যেমন কন্যাদেরকে জোর করে বিবাহ দিয়ে দেয় আর যদি না মানে তাহলে তাদেরকে মারধর করে ঘর থেকে বের করে

দেয়, এইজন্য তারা আহ্বান করে আমাকে - হে পতিতপাবন এসো, তাই তার আসার অবশ্যই একটি রথ চাই, তাই না! যার দ্বারা তিনি এসে তোমাদেরকে পবিত্র বানাবেন। গঙ্গার জলে স্নান করে কেউ পবিত্র হতে পারে না। বাবা-ই এসে তোমাদেরকে পবিত্র বানিয়ে পবিত্র দুনিয়ার মালিক তৈরী করেন।

তোমরা দেখছো যে, এই পতিত দুনিয়ার বিনাশ সামনে অপেক্ষা করছে। কেনই না আমরা এখন বাবার হয়ে যাই, স্বাহা হয়ে যাই। সবাই জিজ্ঞাসা করে - স্বাহা কিভাবে হবে? পুরানো সবকিছু ট্রান্সফার কিভাবে করবে? বাবা বলছেন - বাচ্চারা, তোমরা এই (সাকার) বাবাকে তো দেখছো, তাই না! ইনি নিজে করে তোমাদেরকে শেখাচ্ছেন। যেরকম কর্ম আমরা করব, আমাদেরকে দেখে অন্যরা করবে। শিব বাবা এঁনার দ্বারা কর্ম করাচ্ছেন, তাই না! নিজের সবকিছু এই যজ্ঞতে স্বাহা করে দিয়েছেন। স্বাহা হওয়ার জন্য কোনো কষ্ট করতে হয় না। ইনি না অনেক ধনী ছিলেন, আর না গরীব ছিলেন। সাধারণ ছিলেন। যজ্ঞ রচনা করা হলে, যজ্ঞের সেবাধারীদের জন্য খাদ্য-পানীয় আদি সমস্ত সামগ্রীও চাই, তাই না। এটা হল ঈশ্বরীয় যজ্ঞ। ঈশ্বর এসে এই জ্ঞান যজ্ঞের স্থাপনা করেছেন। তোমাদেরকে পড়াচ্ছেন, এই যজ্ঞের মহিমাও অনেক প্রশংসনীয়। ঈশ্বরীয় যজ্ঞের দ্বারাই তোমাদের শরীর নির্বাহ হয়। যে নিজেকে সমর্পিত মনে করে, বলে - আমি হলাম নিমিত্ত, এই সবকিছু হলো ঈশ্বরের, আমি শিব বাবার যজ্ঞ থেকে ভোজন করছি - এটাই হলো বোঝার বিষয়, তাই না। এখানে তো এমন নয় যে, সবাইকে এসে বসে যেতে হবে। এঁনাকে (ব্রহ্মাবাবাকে) উদাহরণ হিসেবে তো দেখেছ - কিভাবে সবকিছুকে স্বাহা করেছেন। বাবা বলছেন যে, যেরকম কর্ম এখানে ইনি (ব্রহ্মাবাবা) করেন, এঁনাকে দেখে অন্যরাও এসেছে। অনেকেই স্বাহা হয়েছে। যে-যে স্বাহা হয়েছে, তারা নিজেদের অবিনাশী উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করেছে। বুদ্ধির দ্বারাও বোঝা যায় যে - আত্মা তো চলে যাবে, বাকি এই শরীর আদি সবকিছুই এখানেই বিনাশ হয়ে যাবে। এটা হল অসীম জগতের যজ্ঞ, এখানে সবাই স্বাহা হবে। বাচ্চারা তোমাদেরকেই বোঝানো হয় যে, কিভাবে বুদ্ধির দ্বারা স্বাহা হয়ে মোহমুক্ত হতে হয়। এটাও জানো যে, এই সব সামগ্রী জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে যাবে। কত বড় এই যজ্ঞ! সেখানে (সত্যযুগে) তো আর কোনো যজ্ঞ রচনা করা হবে না। না কোনো উপদ্রব হবে। এইসব এখানকার, যে ভক্তিমার্গের অনেক যজ্ঞ হয়, সেই সব শেষ হয়ে যাবে। জ্ঞানের সাগর হলেন এক ভগবান। তিনিই হলেন মনুষ্য সৃষ্টির বীজরূপ, সত্য এবং চৈতন্য স্বরূপ। শরীর তো হল জড়পদার্থ, আত্মাই হল চৈতন্য। তিনি হলেন জ্ঞানের সাগর, বাচ্চারা তোমাদেরকে এখন জ্ঞানের সাগর বসে পড়াচ্ছেন। তারা তো কেবল গান করতে থাকে আর তোমাদেরকে বাবা সমস্ত জ্ঞান শোনাচ্ছেন। জ্ঞান তো বেশী কিছু নয়। বিশ্বের এই চক্রের কিভাবে পুনরাবৃত্তি হয়, এটাই কেবল বোঝাতে হবে।

এখানে বাবা স্বয়ং তোমাদেরকে পড়াচ্ছেন। তিনি বলেন-ই যে - আমি সাধারণ শরীরে প্রবেশ করি। ভাগীরথও বিশেষভাবে খ্যাত, অবশ্যই মানুষ-ই হবেন, যাঁর মধ্যে স্বয়ং বাবা এসেছেন। তাঁর তো একটাই নাম চলে আসছে - শিব, আর অন্য সকলের নাম পরিবর্তন হতে থাকে, এঁনার (শিববাবার) নাম পরিবর্তন হয়নি। তবে ভক্তিতে অনেক নাম রেখে দিয়েছে। এখানে তো হলেন-ই হলেন শিব বাবা। শিব বাবাকেই কল্যাণকারী বলা হয়ে থাকে। ভগবানই এসে নতুন দুনিয়া স্বর্গ স্থাপন করেন। তাই তিনি হলেন কল্যাণকারী, তাই না। তোমরা এখন জেনে গেছ যে, ভারতেই স্বর্গ ছিল। এখন নরক হয়ে গেছে, পুনরায় স্বর্গ অবশ্যই হবে। এই যুগকেই বলা হয় পুরুষোত্তম সঙ্গম যুগ, যখন বাবা নৌকার মাঝি হয়ে তোমাদেরকে এই পাড় থেকে ওই পাড়ে নিয়ে যান। এটাই হলো পুরানো দুঃখের দুনিয়া, পুনরায় অবশ্যই নতুন দুনিয়া হবে, ড্রামা অনুসার, যার জন্য তোমরা এখন পুরুষার্থ করছো। বাবার স্মরণই বারেবারে ভুলে যাও, এর মধ্যেই পরিশ্রম আছে, বাকি তোমাদের দ্বারা যা কিছু বিকর্ম হয়েছে, তার শাস্তিস্বরূপ কর্মভোগ রূপে তোমাদেরকে ভুগতেই হবে। কর্মভোগ অন্ত পর্যন্ত ভুগতেই হবে। সেখানে ক্ষমা হবে না। এরকম নয় যে, বাবা ক্ষমা করো। ক্ষমা আদি কিছুই হবে না। ড্রামা অনুসারে সবকিছু হতে থাকবে। এখানে ক্ষমা আদির কোনো কথাই নেই। হিসেব-নিকেশ সমাপ্ত করতেই হবে। তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান হতেই হবে, তার জন্যই এখন শ্রীমত প্রাপ্ত হচ্ছে, শ্রী শ্রী শিব বাবার শ্রীমতের দ্বারা তোমরা শ্রী তৈরী হচ্ছে। উঁচুর থেকেও উঁচু বাবা তোমাদেরকে উঁচু বানাচ্ছেন। তোমরা এখন তৈরী হচ্ছে, এখনই তোমাদের স্মরণে এসেছে যে - বাবা কল্পে-কল্পে এসে আমাদেরকে পড়ান। অর্ধেককল্প ধরে তার প্রালব্ধ প্রাপ্ত হয়। সৃষ্টি চক্রের কিভাবে পুনরাবৃত্তি হয়, এই জ্ঞানের দরকার থাকেনা। কল্পে কল্পে এক বারের জন্য এসে বাবা বলে দেন যে, এই সৃষ্টি চক্রের কিভাবে পুনরাবৃত্তি হয়।

তোমাদের কাজই হলো পড়া আর পবিত্র হওয়া। স্মরণের যাত্রায় থাকতে হবে। বাবার হয়ে আর পবিত্র যদি না হও, তবে একশত গুন শাস্তি ভোগ করতে হবে। নামই বদনাম হয়ে যাবে। বলাই হয় যে - সদ্ধুরুর নিন্দক কোন পদ প্রাপ্ত করতে পারবে না। সাধারণ মানুষেরা এটা জানেই না যে - ইনি কে! সত্য বাবা-ই হলেন সদ্ধুরু, সৎ শিক্ষক, তাই না! তিনি তোমাদেরকে এখন পড়াচ্ছেন, তিনিই আবার তোমাদের সদ্ধুরু। যেরকম বাবা হলেন জ্ঞানের সাগর, তোমরাও জ্ঞানের

মাগর হলে, তাই না! বাবা তো তোমাদেরকে সমস্ত জ্ঞান দিয়ে দিয়েছেন, যে আত্মা কল্পপূর্বে যতটা জ্ঞান ধারণ করেছিল, ততটাই ধারণ করবে। পুরুষার্থ করতে হবে, কর্ম ছাড়া কেউ থাকতে পারবে না। অনেকেই হঠযোগ আদি করতে থাকে, সেসবও হলো কর্ম, তাই না! সেটাও হলো এক ধরনের ব্যবসা, জীবিকা পালনের জন্য। নাম হয়, অনেক টাকাও প্রাপ্ত হয়, তারা আবার জলের ওপর দিয়ে - আগুনের ওপর দিয়ে হেঁটে যেতেও পারে। কেবলমাত্র উড়তে পারেনা। ওড়ার জন্য তো পেট্রোল আদি চাই, তাই না! কিন্তু এর দ্বারা তো কিছু লাভ হয় না। পবিত্র তো হতে পারেনা। বিজ্ঞানীদের মধ্যেও প্রতিযোগিতা হয়। তাদের হলো বিজ্ঞানের প্রতিযোগিতা আর তোমাদের হলো সাইলেন্সের। সবাই শান্তিই প্রার্থনা করে। বাবা বলেন যে - শান্তি তো হলো তোমাদের স্বধর্ম, নিজেকে আত্মা মনে করো, নিজের ঘরে ফিরে যেতে হবে, শান্তিধামে। এটা হল দুঃখ ধাম। আমরা শান্তিধাম থেকে পুনরায় সুখধামে আসবো। এই দুঃখ ধামের এখন বিনাশ হয়ে যাবে। এটাই খুব ভালোভাবে ধারণ করে অন্যদেরকেও ধারণ করতে হবে। আর অল্প কয়েকদিন অবশিষ্ট আছে, লৌকিকে তো তারা পড়াশোনা করে পুনরায় শরীর নির্বাহ করার জন্য অনেক পরিশ্রম করে। ভাগ্যবান বাচ্চারাই শীঘ্র নির্ণয় করতে পারে যে, আমাকে কোন পড়া পড়তে হবে। ওই লৌকিক পড়াশোনা থেকে কি প্রাপ্ত হয়। আর এই অলৌকিক পড়াশোনা থেকে ২১ জন্মের প্রালব্ধ তৈরী হয়। তাই এই চিন্তা করতে হবে যে, আমাকে কোন পড়াশোনা করতে হবে! যে আত্মার অসীম জগতের বাবার থেকে অবিনাশী উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করার ইচ্ছা থাকবে, সে এই অসীম জগতের পড়াশোনা করতে শুরু করে দেবে। কিন্তু ড্রামার প্ল্যান অনুসারে কারো ভাগ্যতে না থাকলে তো সে ওই লৌকিক দুনিয়ার পড়াশোনাতেই আটকে থাকবে। এখানকার এই পড়া তো পড়বেই না। বলে যে, সময় পাইনা। বাবা জিজ্ঞাসা করেন - কোন জ্ঞান সবথেকে ভালো? ওখান থেকে কি প্রাপ্ত হবে আর এখান থেকে কি প্রাপ্ত হবে? তারা বলে যে - বাবা লৌকিক পড়াশোনা করে বিশেষ কিছু প্রাপ্ত হয় না। অল্প একটু পড়ে টাকা উপার্জন করবো। এখানে তো ভগবান পড়াচ্ছেন। তোমাদেরকে পড়াশোনা করে তো রাজপদ প্রাপ্ত করতে হবে, তাই বিশেষ মনোযোগ কোন বিষয়ের উপর দিতে হবে? কেউ কেউ তো বলে বাবা সেখানকার কোর্স সম্পন্ন করে তারপর আসবো। বাবা বুঝে যান যে, এর ভাগ্যে নেই। ভবিষ্যতে কি হতে চলেছে, সেটা আর কিছুদিন পরেই দেখতে পাবে। তারা বোঝে যে, শরীরের উপর কোনো ভরসা নেই, তাই অবিনাশী উপার্জন করতে লেগে যেতে হবে। যার ভাগ্যে আছে সেই নিজের ভাগ্য তৈরি করবে। সম্পূর্ণ মনোযোগ সহকারে পড়বে, আমি তো বাবার থেকে অবিনাশী উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করেই ছাড়বো। অসীম জগতের বাবা আমাদেরকে রাজত্ব দিতে এসেছেন, তাই কেনই না এই এক অস্তিম জন্মে আমরা পবিত্র হব না ! এত অনেক বাচ্চারা পবিত্র থাকে। তারা মিথ্যা বলে কি! সবাই পুরুষার্থ করছে। পড়াশোনা করছে, তবুও বিশ্বাস করে না। অসীম জগতের বাবা আসেনই তখন, যখন পুরানো দুনিয়াকে নতুন বানানোর সময় হয়। পুরানো দুনিয়ার বিনাশ তো সামনে দাঁড়িয়ে আছে। এটা একদম পরিস্কার। সময়ও একদম সঠিক ভাবে এগোচ্ছে, এখন অনেক ধর্মও আছে, সত্যযুগে হলোই এক ধর্ম। এটাও তোমাদের বুদ্ধিতে আছে। তোমাদের মধ্যেও অনেকেই আছে, যারা নিশ্চয়কে পাকাপাকিভাবে ধারণ করেছে। আরে, নিশ্চয় করার জন্য সময় লাগে কি! শরীরের উপরে কোন ভরসা নেই, তাই অল্প একটুও এই সুযোগ হাতছাড়া করা উচিত নয়। কারোর ভাগ্যে না থাকলে তো, তাদের বুদ্ধিতে কিছুই ধারণা হবে না। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ওঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) সততার সাথে উপার্জন করে ২১ জন্মের জন্য নিজের ভাগ্য বানাতে হবে। শরীরের উপর কোনো ভরসা নেই, এইজন্য এই সুযোগ বিন্দুমাত্রও হাতছাড়া করো না।

২) মোহমুক্ত হয়ে নিজের সবকিছু এই রুদ্র যশ্বে স্বাহা করতে হবে। নিজেকে বাবার কাছে অর্পণ করে নিমিত্ত হয়ে সবকিছু দেখাশোনা করতে হবে। সাকার বাবাকে ফলো করতে হবে।

বরদান:- যারা তোমাদের নিন্দা করে, তাদেরকেও দিব্যগুণের মালা পরিয়ে ইষ্ট দেব, মহান আত্মা ভব*

ব্যাখ্যা :- যেরকম আজকাল তোমাদেরকে অর্থাৎ বিশেষ আত্মাদেরকে স্বাগত করার সময় গলায় শুল মালা পরিয়ে দেয়, তখন তোমরাও সেই মালা তাদের গলাতেই পুনরায় পরিয়ে দাও, এইরকম যারা তোমাদের নিন্দা করে, তাদেরকেও তোমরা দিব্যগুণের মালা পরিয়ে দাও, তো তারা স্বতঃতই তোমাদেরকে গুণের মালা রিটার্ন করবে। কেননা নিজের নিন্দাকারীদের দিব্যগুণের মালা পরানো অর্থাৎ জন্ম-জন্মের

জন্য ভক্ত হিসেবে নিশ্চিত করে দেওয়া। এই দেওয়াই অনেকবারের নেওয়া হয়ে যায়। এই বিশেষ গুণ-ই তোমাদেরকে ইষ্ট দেব, মহান আত্মা বানিয়ে দেবে।

স্লোগান:-

নিজের মনের বৃত্তিকে সর্বদা শ্রেষ্ঠ শক্তিশালী বানাও তো খারাপও ভালো হয়ে যাবে।*

"মৰমৰ সন্তানসকল – এতিয়া তোমালোক ঈশ্বৰীয় সন্তান হৈছা, তোমালোকৰ কোনো আসুৰিক গুণ থাকিব নালাগে, নিজৰ উন্নতি কৰিব লাগে, গাফিলতি কৰিব নালাগে"

প্ৰশ্ন: তোমালোক সংগমযুগী ব্ৰাহ্মণ সন্তানসকলৰ কোনটো নিশ্চয় আৰু নিচা আছে?

উত্তৰ: আমাৰ; সন্তানসকলৰ এইটো নিশ্চয় আৰু নিচা আছে যে এতিয়া আমি ঈশ্বৰীয় সম্প্ৰদায়ৰ হওঁ। আমি স্বৰ্গবাসী বিশ্বৰ মালিক হৈ আছোঁ। সংগমত আমি ট্ৰান্সফাৰ (স্থানান্তৰ) হৈ আছোঁ। আসুৰিক সন্তানৰ পৰা ঈশ্বৰীয় সন্তান হৈ 21 জন্মৰ কাৰণে স্বৰ্গবাসী হওঁ, ইয়াতকৈ শ্ৰেষ্ঠ কোনো বস্তু নাথাকে।

ওঁম শান্তি। পিতাই বহি সন্তানসকলক বুজায়, সাধাৰণতে মনুষ্যই শান্তি পচন্দ কৰে। ঘৰত যদি সন্তানসকলৰ মাজত মনোমালিন্য হৈ থাকে, তেতিয়া অশান্তি হৈ থাকে। অশান্তিৰ পৰা দুখৰ অনুভূতি হয়। শান্তিৰ পৰা সুখৰ অনুভূতি হয়। ইয়াত তোমালোক সন্তানসকল বহি আছা, তোমালোকৰ প্ৰকৃত শান্তি আছে। তোমালোকক কোৱা হৈছে যে পিতাক স্মৰণ কৰা। নিজক আত্মা বুলি বুজা। আত্মাত যি আধাকল্পৰ অশান্তি আছে, সেয়া শান্তিৰ সাগৰ পিতাক স্মৰণ কৰিলে আঁতৰিব। তোমালোকে শান্তিৰ উত্তৰাধিকাৰ পাই আছা। এইটোও তোমালোকে জানা শান্তিৰ সৃষ্টি আৰু অশান্তিৰ সৃষ্টি একেবাৰে বেলেগ। আসুৰিক সৃষ্টি, ঈশ্বৰীয় সৃষ্টি, সত্যযুগ, কলিযুগ কাক কোৱা হয়, এয়া কোনো মনুষ্য মাত্ৰই নাজানে। তোমালোকে ক'বা আমিও জনা নাছিলোঁ। লাগিলে যিমানহে প'জিচনধাৰী (পদবীধাৰী) নহওঁক। পইচা থকাসকলক প'জিচনধাৰী বুলি কোৱা হয়। দৰিদ্ৰ আৰু চহকী বুজিবতো পাৰে নহয় জানো। এনেয়েতো তোমালোকেও বুজিব পাৰা যথায়থ ঈশ্বৰীয় সন্তান আৰু আসুৰিক সন্তান। এতিয়া তোমালোক মৰমৰ সন্তানসকলে বুজি পোৱা যে আমি ঈশ্বৰীয় সন্তান। এইটো দৃঢ় নিশ্চয় আছে নহয়। তোমালোক ব্ৰাহ্মণসকলে বুজি পোৱা যে আমি ঈশ্বৰীয় সম্প্ৰদায় স্বৰ্গবাসী বিশ্বৰ মালিক হৈ আছোঁ। সকলো সময়তে সেইটো আনন্দ থাকিব লাগে। বহুত কমসংখ্যক আছে যিয়ে যথার্থ ৰীতিৰে বুজি পায়। সত্যযুগত হৈছে ঈশ্বৰীয় সম্প্ৰদায়। কলিযুগত হৈছে আসুৰিক সম্প্ৰদায়। পুৰুষোত্তম সংগমযুগত আসুৰিক সম্প্ৰদায় পৰিৱৰ্তন হয়। এতিয়া আমি শিৱবাবাৰ সন্তান হৈছোঁ। মাজতে পাহৰি গৈছিলোঁ। এতিয়া পুনৰ এই সময়ত জানিছোঁ যে আমি শিৱবাবাৰ সন্তান হওঁ। তাত সত্যযুগত কোনেও নিজকে ঈশ্বৰীয় সন্তান বুলি নকয়। তাত হৈছে দৈৱী সন্তান। ইয়াৰ আগতে আমি আসুৰিক সন্তান আছিলোঁ। এতিয়া ঈশ্বৰীয় সন্তান হৈছোঁ। আমি ব্ৰাহ্মণসকল বি.কে. হওঁ। ৰচনা হৈছে এজন পিতাৰ। তোমালোক সকলো হৈছা ভাতৃ-ভগ্নী আৰু ঈশ্বৰীয় সন্তান। তোমালোকে জানা যে বাবাৰ পৰা ৰাজ্য-ভাগ্য পাই আছোঁ। ভৱিষ্যতে গৈ আমি দৈৱী স্বৰাজ্য লাভ কৰিম, সুখী হ'মগৈ। যথায়থ সত্যযুগ হৈছে সুখধাম আৰু কলিযুগ হৈছে দুখধাম। এয়া কেৱল তোমালোক সংগমযুগী ব্ৰাহ্মণসকলে জানা। আত্মা হৈছে ঈশ্বৰীয় সন্তান। এইটোও জানা যে বাবাই স্বৰ্গৰ স্থাপনা কৰে। তেওঁ ৰচয়িতা নহয় জানো। নৰকৰ ক্ৰিয়েটৰতো (স্ৰষ্টাতো) নহয়। তেওঁক কোনে স্মৰণ কৰিব। তোমালোক মৰমৰ সন্তানসকলে জানা - পিতাই স্বৰ্গৰ স্থাপনা কৰি আছে। তেওঁ হৈছে আমাৰ অতি মৰমৰ পিতা। আমাক 21 জন্মৰ কাৰণে স্বৰ্গবাসী কৰি তোলে, ইয়াতকৈ শ্ৰেষ্ঠ বস্তু একো নাই। এইখিনি বোধশক্তি থাকিব লাগে। আমি ঈশ্বৰীয় সন্তান হওঁ, গতিকে আমাৰ ভিতৰত কোনো আসুৰিক গুণ থাকিব নালাগে। নিজৰ উন্নতি কৰিব লাগে। সময় বাকী অলপহে আছে, এই ক্ষেত্ৰত গাফিলতি কৰিব নালাগে। পাহৰি নাযাবা। দেখিছা পিতা সন্মুখত বহি আছে, যাৰ আমি সন্তান হওঁ। আমি দৈৱী সন্তান হ'বলৈ ঈশ্বৰ পিতাৰ পৰা পটি আছোঁ, তেন্তে কিমান আনন্দিত হ'ব লাগে। পিতাই কেৱল কয় - মোক স্মৰণ কৰা তেতিয়া বিকৰ্ম বিনাশ হৈ যাব। পিতা আহিছেই সকলোকে লৈ যাবলৈ। যিমান স্মৰণ কৰিবা সিমান বিকৰ্মৰ বিনাশ হ'ব। অজ্ঞান কালত যিদৰে কন্যাৰ বাগদান হ'লে সেই স্মৃতি একেবাৰে সাঁচ বহি যায়। সন্তান জন্ম হ'ল আৰু স্মৃতি সাঁচ বহি যায়। এই স্মৃতিতো স্বৰ্গতো সাঁচ বহি যায়, নৰকতো সাঁচ বহি যায়। সন্তানে ক'ব এওঁ মোৰ পিতা, এতিয়া এয়াতো হৈছে বেহদৰ (অসীমৰ) পিতা। যাৰ পৰা স্বৰ্গৰ উত্তৰাধিকাৰ পোৱা যায় গতিকে তেওঁৰ স্মৃতি সাঁচ বহি যাব লাগে। পিতাৰ পৰা আমি ভৱিষ্যত 21 জন্মৰ উত্তৰাধিকাৰ পুনৰ লৈ আছোঁ। বুদ্ধিত উত্তৰাধিকাৰৰ স্মৃতিয়েই আছে।

এইটোও জানা যে মৰিবতো সকলোৱে লাগিব। এজনো নাথাকিব, যিসকল ডিয়াৰেষ্টটকৈও ডিয়াৰেষ্ট (অতি মৰমতকৈও মৰমৰ) আছে সকলো গুচি যাব। এয়া কেৱল তোমালোক ব্ৰাহ্মণসকলেহে জানা যে এই পুৰণি সৃষ্টি এতিয়া নাশ হোৱাৰ পথত। এয়া নাশ হোৱাৰ পূৰ্বে সম্পূৰ্ণ পুৰুষাৰ্থ কৰিব লাগে। যিহেতু ঈশ্বৰীয় সন্তান হোৱা তেন্তে অপাৰ আনন্দিত হৈ থাকিব লাগে। পিতাই কৈ থাকে - সন্তানসকল, নিজৰ জীৱন হীৰাতুল্য কৰি তোলা। সেয়া হৈছে ডেইটি ৱৰ্ল্ড (দৈৱী বিশ্ব), এয়া হৈছে

ডেভিল ৱৰ্ল্ড (আসুৰিক বিশ্ব)। সত্যযুগত কিমান অপাৰ সুখ থাকে। সেয়া পিতাইহে দিয়ে। ইয়াত তোমালোক পিতাৰ ওচৰলৈ আহিছা। ইয়াত বহিতো নোযোৱা। এনেকুৱাতো নহয় যে সকলো একেলগে থাকিব কিয়নোবেহদৰ (অসীমৰ, অনেক) সন্তান আছে। ইয়ালৈ তোমালোক বহুত উৎসাহে আহা। আমি বেহদৰ পিতাৰ ওচৰলৈ যাওঁ। আমি ঈশ্বৰীয় সন্তান হওঁ। গড ফাদাৰৰ সন্তান হওঁ, তেন্তে আমি কিয়নো স্বৰ্গত থকা উচিত নহয়। গড ফাদাৰেতো স্বৰ্গ ৰচনা কৰে নহয় জানো। এতিয়া তোমালোকৰ বুদ্ধিত গোটেই ৱৰ্ল্ডৰ হিষ্ট্ৰি-জিওগ্ৰাফী (ইতিহাস- ভূগোল) আছে। এইটো জানা যে হেভেনলি গড ফাদাৰে (স্বৰ্গীয় ঈশ্বৰ পিতাই) আমাক হেভেনৰ (স্বৰ্গৰ) লায়ক কৰি আছে। কল্প কল্পৰ পাচত হেভেন ৰচনা কৰে। এজনো মনুষ্য নাই যিয়ে এইটো জানে যে আমি এক্টৰ (ভাৱৰীয়া) হওঁ। গড ফাদাৰৰ সন্তান তেন্তে আমি দুখী কিয়! পৰস্পৰ কাজিয়া কিয় কৰোঁ! আমি আত্মা সকলো ব্ৰাদাৰ্চ (ভাই ভাই) নহওঁ জানো। ব্ৰাদাৰ্চে পৰস্পৰ কেনেকৈ কাজিয়া কৰি থাকে। কাজিয়া কৰি শেষ হৈ যাব। ইয়াত আমি পিতাৰ পৰা উত্তৰাধিকাৰ লৈ আছোঁ। ব্ৰাদাৰ্চে পৰস্পৰ কেতিয়াও লুণীয়া পানী হোৱা (হাই-কাজিয়া কৰা) উচিত নহয়। ইয়াততো পিতাৰ সৈতেও লুণীয়া পানী হৈ যায়। ভাল ভাল সন্তানো লুণীয়া পানী হৈ যায়। মায়া কিমান শক্তিশালী হয়। যিসকল ভাল ভাল সন্তান আছে তেওঁলোকক পিতাই স্মৰণতো কৰে। পিতাৰ সন্তানসকলৰ প্ৰতি কিমান ল'ভ (মৰম) আছে। পিতাৰতো সন্তানসকলৰ বাহিৰে অন্য কোনো নাই যাক স্মৰণ কৰিব। তোমালোকৰ কাৰণেতো বহুত আছে। তোমালোকৰ বুদ্ধি ইফালে-সিফালে যায়। ধান্দা (পেছাগত কাম-কাজ) আদিৰ ফালেও বুদ্ধি যায়। মোৰ কাৰণেতো কোনো ধান্দা আদিও নাই। তোমালোক অনেক সন্তানৰ অনেক ধান্দা আছে। মোৰতো এটাই ধান্দা। মই আহিছোঁৱেই সন্তানসকলক স্বৰ্গৰ উত্তৰাধিকাৰী কৰি তুলিবলৈ। বেহদ পিতাৰ প্ৰপাৰ্টি (সম্পত্তি) কেৱল তোমালোক সন্তানসকল হোৱা। গড ফাদাৰ নহয় জানো। সকলো আত্মা তেওঁৰ প্ৰপাৰ্টি হয়। মায়াই ছিঃ ছিঃ কৰি দিছে। এতিয়া পিতাই গুল গুল (ফুল) কৰি তোলে। পিতাই কয় – মোৰতো কেৱল তোমালোক সন্তানসকলেই। তোমালোকৰ প্ৰতি মোৰ মোহো আছে। যদি চিঠি নিলিখা তেতিয়া চিত্তিত হৈ যাওঁ। ভাল ভাল সন্তানসকলৰ চিঠি নাই। ভাল ভাল সন্তানসকলক মায়াই একেবাৰে শেষ কৰি দিয়ে। নিশ্চয় দেহ-অভিমান আছে। পিতাই কৈ থাকে – নিজৰ কুশল বাৰ্তা লিখা। বাবাই সন্তানসকলক সোধে – সন্তানসকল, তোমালোকক মায়াই হায়ৰাণতো নকৰে? বাহাদুৰ (বৰ সাহসী) হৈ মায়াৰ ওপৰত জয়ী হৈ আছা নহয়! তোমালোক যুদ্ধক্ষেত্ৰত আছা নহয় জানো। কৰ্মেন্দ্ৰিয়সমূহক এনেকৈ বশ কৰিব লাগে যাতে অলপো চঞ্চলতা নাথাকে। সত্যযুগত সকলো কৰ্মেন্দ্ৰিয় বশীভূত হৈ থাকে। কৰ্মেন্দ্ৰিয়সমূহৰ কোনো চঞ্চলতা নাথাকে। মুখ, হাত, কান... কোনোটোৰে চঞ্চলতাৰ একো কথা নাথাকে। তাত কোনো লেতেৰা বস্তু নাথাকে। ইয়াত যোগবলেৰে কৰ্মেন্দ্ৰিয়সমূহৰ ওপৰত জয়ী হোৱা। পিতাই কয় – কোনো লেতেৰা কথা নাই। কৰ্মেন্দ্ৰিয়সমূহক বশ কৰিব লাগে। ভালদৰে পুৰুষাৰ্থ কৰিব লাগে। টাইম (সময়) বহুত কম। গায়নো আছে যে বহুত গ'ল অলপহে বাকী আছে। এতিয়া অলপ বাকী থাকি যায়। নতুন ঘৰ নিৰ্মাণ কৰি থকা হয় সেয়েহে বুদ্ধিত নাথাকে নজানো যে বাকী অলপ সময় আছে। এতিয়া এয়া তৈয়াৰ হৈ যাব, বাকী এয়া অলপ কাম বাকী আছে। সেয়া হৈছে হদৰ কথা, এয়া হৈছে বেহদৰ কথা। এইটোও সন্তানসকলক বুজোৱা হৈছে যে তেওঁলোকৰ হৈছে চাইন্স (বিজ্ঞান)ৰ বল, তোমালোকৰ হৈছে চাইলেন্স (শান্তি; মৌনতা)ৰ বল। হওতে তেওঁলোকৰো বুদ্ধিৰ বল, তোমালোকৰো বুদ্ধিৰ বল। চাইন্সৰ কিমান ইন্ভেনশ্বন (আৱিষ্কাৰ) হৈ থাকে। এতিয়াতো এনেকুৱা বোমা তৈয়াৰ কৰি থাকে যে এনেকৈ কয় তাত বহি বহিয়ে বোমা নিষ্ক্ষেপ কৰিব তেতিয়া গোটেই চহৰ নাশ হৈ যাব। তেতিয়া সেই সেনাসকল, এৰোপ্লেন (উৰাজাহাজ) আদিও কামত নাহিব। গতিকে সেয়া হৈছে চাইন্সৰ বুদ্ধি। তোমালোকৰ হৈছে চাইলেন্সৰ বুদ্ধি। তেওঁলোক বিনাশৰ বাবে নিমিত্ত হৈছে। তোমালোক অবিনাশী পদ পাবৰ কাৰণে নিমিত্ত হৈছা। এয়াও বুজিবলৈ বুদ্ধি লাগে নহয় জানো।

তোমালোক সন্তানসকলে বুজিব পাৰা যে পিতাই কিমান সহজ মাৰ্গ দেখুৱাই দিয়ে। যিমানই অহল্যা (এগৰাকী স্ত্ৰী যি অভিশপ্ত হৈ শিলত পৰিণত হৈছিল; পাথৰ বুদ্ধিৰ), কুঁজা নহওঁক কেৱল দুটা শব্দ স্মৰণ কৰিব লাগে – ‘পিতা’ আৰু ‘উত্তৰাধিকাৰ’। বাকী যিয়ে যিমান স্মৰণ কৰে। অন্যৰ সংগ এৰি এজন পিতাক স্মৰণ কৰিব লাগে। পিতাই কয় – মই যেতিয়া নিজৰ ঘৰ পৰমধামত আছিলোঁ তেতিয়া ভক্তি মাৰ্গত তোমালোকে (মোক) আহ্বান কৰিছিল। বাবা আপুনি আহিলে তেতিয়া আমি সকলো কুৰ্বান (উৎসৰ্গিত) কৰি দিম। এয়া যেন মৃতকৰ শ্ৰাদ্ধ কৰা পুৰোহিতৰ নিচিনা হ'ল, শ্ৰাদ্ধ কৰা পুৰোহিতক পুৰণা বস্তুবোৰ দি দিয়া হয়। তোমালোকে পিতাক কি দিবা? এওঁক (ব্ৰহ্মাক)তো নিদিয়া নহয় জানো। এৱোঁ সকলো দি দিলে। এওঁ জানো ইয়াত বহি মহল সাজিব। এয়া সকলো শিৱবাবাৰ কাৰণে। তেওঁৰ ডায়ৰেক্সন (নিৰ্দেশনা) মতে কৰি আছে। তেওঁ হৈছে কৰণকৰাৱনহাৰ, ডায়ৰেক্সন দি থাকে। সন্তানসকলে কয় – বাবা আপুনি মোৰ কাৰণে এজনেই। আপোনাৰ কাৰণেতো অনেক সন্তান আছে। বাবাই আকৌ কয় – মোৰ কাৰণে কেৱল তোমালোক সন্তানসকলেই। তোমালোকৰ কাৰণেতো অনেক আছে। কিমান দেহৰ সম্বন্ধীয়ৰ স্মৃতি থাকে। মৰমৰ সন্তানসকলক পিতাই কয় – যিমান সম্ভৱ পিতাক স্মৰণ কৰা আৰু বাকী সকলোকে পাহৰি যোৱা। স্বৰ্গৰ ৰাজ্য-ভাগ্যৰ মাখন তোমালোকে

পোৱা। অলপ খেয়ালতো কৰা, কেনেকৈ এই খেলখন ৰচা হৈছে। তোমালোকে কেৱল পিতাক স্মৰণ কৰা আৰু স্বদৰ্শন চক্ৰধাৰী হোৱা বাবে চক্ৰৱৰ্তী ৰজা হোৱাগৈ। এতিয়া তোমালোক সন্তানসকল প্ৰেক্ষিকেলত (ব্যৱহাৰিক ভাৱে) অনুভৱী হোৱা। মনুষ্যইতো ভাবে ভক্তি পৰম্পৰাগতভাৱে চলি আহিছে। বিকাৰো পৰম্পৰাগতভাৱে চলি আহিছে। এই লক্ষ্মী-নাৰায়ণ, ৰাধা-কৃষ্ণৰোতো সন্তান আছিল নহয় জানো। হয় আছিলতো, সন্তানকিয় নাছিল কিন্তু তেওঁলোকক কোৱা হয় সম্পূৰ্ণ নিৰ্বিকাৰী। ইয়াত হৈছে সম্পূৰ্ণ বিকাৰী। এজনে আনজনক গালি-গালাজ কৰি থাকে। এতিয়া তোমালোক সন্তানসকলে পিতা ‘শ্ৰী শ্ৰী’ৰ শ্ৰীমত পোৱা। তোমালোকক শ্ৰেষ্ঠ কৰি তোলে। যদি পিতাৰ কথা নামানা তেন্তে শ্ৰেষ্ঠ হ’ব জানো। এতিয়া মানা বা নামানা তোমালোকৰ কথা। সুসন্তানেতো তৎক্ষণাৎ মানিব। সম্পূৰ্ণ সহায় নকৰিলে তেতিয়া নিজৰে লোকচান কৰে। পিতাই কয় - মই কল্পই কল্পই আছোঁ। কিমান পুৰুষাৰ্থ কৰাওঁ। কিমান আনন্দত লৈ আছোঁ। পিতাৰ পৰা সম্পূৰ্ণ উত্তৰাধিকাৰ লোৱাৰ ক্ষেত্ৰতেই মায়াই গাফিলতি কৰায়। কিন্তু তোমালোক সেই ফান্দত আৱদ্ধ হ’ব নলাগে। মায়াৰ লগতে যুদ্ধ হয়। বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ ধুমুহা আহিব। তাৰ ভিতৰতো ৰাৰিচসকলক (উত্তৰাধিকাৰীসকলক) মায়াই বেছিকৈ প্ৰহাৰ কৰিব। অতি শক্তিশালী হৈ যুদ্ধ কৰিব। যেনেকৈ বৈদ্যই দৰব দিলে তেতিয়া সকলো বেমাৰ বাহিৰ হৈ আহে। ইয়াতো মোৰ হোৱাৰ পাচত সকলোৰে স্মৃতি আহিবলৈ ধৰিব। ধুমুহাও আহিব, এই ক্ষেত্ৰত লাইন ক্ৰীয়াৰ (বুদ্ধিযোগ স্বচ্ছ) হোৱা উচিত। আমি প্ৰথমে পবিত্ৰ আছিলোঁ আকৌ আধাকল্প অপবিত্ৰ হলোঁ। এতিয়া পুনৰ উভতি যাব লাগে। পিতাই কয় - মোক স্মৰণ কৰা তেতিয়া এই যোগ অগ্নিৰ দ্বাৰা তোমালোকৰ বিকৰ্ম বিনাশ হ’ব। যিমান স্মৰণ কৰিবা সিমান উচ্চ পদ পাবা। স্মৰণ কৰোঁতে কৰোঁতে তোমালোক ঘৰলৈ গুচি যাবা, এই ক্ষেত্ৰত একেবাৰে অন্তৰ্মুখী হোৱা উচিত। ন’লেজ (জ্ঞান) আত্মাত ধাৰণ হয়। আত্মাইহে পঢ়ে। আত্মাৰ জ্ঞানো পৰমাত্মা পিতাহে আহি দিয়ে। বিশ্বৰ মালিক হ’বলৈ তোমালোকে ইমান শ্ৰেষ্ঠ জ্ঞান লোৱা। মোক তোমালোকে ‘পতিত-পাৱন’, ‘জ্ঞানৰ সাগৰ’, ‘শান্তিৰ সাগৰ’ বুলিয়ে কোৱা। যি মোৰ লগত আছে সেয়া সকলো তোমালোকক দি দিওঁ। বাকী কেৱল দিব্য দৃষ্টিৰ চাৰি প্ৰদান নকৰোঁ। তাৰ পৰিৱৰ্তে তোমালোকক বিশ্বৰ মালিক কৰি তোলা। সাক্ষাৎকাৰত একো নাই। মুখ্য হৈছে পঢ়া। পঢ়াৰ দ্বাৰা তোমালোকে 21 জন্মৰ সুখ লাভ কৰা। মীৰাৰ সৈতে তোমালোকৰ নিজৰ সুখ তুলনা কৰি চোৱা। তেওঁতো কলিয়ুগত আছিল, সাক্ষাৎ কৰিলে তাৰ পাচত কি হ’ল। ভক্তিৰ মালাই বেলেগ। জ্ঞান মাৰ্গৰ মালা বেলেগ। ৰাৱণৰ ৰাজস্ব বেলেগ, তোমালোকৰ ৰাজস্ব বেলেগ। এটাক দিন, আনটোক ৰাতি বুলি কোৱা হয়। ভাল বাৰু!

অতি মৰমৰ, কল্পৰ পাচত পুনৰাই লগ পোৱা সন্তানসকলৰ প্ৰতি মাতা-পিতা বাপদাদাৰ স্নেহপূৰ্ণ স্মৰণ আৰু গুডমৰ্ণিং। আত্মিক পিতাৰ আত্মিক সন্তানসকলক নমস্কাৰ।

ধাৰণাৰ বাবে মুখ্য সাৰ:-*

(1) স্মৃতিৰ বলেৰে নিজৰ কৰ্মেন্দ্ৰিয়সমূহ এনেকৈ বশ কৰিব লাগে যাতে কোনো চঞ্চলতা নাথাকে। টাইম (সময়) বহুত কম সেয়েহে ভালকৈ পুৰুষাৰ্থ কৰি মায়াজিৎ হ’ব লাগে।

(2) পিতাই যি জ্ঞান দিয়ে অন্তৰ্মুখী হৈ সেয়া ধাৰণ কৰিব লাগে। কেতিয়াও পৰম্পৰ লুণীয়া পানী হ’ব নালাগে (হাই-কাজিয়া কৰিব নালাগে)। বাবাক নিজৰ কুশল বাৰ্তা নিশ্চয় দিব লাগে।

বৰদান: প্ৰত্যেক আত্মাক হাবাখুৰি থাই ফুৰাৰ পৰা বা ভিকহ অৱস্থাৰ পৰা ৰক্ষা কৰোঁতা নিষ্কাম দয়াশীল হোৱা যিসকল সন্তান নিষ্কাম দয়াশীল হয় তেওঁলোকৰ দয়াৰ সংকল্পৰ দ্বাৰা অন্য আত্মাসকলৰ নিজৰ আত্মিক ৰূপ বা আত্মাৰ লক্ষ্যস্থল চেকেওত স্মৃতিলৈ আহি যাব। তেওঁলোকৰ দয়াৰ সংকল্পৰ দ্বাৰা ভিকহৰ সকলো খাজনাৰ জিলিকনি দৃষ্টিগোচৰ হ’ব। দিগব্ৰাহ্ম হৈ ঘূৰি ফুৰা আত্মাসকলে মুক্তি বা জীৱনমুক্তিৰ পাৰ বা লক্ষ্যস্থল সন্মুখত দেখা পাব। তেওঁলোকে সকলোৰে দুখহৰ্তা আৰু সুখকৰ্তাৰ ভূমিকা পালন কৰিব, দুখীসকলক সুখী কৰি তোলাৰ যুক্তি বা সাধন (আহিলা) তেওঁলোকৰ ওচৰত যাদুৰ চাৰিৰ দৰে থাকিব।

স্লোগান: সেৱাধাৰী হৈ নিঃস্বার্থ সেৱা কৰা তেতিয়া সেৱাৰ মেৱা (ফল) পাবাই।

!! ওঁম্ শান্তি !!

ওঁম্ শান্তি!!

"মিষ্টি বাচ্চারা - বাবার ভালোবাসা নিতে চাইলে আত্ম-অভিমानी হয়ে বসো, বাবার থেকে আমরা স্বর্গের উত্তরাধিকার গ্রহণ করছি, এই খুশীতে থাকো!"

প্রশ্ন:- সঙ্গম যুগে তোমাদের অর্থাৎ ব্রাহ্মণদের ফরিস্তায় পরিণত হতে কোন্ গুপ্ত পরিশ্রম করতে হয়?

উত্তর:- তোমাদের অর্থাৎ ব্রাহ্মণদের পবিত্র হওয়ারই গুপ্ত পরিশ্রম করতে হয়। তোমরা অর্থাৎ ব্রাহ্মার বাচ্চারা সঙ্গম যুগে হলে একে অপরের ভাই-বোন, ভাই-বোনের মধ্যে নোংরা দৃষ্টি থাকতে পারে না। স্ত্রী- পুরুষ একসাথে থাকলে দু'জনে নিজেকে বি.কে মনে করে। এই স্মৃতি দ্বারা যখন সম্পূর্ণ পবিত্র হবে, তখন ফরিস্তা হতে পারবে।

ওম্ শান্তি । মিষ্টি-মিষ্টি বাচ্চারা, নিজেকে আত্মা মনে করে এখানে বসতে হবে। এই রহস্য বাচ্চারা, তোমাদেরও বোঝাতে হবে। আত্ম-অভিমानी হয়ে বসলে তবে বাবার সাথে ভালোবাসা থাকবে। বাবা আমাদের রাজযোগ শেখাচ্ছেন। বাবার থেকে আমরা স্বর্গের উত্তরাধিকার গ্রহণ করছি। এই স্মরণ যেন সারাদিন বুদ্ধিতে থাকে- এতেই পরিশ্রম আছে। এটা বারংবার ভুলে গেলে তখন খুশীর পারদ ডাল(নিম্বজ) হয়ে যায়। বাবা সাবধান করেন যে- বাচ্চারা, দেহী- অভিমानी হয়ে বসে আছো। নিজেকে আত্মা মনে করো। এখন যে আত্মাদের আর পরমাত্মার মেলা! মেলা বসেছিলো, কবে বসে ছিলো? অবশ্যই কলিযুগের শেষে আর সত্যযুগ ইত্যাদির সঙ্গমেই বসেছিলো। আজ বাচ্চাদের টপিকের উপর বোঝানো হচ্ছে। তোমাদের তো অবশ্যই টপিক নিতে হবে। উচ্চতমের চেয়েও উচ্চ ভগবান আবার নীচে এলে ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শঙ্কর। বাবা আর দেবতারা। মানুষের এটা জানা নেই যে শিব আর ব্রহ্মা-বিষ্ণু- শঙ্করের সম্বন্ধ কি? তাদের জীবন-কাহিনী কারোরই জানা নেই। ত্রি-মূর্তির চিত্র হলো নামী-দামী। এই তিন জনই হলেন দেবতা। শুধুমাত্র কি আর ৩ জনের ধর্ম হয়! ধর্ম তো বড় হয়, ডিটি ধর্ম। এরা হলেন সূক্ষ্মবতনবাসী, উপরে হলেন শিববাবা। মুখ্য হলেন ব্রহ্মা আর বিষ্ণু। বাবা এখন বোঝান যে তোমাদের টপিক দিতে হবে- যিনি ব্রহ্মা তিনিই বিষ্ণু, বিষ্ণু থেকে ব্রহ্মা কীভাবে হয়। তোমরা যেমন বলো আমি শূদ্র থেকে ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণ থেকে দেবতা, সেরকম এনারও, সর্বপ্রথম ব্রহ্মা থেকে বিষ্ণু, বিষ্ণু থেকে ব্রহ্মা। তারা তো বলে দেয় আত্মাই পরমাত্মা, পরমাত্মাই আত্মা। এটা তো হলো রঙ(ভুল)। হতেই পারে না। তাই এই টপিকের উপর ভালোভাবে বোঝানো উচিত, কেউ বলে পরমাত্মা কৃষ্ণের দেহে আসে। যদি কৃষ্ণের দেহে আসে আবার তবে ব্রহ্মার পার্ট শেষ হয়ে যায়। কৃষ্ণ তো হলেন সত্যযুগের প্রথম প্রিন্স। সেখানে পতিত কীভাবে হতে পারে, যাঁকে এসে পবিত্র করবে। একদমই ভুল। এই কথাও মহারথী সার্ভিসেবেল বাচ্চারাই বুঝতে পারে। এছাড়া তো কারোর বুদ্ধিতে আসেই না। এই টপিক তো খুবই ফার্স্টক্লাস। ব্রহ্মা থেকে বিষ্ণু, বিষ্ণু থেকে ব্রহ্মা কীভাবে হয়ে ওঠে। ওনার জীবন কাহিনী বলা হয়, কারণ এঁনার কানেকশন আছে। এভাবেই শুরু করতে হবে। ব্রহ্মা থেকে বিষ্ণু এক সেকেন্ডে। বিষ্ণু থেকে ব্রহ্মা হতে ৮৪ জন্ম লাগে। এইটা খুবই বোঝার ব্যাপার। এখন তোমরা হলে ব্রাহ্মণ কুলের। প্রজাপিতা ব্রহ্মার, ব্রাহ্মণ কুল কোথায় গেল? প্রজাপিতা ব্রহ্মার তো নূতন দুনিয়া চাই যে না। নূতন দুনিয়া হলো সত্যযুগ। সেখানে তো প্রজাপিতা থাকেন না। কলিযুগেও প্রজাপিতা থাকেন না। তিনি থাকেন সঙ্গমযুগে। তোমরা এখন সঙ্গমযুগে আছো। শূদ্র থেকে তোমরা ব্রাহ্মণ হয়েছো। বাবা ব্রহ্মাকে অ্যাডপ্ট করেছেন। শিববাবা এঁনাকে কীভাবে রচনা করেছেন, এটা কেউ জানে না। ত্রিমূর্তিতে রচয়িতা শিবের চিত্রই নেই, তাহলে কীভাবে জানতে পারা যাবে যে উচ্চতমের চেয়ে ও উচ্চ হলেন ভগবান। এছাড়া সব হলো ওনার রচনা। এই হলো ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়, তাই অবশ্যই প্রজাপিতা চাই। কলি যুগে তো তিনি থাকতে পারেন না। সত্যযুগেও না। বলা হয়ে থাকে ব্রাহ্মণ দেবী দেবতায়: নমঃ। এখন ব্রাহ্মণ কোথাকার? প্রজাপিতা ব্রহ্মা কোথাকার? অবশ্যই বলা হবে সঙ্গমযুগের। এটা হলো পুরুষোত্তম সঙ্গমযুগ। এই সঙ্গমযুগের বর্ণনা কোনো শাস্ত্রেই নেই। মহাভারত লড়াইও এই সঙ্গমযুগে লেগেছে, নাকি সত্যযুগ বা কলিযুগে। পান্ডব আর কৌরব, এরা হলো সঙ্গমের। তোমরা পান্ডবরা হলে সঙ্গমযুগী, আর কৌরব হলো কলিযুগী। গীতাতেও ভগবানুবাচ আছে যে না! তোমরা হলে পান্ডব দৈবী সম্প্রদায়। তোমরা আত্মীক পান্ডা হয়ে ওঠো। তোমাদের হলো রুহানী যাত্রা বা আত্মীক যাত্রা, যা তোমরা বুদ্ধি দ্বারা করে থাকো। বাবা বলেন নিজেকে আত্মা মনে করো। স্মরণের যাত্রাতেই থাকো। শারীরিক যাত্রাতে তীর্থ ইত্যাদি করে আবার ফিরে আসে। সেটা অর্ধ-কল্প ধরে চলে। এই সঙ্গম যুগের যাত্রা হলো একবারের জন্যই। তোমরা মৃত্যুলোকের গিয়ে আবার ফিরে আসতে পারবে না। পবিত্র হয়ে আবার তোমাদের পবিত্র দুনিয়াতে আসতে হবে, সেইজন্য তোমরা এখন পবিত্র হয়ে উঠছো। তোমরা জানো যে এখন আমরা হলাম ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের। এরপর দৈবী সম্প্রদায়ের, বিষ্ণু সম্প্রদায়ের হবো। সত্যযুগে দেবী-দেবতারা হলো বিষ্ণু সম্প্রদায়ের। সেখানে

চতুর্ভুজের প্রতিমা থাকে, যাতে বুম্বতে পারা যায় যে, এরা হলো বিষ্ণু সম্প্রদায়ভুক্ত। এখানে প্রতিমা হলো রাবণের, তো রাবণ সম্প্রদায় আছে। তবে এই টপিক রাখলে মানুষ ওয়ান্ডার(বিম্মিত) হবে। এখন তোমরা দেবতা হওয়ার জন্য রাজযোগ শিখছো। ব্রহ্মা মুখ বংশাবলী ব্রাহ্মণ, তোমরা শূদ্র থেকে ব্রাহ্মণ হয়ে উঠছো। অ্যাডপ্ট করা হয়েছে। ব্রাহ্মণও এখানে আবার দেবতা এখানেই হবে। ডিনায়েস্টি এখানেই হয়। ডিনায়েস্টি রাজত্বকে বলা হয়। বিষ্ণুর ডিনায়েস্টি আছে। ব্রাহ্মণদের ডিনায়েস্টি বলা হবে না। ডিনায়েস্টিতে রাজত্ব চলে। একের পিছনে দ্বিতীয় এরপর তৃতীয়। এখন তোমরা জানো যে, আমরা হলাম ব্রাহ্মণ কুল-ভূষণ। আবার দেবতা হয়ে উঠি। ব্রাহ্মণ মানেই বিষ্ণু কুলের, বিষ্ণু কুল থেকে আসে ক্ষত্রিয় চন্দ্রবংশী কুলে, এরপর বৈশ্য কুলে, তারপর শূদ্র কুলে। আবার ব্রাহ্মণ থেকে দেবতা হবে। অর্থ কতো ক্লীয়ার। চিত্রতে কতো কি দেখায়। আমরা অর্থাৎ ব্রাহ্মণরাই বিষ্ণুপুরীর মালিক হয়ে উঠি। এতে বিভ্রান্ত হওয়ার কিছু নেই। বাবা যে এসএ (প্রবন্ধ) দেন তার উপর বিচার সাগর মন্বন করা উচিত- কাকে কীভাবে বোঝাবে, যাতে মানুষ ওয়ান্ডার বা অবাক হবে যে এর বোঝানো তো খুবই ভালো। জ্ঞান সাগর ব্যাভীত আর কেউ বোঝাতে পারে না। বিচার সাগর মন্বন করে তারপর বসে লেখা উচিত। এরপর পড়লে মনে পড়বে। এই- এই শব্দ অ্যাড করা উচিত। প্রথমদিকে বাবাও মুরলী লিখে তোমাদের হাতে দিয়ে দিতেন। আবার শোনাতে। এখানে তো তোমরা বাড়ীতে বাবার সাথে থাকো। এখন তো তোমাদের বাইরে গিয়ে শুনতে হয়, এই টপিক খুবই ওয়ান্ডারফুল, ব্রহ্মা থেকে বিষ্ণু, ঐনাকে কেউ জানে না। বিষ্ণুর নাভি থেকে ব্রহ্মা দেখানো হয়। যেন গান্ধীর নাভি থেকে নেহেরু। কিন্তু ডিনায়েস্টি(রাজত্ব) তো দরকার যে না। ব্রাহ্মণ কুলে রাজত্ব নেই, ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়েরই ডিটি(পবিত্র) ডিনায়েস্টি রাজত্ব হয়। এরপর চন্দ্রবংশী ডিনায়েস্টিতে আসবে তারপর বৈশ্য ডিনায়েস্টি। এরকমই প্রতিটা ডিনায়েস্টি (রাজত্ব) চলে। সত্যযুগ হলো ভাইসলেস ওয়ার্ল্ড (পাপমুক্ত দুনিয়া), কলিযুগ হলো ভিসস ওয়ার্ল্ড(পাপের দুনিয়া)। এই দুটি শব্দও কারোর বুদ্ধিতে নেই। না হলে এটা তো বুদ্ধিতে থাকা উচিত যে ভিসস থেকে ভাইসলেস (পাপ সম্পন্ন থেকে পাপমুক্ত) কীভাবে হয়। মানুষ না পাপমুক্ত কি তা জানে, না জানে পাপ কি। তোমাদের বোঝানো হয়, দেবতার হা হলো ভাইসলেস। এরকম কখনো শোনা যায় নি যে ব্রাহ্মণ হলো ভাইসলেস। নূতন দুনিয়া হলো ভাইসলেস, পুরানো দুনিয়া হলো ভিসস। তাই অবশ্যই সঙ্গমযুগ দেখাতে হয়। এই সঙ্গমযুগ কারোরই জানা নেই। পুরুষোত্তম মাস পালন করে যে না। ওটা তিন বছর বাদে এক মাস পালন করা হয়। তোমাদের ৫ হাজার বছর পরে এক সঙ্গমযুগ আসে। মনুষ্য আত্মা আর পরমাত্মাকে যথার্থ ভাবে জানে না, শুধু বলে দেয় জ্বল-জ্বল করে এক আজব তারা। ব্যাস, যেমন দেখানো হয় রামকৃষ্ণ পরমহংসের শিষ্য বিবেকানন্দ বলেছিলেন আমি গুরুর সামনে বসেছিলাম, গুরুরও তো ধ্যান করা হয় যে না। বাবা এখন বলেন, "শুধুমাত্র আমাকে(মামেকম)স্মরণ করো"। ধ্যান করার তো কথাই নয়, গুরু তো স্মরণে আছেনই। বিশেষ ভাবে বসে স্মরণ করলে কি স্মরণে আসবে আর! ওনার গুরুর ভাবনা ছিলো যে এই ভগবান আছেন তো দেখলেন কি ওনার আত্মা বেরিয়ে গিয়ে আমার মধ্যে লীন হয়ে গেল। ওনার আত্মা কোথায় গিয়ে বসলো, তারপর কি হলো- কিছুই বর্ণনা নেই, ব্যাস। খুশী হলো যে আমার ভগবানের সাথে সাক্ষাৎকার হয়েছে। ভগবান কে সেটা জানে না। বাবা বোঝান, সিঁড়ির চিত্রের উপর তোমরা বোঝাও। এটা হলো ভক্তি মার্গ। তোমরা জানো যে এক হলো ভক্তির বোট (নৌকা), দ্বিতীয় হলো জ্ঞানের। জ্ঞান আর ভক্তি আলাদা। বাবা বলেন আমি তোমাদের কল্প-পূর্বে জ্ঞান দিয়েছিলাম, বিশ্বের মালিক করেছিলাম। এখন তোমরা কোথায়। তোমাদের অর্থাৎ বাচ্চাদের বুদ্ধিতে সমগ্র জ্ঞান আছে- কীভাবে অন্যান্য ডিনায়েস্টি আসে, মনুষ্য বৃক্ষ কীভাবে বৃদ্ধি পায়। যেমন ফুলের তোড়া হয় না ! এই সৃষ্টি রূপী বৃক্ষও হলো ফুলদানি। এরমধ্যে তোমাদের ধর্ম, আবার এর থেকে তিনটি ধর্ম বের হয়, আবার ওর থেকে বৃদ্ধি পেতে থাকে। তাই এই বৃক্ষকেও স্মরণ করতে হবে। কতো শাখা-প্রশাখা ইত্যাদি বের হতে থাকে। যারা শেষের দিকে আসে তাদের কদরও বেড়ে যায়। বট বৃক্ষ যেমন, তার গোঁড়াই নেই (লুপ্ত)। কিন্তু সমস্ত বৃক্ষ দাঁড়িয়ে রয়েছে। দেবী-দেবতা ধর্মও শেষ হয়ে পড়ে আছে। একদম হলে পড়েছে। ভারতবাসী নিজের ধর্মকে একেবারেই জানে না, আর সকলে নিজের ধর্মকে জানে। মানুষ বলে দেয় আমি ধর্মকে মানিই না। চার ধর্ম হলো মুখ্য। তাছাড়া তো ছোট-ছোটো অনেক আছে। এই কল্প বৃক্ষ আর সৃষ্টি চক্রকে তোমরা এখন জেনেছো। দেবী-দেবতা ধর্মের নামই হারিয়ে ফেলেছে। বাবা আবার সেই দেবী-দেবতা ধর্ম স্থাপন করে বাকি সমস্ত ধর্মের বিনাশ করে দেন। গোলার চিত্র দিকেও অবশ্যই মনোযোগ দেওয়া উচিত। এটা সত্যযুগ, এটা কলিযুগ। কলিযুগে কতো ধর্ম আছে, সত্যযুগে একটাই ধর্ম। এক ধর্মের স্থাপনা, অনেক ধর্মের বিনাশ কে করবে ? ভগবানও অবশ্যই কারোর দ্বারা তো করাবেন নিশ্চয়ই। বাবা বলেন ব্রহ্মা দ্বারা আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্মের স্থাপনা করি। ব্রাহ্মণই বিষ্ণুপুরীর দেবতা হয়ে ওঠে। সঙ্গমে তোমাদের অর্থাৎ ব্রাহ্মণদেরকে পবিত্র হওয়ার জন্যই গুপ্ত ভাবে পরিশ্রম করতে হয়। তোমরা অর্থাৎ ব্রাহ্মণ বাচ্চারা হলে সঙ্গমযুগে ভাই-বোন। ঘৃণ্য-দৃষ্টি ভাই- বোনের মধ্যে থাকতে পারে না। স্ত্রী-পুরুষ দুই-ই নিজেদের বি-কে মনে করে। এতে অনেক পরিশ্রম আছে। স্ত্রী-পুরুষের আকর্ষণ এমন যে, ব্যাস- স্পর্শ না করে থাকতে পারে না। এখানে ভাই বোনকে স্পর্শ তো করবেই না, তাহলে পাপের ফিলিং আসবে। আমরা হলাম বি. কে, এটা ভুলে গেলে শেষ হয়ে যাবে। এতে খুবই গুপ্ত পরিশ্রম আছে। যদিও যুগল ভাবে থাকে - কার কি জানা আছে, তারা

নিজেরা জানে যে আমরা হলাম বি.কে- ফরিস্তা। হাত লাগাতে নেই। এরকম করতে করতে সুফ্লবতনবাসী ফরিস্তা হয়ে যাবে। তা না হলে ফরিস্তা হতে পারবে না। ফরিস্তা হতে গেলে পবিত্র থাকতে হয়। এরকম জোড় পাওয়া গেলে তো নম্বর ওয়ানে থাকবে। বলে দাদা তো সব অনুভব করেছেন, শেষে সন্ন্যাস করেছেন, বেশী পরিশ্রম তো তাদের যারা জোড় হয়ে যায়। আবার ওদের জ্ঞান আর যোগ চাই। অনেককে নিজের সমান তৈরী করলে তবে রাজা হবে। কথা শুধু তো একটা না। বাবা বলেন তোমরা শিববাবাকে স্মরণ করো। ইনি হলেন প্রজাপিতা। অনেকে এরকমও আছে যে বলে আমাদের কাজ তো শিববাবার সাথে। আমরা ব্রহ্মাকে কেন স্মরণ করবো ! ওঁনাকে কেনই বা পত্র লিখব ! এরকমও আছে। তোমাদের স্মরণ করতে হবে শিববাবাকে, সেইজন্য বাবা ফটো ইত্যাদিও দিতেন না। এঁনার মধ্যে শিববাবা আসেন, ইনি তো দেহধারী, তাই না ! বাচ্চারা, এখন তো বাবার থেকে উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয়। তারা নিজেদের ঈশ্বর বলে, এরপর তাদের থেকে কি প্রাপ্ত হয়, কতো ক্ষতি হয় ভারতবাসীদের। ভারতবাসী একদম দেউলিয়া হতে থাকে। প্রজাদের থেকে ভিক্ষা চাইতে থাকে। ২০-২০ বছরের জন্য লোন নেয়, আবার ফেরত কি আর দেয়! দাতা আর গ্রহীতা দু'জনেই শেষ হয়ে যাবে। খেলাই শেষ হয়ে যাবে। মাথার উপর অনেক বিঘ্ন আছে। দেউলিয়া, অসুস্থতা ইত্যাদি অনেক রকম। কেউ বিত্তশালীদের কাছে রেখে দেয় আর তারা দেউলিয়া করে দেয় তো গরীবদের কতো দুঃখ হয়। পায়ে-পায়ে দুঃখ আর দুঃখই আছে। হঠাৎ করে বসে বসে মরে যায়। এটা হলোই মৃত্যুলোক। অমরলোকে তোমরা এখন যাচ্ছো। অমরপুরীর বাদশাহ হতে চলেছো। অমরনাথ তোমাদের অর্থাৎ পার্বতীদের সত্যিকারের অমর কথা শোনাচ্ছেন। তোমরা জানো যে বাবা হলেন অমর, ওঁনার থেকে আমরা অমর কথা শুনছি। এখন অমরলোকে যেতে হবে। এই সময় তোমরা সঙ্গমযুগে আছো। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ওঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) বিচার সাগর মন্বন করে "ব্রহ্মা থেকে বিষ্ণু" কীভাবে হয়, এই টপিকের উপর শোনাতে হবে। বুদ্ধিকে জ্ঞান মন্বনে বিজি রাখতে হবে।

২) রাজ পদ প্রাপ্ত করার জন্য জ্ঞান আর যোগের সাথে সাথে নিজ সম করে তোলার সার্ভিসও করতে হবে। নিজের দৃষ্টি খুবই শুদ্ধ রাখতে হবে।

বরদান:- নাম আর মানের ত্যাগ দ্বারা সকলের ভালোবাসা প্রাপ্তকারী বিশ্বের ভাগ্য বিধাতা ভব*
যে'রকম বাবাকে নাম রূপের থেকে পৃথক বলা হয়, কিন্তু সবচেয়ে বেশী নামের মহিমা সুখ্যাত শুধু বাবার, সেরকমই তুমিও অল্প সময়ের নাম আর মানের দ্বারা পৃথক হও, তাহলে সর্ব কালের জন্য স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে সকলের প্রিয় হয়ে যাবে। যারা নাম-মানের ভিখিরীপানা ত্যাগ করে, তারা বিশ্বের ভাগ্য বিধাতা হয়ে যাবে। কর্মের ফল স্বতঃতই তোমার সামনে আসবে, সেইজন্য অল্পকালের ইচ্ছা মাত্রম্ অবিদ্যা হও। কাঁচা ফল খেও না, ওসবের ত্যাগ করলে ভাগ্য তোমাদের পিছন পিছন আসবে।

শ্লোগান:- পরমাত্ম বাবার বাচ্চা হলে, বুদ্ধি রূপী পা সর্বদা সিংহাসনে আসীন যেন থাকে*

''বাপদাদার আশা - সম্পূর্ণ আর সম্পন্ন হও''

আজ বিশেষ দূরদেশবাসী দূরদেশ নিবাসী বাচ্চাদের সাথে দেখা করতে এসেছেন। এতদূর থেকে মিলিত হতে এসেছেন। এত দূর থেকে কোন্ গভীর ভালোবাসার সাথে আসেন ? বাপদাদা, বাচ্চাদের আন্তরিক ভালবাসার কথা জানেন। একদিকে মিলনের জন্য তোমাদের হৃদয়ের গভীর ব্যকুলতা, অন্যদিকে বাবার সাথে মিলিত হওয়ার জন্য ধৈর্যও রয়েছে তোমাদের। সেইজন্য এই ধৈর্যের ফলই বিশেষ ভাবে দেওয়ার জন্য এসেছি। বিশেষতঃ দেখা করবার জন্যই এসেছি। সকল ডবল বিদেশী বাচ্চাদের স্নেহের সংকল্প, হৃদয়ে মিলনের উচ্ছ্বাস সব সময় বাপদাদা দেখতে এবং শুনতে পান। সুদূরে বসেও স্নেহের কারণেই অতি নিকটে রয়েছেন। বাপদাদা সব সময় দেখতে থাকেন যে, কীভাবে রাত রাত জেগে বাচ্চারা দৃষ্টি আর ভাইব্রেশনের দ্বারা স্নেহ আর শক্তি ক্যাচ করতে থাকে। আজ বিশেষ কোনো মুরলী চালাতে আসেননি। মুরলী তো অনেক শুনেছ ; এখন তো বাপদাদা এই বছরে বিশেষ ভাবে প্রত্যক্ষ স্বরূপ, বাপদাদার স্নেহের প্রমাণ স্বরূপ, সম্পূর্ণ আর সম্পন্ন হওয়ার সমীপতার স্বরূপ, শ্রেষ্ঠ সংকল্প, শ্রেষ্ঠ বানী, শ্রেষ্ঠ কর্ম, শ্রেষ্ঠ সম্বন্ধ আর সম্পর্ক এমন শ্রেষ্ঠ স্বরূপ দেখতে চান। যা যা শুনেছ, শুনতে শুনতে স্বরূপ হয়ে ওঠা - এই সমানতাই দেখতে চান। প্র্যাকটিকাল পরিবর্তনের শ্রেষ্ঠ সমারোহ দেখতে চাইছেন। এই বছর সিলভার জুবিলি, গোল্ডেন জুবিলি তো উদযাপন করলে এবং আরো উদযাপন করবে। কিন্তু বাপদাদা সত্যিকারের দাগহীন, অমূল্য হীরের হার বানাতে চান। এমন এক একটি হীরে অমূল্য ঝলমলে উজ্জ্বল হবে, তার লাইট মাইটের ঔজ্জ্বল্য কেবল এই সীমিত জগতেই প্রসারিত হবে না, অসীম অনন্তকেও ছুঁয়ে যাবে। বাপদাদা বাচ্চাদের এই জাগতিক সংকল্প, জাগতিক বোল, জাগতিক সেবা, জাগতিক সম্বন্ধকে দীর্ঘ সময় ধরে দেখলেন। কিন্তু এখন তিনি অসীম জগতের পিতা, অতএব এখন অসীম জগতের সেবা আবশ্যিক। ওঁনার সামনে এই প্রদীপের আলো তুলনাতেই আসে না। এখন লাইট হাউস, মাইট হতে হবে। দৃষ্টি থাকুক অসীমের দিকে। সৃষ্টি পরিবর্তনের এত বড় কার্য অল্প সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে। অতএব, গতি ও বিধিও অসীমের জন্যই দ্রুততার চাই।

তোমাদের বৃত্তির (মনোভাব) মাধ্যমে দেশ-বিদেশের বায়ুমণ্ডলে এই একটাই আওয়াজ যেন মুখরিত হয় যে, অসীম জগতের মালিক, বিশ্বের মালিক, অসীম জগতের রাজ্য অধিকারী, অসীম জগতের সত্যিকারের সেবাধারী আমাদের দেব আত্মারা এসে গেছেন। এখন এই অসীম জগতের এই একটাই আওয়াজ দেশে-বিদেশে যেন মুখরিত হয়ে ওঠে। তখনই সম্পূর্ণতা এবং সমাপ্তি অনুভূত হবে। বুঝেছো তোমরা ? আচ্ছা।

চতুর্দিকের শ্রেষ্ঠ ভাবনা, শ্রেষ্ঠ কামনা পূরণকারী, ফরিস্তা তথা দেবতা আত্মাদেরকে, সদা উচ্চ স্থিতিতে স্থিত থাকা লাইট-হাউস মাইট-হাউস আত্মাদেরকে, বাপদাদার সূক্ষ্ম ইশারা গুলিকে অনুধাবনকারী, বিশাল-বুদ্ধি বাচ্চাদেরকে বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর নমস্কার।

দেশ - বিদেশের সকল বাচ্চাদের প্রতি বাপদাদা সন্দেশ (বার্তা) রূপে স্মরণের স্নেহ-সুমন দিয়েছেন

চতুর্দিকের স্নেহী সহযোগী এবং শক্তিশালী বাচ্চাদের রকমারি উম্মীমালার পত্র দেখে বাপদাদা স্নেহের সাগরে একাকার হয়ে গেলেন। সকলের বিভিন্ন উর্মি তাদের নিজ নিজ উৎসাহ - উদ্দীপনা অনুসারে অবশ্যই শ্রেষ্ঠ আর বাপদাদা সেই সব উম্মীমালাকে দেখে প্রফুল্লিত হন। তাদের উৎসাহও বেশ ভালো এবং প্ল্যানও বেশ ভালো। এখন প্র্যাকটিকালের মার্কস বাপদাদার থেকে নিতে হবে আর ভবিষ্যতের খাতা জমা করতে হবে। এই সময় বাপদাদা সব বাচ্চাদের প্র্যাকটিকাল কোর্সের মার্কস নোট করে রাখছেন। আর এই বছরে বিশেষ করে প্র্যাকটিকাল কোর্স এবং প্র্যাকটিকাল কোর্সের অতিরিক্ত মার্কস নিতে হবে। সেইজন্য যে যে ইশারা সময়ে সময়ে পেয়েছ, সেই ইশারা গুলিকে প্রত্যেকে তাকে 'আমার জন্যই দেওয়া' মনে করে যদি প্র্যাকটিকালে নিয়ে আসো, তবে নম্বর ওয়ান হতে পারবে। বিদেশের কিস্বা দেশের যে সব বাচ্চারা দূরে বসেও যাদের সমীপ স্নেহের অনুভূতি হয় এবং সদাই উৎসাহ উদ্দীপনায় থাকে, কিছু করে দেখাতে চায় - এটা করি, এইভাবে করি, এমন উদ্দীপনায় থাকে, এখন অসীম জগতের সেবার জীবন্ত প্রমাণ হয়ে উদ্দীপনাকে প্র্যাকটিকালে নিয়ে আসার তাদের কাছে বিশেষ সুযোগ রয়েছে। সেইজন্য উড়তি কলার রেস করো। স্মরণে, সেবাতে, দিব্য গুণের প্রতিমূর্তি হওয়াতে, তার সাথে সাথে জ্ঞান স্বরূপ হয়ে জ্ঞান চর্চা করতে - এই চারটি সাবজেক্টে উড়তি কলার রেসে বিশেষ ভাবে

নশ্বর নেওয়ার সুযোগ রয়েছে এই বছরে। এই বিশেষ সুযোগ নিয়ে নাও। নতুন জিনিস অনুভব করো। নবীনত্বকে পছন্দ করো, তাই না ! তাই এই নতুনত্বটি করে নশ্বর নিয়ে নিতে পারো। এখন এই বছরে এক্সট্রা রেসের এক্সট্রা মার্কস রয়েছে। সময় এক্সট্রা পেয়েছ। পুরুষার্থ অনুসারে প্রালব্ধ তো সব সময়ই পাও। কিন্তু এই বছর বিশেষ এক্সট্রা মার্কস রয়েছে। সেইজন্য উড়তি কলার অনুভাবী হয়ে নিজেও এগিয়ে যাও, অন্যদেরকেও এগিয়ে নিয়ে যাও। বাবা সকল বাচ্চাদের গলায় তাঁর বাহুর মালা পরিয়ে দিচ্ছেন। হৃদয়কে বিশাল করে নিলে সাকারে এখানে পৌঁছানোও সহজ হয়ে যাবে। যেখানেই উদার হৃদয় রয়েছে, ধনও সেখানে স্বাভাবিক ভাবেই পৌঁছে যায়। হৃদয় তখন কোথা থেকে কোথা ঠিক নিয়ে আসে। সেইজন্য অন্তর চাইছে অথচ ধন নেই, এ'কথা বাপদাদা মানবেন না। যে অন্তর থেকে চাইবে, কোনো না কোনো ভাবেই তার টাচিং হবে আর তারা এখানে পৌঁছে যাবে। পরিশ্রমের পয়সা হবে। পরিশ্রমের পয়সা হলে, পরিশ্রমের অর্থ পদমণ্ডল লাভ প্রদান করবে। কারণ বাবার স্মরণে থেকে করা উপার্জন যে। অতএব স্মরণের খাতায় জমা হয়ে যায় এবং পৌঁছেও যায়। আচ্ছা - সকলে নিজ নিজ নাম এবং বিশেষত্বের দ্বারা বাহুর মালা সহ তোমরা স্মরণের স্নেহ-সুমন স্বীকার করো।

সিলভার জুবিলিতে আগত টিচার্স বোনেদের প্রতি অব্যক্ত মহাবাক্য

সকলে সিলভার জুবিলি উদযাপন করলে ? হতে তো হবে গোল্ডেন এজেড, সিলভার তো নয়, তাই না ! গোল্ডেন এজেড হওয়ার জন্য এই বছর কী প্ল্যান বানিয়েছ ? সেবার প্ল্যান তো বানিয়েই থাকো, কিন্তু স্ব পরিবর্তন আর অসীম জগতের পরিবর্তন - তার জন্য কী প্ল্যান বানিয়েছ ? সেটা তো নিজ নিজ স্থানের প্ল্যান বানিয়ে থাকো, আমরা এটা এটা করব। কিন্তু তোমরা হলে আদি থেকে নিমিত্ত, তাই তোমরা হলে অসীম জগতের প্ল্যান প্রস্তুতকারক। সেই সময় বুদ্ধিতে উদিত হয় যে, আমাদেরকে এত বড় বিশ্বের কল্যাণ করতে হবে ? এই ভাবনা ইমার্জ হয় ? নাকি ভাবো এটা যার কাজ তিনিই জানেন ! কখনো অসীম জগতের বিষয়ে খেয়াল যায় ? নাকি নিজের স্থানের দিকেই খেয়াল যায় ? তোমাদের নামই হল বিশ্ব কল্যাণকারী, অমুক স্থানের কল্যাণকারী তো বলা হয় না। অসীম জগতের সেবার কী সংকল্প চলছে ? অসীম জগতের মালিক হতে হবে না ! স্টেটের মালিক তো হবে না, তাই না ! সেবাধারী নিমিত্ত আমাদের মধ্যে যখন এই উন্নীত তরঙ্গায়িত হবে, তখন অন্যদের মধ্যেও জাগবে। যদি তোমাদের মধ্যে এই উন্নীত না খেলে, তবে অন্যদের মধ্যেও তা আসবে না। তাই সর্বদা নিজেকে অসীম জগতের অধিকারী মনে করে অসীম জগতের প্ল্যান বানাও। প্রথম মুখ্য বিষয় হল - কোনো প্রকারের সীমিত জাগতিক বন্ধনে আবদ্ধ নও তো ! বন্ধন-মুক্তই অসীম জগতের সেবাতে সফল হবে। এখানেই সেটা প্রত্যক্ষ হতে চলেছে এবং হতে থাকবে। অতএব এই বছরে কোন্ বিশেষত্ব দেখাবে ? দূত সংকল্প তো প্রত্যেক বছরই করে থাকো। যখনই এই রকমের কোনো সুযোগ আসে, তাতেও তোমরা দূত সংকল্প তো নিজেরাও করে থাকে আর অন্যদেরকে করাও। তাই দূত সংকল্প গ্রহণ করাও কমন হয়ে গেছে। বলার সময় বলছো দূত সংকল্প, কিন্তু গিয়ে দাঁড়ায় সংকল্পে। যদি দূত হত, তবে আবার নিতে হত না। দূত সংকল্প, এই শব্দও এখন কমন হয়ে গেছে। এখন কোনো কাজ যখন করো, তখন বলার জন্য বলে থাকো যে, হ্যাঁ, দূত সংকল্প করছি। তাই এখন এমন কোনো নতুন উপায় বের করো যাতে যেটা ভাবছো সেটাই করছো, এরূপ সমান হবে। প্ল্যান আর প্র্যাকটিকাল দুটোই যেন একসাথে হয়। প্ল্যান তো অনেক রয়েছে, কিন্তু প্র্যাকটিকালে সমস্যা যেমন চলে আসে, তেমনই পরিশ্রমও অনেক লাগে। অনেক কিছুই সম্মুখীনও হতে হয়। সে সব তো হবেও আর হতেও থাকবে। কিন্তু লক্ষ্য যদি ঠিক থাকে, তবে প্র্যাকটিকালে সদা এগিয়ে যেতে থাকবে। এখন এমন প্ল্যান বানাও, যার দ্বারা কোনো নবীনত্ব প্রতিভাত হয়। নিলে প্রতি বছর সকলে সমবেত তো হচ্ছে, তোমরাই বলো যে, যেমন তেমনই রয়ে গেছে। পরস্পর পরস্পরকে সেই একই রকম ভাবে দেখতে থাকো। কিছুই মনের মতন হয় না। যতটা চাও, ততটা হয় না। সেটা কীভাবে সম্ভব করবে ? এর জন্যই বলা হয়ে থাকে, "যে (লক্ষ্যকে) অর্জন করে, সে-ই অর্জন"। একজনও যদি নিমিত্ত হয়ে যায় তবে অন্যদের মধ্যেও উৎসাহ উদ্দীপনার সঞ্চার হয়ে যায়। তাই, এই যে এত সংখ্যক তোমরা একসাথে জড়ো হয়েছ, এখন এমন কোনো প্র্যাকটিকালে করার মতো প্ল্যান বানাও। থিওরির পেপারও থাকে আবার প্র্যাকটিকালেরও হয়ে থাকে। এটা সত্য যে, আদি থেকে যারা নিমিত্ত হয়েছেন, তাঁদের ভাগ্য তো অবশ্যই শ্রেষ্ঠ। এখন নতুন কী করবে ?

এর জন্য বিশেষ অ্যাটেনশন - যে কোনো কাজ করবার পূর্বে এটাই লক্ষ্য রাখো যে, আমাকে নিজেকে সম্পন্ন বানিয়ে অন্যদের কাছে অনুকরণ যোগ্য (স্যাম্পল) হয়ে উঠতে হবে। কিন্তু হয় কি, সংগঠনে থাকার সুবিধা যেমন রয়েছে, তেমনি ক্ষতিও হয়ে যায়। সংগঠনে একজন অপরজনকে দেখে আলস্য ভাব এসে যায় আবার সংগঠনে একজন অপরজনকে দেখে উৎসাহ উদ্দীপনাও বেড়ে যায়। তাই দুটোই হয়। তাই সংগঠনকে আলস্যের দিক দিয়ে দেখবে না। সংগঠনে আলস্যের কারণে অনেক ক্ষতি হয়ে যায়। সংগঠন থেকে শ্রেষ্ঠ হওয়ার সহযোগ নেওয়া সেটা হল অন্য বিষয়। যদি লক্ষ্য এটা থাকে

যে, আমাকে করতে হবে, আমাকে নিজেকে করে অন্যদেরকে দেখাতে হবে - তাহলেই উৎসাহ আসবে নিজে করারও এবং অন্যদেরকে দিয়ে করানোরও। আর এই লক্ষ্যকেই বারবার ইমার্জ করো (মনের সামনে নিয়ে আসা)। কিন্তু যদি সাধারণ ভাবে লক্ষ্য রাখো, তাহলে সেটা আবার মনের আড়ালে চলে যাবে (মার্জ হয়ে যাবে)। সেই কারণেই তা প্র্যাকটিকাল হয় না। তাই লক্ষ্যকে মাঝে মাঝেই ইমার্জ করো। লক্ষ্য আর লক্ষণও বারেবারে মিলিয়ে নাও। তখনই শক্তিশালী হয়ে উঠবে। নইলে সাধারণই থেকে যাবে। এইবার এ'বছরে প্রত্যেকে এটাই ভাবো যে - "আমাকে সিম্পল আর স্যাম্পল হতে হবে"। এই সেবার প্রবৃত্তি তো বৃদ্ধি পেতেই থাকবে, কিন্তু এই প্রবৃত্তি যেন বিঘ্ন রূপ হয়ে না ওঠে। উল্লতিতে যদি বিঘ্ন রূপ হয়ে ওঠে, তবে তাকে সেবা বলা যাবে না। আচ্ছা, এটা তো বেশ বড়ই ঝাঁক (গ্রুপ) ; একটা ছোট অ্যাটম বস্তুও যদি কামাল করে দেখাতে পারে, এই এত এত আত্মিক বস্তু তবে কিই না করতে পারে। তোমরাই তো স্টেজে আসবে, তাই তো ? গোল্ডেন জুবিলির যারা তারা তো হল ব্যাকবোন। কিন্তু প্র্যাকটিকালে তো আসতে হবে তোমাদেরকেই। এখন এমন কিছু করে দেখাও - যেমন গোল্ডেন জুবিলির নিমিত্ত আত্মাদের স্নেহের সংগঠন প্রত্যক্ষভূত হয় আর সেই সংগঠন প্রত্যক্ষ ফলও দেখিয়েছে, তা হল সেবার বৃদ্ধি এবং সেবায় সফলতা। তোমরাও অনুরূপ একটি সংগঠন বানাও, যা কিনা হবে কেল্লার মতো। যেকোনো গোল্ডেন জুবিলির নিমিত্ত দিদিরা এবং দাদীরা যারাই রয়েছেন, তারা যেমন স্নেহ আর সংগঠনের শক্তির প্রত্যক্ষ ফল দেখিয়েছেন, সেইরূপ তোমরাও প্রত্যক্ষ ফল দেখাও। অতএব, একে অপরের সমীপে আসার জন্য সমতার প্রয়োজন। সংস্কারের ভিন্নতা তো আছে এবং তা থাকবেও। এখন জগদম্ভার দিকে আর ব্রহ্মার দিকে ফিরে তাকাও, সংস্কার তো ভিন্ন হবেই। এখন নিমিত্ত দাদী, দিদিরা যারাই রয়েছেন, সংস্কার সকলের একরূপ নয়, তত্বসত্ত্বেও সংস্কারের মিলন - স্নেহের সেই নিদর্শন তারা রেখেছেন। এমন মনে ক'রো না যে, সংস্কারের মিলন ঘটলে তবেই সংগঠনের নির্মাণ হবে, না তা নয়। সংস্কারের মিলন হলে স্বাভাবিকভাবেই সংগঠন মজবুত হয়েই যায়। আচ্ছা, এও হয়েই যাবে। সেবা একটাই, কিন্তু নিমিত্ত হওয়া, নিমিত্ত ভাব রেখে চলা, বিশেষত্ব হল এটাই। এই সীমাবদ্ধতা থেকে বেরোতে হবে, তাই না ! এর কারণেই তো তোমরা ভেবেছ না - সবাইকে পরিবর্তন করতে হবে ! এক সেন্টারের ভাইবোনেদের অন্য সেন্টারেও যাওয়া উচিত। সবাই তার জন্য প্রস্তুত ? প্রস্তুত থাকলে অর্ডার রের করা হবে। তোমাদের হ্যান্ডস আপ তাই তো ? বদলানোতে লাভও রয়েছে। এই বছরে এই নতুন জিনিসটাই করা হোক না ! নষ্টমোহ তো হতেই হবে। যখন ত্যাগী তপস্বী হয়ে গেছ, তবে এ আর কী জিনিস ! ত্যাগই হল ভাগ্য। তো ভাগ্যের সামনে এ আর কী ত্যাগ। যারা এগিয়ে এসে করে, তারা ধন্যবাদের পাত্র হয়ে যায়। তোমরা সবাই হলে বাহাদুর। বদলি মানাই বদলি। যাকে ইচ্ছে করতে পারো। সাহস যদি থাকে, তবে আর সমস্যা কী ! আচ্ছা, এই বছরে তবে এই নবীনত্ব করা হবে। পছন্দ তো তোমাদের ? যারা এভাররেডির পাঠ প্রথম থেকে পড়েছে, তাদের ভিতরে ভিতরে এই বল পূর্ণ ভাবে ভরা থাকে। যে কোনো আঙা পালন করবার বল স্বতঃতই চলে আসে। সেই কারণে আঙাকারী হওয়ার বল তারা পেয়ে যায়। আচ্ছা - সদা তোমাদের শ্রেষ্ঠ ভাগ্য রয়েছে আর ভাগ্যের কারণে সহযোগ প্রাপ্ত তো হতেই থাকবে। বুঝেছো !

২) সেবা বর্তমান আর ভবিষ্যৎ উভয়কেই শ্রেষ্ঠ বানায়। সেবার বল কম নয়। স্মরণ আর সেবা, দুয়েরই ব্যালেন্স চাই। তখন সেবা উল্লতির অনুভব করাবে। স্মরণে থেকে সেবা করা যেন ন্যাচারাল হয়ে যায়। ব্রাহ্মণ জীবনের নেচার কী ? স্মরণে থাকা। ব্রাহ্মণ জন্ম নেওয়া অর্থাৎ স্মরণের বন্ধনে বেঁধে যাওয়া। লৌকিক ব্রাহ্মণদের যেমন কোনো না কোনো চিহ্ন থাকে, তেমনই এই ব্রাহ্মণ জীবনের চিহ্ন হল স্মরণ। স্মরণে থাকাটাই যেন ন্যাচারাল হয়, তার জন্য স্মরণ আলাদা আর সেবা আলাদা করলাম, একেবারেই নয়। দুটোই যেন একসাথে হয়। এত সময় কোথায় যে স্মরণ আলাদা করে করবে, সেবা আলাদা করবে। সেইজন্য স্মরণ আর সেবা সর্বদা একসাথেই রয়েছে। এতেই অনুভাবীও হতে হবে আর সফলতাও প্রাপ্ত করতে হবে। আচ্ছা।

বরদান:- কর্মের গতিকে জেনে গতি-সঙ্গতির ফয়সলা করতে সমর্থ মাস্টার দুঃখ হর্তা সুখ কর্তা ভব*
এখনও পর্যন্ত নিজের জীবনের কাহিনী দেখতে এবং শুনতে বিজি থেকে না। বরং প্রত্যেকের কর্মের গতিকে জেনে গতি সঙ্গতি প্রদানের ফয়সলা করো। মাস্টার দুঃখ হর্তা সুখ কর্তার ভূমিকা পালন করো। তোমার রচনার দুঃখের অশান্তির সমস্যা গুলির সমাপ্তি করো, তাদেরকে মহাদান আর বরদান দাও। তুমি নিজে কোনো ফেসিলিটি (সুবিধা) নিতে যাবে না, বরং দাতা হয়ে অন্যদেরকে দাও। যদি স্যালভেশনের আধারে নিজের উল্লতি কিম্বা সেবায় সাময়িক সফলতা প্রাপ্তি হয়েও যায়, তবুও আজ যদি মহান হও, অচিরেই সেই মহানতার পিপাসু আত্মা হয়ে যাবে।

স্লোগান:- অনুভূতি না হওয়া হল যুদ্ধের স্টেজ, যোগী হও যোদ্ধা নয়।*

*"মিষ্টি বাচ্চারা -- তোমাদের এই স্মৃতি ফিরে এসেছে যে, আমরা ৮৪ জন্মের চক্র পূর্ণ করেছি, এখন ফিরে যাচ্ছি
নিজেদের ঘর শান্তিধামে, ঘরে ফেরার আর অল্পসময় বাকি রয়েছে"*

প্রশ্নঃ - যেসকল বাচ্চাদের ঘরে ফেরার স্মৃতি থাকে, তাদের চিহ্ন বা নিশান কি হবে ?

উত্তরঃ - তারা এই পুরানো দুনিয়াকে দেখেও দেখবে না। তাদের মধ্যে অসীম জগতের বৈরাগ্য আসবে, কাজ-কর্ম বা ব্যবসাদির মধ্যে থেকেও হান্কা থাকবে। এদিক-ওদিকের পরনিন্দা-পরচর্চায় নিজেদের সময় নষ্ট করবে না। নিজেদেরকে এই দুনিয়ায় অতিথি হিসাবে মনে করবে।

ওম্ শান্তি । কেবলমাত্র তোমরা অর্থাৎ সঙ্গমযুগীয় ব্রাহ্মণ বাচ্চারাই জানো যে, আমরা এখন অতি স্বল্পসময়ের জন্য এই পুরানো দুনিয়ার অতিথি। তোমাদের সত্যিকারের ঘর হলো শান্তিধাম। একেই মানুষ অত্যন্ত স্মরণ করে, তাতে মনে শান্তি প্রাপ্ত হয়। কিন্তু মন কি ? শান্তি কি ? এসব আমরা কোথা থেকে পাবো, কিছুই বোঝে না। তোমরা জানো যে, এখন ঘরে ফিরে যাওয়ার জন্য অল্পসময় বাকি রয়েছে। সমগ্র দুনিয়ার মানুষ নব্বয়ের ক্রমানুসারে সেখানে যাবে। ওটা হলো শান্তিধাম আর এটা হলো দুঃখধাম। একে স্মরণ করা তো সহজ, তাই না ! কেউ বৃদ্ধ হোক বা যুবক একে তো স্মরণ করতেই পারো, তাই না! এতে সৃষ্টির সমগ্র জ্ঞানই চলে আসে। সবকিছু বিশদভাবে (ডিটেলে) বুদ্ধিতে চলে আসে। এখন তোমরা সঙ্গমযুগে বসে রয়েছে, একথা তো বুদ্ধিতে রয়েছে যে, ড্রামা প্ল্যান অনুসারে আমরা এখন শান্তিধামে যাচ্ছি। একথা বুদ্ধিতে থাকলে তোমাদের খুশী বজায় থাকবে, স্মৃতি থাকবে। আমাদের নিজেদের ৮৪ জন্মের স্মৃতি ফিরে এসেছে। ওই ভক্তিমার্গ হলো আলাদা, এ হলো জ্ঞানমার্গের কথা। বাবা বোঝাচ্ছেন -- মিষ্টি বাচ্চারা, এখন নিজেদের ঘর স্মরণে আসে ? কতকিছু শুনতে থাকো, এত অজস্র কথা শুনেছো। একমাত্র এই যে, এখন আমরা যাবো শান্তিধাম, পুনরায় সুখধামে আসবো। বাবা এসেছেন পবিত্র দুনিয়ায় নিয়ে যেতে। সুখধামেও আত্মারা সুখ এবং শান্তিতে থাকে। শান্তিধামে শুধুই শান্তি, এখানে তো খুবই গন্ডোগোল, তাই না! এখানে মধুবন থেকে তোমরা যখন নিজেদের ঘরে যাবে তখন বুদ্ধি পরনিন্দা-পরচর্চা, নিজেদের কাজ-কর্মাদির দিকে চলে যাবে। এখানে তো সেসব ঝঞ্জাট নেই। তোমরা জানো যে, আমরা অর্থাৎ আত্মারা হলাম শান্তিধাম-নিবাসী। এখানে আমরা নিজ ভূমিকা পালনকারী (পার্টধারী), আর কেউই জানে না যে, কিভাবে আমরা পার্টধারী হয়েছি ? বাচ্চারা, তোমাদেরকেই বাবা এসে পড়ান, কোটিতে কেউ-ই(অতি বিরল কেউ) পড়ে। সকলেই তো পড়বে না। তোমরা এখন কত সমঝদার হয়ে গেছো, পূর্বে অবুঝ ছিলে। দেখো, এখন কত লড়াই-ঝগড়াই হয়, একে কি বলবে ? আমরা পরস্পর ভাই-ভাই, তারা একথা ভুলে গেছে। ভাই ভাইকে কখনো হত্যা করে কী ? হ্যাঁ, হত্যা করে শুধু ঐশ্বর্য প্রাপ্তির জন্য। তোমরা এখন জানো, আমরা সকলে এক পিতার সন্তান ভাই-ভাই। তোমরা প্র্যাকটিক্যালি জানো যে, আমাদের আত্মাদের বাবা এসে পড়ান। ৫ হাজার বছর পূর্বের মতন আমাদের পড়ান, কারণ তিনি জ্ঞানের সাগর, আর কেউই এই পড়া জানে না। বাচ্চারা, একথা তোমরাই জানো যে, বাবা-ই স্বর্গের রচয়িতা। সৃষ্টির রচয়িতা বলবে না। সৃষ্টি তো অনাদি। স্বর্গের রচয়িতা বলবে, ওখানে আর কোনো ভুখন্ড ছিল না। এখানে তো অনেক ভুখন্ড । কোন এক সময় ছিল তখন এক ধর্ম ছিল, এক ভুখন্ড ছিল। পরে অন্যান্য ধর্ম এসেছে।

এখন বুদ্ধিতে বসেছে যে, অন্যান্য ধর্ম কিভাবে আসে। সর্বপ্রথমে আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্ম আসে, এখানেও সনাতন ধর্ম বলা হয়ে থাকে। কিন্তু অর্থ তো কিছুই বোঝে না। তোমরা সকলেই আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্মের, শুধু অপবিত্র হয়ে গেছো। সত্যপ্রধান থেকে সত্যঃ-রজঃ-তমঃ হয়ে গেছো। তোমরা জানো যে, আমরা আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্মের, অত্যন্ত পবিত্র ছিলাম, এখন পতিত হয়ে গেছি। তোমরা বাবার থেকে পবিত্র দুনিয়ার মালিক হওয়ার উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করেছিলে। তোমরা জানো যে, আমরা সর্বপ্রথম পবিত্র গৃহস্থ ধর্মে ছিলাম, ড্রামা প্ল্যান অনুসারে এখন রাবণ-রাজ্যে আমরা পতিত প্রবৃত্তিমার্গীয় হয়ে গেছি। তোমরাই ডাকো --- হে পতিত-পাবন, আমাদের সুখধামে নিয়ে চলো। এ তো কালকের কথা। কাল তোমরা পবিত্র ছিলে, আজ অপবিত্র হয়ে আমাদের ডাকছে। আত্মা অপবিত্র হয়ে গেছে। আত্মাই আহ্বান করে যে, বাবা এসে আমাদের পুনরায় পবিত্র করো। বাবা বলেন, এখন এই অন্তিমজন্মে পবিত্র হও পুনরায় তোমরা ২১ জন্মের জন্য অত্যন্ত সুখী হয়ে যাবে। বাবা অতি ভাল-ভাল কথা শোনান। খারাপ জিনিস(অভ্যাস) ত্যাগ করান, তোমরা দেবতা ছিলে, তাই না! এখন পুনরায় হতে হবে, পবিত্র হও। কত সহজ, উপার্জন অনেক বৃহৎ। বাচ্চারা, তোমাদের বুদ্ধিতে এখন শিববাবা এসেছেন, প্রতি ৫ হাজার বছর পর আসেন। পুরানো দুনিয়া থেকে নতুন অবশ্যই হয়। একথা আর কেউ বলতে

পারে না। শাস্ত্রে কলিযুগের আয়ু অতি দীর্ঘ করে দিয়েছে। এ সবই ড্রামায় নির্ধারিত।

বাচ্চারা, এখন তোমরা পাপ থেকে মুক্ত হওয়ার পুরুষার্থ করো। ধ্যান রেখো যেন আর কোনো পাপ না হয়ে যায়। দেহ-অভিমাণে এলেই পুনরায় আরো বিকার আসে, যারফলে পাপ হয় তাই ভূতগুলিকে তাড়িয়ে দিতে হয়। এই দুনিয়ার কোনো বস্তুর প্রতি যেন মোহ না থাকে। এই পুরানো দুনিয়ার প্রতি যেন বৈরাগ্য আসে। অবশ্যই দেখো যে, যদিও পুরানো ঘরে রয়েছো কিন্তু বুদ্ধি নতুন ঘরের দিকেই নিবদ্ধ রয়েছে। যখন নতুন ঘরে যাবে তখন নতুনকেই দেখবে। যতক্ষণ না পর্যন্ত পুরানো ঘর শেষ হয়ে যাচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত দৃষ্টি দ্বারা পুরানোকে দেখেও স্মরণ নতুনকেই করতে হবে। এমন কোনো কর্ম করা উচিত নয় যাতে পরে অনুতাপ করতে হয়। আজ অমুককে দুঃখ দিয়েছি, এই পাপকর্ম করেছি, বাবার কাছে জিজ্ঞাসা করতে পারো যে, বাবা এটা কি পাপ ? অনুতাপ কেন করবে। জিজ্ঞাসা না করলে অনুতাপ করতে থাকবে। বাবাকে জিজ্ঞাসা করলে বাবা তৎক্ষণাৎ তা হাঙ্কা করে দেবে। তোমরা অনেক ভারী হয়ে গেছো। পাপের বোঝা অনেক ভারী হয়। পুনরায় ২১ জন্ম পাপ থেকে হাঙ্কা হয়ে যাবে। মাথায় জন্ম-জন্মান্তরের বোঝা রয়েছে। যত স্মরণে থাকবে ততই হাঙ্কা হতে থাকবে। খাদ নির্গত হতে থাকবে আর খুশীর (পারদ) চড়তে থাকবে। সত্যযুগে তোমরা অপার খুশীতে ছিলে, পুনরায় কম হতে-হতে তোমাদের সমস্ত খুশী হারিয়ে গেছে। সত্যযুগ থেকে নিয়ে কলিযুগ পর্যন্ত এই যাত্রায় ৫ হাজার বছর লেগে গেছে। স্বর্গ থেকে নরক গমনের যাত্রায় তোমরা এখন জেনেছো যে, আমরা স্বর্গ থেকে নরকে কীভাবে এসেছি। এখন পুনরায় তোমরা নরক থেকে স্বর্গে যাচ্ছো। এক সেকেন্ডে জীবনমুক্তি। বাবাকে চিনেছো। বাবা যখন এসেছেন তখন অবশ্যই আমাদের স্বর্গে নিয়ে যাবেন। বাচ্চার জন্ম হয়েছে আর উত্তরাধিকারের মালিক হয়ে গেছে। বাবার হয়ে গেলে তো আবার নেশা চড়ে যাওয়া উচিত, তাই না! নেশা নেমে যাওয়া কি উচিত! তোমরা তো বড়, তাই না! অসীম জগতের পিতার সন্তান হয়েছো তাই অসীম জগতের রাজধানীর উপর তোমাদের অধিকার রয়েছে, তাই গায়নও রয়েছে --- অতীন্দ্রিয় সুখের কথা জানতে হলে গোপী-বল্লভের গোপ-গোপিনীদের জিজ্ঞাসা করো। বল্লভ হলেন বাবা, ওঁনাকে জিজ্ঞাসা করো। পুরুষার্থের নশ্বরের ক্রমানুসারেই খুশীর পারদ চড়তে থাকবে। কেউ তো অতি শীঘ্রই (অন্যদের) নিজ-সম করে দেবে। বাচ্চাদের কাজই এই, সবকিছু ভুলিয়ে নিজেদের রাজধানীকে স্মরণ করানো।

তোমরা স্বর্গের মালিক ছিলে। এখন কলিযুগ, পুরানো দুনিয়া পুনরায় নতুন দুনিয়া হবে। বাচ্চারা, এখন তোমাদের বুদ্ধিতে রয়েছে যে, প্রতি ৫ হাজার বছর পর বাবা ভারতেই আসেন। ওঁনার জন্মদিনও(জয়ন্তী) পালন করা হয়। তোমরা জানো যে, বাবা এসে আমাদের রাজধানী স্থাপন করে দিয়ে যান, পুনরায় স্মরণ করার প্রয়োজনই পড়ে না। পুনরায় ভক্তি যখন শুরু হয় তখন স্মরণ করে। আত্মা সুখ-শান্তি অনুভব করেছে তবেই তো বাবাকে স্মরণ করে বলে, বাবা পুনরায় এসে আমাদের শান্তিধাম, সুখধামে নিয়ে চলো। বাচ্চারা এখন তোমরা জানো, তিনি আমাদের পিতাও, শিক্ষকও, সঙ্গীও। সৃষ্টির আদি-মধ্য-অন্তের চক্র, ৮৪ জন্মের জ্ঞান তোমাদের বুদ্ধিতে রয়েছে। অগণিতবার ৮৪ জন্ম নিয়েছো এবং নিতে থাকবে। এর অন্ত কখনো হয় না। তোমাদের বুদ্ধিতেই এই চক্র রয়েছে, প্রতিমুহূর্তে স্বদর্শন-চক্র স্মরণে আসা উচিত। এই হলো 'মল্লনাভব'। যত বাবাকে স্মরণ করবে ততই পাপ ভস্মীভূত হবে।

তোমরা যখন কর্মাতীত অবস্থার সমীপে পৌঁছে যাবে তখন তোমাদের দ্বারা কোনো বিকর্ম হবে না। এখন অল্প-স্বল্প বিকর্ম হয়ে যায়। সম্পূর্ণ কর্মাতীত অবস্থা এখন হয়েছে কি, না হয় নি। এই বাবাও(ব্রহ্মা) তোমাদের মতন স্টুডেন্ট। পড়ায় শিববাবা। যদিও এঁনার মধ্যে প্রবেশ করেন তথাপি ইনিও স্টুডেন্ট। এ হলো নতুন-নতুন কথা। এখন শুধু তোমরা বাবাকে আর সৃষ্টি-চক্রকে স্মরণ করো। ওটা হলো ভক্তিমার্গ, এটা হলো জ্ঞানমার্গ। রাত-দিনের পার্থক্য। ওখানে কত কাসর-ঘন্টা দি বাজানো হয়। এখানে শুধু স্মরণে থাকতে হয়। আত্মা তো অমর, অকাল-তখতও। এমন নয় যে, অকাল-মূর্তি কেবল বাবা-ই হন। তোমরাও অকাল-মূর্তি। অকাল-মূর্তি আত্মার এটি হলো ক্রকুটি-সিংহাসন। অবশ্যই তবে ক্রকুটিতেই বসবে। পেটে কি বসবে, না তা বসবে না। এখন তোমরা জানো যে, আমরা অর্থাৎ অকাল-মূর্তি আত্মার আসন কোথায় এই ক্রকুটির মধ্যভাগে আমাদের আসন রয়েছে। অমৃতসরে অকাল-তখত রয়েছে, তাই না! অর্থ কিছুই বুঝতে পারে না। মহিমা-কীর্তনও করা হয় অকাল-মূর্তি। ওঁনার(শিববাবা) অকাল-সিংহাসন কোথায় কেউ জানে না। এখন তোমরা জেনেছো যে, আসন তো এটাই(ব্রহ্মার ক্রকুটি), যেখানে বসে শোনান। তাহলে আত্মা অবিনাশী, শরীর বিনাশী। আত্মার এ হলো অকাল-সিংহাসন, সর্বদাই এই অকাল-সিংহাসনই থাকে। একথা তোমরাই জানো। তারা তো আবার আসন তৈরী করে তার নাম রেখে দিয়েছে। বাস্তবে অকাল আত্মা তো এখানে বসে রয়েছে। তোমাদের বুদ্ধিতে এর অর্থ জানা রয়েছে, এক ওঁকার..... এর অর্থ তোমরা বোঝ। মানুষ মন্দিরে গিয়ে বলে 'অচ্যুতম্ কেশবম্.....অর্থ কিছুই নেই। এমনি-এমনিই স্তুতি করতে থাকে। ' অচ্যুতম্ কেশবম্ রাম নারায়ণম্ '.....এখন রাম কোথায়, নারায়ণ কোথায়। বাবা বলেন, ওসব

হলো ভক্তিমার্গ। জ্ঞান তো অতি সাধারণ, কোনো কথা জিজ্ঞাসা করবার পূর্বে বাবা এবং উত্তরাধিকারকে স্মরণ করো, কিন্তু সেই পরিশ্রম কারোর দ্বারা হয় না, ভুলে যায়। একটি নাটকও আছে --- মায়া এমন করে তো, ভগবান অমন করেন। তোমরা বাবাকে স্মরণ করো আর মায়া তোমাদের আরো ঝড়ের সম্মুখীন করে দেয়। মায়ার আদেশ -- অতি শক্তিশালী হয়ে লড়ো, তোমরা সকলে এখন লড়াই-এর ময়দানে রয়েছে। তোমরা জানো, এখানে কোন্-কোন্ প্রকারের যোদ্ধা রয়েছে। কেউ অতি দুর্বল, কেউ মধ্যমপ্রকারের দুর্বল, কেউ অতি তীক্ষ্ণ। সকলেই মায়ার সঙ্গে যুদ্ধ করবে। অতি গোপন (যুদ্ধ), যেন আন্ডারগ্রাউন্ড। সাইন্টিস্টরাও আন্ডারগ্রাউন্ড বোমার পরীক্ষা-নিরীক্ষা(ট্রায়াল) করে। বাচ্চারা, তোমরা এও জানো, ওরা নিজেদের মৃত্যুর জন্য সবকিছু করছে। তোমরা সম্পূর্ণ শান্তিতে বসে রয়েছে, ওদের হলো সাইন্সের শক্তি। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ও অনেক হচ্ছে। একে কেউই বশ করতে পারে না। এখন কৃত্রিম বৃষ্টিপাতের জন্যও চেষ্টা করছে। কৃত্রিম বৃষ্টি হলে শাক-সব্জীও অধিকমাত্রায় হবে। বাচ্চারা, তোমরা তো জানো যে, যতই বৃষ্টিপাত হোক তথাপি প্রাকৃতিক বিপর্যয় অবশ্যই হবে। মুসলধারে বৃষ্টিপাত হবে, তখন কি করবে। একেই বলা হয় প্রাকৃতিক বিপর্যয়। সত্যযুগে এমন হয় না। এখানে যা হয় পুনরায় তা বিনাশে সহায়তা করে।

তোমাদের বুদ্ধিতে একথা রয়েছে যে, আমরা যখন সত্যযুগে থাকবো, তখন যমুনার উপকণ্ঠে আমাদের সোনার মহল থাকবে। আমরা অতি অল্পসংখ্যকই ওখানে থাকবো। প্রতিকল্পেই এমন হয়ে থাকে। প্রথমে অল্প হয় পরে বৃষ্টি(ঝাড়) বৃদ্ধি পায়। ওখানে কোনো নোংরা(খারাপ) বস্তু থাকেই না। এখানে তো দেখো পাখিও নোংরা করতে থাকে, ওখানে নোংরার কোনো কথাই নেই। একে বলাই হয় স্বর্গ। এখন তোমরা জানো যে, আমরা দেবতা হই, তাহলে অন্তরে কত খুশী থাকা উচিত। বাবা বলেন -- বাচ্চারা, তোমরা মায়া-রূপী ভূত (জিন) থেকে সুরক্ষিত থাকার জন্য আধ্যাত্মিক কার্যে ব্যস্ত হয়ে যাও। 'মন্মনাভব'। ব্যস এতেই জিন হয়ে যাও। জিনের উদাহরণ দেওয়া হয়, তাই না! যদি বলে কিছু কাজ দাও..... তাহলে বাবাও কাজ দেন। তা নাহলে মায়া গ্রাস করে নেবে। সম্পূর্ণরূপে বাবার সহায়তাকারী হতে হবে। বাবা একলা তো (বিশ্ব পরিবর্তন) করবে না। বাবা তো রাজস্বও করেন না। সেবাও তোমরাই করো, রাজস্বও তোমাদেরই জন্য। বাবাও বলেন, আমিও এই মগধ দেশে আসি। মায়া হলো কুমীর, কত মহারথীদের ছিনিয়ে নিয়ে গ্রাস করে নিয়েছে। এসব হলো শত্রু। যেমন সাপ হলো ব্যাঙের শত্রু, তাই না! তোমরা জানো যে, তেমনই তোমাদের শত্রু হলো মায়া। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ওঁনার আত্মা-রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ-

১) নিজেকে পাপমুক্ত করার পুরুষার্থ করতে হবে, কখনো দেহ-অভিमानে আসবে না। এই দুনিয়ার কোনো বস্তুর প্রতি মোহ রাখবে না।

২) মায়া-রূপী জিন(ভূত) থেকে সুরক্ষিত থাকার জন্য বুদ্ধিকে আধ্যাত্মিক কার্যে ব্যস্ত রাখতে হবে। সম্পূর্ণরূপে বাবার সহায়তাকারী হতে হবে।

বরদানঃ- 'আমি' এবং 'আমার' মনোভাবকে সমাপ্ত করে সমানতা এবং সম্পূর্ণতার অনুভাবী সত্যিকারের ত্যাগী ভব*

ব্যখ্যা :- প্রতি সেকেন্ডে, প্রতি সঙ্কল্পে যেন কেবলমাত্র বাবা-ই (বাবা-বাবা) স্মরণে থাকে, আমিষ সমাপ্ত হয়ে যায়, যখন আমি নেই তখন আমারও নেই। আমার স্বভাব, আমার সংস্কার, আমার নেচার, আমার কাজ বা দায়িত্ব, আমার নাম, আমার খ্যাতি..... যখন এই 'আমিষ' আর 'আমার' মনোভাব সমাপ্ত হয়ে যায়, সেটাই সমানতা আর সম্পূর্ণতা। এই 'আমি' আর 'আমার' -- এই মনোভাবকে ত্যাগ করাই হলো সর্বাপেক্ষা বৃহৎ সূক্ষ্ম ত্যাগ। 'আমিষ'-রূপী এই অশ্বকে অশ্বমেধ যজ্ঞে স্বাহা অর্থাৎ সমর্পণ করে দাও, তবেই অস্তিম আহুতি পড়বে আর বিজয়ডঙ্কা বাজবে।

স্লোগানঃ- 'অবশ্যই' (হা জী) বলে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়া অর্থাৎ শুভকামনার মালা পরা*

"মিষ্টি বাচ্চারা - তোমাদের প্রথম প্রথম পাঠ হলো - আমি আত্মা, শরীর নই, আত্মা - অভিমानी হয়ে থাকো, তাহলে বাবার স্মরণ থাকবে"

প্রশ্নঃ - বাচ্চারা, তোমাদের কাছে কোন গুপ্ত সম্পদ আছে, যা অন্য মানুষদের কাছে নেই?

উত্তরঃ - তোমাদের ভগবান বাবা পড়ান, সেই পড়ার জন্য খুশীর গুপ্ত আনন্দ তোমাদের কাছেই আছে। তোমরা জানো যে, আমরা যা পড়ছি, তা ভবিষ্যৎ অমরলোকের জন্য, নাকি এই মৃত্যুলোকের জন্য? বাবা বলেন যে, ভোরবেলা উঠে ঘুরে বেড়াও, শুধু প্রথম প্রথম এই পাঠ স্মরণ করো, তাহলে খুশীর সম্পদ জমা হতে থাকবে।

ওম্ শান্তি। বাবা বাচ্চাদের জিজ্ঞাসা করেন -- বাচ্চারা, তোমরা আত্মা - অভিমानी হয়ে বসেছো তো? নিজেকে আত্মা মনে করে বসেছো? আমাদের অর্থাৎ আত্মাদের পরমাত্মা বাবা পড়াচ্ছেন, বাচ্চাদের এই স্মৃতি এসেছে যে, আমরা দেহ নই, আত্মা। বাচ্চাদের দেহী অভিমानी বানানোর জন্যই পরিশ্রম করতে হয়। বাচ্চারা আত্মা - অভিমानी থাকতে পারে না। তারা বারে বারে দেহ বোধে এসে যায় তাই বাবা জিজ্ঞাসা করছেন -- আত্মা অভিমानी হয়ে থাকো কি? আত্মা - অভিমानी হলে বাবার স্মরণ আসবে, আর দেহ বোধে থাকলে লৌকিক সম্বন্ধ স্মরণে আসবে। প্রথম প্রথম এই শব্দ স্মরণে রাখতে হবে যে, আমি আত্মা। আমি আত্মার মধ্যেই ৮৪ জন্মের পাঁচ লিপিবদ্ধ আছে। এই কথা পাকা করতে হবে। আমি হলাম আত্মা। অর্ধেক কল্প তোমরা দেহ অভিমानी থেকেছো। এখন কেবল এই সঙ্গম যুগেই বাচ্চাদের আত্মা অভিমानी বানানো হয়। নিজেকে দেহ মনে করলে বাবাকে স্মরণে আসবে না, তাই প্রথম প্রথম এই পাঠ দৃঢ় করে নাও - আমি আত্মা অসীম জগতের পিতার সন্তান। দেহের বাবাকে স্মরণ করার কথা কখনো মনে করাতে হয় না। বাবা এখন বলেন, আমি তোমাদের পারলৌকিক বাবা, তোমরা আমাকে স্মরণ করো, আত্মা অভিমानी হও। দেহী অভিমानी হলে দেহের সম্বন্ধ স্মরণে আসবে, নিজেকে আত্মা মনে করে বাবাকে স্মরণ করো, এই হলো পরিশ্রমের। একথা কে বোঝাচ্ছেন, আমাদের আত্মাদের বাবা, যাঁকে সবাই স্মরণ করে, বাবা এসো, তুমি এসে আমাদের এই দুঃখ থেকে উদ্ধার করো। বাচ্চারা জানে যে, এই পড়ার দ্বারা আমরা ভবিষ্যতে উঁচু পদ পাই। এখন তোমরা পুরুষোত্তম সঙ্গম যুগে আছো। এখন এই মৃত্যুলোকে একদম থাকবে না। আমাদের এই পড়া ভবিষ্যৎ ২১ জন্মের জন্য। আমরা সত্যযুগ অমরলোকের জন্য পড়ছি। অমর বাবা আমাদের জ্ঞান শোনাচ্ছেন, তাহলে এখানে যখন বসো তখন প্রথম - প্রথম নিজেকে আত্মা মনে করে বাবার স্মরণে থাকতে হবে, তাহলেই বিকর্ম বিনাশ হবে। আমরা এখন সঙ্গমযুগে আছি। বাবা আমাদের পুরুষোত্তম বানাচ্ছেন। তিনি বলেন যে, আমাকে স্মরণ করো, তাহলেই তোমরা পুরুষোত্তম হয়ে যাবে। আমি এসেছি তোমাদের মানুষ থেকে দেবতা বানানোর জন্য। সত্যযুগে তোমরা দেবতা ছিলে, এখন জানো যে, তোমরা কিভাবে সিঁড়িতে নেমে এসেছো। আমাদের আত্মার মধ্যে ৮৪ জন্মের পাঁচ লিপিবদ্ধ আছে। দুনিয়ার কেউই জানে না যে, ওই ভক্তি মার্গ আলাদা আর এই জ্ঞান মার্গ আলাদা। যেই আত্মাদের বাবা পড়ান, তারা জানে, আর কেউই জানে না। এ হলো ভবিষ্যতের জন্য গুপ্ত সম্পদ। তোমরা তো এই পড়া পড়ো অমরলোকের জন্য, নাকি মৃত্যুলোকের জন্য? বাবা এখন বলছেন, ভোরবেলা উঠে তোমরা ঘুরে বেড়াও, কিন্তু প্রথম এই শব্দই স্মরণ করো যে, আমি শরীর নই, আমি আত্মা। আমার আত্মিক বাবা আমাকে পড়ান। এই দুঃখের দুনিয়া এখন পরিবর্তন হয়ে যাবে। সত্যযুগ হলো সুখের দুনিয়া, তোমাদের বুদ্ধিতে এই সম্পূর্ণ জ্ঞান আছে। এ হলো আত্মাদের আধ্যাত্মিক জ্ঞান। বাবা হলেন জ্ঞানের সাগর, তিনি আমাদের আধ্যাত্মিক পিতা। আর লৌকিক পিতা হলো দেহের বাবা। বাকি তো সবাই দেহের সম্বন্ধী। এখন এই দেহের সম্বন্ধ ত্যাগ করে একের সঙ্গে জুড়তে হবে। এমন গাওয়াও হয় যে, আমার তো এক, দ্বিতীয় আর কেউই নেই। আমরা এক বাবাকেই স্মরণ করি। আমরা দেহকেও স্মরণ করি না। এই পুরানো দেহ তো ত্যাগ করতে হবে। এই জ্ঞানও তোমরাই পাও। এই শরীর কিভাবে ত্যাগ করতে হবে। স্মরণ করতে করতেই শরীর ত্যাগ করতে হবে, তাই বাবা বলেন - তোমরা দেহী অভিমानी হও। নিজের ভিতরে বার বার গুলতে থাকো - বাবা, বীজ আর ঝাড়কে স্মরণ করতে হবে। শাস্ত্রে এই কল্প বৃক্ষের বৃত্তান্ত আছে।

বাচ্চারা এ কথাও জানে যে, জ্ঞানের সাগর বাবা আমাদের পড়ান। আমাদের কোনো মনুষ্য পড়ায় না। এই কথা মনে দৃঢ় করে নিতে হবে। পড়তে তো হবেই, তাই না। সত্যযুগেও দেহধারীই পড়ান। ইনি কিন্তু দেহধারী নন। ইনি বলেন, আমি পুরানো দেহের আধার নিয়ে তোমাদের পড়াই। কল্প - কল্প আমি তোমাদের এমনভাবে পড়াই। আবার পরের কল্পে

এইভাবেই পড়াবো। এখন তোমরা যদি আমাকে স্মরণ করো তাহলে তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হবে, আমিই হলাম পতিত পাবন। আমাকেই সর্বশক্তিমান বলা হয়। মায়াও কিন্তু কম নয়, সেও শক্তিমান, কোথা থেকে নামিয়ে দিয়েছে। এখন তো তোমরা মনে করতে পারো, তাই না। ৮৪ চক্রেরও মহিমা আছে। এ হলো মনুষ্যেরই কথা। অনেকেই জিজ্ঞাসা করে, পশুদের কি হবে? আরে এখানে জানোয়ারদের কথা নেই। বাচ্চাদের সঙ্গে বাবাই কথা বলেন, এছাড়া বাইরের লোকেরা তো বাবাকে জানেই না, তাহলে কি কথা বলবে? কেউ কেউ বলে, আমরা বাবার সঙ্গে দেখা করতে চাই, এখন তারা তো কিছুই জানে না, খালি বসে উল্টোপাল্টা প্রশ্ন করবে। সাতদিন কোর্স করার পরেও কিছুই বুঝতে পারে না যে, বাবা আমাদের অসীম জগতের পিতা। যারা পুরানো ভক্ত, যারা অনেক ভক্তি করে এসেছে, তাদের বুদ্ধিতে তো এই জ্ঞানের সব কথা বসে যায়। কম ভক্তি করে এলে বুদ্ধিতে এই কথা কম বসবে। তোমরাই সবথেকে বেশী পুরানো ভক্ত। এমন মহিমাও আছে যে, ভগবান ভক্তির ফল দিতেই আসেন, কিন্তু কেউ এই কথা জানেই না। জ্ঞান মার্গ আর ভক্তি মার্গ সম্পূর্ণ আলাদা। সম্পূর্ণ দুনিয়া ভক্তি মার্গে আছে। কোটিতে কয়েকজন এসে এই পড়া পড়ে। এই জ্ঞান তো খুব মিষ্টিভাবেই বোঝানো হয়। ৮৪ জন্মের চক্র তো মানুষই জানবে, তাই না। তোমরা তো আগে কিছুই জানতে না, শিবকেও জানতে না। শিবের তো কতো মন্দির আছে। মানুষ শিবের পূজো করে, জল ঢালে, শিবায় নমঃ বলে, অথচ কেন পূজো করে, কিছুই জানে না। লক্ষ্মী - নারায়ণের পূজো কেন করে, তাঁরা কোথায় গেলো, কিছুই জানে না। ভারতবাসীরাই এমন, যারা নিজেদের পূজ্যকে একদমই জানে না। খ্রিস্টানরা জানে যে ক্রাইস্ট অমুক সংবতে এসেছিলেন, তিনি এসে সেই ধর্মের স্থাপনা করেছিলেন। শিববাবাকে কেউই জানে না। পতিত পাবনও শিবকেই বলা হয়। তিনিই তো উঁচুর থেকেও উঁচু, তাই না। সবথেকে বেশী সেবা তাঁরই করে। তিনি সর্বের সদগতিদাতা। তিনি দেখো, কিভাবে তোমাদের পড়ান। মানুষ বাবাকে ডাকেও যে, এসে আমাদের পবিত্র বানাও। মানুষ মন্দিরে কতো পূজো করে, কতো ধুমধাম করে খরচ করে। শ্রীনাথের মন্দিরে, জগন্নাথের মন্দিরে গিয়ে দেখো। তাঁরা তো সেই একই। জগন্নাথের (জগৎনাথ) কাছে চালের হাঁড়ি চড়ানো হয়। শ্রীনাথের ওখানেও অনেক জিনিস তৈরী করা হয়। তফাৎ হয় কেন? কারণ তো চাই, তাই না। শ্রীনাথকেও কালো আবার জগন্নাথকেও কালো করে দিয়েছে। এর কারণ তো কিছুই বোঝে না। জগৎ - নাথ লক্ষ্মী নারায়ণকেই বলা হবে নাকি রাধাকৃষ্ণকে? রাধাকৃষ্ণ আর লক্ষ্মী নারায়ণের সম্বন্ধ কি, একথাও কেউ জানে না। বাচ্চারা, এখন তোমরা জানতে পেরেছো যে, আমরাই পূজ্য দেবতা ছিলাম তারপর পূজারী হয়েছি। চক্র লাগিয়েছি। এখন আবার দেবতা হওয়ার জন্য আমরা পড়ছি। আমাদের কোনো মানুষ পড়ায় না। এ হলো ভগবান উবাচঃ। ভগবানকেই জ্ঞান সাগর বলা হয়। এখানে তো ভক্তির সাগর অনেক আছে যারা জ্ঞান সাগর বাবাকেই স্মরণ করে। তোমরা পতিত হয়েছিলে, আবার তোমাদের অবশ্যই পাবন হতে হবে। এ হলো পতিত দুনিয়া। এ স্বর্গ নয়। বৈকুণ্ঠ কোথায়, সে কথা কেউই জানে না। মানুষ মারা গেলে বলে, বৈকুণ্ঠে গিয়েছে। তাহলে তোমরা নরকের ভোজন ইত্যাদি তাদের কেন খাওয়াও। সত্যযুগে তো অনেক ফল - ফুল ইত্যাদি হয়। এখানে কি আছে? এ হলো নরক! তোমরা এখন জানো যে, বাবার দ্বারা আমরা স্বর্গবাসী হওয়ার জন্য পুরুষার্থ করছি। আমাদের পতিত থেকে পবিত্র হতে হবে। বাবা তো যুক্তি বলেই দিয়েছেন --- কল্প - কল্প বাবাই যুক্তি বলে দেন। আমাকে স্মরণ করো তাহলে বিকর্ম বিনাশ হবে। তোমরা এখন জানো যে, আমরা পুরুষোত্তম সঙ্গম যুগে আছি। তোমরাই বলো যে, বাবা আমরা পাঁচ হাজার বছর পূর্বে এমন হয়েছিলাম। তোমরাই জানো যে, আমরা কল্প কল্প এই অমরকথা বাবার কাছ থেকে শুনি। শিববাবাই হলেন অমরনাথ। বাকি এমন নয় যে, তিনি পার্বতীকে বসে অমরকথা শোনান। সে হলো ভক্তি। জ্ঞান আর ভক্তিকে তোমরাই বুঝেছো। ব্রাহ্মণদের দিন আর ব্রাহ্মণদের রাত। বাবা বোঝান যে, তোমরাই তো হলে ব্রাহ্মণ, তাই না। আদিদেব তো ব্রাহ্মণই ছিলেন। তাঁকে দেবতা বলা হবে না। মানুষ আদিদেবের কাছেও যায়, দেবীদেরও কতো নাম আছে। তোমরা সার্ভিস করেছো, তাই তোমাদের এতো মহিমা, ভারত যে নির্বিকারী দুনিয়া ছিলো, তা আবার বিকারী দুনিয়া হয়ে যায়। এখন তো রাবণ রাজ্য, তাই না।

সঙ্গমযুগে বাচ্চারা, তোমরা এখন পুরুষার্থী হও, তোমাদের উপর অবিনাশী বৃহস্পতির দশা হয়, তখনই তোমরা অমরপুরীর মালিক হয়ে যাও। বাবা তোমাদের পড়াচ্ছেন, মানুষ থেকে দেবতা হওয়ার জন্য। স্বর্গের মালিক হওয়াকে বৃহস্পতির দশা বলা হয়। তোমরা তো অবশ্যই স্বর্গ, অমরপুরীতে যাবে। বাকি পড়াতে দশা উপর - নীচ হতে থাকে। স্মরণ করতেই ভুলে যায়। বাবা বলেছেন - আমাকে স্মরণ করো। গীতাতেও ভগবান উবাচঃ আছে - কাম মহাশত্রু। ওরা পড়ে কিন্তু বিকার জয় করতেই পারে না। ভগবান কবে বলেছিলেন? পাঁচ হাজার বছর হয়ে গেছে। ভগবান এখন আবার বলছেন - কাম হলো মহাশত্রু, একে জয় করতে হবে। এ তোমাদের আদি - মধ্য এবং অন্ত দুঃখ দেয়। মুখ্য হলো কামের কথা, এতেই পতিত বলা হয়। এখন তোমরা জানতে পেরেছো, এই চক্র ঘুরতে থাকে। আমরা পতিত হই, তারপর ড্রামা অনুসারে বাবা এসে আমাদের পাবন বানান। বাবা বার বার বলেন, প্রথম - প্রথম অল্ফ-কে (আল্লাহ) স্মরণ করো, শ্রীমতে চলতে পারলেই তোমরা শ্রেষ্ঠ হতে পারবে। এও তোমরাই বুঝতে পারো যে, আমরা প্রথমে শ্রেষ্ঠ ছিলাম, তারপর

ব্রষ্ট হয়েছি । এখন আবার শ্রেষ্ঠ হওয়ার জন্য পুরুষার্থ করছি । আমাদের দৈবী গুণ ধারণ করতে হবে । কাউকেও দুঃখ দেবে না । সবাইকে পথ বলতে থাকো যে, বাবা বলেন, আমাকে স্মরণ করো তাহলেই পাপ মুক্ত হবে । পতিত পাবন তো তোমরা আমাকেই বলো, তাই না । এ কথা কেউই জানে না যে, পতিত পাবন কিভাবে এসে পাবন বানান । পূর্ব কল্পেও বাবা বলেছিলেন যে, মামেকম (আমাকে) স্মরণ করো । এ হলো যোগ অগ্নি, যাতে পাপ দক্ষ হয় । খাদ মুক্ত হলে আত্মা পবিত্র হয়ে যায় । খাদ তো সোনাতেই দেওয়া হয় । তখন গয়নাও তেমনই তৈরী হয় । বাচ্চারা, বাবা এখন তোমাদের বুঝিয়েছেন, আত্মায় কিভাবে খাদ পড়েছে, তাকে এখন দূর করতে হবে । এই ড্রামাতে বাবারও পার্ট আছে, তাই তিনি এসে তোমাদের দেহী - অভিমানী বানান । তোমাদের তো পবিত্রও হতে হবে । তোমরা জানো যে, সত্যযুগে আমরা বৈষ্ণব ছিলাম । সেখানে পবিত্র গৃহস্থ আশ্রম ছিলো । এখন আমরা পবিত্র হয়ে বিষ্ণুপুরীর মালিক হই । তোমরা ডবল বৈষ্ণব হও । প্রকৃত বৈষ্ণব হলে তোমরাই । ওরা হলো বৈষ্ণব ধর্মের বিকারী । তোমরা হলে বৈষ্ণব ধর্মের নির্বিকারী । এখন তোমরা তো এক বাবাকেই স্মরণ করো আর বাবার মধ্যে যে জ্ঞান আছে তা তোমরা ধারণ করো । তোমরা রাজার রাজা হও । ওরা রাজা হয় অল্পকালের জন্য অর্থাৎ এক জন্মের জন্য । তোমাদের রাজত্ব হলো ২১ জন্মের জন্য অর্থাৎ তোমরা সম্পূর্ণ এজ রাজত্ব করো । ওখানে কখনোই অকালে মৃত্যু হবে না । তোমরাই কালকে জয় করো । সময় যখন হবে তখন বুঝতে পারো যে, এখন এই পুরানো খোলস ত্যাগ করে নতুন নিতে হবে । তোমাদের সাক্ষাৎকার হবে । খুশীর বাজনা বাজতে থাকবে । তমোপ্রধান শরীর ত্যাগ করে সতোপ্রধান শরীর ধারণ করা, এ তো খুশীর কথা । ওখানে এভারেজ ১৫০ বছর আয়ু হয় । এখানে অকালে মৃত্যু হতেই থাকে কারণ মানুষ ভোগী । যেই বাচ্চাদের যথার্থ যোগ হয়, তাদের সমস্ত কর্মেন্দ্রিয় যোগবলের দ্বারা বশে থাকবে । সম্পূর্ণ যোগে থাকলে কর্মেন্দ্রিয় শীতল হয়ে যায় । সত্যযুগে তোমাদের কোনো কর্মেন্দ্রিয়ই ধোকা দেয় না, ওখানে কখনো এমন বলবেই না যে কর্মেন্দ্রিয় বশে নেই । তোমরা অনেক উঁচু পদ পাও । একে বলা হয় বৃহস্পতির অবিনাশী দশা । বৃহস্পতি, মনুষ্য সৃষ্টির বীজরূপ হলেন বাবা । বীজ তো উপরে থাকে, তাই তাঁকে অবশ্যই উপরে স্মরণ করা হয় । আত্মা তার বাবাকে স্মরণ করে বাচ্চারা, তোমরা জানো যে, অসীম জগতের পিতা আমাদের পড়ান, তিনি একবারই এই অমরকথা শোনাতে আসেন । অমরকথাই বলো বা সত্যনারায়ণের কথাই বলো, ওই কথার অর্থও মানুষ বুঝতে পারে না । সত্যনারায়ণের কথায় নর থেকে নারায়ণ হয় । অমরকথায় তোমরা অমর হও । বাবা প্রতিটি কথা পরিস্কার করে বোঝান । আচ্ছা ।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত । আত্মাদের পিতা ওঁনার আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার ।

ধারণার জন্যে মূখ্য সারঃ:-

১) যোগবলের দ্বারা নিজের সর্ব কর্মেন্দ্রিয় বশীভূত করতে হবে । এক বৃহস্পতি বাবার স্মরণে থাকতে হবে । প্রকৃত বৈষ্ণব অর্থাৎ পবিত্র হতে হবে ।

২) ভোরবেলা উঠে প্রকৃত পার্ট পাকা করতে হবে যে, আমি শরীর নই, আত্মা । আমার আত্মিক পিতা আমাকে পড়ান, এই দুঃখের দুনিয়ার এখন পরিবর্তন হয়ে যাবে -- বুদ্ধিতে যেন এই সম্পূর্ণ জ্ঞানের মন্বন হতে থাকে ।

বরদানঃ:- নিজের প্রতি 'ইচ্ছা মাত্রম্ অবিদ্যা' হয়ে বাবা সম অর্থও দানী, পরোপকারী ভব*
ব্রহ্মা বাবা যেমন নিজের সময়ও সেবাতে দিয়েছিলেন, স্বয়ং নির্মান হয়ে বাচ্চাদের মান দিয়েছিলেন, কর্মের নাম প্রাপ্তির ইচ্ছাকেও ত্যাগ করেছিলেন । নাম, মান - সম্মান সবতেই পরোপকারী হয়েছিলেন, নিজের নামের আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করে অন্যের নাম করেছিলেন, নিজেকে সর্বদা সেবাধারী করে রেখেছিলেন, বাচ্চাদের মালিক বানিয়েছিলেন । বাচ্চাদের সুখের মধ্যেই নিজের সুখের অনুভব করতেন । এমনই বাবার সমান 'ইচ্ছা মাত্রম্ অবিদ্যা' অর্থাৎ মস্ত ফকির হয়ে অর্থওদানী, পরোপকারী হও, তাহলেই বিশ্ব কল্যাণের কার্যে তীব্রগতি এসে যাবে । কেস আর গালগল্প সমাপ্ত হয়ে যাবে ।

স্লোগানঃ:- জ্ঞান, গুণ এবং ধারণায় সিন্ধু হও, স্মৃতিতে বিন্দু হও ।*

“মিষ্টি বাচ্চারা - স্মরণে থাকো, তাহলে দূরে থেকেও বাবার সাথেই থাকবে, স্মরণে থাকলে বাবার সাথে থাকারও অনুভব হয় আর বিকর্মও বিনাশ হয়”

প্রশ্ন:- দূরদেশী বাবা বাচ্চাদেরকে দূরদর্শী বানানোর জন্য কোন্ জ্ঞান প্রদান করছেন?

উত্তর:- সৃষ্টিচক্রে আত্মা কিভাবে ভিন্ন-ভিন্ন বর্ণে আসে, এই জ্ঞান দূরদর্শী বাবা-ই প্রদান করেন। তোমরা এখন জেনেছো যে - এখন তোমরা হলে ব্রাহ্মণ বর্ণের, ইতিপূর্বে যখন তোমাদের কাছে এই জ্ঞান ছিল না তখন তোমরা শূদ্র বর্ণের ছিলে, তারও পূর্বে বৈশ্য বর্ণের ছিলে। দূরদেশের বাসিন্দা বাবা এসে বাচ্চাদেরকে দূরদর্শী বানানোর জন্য এই জ্ঞান প্রদান করছেন।

গীত:- যে প্রিয় বাবার সাথে আছে, তার জন্য জ্ঞানের বর্ষণ আছে ...

ওম্ শান্তি। যে জ্ঞান সাগরের সাথে আছে, তার জন্য জ্ঞানের বর্ষণ আছে। তোমরা এখন বাবার সাথে আছো, তাই না! হয়তো বিদেশে আছো বা অন্য কোথাও, কিন্তু বাবার সাথেই আছো। বাবাকে মনে তো রাখো, তাই না! যে বাচ্চারা বাবাকে স্মরণ করে, তারা সর্বদা বাবার সাথেই থাকে। যোগযুক্ত হয়ে থাকার কারণে বাবার সাথেও থাকে আবার বিকর্মও বিনাশ হয়, তারপর শুরু হয় বিকর্মাজিৎ সংবৎ। পুনরায় যখন রাবন রাজ্য শুরু হয়, তখন বলা হয় রাজা বিক্রমের সংবৎ। তিনিই বিকর্মাজিৎ ছিলেন আবার (দ্বাপরযুগ থেকে) তিনিই বিক্রমী হয়ে যান। এখন তোমরা বিকর্মাজিৎ তৈরী হচ্ছে। পুনরায় তোমরাও বিক্রমী হয়ে যাবে। এই সময় সবাই অতিবিক্রমী হয়ে গেছে। কারোরই নিজের ধর্ম সম্বন্ধে কিছুই জানা নেই। আজ বাবা তোমাদেরকে একটি ছোটো প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করছেন - সত্যযুগে দেবতাদের এই জ্ঞান থাকে কি, যে তারা হল আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্মের? যেরকম তোমরা নিজেদের পরিচয় দিয়ে বলে যে - আমি হলাম হিন্দু ধর্মের, কেউ বলে - আমি খ্রিস্টান ধর্মের। সেইরকম সেখানে দেবতারা নিজেদেরকে দেবী-দেবতার ধর্মের মনে করবে? ভাবনা চিন্তা করবার মতো বিষয়, তাই না! সেখানে দ্বিতীয় আর কোনো ধর্ম তো নেই যে পরিচয় দেওয়ার জন্য বলবে - আমি হলাম অমুক ধর্মের। এখানে অনেক ধর্ম আছে, তাই পরিচয় দেওয়ার জন্য আলাদা আলাদা নাম রেখে দিয়েছে। সেখানে তো হল-ই এক ধর্ম, এইজন্য বলার দরকার পড়ে না যে - আমি এই ধর্মের। তাদের এটাও জানা নেই যে, ধর্ম বলে কিছু হয়, তাদেরই তো হল রাজত্ব। এখন তোমরা জানো যে আমরাই হলাম আদি সনাতন দেবী দেবতার ধর্মের। দেবী-দেবতা আর অন্য কাউকে বলা যায় না। পতিত হওয়ার কারণে নিজেদেরকে দেবতা বলতে পারেনা। পবিত্রকেই দেবতা বলা যায়। সেখানে তো এরকম কোনও কথা হবে না। কারো সাথে তুলনাও করা হয় না। এখন তোমরা সঙ্গম যুগে আছো। তোমরা জেনে গেছ যে আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্ম পুনরায় স্থাপন হচ্ছে। সেখানে তো কোনো ধর্মের কথা নেই। সেখানে তো হলোই এক ধর্ম। এটাও বাচ্চাদেরকে বোঝানো হয়েছে, তারা যে বলে - মহাপ্রলয় হবে অর্থাৎ কিছুই থাকবে না, এটাও মিথ্যা হয়ে যায়। বাবা বসে বোঝাচ্ছেন - সত্য কোনটি? শাস্ত্রে তো দেখিয়ে দিয়েছে যে - চারিদিক জলমগ্ন হয়ে যাবে। বাবা বোঝাচ্ছেন যে এক ভারত ছাড়া বাকি সব জলমগ্ন হয়ে যাবে। সত্যযুগে এত বড় সৃষ্টি থেকে কি হবে! এক ভারতের মধ্যেই দেখো কত গ্রাম আছে। প্রথমে জঙ্গলে ভরা থাকে তারপর আস্তে আস্তে বসতি বৃদ্ধি হয়। সেখানে তো কেবল তোমরাই আদি সনাতন ধর্মেরই হয়ে থাকবে। এই সমস্ত কথা তোমাদের ব্রাহ্মণদের বুদ্ধিতে বাবা ধারণা করছেন। এখন তোমরা জেনে গেছে যে উঁচুর থেকেও উঁচু শিব বাবা কে? তাঁকে কেন পূজা করা হয়? আকন্দ, ধুতুরা ইত্যাদি ফুল কেন তাকে অর্পণ করা হয়? তিনি তো হলেন নিরাকার, তাই না! ভক্তি মার্গে তো বলে দেয় যে ভগবান হল নাম-রূপ থেকে পৃথক, কিন্তু নাম-রূপ থেকে পৃথক কোন জিনিস হয় না। তাহলে কার উদ্দেশ্যে এই ফুল আদি অর্পণ করে? প্রথম প্রথম পূজা তো তাঁর-ই হয়। মন্দিরও তাঁর তৈরি হয় কেননা ভারতের এবং অন্যান্য সমগ্র দুনিয়ার বাচ্চাদেরকে বাবা-ই সেবা করেন। মানুষদেরকেই সেবা করা যায়, তাই না! এই সময় তোমরা নিজেদেরকে দেবী-দেবতা ধর্মের বলতে পারো না। তোমাদের এটা জানাও ছিল না যে আমরাই দেবী দেবতার ধর্মের ছিলাম, পুনরায় এখন সেই ধর্মের হচ্ছে। এখন বাবা বোঝাচ্ছেন তো বুঝতে হবে - এই জ্ঞান এক বাবা ছাড়া আর কেউ দিতে পারেন না। তাঁকেই বলা হয় - জ্ঞানের সাগর, নলেজফুল। গাওয়া হয় যে - রচয়িতা আর রচনাকে ঋষি মুনি আদি কেউই জানেন না। নেতি-নেতি বলে দেন। যেরকম ছোট বাচ্চাদের মধ্যে কোনো জ্ঞান থাকে কি? ধীরে ধীরে যখন বড় হয় তখন তাদের বুদ্ধিও খুলতে থাকে। বুদ্ধিতে আসতে থাকে যে বিদেশ কোথায়, এটা কোথায়। বাচ্চারা তোমরাও প্রথমে এই অসীম জগতের জ্ঞানের কিছুই জানতে না। এটাও বলেছে যে - আমরা যদিও শাস্ত্র আদি অনেক পড়েছিলাম, কিন্তু কিছুই বুঝতে পারিনি। মানুষ-ই এই ড্রামাতে অভিনেতা-অভিনেত্রী,

তাইনা!

সমস্ত খেলা দুটি কথার উপর আধারিত। ভারতের পরাজয় আর ভারতের জয়। ভারতে সত্যযুগ আদির সময় পবিত্র ধর্ম ছিল, আর এখন হল অপবিত্র ধর্ম। অপবিত্রতার কারণে নিজেদেরকে দেবতা বলতে পারে না, তবুও ‘শ্রী শ্রী’ নাম রেখে দেয়। কিন্তু ‘শ্রী’ কথার অর্থ হল শ্রেষ্ঠ। শ্রেষ্ঠ বলা-ই যায় দেবতাদেরকে। শ্রীমৎ ভগবানুবাচ বলা হয়, তাই না! এখন ‘শ্রী’ তবে কে হলেন? যে বাবার কাছ থেকে শুনে তোমরা ‘শ্রী’ তৈরি হচ্ছে না কি যে নিজেকে শ্রী শ্রী বলে পরিচয় দিচ্ছে? বাবার কর্তব্য অনুসারে যে নাম দেওয়া হয়েছে, সেটাও নিজেদের উপর রেখে দিয়েছে। এটাই হল সত্য ঘটনা। তবুও বাবা বলছেন যে - বাচ্চারা! এক বাবাকে স্মরণ করতে থাকো। এটাই হলো বশীকরণ মন্ত্র। তোমরাই রাবনের উপর জয় প্রাপ্ত করে জগৎজিত তৈরি হচ্ছে। প্রতিমুহূর্তে নিজেদেরকে আত্মা মনে করো। এই শরীর তো এখানকার পাঁচ তত্ত্ব দিয়ে তৈরি। তৈরী হবে, আবার বিনাশ হবে, পুনরায় তৈরি হবে। কিন্তু আত্মা তো হল অবিনাশী। অবিনাশী আত্মাদেরকেই এখন অবিনাশী বাবা পড়াচ্ছেন এই সঙ্গমযুগে। যদিও অনেক বিঘ্ন আদি পড়ে, মায়ার ঝড় আসতে থাকে, তোমরা বাবার স্মরণে থাকো। তোমরা বুঝে গেছো যে - আমরা সতোপ্রধান ছিলাম, পুনরায় তমোপ্রধান হয়েছি। তোমাদের মধ্যেও নশ্বরের ক্রমানুসারে জানে। বাচ্চারা তোমাদের বুদ্ধিতে আছে যে - আমরাই প্রথমে প্রথমে ভক্তি শুরু করেছি। অবশ্যই যিনি প্রথম প্রথম ভক্তি করেছেন তিনিই শিবের মন্দির বানিয়েছিলেন, কেননা ধনবানও তিনিই ছিলেন, তাই না! বড় রাজাকে দেখে অন্যান্য রাজারা এবং প্রজারাও অনুকরণ করতে থাকে। এইসব হলো বিস্তারিত বিষয়। এক সেকেন্ডে জীবনমুক্তি বলা হয়, তবুও বোঝানোর জন্য কত বছর লেগে যায়! জ্ঞান তো খুবই সহজ, জ্ঞান বুঝতে এতটা সময় লাগে না, যতটা স্মরণের যাত্রা লাগে। আহ্বান করেছিলে যে - বাবা এসো, এসে আমাদেরকে পতিত থেকে পবিত্র বানাও, এরকম বলাও নি যে - বাবা এসে আমাকে বিশ্বের মালিক বানাও। সবাই বলে - পতিত থেকে পবিত্র বানাও। পবিত্র দুনিয়া বলা-ই হয় সত্যযুগকে, আর এটা হল পতিত দুনিয়া, পতিত দুনিয়া বলা সত্ত্বেও নিজেদের পতিত বলে স্বীকার করে না। নিজের প্রতি ঘৃণাভাব রাখেনা। তোমরা কারো হাতে তৈরি খাবার খাও না, তখন তারা বলে যে আমরা কি অশুভ? আরে, তোমরা নিজেরাই তো বলে দিচ্ছ, তাই না! পতিত তো সবাই, তাই না! তোমরা বল-ই যে আমরা হলাম পতিত, এই দেবতারা হলেন পবিত্র। তাহলে পতিতদেরকে কি বলা যাবে? গায়ন আছে না - অমৃত ছেড়ে বিষ কেন পান করেছে। বিষ তো হলো খারাপ, তাই না! *বাবা বলেন, এই বিষ তোমাদেরকে আদি-মধ্য-অন্ত দুঃখ প্রদান করে, কিন্তু এর বিষাক্ততা তোমরা বুঝতে পারো না। যেমন কোনো অভ্যাসে আসক্ত ব্যক্তি সেই অভ্যাস ছাড়া থাকতে পারে না, যেমন কোনো মদাসক্ত ব্যক্তি মদ ছাড়া থাকতে পারে না। যুদ্ধের সময় হলে তখন সেই মদাসক্ত ব্যক্তিকে মদ পান করিয়ে নেশাগ্রস্ত করে যুদ্ধে পাঠিয়ে দেয়। নেশা চড়ে গেলে ঠিক-বোঁঠিক জ্ঞান থাকে না, তখন তারা শত্রুপক্ষের ক্ষমতা না যাচাই করে যুদ্ধ করতে চলে যায়। সেই মানুষদের মৃত্যু ভয় থাকেনা। কোথাও কোথাও বস্তুকে নিজের শরীরে বেঁধে নিয়ে গন্তব্যস্থলে যায়*। বলা হয় যে মিসাইলের মাধ্যমে যুদ্ধ হবে, সঠিকটা তোমরা এখন বাস্তবে দেখতেই পাচ্ছে। আগে তো তোমরা কেবল পড়েছিলে, পেট থেকে মিসাইল বের হল.... তারপরে এটা হল....। এখন তোমরা বুঝে গেছো যে পাণ্ডব কারা, আর কৌরব কারা? স্বর্গবাসী হওয়ার জন্য পান্ডবেরা বেঁচে থেকেও দেহ-অভিমান থেকে ভুলে থাকার পুরুষার্থ করেছিল। তোমরা এখন এই পুরানো জুতাকে ছেড়ে দেওয়ার পুরুষার্থ করছো। তোমরা বলো যে পুরানো জুতা ছেড়ে নতুন নিতে হবে। বাবা বাচ্চাদেরকেই বোঝাচ্ছেন। বাবা বলছেন যে - আমি কল্প-কল্পেই আসি। আমার নাম হল শিব। শিব-জয়ন্তীও পালন করে। ভক্তি মার্গের জন্য অনেক মন্দির আদি বানায়। অনেক ভিন্ন ভিন্ন ধরনের নাম রেখে দেয়। দেবীদেরও এইরকম অনেক নাম রেখে দেয়। এই সময় তোমাদের পূজা হচ্ছে। বাচ্চারা এটাও তোমরা জেনে গেছো যে, যাঁকে আমরা পূজা করে এসেছি, তিনিই এখন আমাদেরকে পড়াচ্ছেন। যে লক্ষ্মী-নারায়ণের আমরা পূজারী ছিলাম সেই লক্ষ্মী-নারায়ণ এখন আমরা হতে চলেছি। এই জ্ঞান-বুদ্ধিতে এসে গেছে। মনন-চিন্তন করতে থাকো আর অন্যদেরকেও শোনাও। অনেকেই আছে যারা ধারণা করতে পারে না। বাবা বলেন যে - বেশি ধারণা না করতে পারলেও কোনো চিন্তার বিষয় নেই। বাবাকে কিভাবে স্মরণ করতে হয়, সেই ধারণা তো আছে, তাইনা! বাবাকে স্মরণ করতে থাকো। যে মুরলী পড়তে পারে না তো, এখানে বসে জ্ঞানের চিন্তন করো। এখানে কোনো বন্ধন, ঝঞ্ঝাট আদি নেই। ঘরেতে পুত্র-পৌত্রদের বাতাবরণকে দেখে এই নেশা হারিয়ে যায়। এখানে চিত্রও রাখা আছে। কাউকে বোঝানো খুব সহজ। তারা তো গীতা আদি সম্পূর্ণ কন্ঠস্থ করে নেয়। শিখ ধর্মাবলম্বীদেরও গ্রন্থ কন্ঠস্থ থাকে। তোমাদেরকে কি কন্ঠস্থ করতে হবে? বাবাকে। তোমরা বলো যে বাবা, এটা তো একদম নতুন বিষয়। কল্পের মধ্যে এই হল সেই সময় যখন তোমাদেরকে, নিজেদেরকে আত্মা মনে করে এক বাবাকে স্মরণ করতে হয়। ৫ হাজার বছর পূর্বেও শিখিয়েছিলাম, আর কারোর এতটা শক্তি নেই যে এইভাবে তোমাদেরকে বোঝাতে পারে। জ্ঞানের সাগর হলেনই এক বাবা, দ্বিতীয় আর কেউ হতে পারে না। জ্ঞানের সাগর বাবা-ই তোমাদেরকে বোঝাচ্ছেন, আজকাল তো এরকম অনেক বেরিয়ে আসে, যে বলে যে - আমি অবতার নিয়েছি, এই জন্য সত্যের স্থাপনা করতে অনেক বিঘ্ন পড়ে যায়। কিন্তু এটাও গাওয়া

হয় যে - *সত্যের নৌকা হেলবে, দুর্লবে কিন্তু ডুবে যাবে না*।

বাচ্চারা, এখন তোমরা বাবার কাছে এসেছ তাই তোমাদের মধ্যে এখন হৃদয় থেকে অনেক খুশি থাকা দরকার। আগে যখন তীর্থযাত্রা করতে যেতে তখন কিরকম মনে হতো ? এখন বাড়ি-ঘর ছেড়ে যখন এখানে আসো তখন কি চিন্তা চলে ? আমরা বাপ-দাদার কাছে যাচ্ছি। বাবা এটাও বুঝিয়েছেন যে - আমাকে কেবল শিব বাবা-ই বলা হয়, আর আমি যার মধ্যে প্রবেশ করি, তিনি হলেন ব্রহ্মা। বংশতালিকা হয়, তাইনা ! সবার প্রথমে ব্রাহ্মণদের বংশতালিকা করা হয়। তারপর দেবতাদের বংশলতিকা হয়ে যায়। এখন দূরদেশী বাবা বাচ্চাদেরকে দূরদর্শী বানাচ্ছেন। তোমরা জেনেছ যে, আত্মা কিভাবে সমগ্র চক্রে ভিন্ন ভিন্ন বর্ণে আসে, এই জ্ঞান দূরদর্শী বাবা-ই প্রদান করেন। তোমরা বিচার করবে যে, এখন আমরা ব্রাহ্মণ বর্ণের হয়েছি, এর পূর্বে যখন আমাদের জ্ঞান ছিল না, তখন আমরা শূদ্র বর্ণের ছিলাম। ইনি (ব্রহ্মা বাবা) হলেন আমাদের গ্রেট গ্রেট গ্র্যান্ড ফাদার। গ্রেট শূদ্র, গ্রেট বৈশ্য, গ্রেট ক্ষত্রিয়....তারও পূর্বে গ্রেট ব্রাহ্মণ ছিলাম। এখন এই সমস্ত কথা এক বাবার ছাড়া আর কেউই বোঝাতে পারে না। এই জ্ঞানকে বলা হয় দূরদর্শী জ্ঞান। দূরদেশে বসবাসকারী বাবা এসে দূর দেশের সমগ্র জ্ঞান বাচ্চাদেরকে শোনাচ্ছেন। তোমরা জেনে গেছো যে - আমাদের বাবা দূর দেশ থেকে ঐনার (ব্রহ্মা বাবার) মধ্যে আসেন। এটা হল পরের দেশ, পরের রাজ্য। শিব বাবার নিজের কোনো শরীর নেই আর তিনিই হলেন জ্ঞানের সাগর, স্বর্গের রাজ্যও তিনি প্রদান করেন। কৃষ্ণ কি স্বর্গের অবিনাশী উত্তরাধিকার দিতে পারেন ! শিব বাবা-ই প্রদান করেন। কৃষ্ণকে তো বাবা বলা যায়না। বাবা রাজ্য প্রদান করেন, বাবার থেকেই অবিনাশী উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয়। এখন লৌকিক জগতের সমস্ত উত্তরাধিকার প্রাপ্তিও সম্পূর্ণ হয়। সত্যযুগে তোমাদের এইসব কিছুই জানা থাকবে না, যে আমরাই সঙ্গমযুগে ২১ জন্মের অবিনাশী উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করেছিলাম। এটা এখনই তোমরা জেনেছো যে আমরা ২১ জন্মের অবিনাশী উত্তরাধিকার অর্ধ কল্পের জন্য গ্রহণ করছি। ২১ জন্ম, সম্পূর্ণ আয়ু প্রাপ্ত হবে। যখন শরীর বৃদ্ধ হবে তখন সময় অনুসারে শরীর ত্যাগ করবে। যেরকম সাপ পুরানো খোলস ছেড়ে নতুন গ্রহণ করে। আমাদের এখন অভিনয় করতে-করতে এই শরীর রূপী বস্ত্র পুরানো হয়ে গেছে।

তোমরাই হলে সত্যিকারের ব্রাহ্মণ। তোমাদেরকেই ভ্রমরী বলা হয়। তোমরাই কীটদেরকে নিজের সমান ব্রাহ্মণ বানাও। তোমাদেরকেই বলা যায় যে কীটদেরকে নিয়ে এসে বসে ভুঁ-ভুঁ করো অর্থাৎ জ্ঞানের গুঞ্জন করতে থাকো। ভ্রমরীরাও ভুঁ-ভুঁ করতে থাকে, তারপর কোনো কীটের তো ডানা জন্মায় আবার কেউ তো মরেও যায়। এইসব কিছুর উদাহরণ হলো এখনকার। তোমরা হলে বাবার অতি প্রিয় বাচ্চা, বাচ্চাদেরকে চোখের মনিও বলা হয়। বাবা বলেন যে - তোমরা হলে নয়নের মনি। তোমাদেরকে নিজের বানিয়েছি তো তোমরাও আমার হয়ে গেছো তাই না! এইরকম বাবাকে যত স্মরণ করবে ততই তোমাদের পাপ বিনাশ হয়ে যাবে। আর অন্য কোনো দেহধারীকে স্মরণ করলে পাপ বিনাশ হবে না। আত্মা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ঐনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) জীবিত থেকেও দেহ-অভিমান থেকে ভুলে থাকার পুরুষার্থ করতে হবে। দেহরূপী এই পুরানো জুতাতে অল্প একটুও যেন মোহ না থাকে।

২) সত্যিকারের ব্রাহ্মণ হয়ে কীটের উপর ভ্রমরের গুঞ্জন করার ন্যায় অজ্ঞানী আত্মাদের কাছে জ্ঞানের গুঞ্জন করে তাদেরকেও নিজের সমান ব্রাহ্মণ বানাতে হবে।

বরদানঃ:- নিরাশাগ্রস্ত আত্মাদের মধ্যে আশার আলো জ্বালিয়ে সত্যিকারের পরোপকারী, সন্তুষ্টমণি ভব*

ব্যখ্যা :- ত্রিকালদর্শী হয়ে প্রত্যেক আত্মার দুর্বলতাগুলিকে যাচাই করে, তার দুর্বলতাগুলিকে নিজের মধ্যে ধারণ না করে, বা বর্ণন না করে, দুর্বলতারূপী কাঁটাগুলিকে কল্যাণকারী স্বরূপে স্থিত হয়ে সমাপ্ত করে, কাঁটাগুলিকে ফুল বানিয়ে, নিজেও সন্তুষ্টমণি সম সন্তুষ্ট থেকে, আর সকলকে সন্তুষ্ট করে, যে আত্মাকে নিরাশাগ্রস্ত দেখাচ্ছে, এইরকম ব্যক্তি বা এই রকম স্থিতিতে সদাকালের জন্য আশার দীপক জ্বালানো অর্থাৎ হতাশায় নিমজ্জিত আত্মাকে শক্তিবান বানিয়ে দেওয়া - এইরকম শ্রেষ্ঠ কর্তব্য চলতে থাকলে তো পরোপকারী, সন্তুষ্টমণির বরদান প্রাপ্তি হয়ে যাবে।

স্লোগান:- পরীক্ষার সময় প্রতিজ্ঞা মনে থাকলে, তখন প্রত্যক্ষতা হবে।*

"মিষ্টি বাচ্চারা — বাবা তোমাদের নতুন দুনিয়ার জন্য রাজযোগ শেখাচ্ছেন, সুতরাং এই পুরানো দুনিয়ার বিনাশ অবশ্যই হবে"

প্রশ্নঃ - — মানুষের মধ্যে এমন কোন্ সুন্দর অভ্যাস আছে, যা থাকা সত্ত্বেও প্রাপ্তি হয়না ?

উত্তরঃ - — মানুষের মধ্যে ভগবানকে স্মরণ করার অভ্যাস আছে, যখন কোনও পরিস্থিতি সামনে এসে দাঁড়ায় তখন বলে ওঠে — হে ভগবান ! সম্মুখে শিবলিঙ্গ থাকলেও যথার্থ রূপে তাঁকে না জানার কারণে প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত হয়ে যায়, আর তখনই বলে থাকে সুখ-দুঃখ সব ইনিই দিয়ে থাকেন। বাচ্চারা, তোমরা এখন আর এমনটা বলবে না।

*ওম্ শান্তি । বাবা যাঁকে রচয়িতা বলা হয়, তিনি কিসের রচয়িতা ? নতুন দুনিয়ার রচয়িতা। নতুন দুনিয়াকে বলা হয় স্বর্গ বা সুখধাম, নাম বলে কিন্তু কাকে বলে জানা নেই। কৃষ্ণের মন্দিরকেও সুখধাম বলে থাকে। সে মন্দির তো ছোট । কৃষ্ণ তো বিশ্বের মালিক ছিল। অনন্ত জগতের মালিককে সীমিত জগতের মালিক বানিয়ে দেয়। কৃষ্ণের ছোট মন্দিরকে সুখধাম বলে থাকে। বুদ্ধিতে এটাও আসে না যে কৃষ্ণ তো বিশ্বের মালিক ছিল। ভারতের নিবাসী ছিল । তোমাদের ও প্রথমে কিছু জানা ছিল না। বাবা তো সবকিছুই জানেন, সৃষ্টির আদি-মধ্য-অন্তের সমস্ত জ্ঞান তাঁর কাছে আছে । বাচ্চারা তোমরা এখন জানো, দুনিয়াতে তো এটাও কেউ জানেনা — ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শঙ্কর এরা কে ? শিব হলেন উচ্চ থেকে উচ্চতর ভগবান। আচ্ছা, তবে প্রজাপিতা ব্রহ্মা কোথা থেকে এসেছেন ? তিনি তো মানুষই । প্রজাপিতা ব্রহ্মাকে তো অবশ্যই এখানেই প্রয়োজন যার দ্বারা ব্রাহ্মণ জন্ম নেবে । প্রজাপিতা অর্থাৎ মুখ দ্বারা (মুখ নিঃসৃত জ্ঞান দ্বারা) অ্যাডপ্ট করেন যিনি, তোমরা হলে মুখ বংশাবলী । এখন তোমরা জানো, কিভাবে ব্রহ্মাকে অ্যাডপ্ট করে বাবা মুখ বংশাবলী বানিয়েছেন, এনার মধ্যে প্রবেশ করেছেন এবং বলেছেন এ আমার সন্তান। তোমরা জানো, ব্রহ্মা নামকরণ কিভাবে হয়েছে, কিভাবে জন্ম হয়েছে, এই বিষয়ে আর কেউ জানেনা। শুধুমাত্র মহিমা করে থাকে পরমপিতা পরমাত্মা উচ্চ থেকে উচ্চতর, কিন্তু এটা কারো বুদ্ধিতে আসেনা যে , উচ্চ থেকে উচ্চতর পিতা তিনি। সমস্ত আত্মাদের পিতা, তিনিও বিন্দু রূপ, ওঁনার মধ্যে সৃষ্টির আদি-মধ্য-অন্তের জ্ঞান আছে, এই নলেজ তোমরা এখন পেয়েছ। প্রথমে এই জ্ঞান সম্পর্কে বিন্দুমাত্র জানা ছিল না। মানুষ শুধু বলে থাকে ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শঙ্কর কিন্তু তাঁদের সম্পর্কে কিছুই জানে না। সুতরাং ওদের বোঝানোর মতো বিচক্ষণ তোমরা হয়েছ । তোমরা জানো বাবা হলেন জ্ঞানের সাগর, যিনি আমাদের ঐশ্বরীয় জ্ঞান প্রদান করেন । রাজযোগ হলো সত্যযুগের নতুন দুনিয়ার জন্য তবে নিশ্চয়ই এই পুরানো দুনিয়ার বিনাশ হওয়া প্রয়োজন। সেইজন্যই এই মহাভারত লড়াই। অর্ধকল্প ধরে তোমরা ভক্তি মার্গের শাস্ত্র পড়ে এসেছ । এখন বাবার কাছ থেকে ডায়রেক্ট শুনছ । বাবা বসে কোনও শাস্ত্র শোনান না। জপ-তপ করা , শাস্ত্র ইত্যাদি পড়া এসবই হলো ভক্তি। সুতরাং ভক্তদের ভক্তির ফল তো চাই কেননা পরিশ্রম তো করে ভগবানের সাথে মিলিত হওয়ার জন্য। জ্ঞান দ্বারাই সন্নতি প্রাপ্তি হয় । জ্ঞান আর ভক্তি একসাথে চলতে পারে না। এখন হলো ভক্তির রাজ্য, সবাই ভক্ত। প্রত্যেকের মুখ থেকেই – ও গডফাদার ! অবশ্যই শোনা যায়। এখন তোমরা বাচ্চারা জান বাবা এসে নিজ পরিচয় দিয়ে বলেছেন আমি ছোট বিন্দু, আমাকেই জ্ঞানের সাগর বলা হয়। আমি বিন্দুর মধ্যেই সম্পূর্ণ জ্ঞান সঞ্চিত আছে, আত্মার মধ্যেই নলেজ থাকে । এখন বাচ্চারা তোমরা জেনেছ ওঁনাকে পরমপিতা পরমাত্মা বলা হয়। তিনি হলেন সুপ্রিম সোল । উচ্চ থেকে উচ্চতর পতিত-পাবন বাবাই সুপ্রিম তাইনা !

মানুষ হে ভগবান ! বললে শিবলিঙ্গই স্মরণে আসবে, সেটাও যথার্থ রীতিতে নয় , যেন এক অভ্যাসে পরিণত হয়েছে ভগবানকে স্মরণ করা । ভগবানই যেন সুখ-দুঃখ দিয়ে থাকেন। এখন তোমরা বাচ্চারা এমনটা বলবে না। তোমরা জান বাবা হলেন সুখদাতা । সত্যযুগে সুখধাম ছিল , দুঃখের চিহ্নমাত্র ছিল না। কলিযুগে তো শুধুই দুঃখ, এখানে সুখের কোনও চিহ্ন নেই । উচ্চ থেকে উচ্চতর ভগবান তিনিই হলেন সমস্ত আত্মাদের পিতা, এটা কারও জানা নেই আত্মাদেরও পিতা আছে, বলেও থাকে আমরা সবাই ভাই-ভাই, সুতরাং সবাই একই পিতার সন্তান তাইনা! কেউ আবার বলে থাকে তিনি তো সর্বব্যাপী — তোমার মধ্যেও আছেন , আমার মধ্যেও আছেন। কি আশ্চর্য, তোমরা তো আত্মা, আর এটা তোমাদের শরীর তবে তৃতীয় বস্তু কিভাবে সেখানে হতে পারে!

আত্মাকে কি পরমাত্মা বলবে ! জীবাত্মা বলা হয়। জীব পরমাত্মা বলা হয় না। পরমাত্মা সর্বব্যাপী কিভাবে হতে পারে!

পিতা সর্বব্যাপী হলে তো ফাদারহুড (পিতৃদত্ত) হয়ে যাবে, পিতা, পিতার কাছ থেকে অবিনাশী উত্তরাধিকার গ্রহণ কিভাবে করবে ! বাচ্চারা পিতার কাছ থেকে অবিনাশী উত্তরাধিকার প্রাপ্তি করে। সবাই ফাদার কিভাবে হবে, এতো ছোট একটি বিষয়ও কারো বিবেচনায় আসে না। বাবা বলেন — বাচ্চারা, আজ থেকে ৫ হাজার বছর আগে তোমাদের কত বিচক্ষণ করে তুলেছিলাম, তোমরা এভার হেল্‌দী, ওয়েল্‌দী, বিচক্ষণ ছিলে। এমন বিচক্ষণতা কারো হতে পারে না। তোমরা এখন যা জ্ঞান প্রাপ্ত করছ এসব ওখানে আর থাকবে না। ওখানে তো এটাও জানা থাকবে না যে - আমরা পুনরায় অধঃপতিত হবো, যদি এটা জানা থাকে তবে সুখ অনুভব হবে না। এই জ্ঞান প্রায়শই লুপ্ত হয়ে যায়। এই ড্রামার জ্ঞান শুধুমাত্র তোমাদের বুদ্ধিতে আছে। ব্রাহ্মণরাই এর অধিকারী হয়ে থাকে। তোমাদের বুদ্ধিতে আছে আমরা এখন ব্রাহ্মণ বর্ণের। ব্রাহ্মণদেরই বাবা এসে জ্ঞান প্রদান করেন। ব্রাহ্মণরা তারপর সবাইকে শোনায়। গায়নও আছে ভগবান এসে স্বর্গ স্থাপনা করেছিলেন, রাজযোগ শিখিয়েছিলেন। ওরা কৃষ্ণ জয়ন্তী পালন করে, মনে করে কৃষ্ণ বৈকুণ্ঠের মালিক ছিল, কিন্তু সে যে বিশ্বেরও মালিক ছিল — এটা বুদ্ধিতে আসেনা। যখন তাঁর রাজ্য ছিল তখন অন্য কোনও ধর্ম ছিল না, যমুনার তীরে কৃষ্ণেরই সম্পূর্ণ বিশ্বের রাজ্য ছিল। এখন এইসব বিষয় তোমাদের কে বোঝাচ্ছেন ? ভগবানুবাচ। অবশিষ্ট যত বেদ -শাস্ত্র ইত্যাদি শোনানো হয়, সব ভক্তি মার্গের। এখানে স্বয়ং ভগবান এসে তোমাদের শোনাচ্ছেন। এখন তোমরা বুঝেছ আমরা পুরুষোত্তম হতে চলেছি। তোমাদের বুদ্ধিতে আছে আমরা শান্তিধাম নিবাসী, আবার এসে ২১ জন্মের জন্য প্রালব্ধ ভোগ করব।

বাচ্চারা, তোমাদের অন্তর খুশিতে গদগদ হয়ে যাওয়া উচিত যে, অসীম জগতের শিবপিতা আমাদের পড়াচ্ছেন, উনি জ্ঞানের সাগর, সৃষ্টির আদি-মধ্য-অন্তকে তিনি জানেন। এমন বাবা শুধুমাত্র আমাদের জন্য এসেছেন সুতরাং খুশিতে উচ্ছ্বসিত হওয়া উচিত।

বাবাকে বাচ্চারা বলে বাবা, আমরা তোমাকে উত্তরাধিকারী করেছি, বাবাও তখন বাচ্চাদের সন্তান হয়ে যান। বাচ্চারা তারপর বলে ভগবান তুমি যখন আসবে আমরা তোমার সন্তান হব। পিতাও বাচ্চাদের উত্তরাধিকার দিয়ে থাকেন। বাবাকে উত্তরাধিকারী কিভাবে করবে, এ অতি গুরু বিষয়। নিজের সবকিছু (অবগুণ) এক্সচেঞ্জ করা — এটা বোঝার জন্য বুদ্ধির প্রয়োজন। গরীবরা চট করেই এক্সচেঞ্জ করবে, বিত্তবানদের জন্য বিষয়টি একটু মুশকিল, যতক্ষণ পর্যন্ত না যথার্থ রীতিতে জ্ঞানকে ধারণ করবে। দূততার অভাব। গরীবরা চট করে বলে দেয় — বাবা আমরা তো তোমাকেই উত্তরাধিকারী করব, আমাদের কাছে কি-ই বা আছে ! *উত্তরাধিকারী করে শরীর নির্বাহের জন্য নিজেকেই সবকিছু করতে হবে, শুধু ট্রাস্টি মনে করে (ঈশ্বরীয় জ্ঞানে আসার পর এই শরীর বাবার দেওয়া) থাকতে হবে*। বাবা অনেক যুক্তি বলে দেন। বাবা দেখেন - কোনও পাপ কর্মে পয়সা খরচ হচ্ছে না তো ! মানুষকে পুণ্য আত্মা তৈরি করার কাজে কি পয়সা খরচ করছে ? সার্ভিস কি নিয়মানুযায়ী হচ্ছে ? সম্পূর্ণ রূপে যাচাই করে তারপর তোমাদের পরামর্শ দেবেন। এই ব্যক্তিও (ব্রহ্মা বাবা) তার ব্যবসা থেকে ঈশ্বরীয় কাছে কিছু দান দিতেন, সেটা ছিল ইনডাইরেক্ট, এখন বাবা ডাইরেক্ট এসেছেন। মানুষ মনে করে আমরা যা কিছু করি তার ফল ঈশ্বর আমাদের পরবর্তী জন্মে দিয়ে থাকেন। কোনও গরিব দুঃখী হলে মনে করে কর্মই এমন করেছে যার ফল ভুগতে হচ্ছে। ভালো কর্ম করলে সুখি হয়। বাবা তোমাদের কর্মের গতি সম্পর্কেও বুঝিয়ে থাকেন, রাবণ রাজ্যে তোমাদের সব কর্মই বিকর্ম হয়ে যায়। সত্য যুগ আর ত্রেতায় রাবণই নেই সেইজন্য সেখানে কোনও বিকর্ম হয় না। এখানে যে ভালো কর্ম করে সে অল্প কালের জন্য সুখ প্রাপ্ত করে থাকে, তারপরেও কোনও না কোনও রোগ, খিটমিট তো হতেই থাকে। কেননা অল্প কালের সুখ। এখন বাবা বলেন এই রাবণ রাজ্য শেষ হবেই। রাম রাজ্যের স্থাপনা শিববাবা করছেন।

তোমরা জানো, এই চক্র কিভাবে ঘুরছে। ভারত আজ থেকে ৫ হাজার বছর আগে স্বর্গ ছিল, লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজ্য ছিল। সর্বপ্রথম এদেরই সিংহাসন ছিল, তারপর কৃষ্ণ স্বয়ম্বর দ্বারা রাজা হন। নারায়ণ নামকরণ হয়। সেই ভারতও গরিব হয়ে যায়। এসবই যখন তোমরা শোন তোমাদের অবাক লাগে। বাচ্চারা বলে, বাবা তুমি সম্পূর্ণ রচনা আর রচয়িতার নলেজ শোনাও, কত উচ্চ নলেজ তুমি প্রদান কর। এক বাবা ছাড়া আর কাউকে স্মরণ করা উচিত নয়। শেষ পর্যন্ত ঈশ্বরীয় পঠন-পাঠন করতে হবে সুতরাং টিচারকে অবশ্যই স্মরণ করতে হবে। স্কুলেও টিচারকে স্মরণ করা হয় তাইনা ! লৌকিক স্কুলে অনেক টিচার থাকেন। প্রতিটি বিষয়ের জন্য ভিন্ন-ভিন্ন টিচার, এখানে তো একজনই টিচার। কত স্নেহশীল। বাবা লাভলি, টিচারও লাভলি প্রথমে ভক্তি মার্গে অন্ধ শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করতে। এখন তো বাবা ডাইরেক্ট পড়াচ্ছেন সুতরাং কত খুশি হওয়া উচিত তারপরও বলে থাক বাবা ভুলে যাই। জানিনা আমাদের বুদ্ধি কেন তোমাকে স্মরণ করে না। গাওয়াও হয়ে থাকে ঈশ্বরের মতি-গতি ভিন্ন। বাবা তোমার গতি আর সঙ্গতি প্রাপ্ত করার শ্রীমত বড়ো চমকপ্রদ। এমন

বাবাকে স্মরণ করা উচিত। স্ত্রী স্বামীর গুণগান করে না ! এই এই ঔনার প্রপাটি। কত সুন্দর ! অন্তরে কত খুশি থাকে, তাইনা ! আর ইনি হলেন পতিরও পতি, পিতারও পিতা। এনার কাছ থেকে আমরা কত সুখ প্রাপ্ত করে থাকি । সবার কাছ থেকে তো দুঃখই পাই । হ্যাঁ, টিচার দ্বারা সুখ প্রাপ্ত হয়, কেননা ঈশ্বরীয় পঠন-পাঠন দ্বারা উপার্জন হয়ে থাকে। গুরু করা হয় বাণপ্রস্থে । বাবাও বলেন, আমি বাণপ্রস্থে এসেছি । ব্রহ্মাও বাণপ্রস্থী, আমিও বাণপ্রস্থী। এইসব বাচ্চারা আমার বাণপ্রস্থী। বাবা, টিচার এবং গুরু একত্রিত। বাবা টিচার হন তারপর গুরু হয়ে সঙ্গে করে নিয়ে যান। ঐ এক বাবারই মহিমা, এই বিষয় কোনো শাস্ত্র ইত্যাদিতে নেই। বাবা প্রতিটি বিষয় যথার্থ রীতিতে বুঝিয়ে থাকেন। এর চেয়ে উচ্চ নলেজ আর কিছু হয় না, না জানার প্রয়োজন পড়ে । আমরা সবকিছু জেনে বিশ্বের মালিক হয়ে উঠি আর কি চাই ! বাচ্চাদের বুদ্ধিতে এটুকু থাকলেই খুশি আর স্মরণ থাকবে । পুণ্য আত্মা হওয়ার জন্য অবশ্যই স্মরণে থাকতে হবে। মায়ার ধর্ম হলো তোমাদের যোগ ছিন্ন করে দেওয়া। যোগেই মায়া বিঘ্ন সৃষ্টি করে। তোমরা তখন ভুলে যাও । মায়ার তুফান প্রচণ্ড শক্তিশালী। এটাও ড্রামায় নির্ধারিত। সর্বপ্রথম তো ব্রহ্মা, সুতরাং এনার সব অনুভব হয়। আমার কাছে এই তুফান এলে তবেই তো সবাইকে বোঝাতে পারব তাইনা ! মায়ার তুফান আসবে। বাবার (ব্রহ্মা) কাছেও আসে, তোমাদের কাছেও আসবে। *যদি মায়ার কোনও তুফান না থাকে, তোমাদের যোগ স্থির থাকে তবেই তোমরা কর্মভীত অবস্থা প্রাপ্ত করবে।*

কর্মভীত অবস্থা প্রাপ্ত হলে সবাই চলে যাবে। শিবের বরযাত্রী গায়ন আছে না ! শিববাবা এলেই আমরা সব আত্মারা ঘরে ফিরে যাই । শিববাবা আসেন-ই সবাইকে নিয়ে যেতে। সত্যযুগে এতো আত্মা তো থাকবে না। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ঔনার আত্মা-রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) শিববাবাকে নিজের উত্তরাধিকারী করে সবকিছু এক্সচেঞ্জ করতে হবে। উত্তরাধিকারী করে শরীর নির্বাহও করতে হবে, ট্রাস্টি মনে করে থাকতে হবে। কোনও পাপ কর্মে যেন পয়সা খরচ না হয়।

২) অন্তরে খুশির ঝর্ণা বইতে থাকবে যে, স্বয়ং জ্ঞানের সাগর বাবা এসে আমাদের পড়াচ্ছেন। পুণ্য আত্মা হওয়ার জন্য অবশ্যই স্মরণে থাকতে হবে, মায়ার তুফান থেকে নির্ভীক হতে হবে।

বরদান:- — আত্মিক (রুহানিয়ত) স্থিতির দ্বারা ব্যর্থ কথার স্টককে সমাপ্ত করে খুশির খাজানায় সম্পন্ন ভব*
রুহানিয়ত স্থিতি দ্বারা ব্যর্থ কথার স্টক সমাপ্ত করো। নয়তো একে অপরের অবগুণ বর্ণন করতে-করতে রোগের জীবাণু বায়ুমণ্ডলে ছড়াতে থাকবে। এতে বাতাবরণ শক্তিশালী হবে না। তোমাদের কাছে অনেক ভাব (মতামত, অনুভব) নিয়ে অনেক আত্মা আসবে, কিন্তু তোমাদের কাছ থেকে শুভ ভাবনার চিন্তনই নিয়ে যাবে । এটা তখনই সম্ভব হবে, যখন নিজের কাছে খুশির বার্তার স্টক সঞ্চিত থাকবে । যদি মনের মধ্যে কারো প্রতি কোনো ব্যর্থ সংলাপ চলে, সেখানে বাবা থাকেন না, কারণ পাপ আছে ।

স্লোগান:- — স্মৃতির সুইচ অন থাকলে মুড অফ হতেই পারে না।*

"মিষ্টি বাচ্চারা -- এখন তোমাদের নিন্দা-স্তুতি, মান-অপমান, দুঃখ-সুখ সব কিছু সহ্য করতে হবে তোমাদের সুখের দিন কাছে আসছে"

প্রশ্ন:- বাবা নিজের ব্রাহ্মণ সন্তানদের কোন্ একটি সাবধান বাণী (ওয়ার্নিং) দেন ?

উত্তর:- বাচ্চারা, কখনও বাবার প্রতি রাগ অভিমান করবে না। যদি বাবার প্রতি অভিমান করে রেগে থাকবে তাহলে সদগতি থেকে বঞ্চিত থাকবে। বাবা ওয়ার্নিং দেন - অভিমান করলে কঠিন সাজা ভোগ করতে হবে। নিজেদের মধ্যে বা ব্রাহ্মণীদের সঙ্গেও অভিমান বা রাগ করলে ফুলে পরিণত হবে না উপরন্তু কাঁটায় পরিণত হবে, তাই খুব-খুব সাবধানে থাকবে।

*গীত:- ধৈর্য ধরো হে মানব.....

ওম্ শান্তি। মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চারা গান শুনলো, বাচ্চারা, তোমাদের জন্ম জন্মান্তরের যা দুঃখ আছে সেসব দূর হওয়া উচিত। এই গানের কথা শুনলে, তোমরা জানো এখন আমাদের দুঃখের পার্ট পূর্ণ হচ্ছে এবং সুখের পার্ট আরম্ভ হচ্ছে। যারা পুরোপুরি জানে না তারা কিছু কিছু কথায় দুঃখ অনুভব করে। এখানে বাবার কাছে এসেও কোনো এক ধরনের দুঃখ অনুভব করে। বাবা বুঝতে পারেন, অনেক বাচ্চাদের কষ্ট হয়। যখন তীর্থ স্থানে যাওয়া হয় তখন সেখানে অনেক লোকের ভিড় থাকে, বৃষ্টিপাত হয়, কখনও ঝড় ওঠে। যারা প্রকৃত সত্য ভক্ত হয় তারা বলবে এতে কি হয়েছে, ভগবানের দর্শনে তাঁর কাছে এসেছি। ভগবানকে স্মরণ করেই যাত্রা করে। অসংখ্য ভগবান আছে মানুষের। সুতরাং যারা দৃঢ় বিশ্বাসী হয়, তারা তো বলে কোনও অসুবিধে নেই, ভালো কাজে সর্বদা বিঘ্ন বাধা আসে, তাই ফিরে যেতে হয় নাকি। কেউ কেউ আবার ফিরেও যায়। কখনও বিঘ্ন আসে, কখনও আসে না। বাবা বলেন বাচ্চারা এও তোমাদের যাত্রা। তোমরা বলবে আমরা অসীম জগতের পিতার কাছে যাই, তিনি পিতা, তিনি সকলের দুঃখ হরণ করেন। এই নিশ্চয় আছে, আজকাল দেখা মধুবনে কত ভিড় হয়, বাবার চিন্তা হয়, অনেকের কষ্ট হয় হয়তো। মাটিতে শুতে হয়। বাবা কি চান বাচ্চাদের মাটিতে শোওয়াতে। কিন্তু ড্রামা অনুসারে ভিড় হয়েছে, কল্প পূর্বেও এমন হয়েছিল, এতে কোনও দুঃখ অনুভব হওয়া উচিত নয়। এই কথাও জানেন যারা পড়া করছে তাদের মধ্যে কেউ রাজা হবে, কেউ প্রজা। কারো উঁচু পদ মর্যাদা, কারো কম হবে। কিন্তু সুখ নিশ্চয়ই হবে। এই কথাও বাবা জানেন, কেউ খুবই দুর্বল, কিছুই সহ্য করতে পারে না। তাদের যদি কোনও কষ্ট হয় তবে তারা বলবে অহেতুক এলাম বা এমন বলবে ব্রাহ্মণী আমাদের জোর করে নিয়ে এসেছে। এমনও অনেকে থাকবে যারা বলবে ব্রাহ্মণী আমাদের অহেতুক ফাঁসিয়েছে। তাদের পুরোপুরি পরিচয় নেই যে বিশ্ব বিদ্যালয়ে এসেছি। এসময়ের পড়াশোনা দ্বারা কেউ তো রাজা হবে। কেউ প্রজাও হবে ভবিষ্যতে। এখানকার রাজা ও প্রজায় এবং স্বর্গের রাজা ও প্রজায়, রাত দিনের পার্থক্য আছে। এখানকার রাজা ও প্রজা দুই-ই দুঃখে বাস করে। স্বর্গে দুই জনেই থাকে সুখে। এখানে তো হল পতিত বিকারী দুনিয়া। যতই কারো কাছে অনেক ধন থাকুক, বাবা বোঝান এই ধন সম্পদ সব মাটিতে মিশে যাবে। এই শরীরও শেষ হয়ে যাবে। আত্মা তো মাটিতে মিশে যায়না, অনেক বড় ধনী, যেমন বিড়লা, তারা কিন্তু জানে না যে, এখন এই পুরানো দুনিয়া পরিবর্তিত হচ্ছে। জানা থাকলে অবিলম্বে এসে যেত। বলা হয় এখানে ভগবান এসেছেন তাহলে যাবে কোথায়? বাবা ব্যতীত কোনোরকম সদগতি প্রাপ্ত হয় না। যদি কেউ অভিমানে রাগ করে তবে তো বলা হবে সদগতি থেকে বঞ্চিত হল। এমন ভাবে অনেকেই রেগে থাকবে, পতিত হবে। আশ্চর্য হয়ে শুনবে, নিশ্চয়ও হয় কেউ আবার ভাবে যথায় যথায় ইনি ছাড়া কোনো পথ নেই। ঐনার কাছেই সুখ ও শান্তির উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হবে। ইনি ছাড়া সুখ-শান্তি প্রাপ্ত হওয়া অসম্ভব। যখন অনেক ধন থাকবে তখন তো সুখ প্রাপ্ত হবে। ধনে থাকলেই তো সুখ আছে তাইনা। মূল বতনে (পরমধামে) তো আত্মারা শান্তিতে বসে থাকে। কেউ যদি বলে আমার পার্ট না থাকলে আমি সদা পরমধামে থাকতাম, কিন্তু তা বললে তো চলবে না। বাচ্চাদের বোঝানো হয় - এই হল পূর্ব রচিত খেলা। অনেকে এমন আছে যারা একটু সংশয় হলেই ছেড়ে চলে যায়। ব্রাহ্মণীদের সঙ্গে অভিমান করে থাকে অথবা নিজেদের মধ্যেই রাগ করে পড়াশোনা ছেড়ে দেয়।

এখন তোমরা এখানে ফুল হতে এসেছো। অনুভব করো - সঠিকভাবে আমরা কাঁটা থেকে ফুলে পরিণত হচ্ছি। ফুল অবশ্যই হতে হবে। কারো এমন সংশয় থাকে, অমুক এমন কর্ম করে, তাই আমরা আসবো না। ব্যস, রাগ করে ঘরে বসে থাকে। বাবা বলেন অন্যদের সঙ্গে যতই অভিমান করো কিন্তু একমাত্র বাবার প্রতি কখনও রাগ করবে না। বাবা ওয়ার্নিং দেন, সাজা ভোগ খুব কঠিন। গর্ভেও যে সাজা প্রাপ্ত হয়, সব সাক্ষাৎকার করানো হয়। সাক্ষাৎকার ব্যতীত সাজা প্রাপ্ত হবে না।

এখানকার সাক্ষাৎকারও হবে। তোমরা পড়াশোনা করাকালীন ঝগড়া করেছে, রাগ করে পড়াশোনা ত্যাগ করেছে। তোমরা বাচ্চারা বুঝেছো যে আমাদের বাবার কাছে পড়া করতে হবে। পড়াশোনা কখনও ছাড়বে না। তোমরা এখানে পড়া করো মানুষ থেকে দেবতা হওয়ার জন্য। এমন উঁচু থেকে উঁচু বাবার কাছে আসো তোমরা সাক্ষাৎকার করতে। কখনও অনেক বেশি সংখ্যায় এসে পড়লে ড্রামা অনুসারে একটু কষ্ট হয়। বাচ্চাদের সামনে অনেক ঝড় আসে। অমুক জিনিস পাওয়া যায়নি, এই পাইনি ইত্যাদি, এইসব তো কিছুই না। যখন মৃত্যুর সময় আসবে তখন অজ্ঞানী মানুষ বলবে আমরা কি অপরাধ করেছি, অহেতুক আমাদের মারছে কেন। শেষ সময়ের পার্ট কে বলা হয় রক্ত প্রবাহের পার্ট। হঠাৎ বোমা পড়বে, অসংখ্য মানুষ মরবে। এই হল রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ তাইনা। অজ্ঞানী মানুষ চিৎকার করবে। তোমরা বাচ্চারা খুব খুশী অনুভব করবে, কারণ তোমরা জানো এই দুনিয়ার বিনাশ হবেই, অনেক ধর্মের বিনাশ না হলে এক সত্য ধর্মের স্থাপনা হবে কীভাবে। সত্যযুগে একটি আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্ম ছিল। কে বা জানে সত্যযুগের আদি কালে কি ছিল। এই হল পুরুষোত্তম সঙ্গমযুগ। বাবা এসেছেন সবাইকে পুরুষোত্তম বানাতে। তিনি হলেন সকলের পিতা তাইনা। ড্রামাকে তো তোমরা জেনেছো। সবাই তো সত্যযুগে আসবে না। এত কোটি কোটি মানুষ সত্যযুগে আসবে না। এই হল ডিটেল কথা। অনেক কন্যারা আছে যারা কিছু বোঝে না। ভক্তিমার্গে মগ্ন হয়ে আছে। জ্ঞান বুদ্ধিতে টিকবে না। ভক্তির অভ্যাস হয়ে গেছে। বলে ভগবান কি না করতে পারেন। মৃতকে জীবিত করতে পারেন। বাবার কাছে এসে বলে অমুক মানুষ মৃতকে জাগিয়ে তোলে তো ভগবান কেন করতে পারবেন না। কেউ সংকর্ম করলে তার মহিমা বর্ণনা করতে থাকে। তারপরে তার হাজার জন ফলোয়ার তৈরি হয়ে যায়। তোমাদের কাছে তো অনেক কম মানুষ আসে। ভগবান পড়ান তাহলে এত কম কেন? এমন কথা অনেকেই বলে। আরে, এখানে তো মরতে হয়। ভক্তি মার্গে তো কর্ণ রস আছে। বিশাল আয়োজন করে বসে গীতা শোনানো হয়, ভক্ত জন শোনে। এখানে কর্ণ রসের কোনো বিষয় নেই। তোমাদের শুধুমাত্র বলা হয় বাবাকে স্মরণ করো। গীতায়ও এই শব্দ আছে মন্বনাভব। বাবাকে স্মরণ করো তাহলে বিকর্ম বিনাশ হবে। বাবা বলেন ব্রাহ্মণীদের প্রতি বা সেন্টারের প্রতি রাগ অভিমান করো, আচ্ছা, এই কাজটি করো অন্য সব সঙ্গ ত্যাগ করে নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করো, একমাত্র বাবাকেই স্মরণ করো। বাবা হলেন পতিত-পাবন (পতিতদের পবিত্র করেন তিনি)। শুধুমাত্র বাবাকে স্মরণ করতে থাকো। স্ব দর্শন চক্র ঘোরাতে থাকো। এতখানি স্মরণ করলে স্বর্গে তো নিশ্চয়ই আসবে। স্বর্গে তো উঁচু পদমর্যাদা পুরুষার্থ অনুসারে প্রাপ্ত হবে। প্রজা বানাতে হবে। তা নাহলে রাজত্ব করবে কাদের উপরে। যারা খুব পরিশ্রম করে, উঁচু পদের অধিকারীও তারা-ই হবে। উঁচু পদমর্যাদা প্রাপ্তির জন্য কত বুদ্ধি খাটায়। পুরুষার্থ না করে কেউ থাকতে পারে না। তোমরা জানো উঁচু থেকে উঁচু হলেন পতিত-পাবন পিতা। মানুষ যদিও মহিমা গায়ন করে কিন্তু অর্থ কিছুই বোঝে না। ভারত অনেক বিংশালী ছিল, ভারত হল স্বর্গ, ওয়ান্ডার অফ ওয়ার্ল্ড। ওইসব হল মায়ার সাতটি ওয়ান্ডার। সম্পূর্ণ ড্রামাতে উঁচু থেকে উঁচু হল স্বর্গ, সবচেয়ে নীচে হল নরক। এখন তোমরা বাবার কাছে এসেছো, জানো যে মিষ্টি বাবা কতখানি উঁচুতে নিয়ে যান। তাঁকে কে ভুলবে। বাইরে যেখানেই যাও শুধুমাত্র একটি কথা স্মরণে রাখো, বাবাকে স্মরণ করো। বাবা শ্রীমৎ দেন - ভগবানুবাচ, ব্রহ্মা ভগবানুবাচ নয়।

অসীম জগতের পিতা আত্মারূপী বাচ্চাদের প্রশ্ন করেন - বাচ্চারা, আমি তোমাদের কতখানি ধন সম্পদ সম্পন্ন করে গেছিলাম তা সত্ত্বেও তোমাদের দুর্গতি হল কীভাবে? কিন্তু এমন ভাবে শোনে যে কিছুই বোঝে না। তো বাচ্চাদের একটু কষ্ট হয়, দুঃখ সুখ, স্তুতি-নিন্দা সবই সহ্য করতে হয়। এখানকার মানুষ দেখো কেমন প্রধানমন্ত্রীকেও পাথর মারতে দেরি করে না। তারা বলে - স্কুলের বাচ্চাদের নিউ ব্লাড। অনেক সুনাম করে তাদের। ভাবে এরাই ভবিষ্যতের নতুন রক্ত। কিন্তু সেই স্টুডেন্টরাই দুঃখ দেওয়া শুরু করে। কলেজ গুলিতে আগুন লাগিয়ে দেয়। একে অপরকে গালাগালি করে। বাবা বোঝান দুনিয়ার এই কি হাল হয়েছে। ড্রামার অভিনেতা হয়েও ড্রামার আদি-মধ্য-অন্তের এবং মুখ্য অভিনেতাদের চেনে না তো তাদের কি বলা হবে! যিনি সর্বোচ্চ তাঁর বায়োগ্রাফি তো জানা উচিত তাইনা। কিছুই জানেনা। ব্রহ্মা-বিশ্ব-শঙ্করের কি পার্ট আছে, ধর্ম স্থাপক দের কি পার্ট আছে। মানুষ তো অন্ধশ্রদ্ধায় সবাইকে প্রিন্সিপ্টর (ধর্মগুরু) বলে দেয়। গুরু হলেন তিনি, যিনি সদগতি করেন। এখন সর্বজনের সদগতি দাতা তো হলেন একমাত্র পরমপিতা পরমাত্মা। পরম গুরুও হলেন তিনি, নলেজও প্রদান করেন। বাচ্চারা, উনি তোমাদের পড়ান, ওঁনার পার্টও ওয়ান্ডারফুল। ধর্মও স্থাপন করেন এবং সব ধর্মকে শেষও করেন। অন্যরা তো শুধু ধর্ম স্থাপন করে, স্থাপনা ও বিনাশ করবেন যিনি তাকেই গুরু বলা হবে তাইনা। বাবা বলেন আমি হলাম কালেরও কাল। একটি ধর্মের স্থাপনা এবং অন্য সব ধর্মের বিনাশ হয়ে যাবে অর্থাৎ এই জ্ঞান যন্তে ভঙ্গ (স্বাধা) হয়ে যাবে। তারপরে না কোনও যুদ্ধ হবে, না যন্ত রচনা হবে। তোমরা সম্পূর্ণ বিশ্বের আদি-মধ্য-অন্তের কথা জানো। অন্যরা তো সবাই নেতি-নেতি বলে দেয়। তোমরা এমন বলবে না। বাবা ব্যতীত অন্য কেউ বোঝাতে পারেনা। অতএব বাচ্চারা, তোমাদের অনেক খুশীতে থাকা উচিত কিন্তু মায়ার সম্মুখীন এমন হতে হয় যে স্মৃতি ভুলিয়ে দেয়। বাচ্চারা, তোমাদের দুঃখ-সুখ, মান-অপমান, সহ্য করতে হবে। যদিও এখানে কারো অপমান করা হয় না। যদি কোনো

কথা থাকেও তাহলে বাবাকে রিপোর্ট করা উচিত। রিপোর্ট না করলে পাপ হয়ে যায়। বাবাকে বলে দিলে চট করে সতর্ক বার্তা প্রাপ্ত হবে। এই সার্জনের কাছে কিছুই লুকানো উচিত নয়। ইনি হলেন বৃহত্তম সার্জন। জ্ঞানের ইনজেকশন যাকে জ্ঞান অঞ্জনও বলা হয়। অঞ্জনকে জ্ঞান-সুরমাও বলা হয়। জাদু ইত্যাদির কোনও কথা নেই। বাবা বলেন আমি এসেছি তোমাদের পতিত থেকে পবিত্র হওয়ার যুক্তি বলে দিতে। পবিত্র না হলে ধারণা করাও হবে না। এই কাম বিকারের জন্যই পাপ কর্ম হয়। এতেই জয়লাভ করতে হবে। নিজেই বিকার গ্রস্ত হলে অন্যকে বলতে পারবেনা। তা তো মহাপাপ হয়ে যাবে। বাবা গল্প বলেন - পন্ডিত বলেছে রাম-রাম বললে সাগর পার করা যায়। মানুষ ভাবে জলের সাগর। যেমন আকাশের কোনও অন্ত নেই তেমনি সাগরের অন্তও পাওয়া যায় না। ব্রহ্মমহাত্মেরও কোনো অন্ত নেই। এখানে মানুষ অন্ত পাওয়ার জন্য পুরুষার্থ করে, স্বর্গে কোনোরকম পুরুষার্থ করতে হয় না। এখানে যতই দূরে চলে যাক তবু ফিরে আসে। পেট্রোল না থাকলে ফিরে আসবে কীভাবে? এই হল বিজ্ঞানের অতি অহংকার, তাতেই বিনাশ করে দেয়। বিমানের দ্বারা সুখও প্রাপ্ত হয়, অতি দুঃখও প্রাপ্ত হয়। আচ্ছা !

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর । আত্মাদের পিতা ঔঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) কোনও কারণেই পড়াশোনা ত্যাগ করবে না। সাজা ভোগ খুবই কঠিন সেসব থেকে সুরক্ষিত থাকতে অন্য সব সঙ্গ ত্যাগ করে একমাত্র বাবাকে স্মরণ করতে হবে। রাগ অভিমান করবে না।

২) জ্ঞানের ইনজেকশন বা জ্ঞান অঞ্জন দাতা হলেন একমাত্র পিতা, সেই অবিনাশী সার্জনের কাছে কোনও কথা লুকাবে না। বাবাকে বলে দিলে চট করে সতর্ক বাণী পেয়ে যাবে।

বরদান:- প্রত্যেকের বিশেষত্ব গুলিকে স্মৃতিতে রেখে বিশ্বাসী হয়ে একমতের সংগঠন নির্মাণকারী সর্বজনের শুভ চিন্তক ভব*

ব্যাখ্যা: ড্রামা অনুযায়ী প্রত্যেকের কিছু বিশেষত্ব তো প্রাপ্ত হয়েছে, সেই বিশেষত্বকে কাজে লাগাও এবং অন্যদের বিশেষত্ব দেখো। একে অপরের প্রতি বিশ্বাসী হয়ে থাকো, তাহলে তাদের মনের ভাবনা পরিবর্তন হয়ে যাবে। যখন প্রত্যেকের বিশেষত্ব দেখবে তো অনেক থাকা সত্ত্বেও এক দেখা যাবে। একমতের সংগঠন হয়ে যাবে। কেউ কারো নামে গ্লানি করলে তাকে সঙ্গ না দিয়ে বরং যে বলছে তার স্বরূপ পরিবর্তন করে দাও, তবেই বলা হবে শুভ চিন্তক।

স্লোগান:- শ্রেষ্ঠ সংকল্পের খাজানা-ই হল শ্রেষ্ঠ প্রালব্ধ বা ব্রাহ্মণ জীবনের আধার ।*

"মিষ্টি বাচ্চারা - তোমাদের টাইম হলো খুবই ভ্যালুয়েবল, সেইজন্য ফালতু কথায় নিজের টাইম ওয়েস্ট (নষ্ট) ক'রো না"

প্রশ্নঃ - মানুষ থেকে দেবতা হওয়ার জন্য বাবার থেকে কোন্ শ্রীমত প্রাপ্ত হয়েছে ?

উত্তরঃ - বাচ্চারা, তোমরা যখন মানুষ থেকে দেবতায় পরিণত হচ্ছেো তো কোনো আসুরিক স্বভাব হওয়া উচিত নয়।

২) কারোর উপর ক্রোধ করতে নেই।

৩) কাউকেই দুঃখ দিতে নেই।

৪) কোনো ফালতু কথা কানে নিতে নেই। বাবার শ্রীমৎ হলো, হিয়ার নো ইভিল (খারাপ কথা শুনবে না)...।

ওম্ শান্তি। বাচ্চারা, তোমাদের বসা হলো একদমই সিম্পল। যেকোনো জায়গায়তেই বসতে পারো। চাও তো জঙ্গলে বসতে পারো, পাহাড়ী জায়গায় বসো, বাড়ীতে বসো বা কুটিরে বসো, যে কোন জায়গাতেই বসতে পারো। বাচ্চারা, এভাবে বসলে (যোগ যুক্ত হয়ে) তোমরা ট্রান্সফার(পরিবর্তিত) হবে। তোমরা অর্থাৎ বাচ্চারা জানো যে, আমরা এখন মনুষ্য, ভবিষ্যতের জন্য দেবতা হতে চলেছি। আমরা কাঁটা থেকে ফুলে পরিণত হচ্ছি। বাবার নিজের বাগান, সেখানে তিনিই মালি। আমরা বাবাকে স্মরণ করলে আর ৮৪ জন্মের চক্র আবর্তন করলে ট্রান্সফার হবে। এখানে বসো, চাইলে যে কোনো জায়গায় বসো- তোমরা ট্রান্সফার হতে-হতে মানুষ থেকে দেবতা হতে থাকো। বুদ্ধিতে এইম্ অবজেক্ট আছে, আমরা এইরকম তৈরী হচ্ছি। যে কোনো কাজ-কর্ম করো, রুটি তৈরী করো, বুদ্ধিতে শুধু বাবাকে স্মরণ করো। বাচ্চাদের এই শ্রীমত প্রাপ্ত হয়, চলতে- ফিরতে সব কিছু করেও শুধু স্মরণে থাকো। বাবার স্মরণে উত্তরাধিকারও স্মরণে আসে, ৮৪ জন্মের চক্রও স্মরণে আসে। এতে আর কি পরিশ্রম, কিছুই না। আমরা যখন দেবতায় পরিণত হচ্ছি, তো কোনো আসুরিক স্বভাবই থাকা উচিত নয়। কারোর উপর ক্রোধ করতে নেই, কাউকে দুঃখ দিতে নেই, কোনো ফালতু কথা কানে শুনতে নেই। শুধুই বাবাকে স্মরণ করো। এছাড়া সংসারের পরনিন্দা-চর্চা তো অনেক শুনেছো। অর্ধ কল্প ধরে এইসব শুনে-শুনে তোমরা নীচে নেমেছো। এখন বাবা বলেন এই পরনিন্দা-পরচর্চা (ঝরমুই-ঝগমুই) ক'রো না। অমুকে এইরকম, এর মধ্যে এটা আছে। কোনো ফালতু কথাই বলা উচিত নয়। এটা যেন নিজের টাইম ওয়েস্ট করা হলো। তোমাদের টাইম হলো অনেক ভ্যালুয়েবল। অধ্যয়ণেই নিজের কল্যাণ হবে, এর দ্বারাই পদ প্রাপ্ত করবে। ওই পড়াশুনাতে অনেক পরিশ্রম করতে হয়। পরীক্ষায় পাশ করার জন্য বিলেতে যায়। তোমাদের তো কোনো কষ্ট দিই না। বাবা আমাদের বলেন আমাকে অর্থাৎ এই বাবাকে স্মরণ করো। এমনকি তোমরা পরস্পর মুখোমুখি বসেও বাবাকে স্মরণ করতে পারো। স্মরণে বসতে-বসতে তোমরা কাঁটা থেকে ফুলে পরিণত হও। কতো ভালো যুক্তি, তো বাবার শ্রীমতে চলতে হবে যে ! প্রত্যেকের রোগ আলাদা আলাদা। তো প্রত্যেক রোগের জন্য সার্জেন আছে। বড-বড লোকেদের বিশেষ ভাবে নিজস্ব সার্জেন থাকে ! তোমাদের সার্জেন কে ? ভগবান। তিনি হলেন অবিনাশী সার্জেন। তিনি বলেন - আমি তোমাদের অর্ধ-কল্পের জন্য নিরোগী করি। শুধুমাত্র আমাকে স্মরণ করলে বিকর্ম বিনাশ হবে। তোমরা একুশ জন্মের জন্য নিরোগী হয়ে যাবে। এ'কথা গিঁট বেঁধে রাখা উচিত। স্মরণের দ্বারাই তোমারা নিরোগী হয়ে যাবে। এরপর ২১ জন্মের জন্য কোনো রোগই আর হবে না। যদিও আমরা হলো অবিনাশী, শরীর তো রুগ্ন হয়। কিন্তু ভোগ তো করে আমরা। সেখানে অর্ধ-কল্প তোমরা কখনোই রোগীতে পরিণত হবে না। শুধুমাত্র স্মরণে তৎপর থাকো। সার্ভিস তো বাচ্চাদের করতেই হবে। প্রদর্শনীতে সার্ভিস করতে করতে বাচ্চাদের গলা আটকে আসে। কোনো বাচ্চা আবার মনে করে, আমি সার্ভিস করতে করতে বাবার কাছে পৌঁছে যাবো। এটাও খুব ভালো সার্ভিসের পদ্ধতি। প্রদর্শনীতেও বাচ্চাদের বোঝাতে হবে। প্রদর্শনীতে সর্বপ্রথম লক্ষ্মী- নারায়ণের চিত্র দেখানো উচিত। এ হলো স্বর্গীয় ছবি। ভারতে ৫ হাজার বছর পূর্বে বরাবর এদের রাজ্য ছিলো। অপরিমিত ধন ছিলো। পবিত্রতা-সুখ-শান্তি সব ছিলো। কিন্তু ভক্তি মার্গে সত্যযুগকে লক্ষ বছর করে দিয়েছে -- তাই কোনো কথা কীভাবে আর স্মরণে আসবে, এটা হলো লক্ষ্মী-নারায়ণের ফার্স্টক্লাস চিত্র। সত্যযুগে ১২৫০ বছর এই ডিনাসোস্টিক রাজ্য করেছিলো। পূর্বে তোমরাও জানতে না। এখন বাবা তোমাদের স্মৃতি উন্মুক্ত করেছেন যে তোমরা সমগ্র বিশ্বের উপর রাজ্য করেছিলে, তোমরা কি ভুলে গেছো। ৮৪ জন্মও তোমরা নিয়েছো। তোমরাও সূর্যবংশী ছিলে। পুণর্জন্ম তো নিতেই থাকে। ৮৪ জন্ম তোমরা কীভাবে নিয়েছো, এটা তো খুবই সিম্পল ব্যাপার বোঝার জন্য। নীচে নামতে দেখেছো, এখন আবার বাবা চড়তি

করাতে নিয়ে চলেছেন। গাওয়াও হয়- তোমার চড়তি কলাতে সকলের মঙ্গল (চড়তি কলা তেরে ভানে সকলের কলা)। আবার শঙ্খ ইত্যাদি বাজাতে থাকে। বাচ্চারা, তোমরা এখন জানো যে হাহাকার হবে, পাকিস্তানে দেখো কি হয়ে গিয়েছিল ! সকলের মুখ থেকে এটাই বেরোতো- হে ভগবান ! হায় রাম এখন কি হবে ! এখন এই বিনাশ তো খুবই বড়, শেষে আবার জয়-জয়কার হতে হবে। বাবা বাচ্চাদের বোঝাচ্ছেন- এই অসীম জগতের দুনিয়া কবে এখন বিনাশ হতে চলেছে। অসীম জগতের পিতা তোমাদের অসীম জগতের জ্ঞান শোনাচ্ছেন। পার্থিব জগতের হিস্ট্রি-জিওগ্রাফি তো তোমরা শুনে এসেছো। এটা কারোরই জানা ছিলো না যে লক্ষ্মী- নারায়ণ রাজ্য কীভাবে করেছিলো। এদের হিস্ট্রি-জিওগ্রাফি কেউই জানে না। তোমরা ভালো মতো জানো- এতো জন্ম রাজ্য করেছিলো আবার এইটা হলো ধর্ম, একে বলা হয়ে থাকে স্প্রিচুয়াল নলেজ, যা কি না স্প্রিচুয়াল ফাদার বাচ্চাদের বসে দিয়ে থাকেন। সেখানে তো মানুষ, মানুষকে পড়ায়, এখানে আত্মাদের কে পরমাত্মা নিজের সমান করে গড়ে তুলছেন। টিচার অবশ্যই নিজের সমান করে তুলছেন। বাবা বলেন-- আমি তোমাদেরকে নিজের থেকেও বেশী উচ্চ ডবল মুকুটধারী করে তুলছি। লাইটের মুকুট প্রাপ্ত হয় স্মরণের দ্বারা, আর ৮৪ জন্মের চক্রকে জানলে তোমরা চক্রবর্তী হও, এখন তোমাদের অর্থাৎ বাচ্চাদের কর্ম-অকর্ম- বিকর্মের গতিও বুঝিয়েছি। সত্যযুগে কর্ম-অকর্ম হয়। রাবণ রাজ্যতেই কর্ম-বিকর্ম হয়। সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামতে থাকে, কলা কমতে কমতে নামতেই থাকে। কতো ঘৃণ্য হয়ে পড়ে। বাবা এসে আবার ভক্তকে ফল দেন। দুনিয়াতে তো সবাই ভক্ত। সত্যযুগে ভক্ত কেউ থাকে না। ভক্তি হলো এখানে। সেখানে তো থাকে জ্ঞানের প্রালঙ্ক। তোমরা এখন জানো যে আমরা বাবার থেকে অসীম জগতের প্রালঙ্ক নিচ্ছি। যে কোনো কাউকেই সর্ব প্রথমে এই লক্ষ্মী- নারায়ণের চিত্রের উপর বোঝাও। আজ থেকে ৫ হাজার বছর পূর্বে এদের রাজ্য ছিলো, বিশ্বে সুখ-শান্তি-পবিত্রতা সব ছিলো, আর কোনো ধর্ম ছিলো না। এই সময় তো অনেক ধর্ম আছে, সেই প্রথম ধর্মের অস্তিত্ব নেই, আবার এই ধর্মকে অবশ্যই আসতে হবে। বাবা এখন কতো ভালোবাসার সাথে পড়ান। লড়াই এর কোনো ব্যাপার নেই, বেগর লাইফ, অপরের রাজ্য, নিজের সব কিছু গুপ্ত। বাবাও এসেছেন গুপ্ত ভাবে। আত্মাদের বসে বোঝাচ্ছেন। আত্মাই সব কিছু করে। শরীর দ্বারা পাট করে অর্থাৎ নিজের ভূমিকা পালন করে। তারা এখন দেহ-অভিমাণে এসেছে। বাবা এখন বলেন দেহী- অভিমানী হও। বাবা আর বিন্দু মাত্রও কোনো কষ্ট দেন না। বাবা যখন গুপ্ত রূপে আসেন তো তোমাদের অর্থাৎ বাচ্চাদের গুপ্ত দানের দ্বারা বিশ্বের বাদশাহী প্রদান করেন। তোমাদের সব কিছু হলো গুপ্ত, সেইজন্য প্রথা অনুযায়ী কন্যাকে যখন পণ দেয় তো গুপ্তই দেয়। বাস্তবে কথিত আছে- গুপ্ত দান মহাপুণ্য। দু'চার জন যদি জানতে পারে তো তার শক্তি কম হয়ে যায়। বাবা বলেন, বাচ্চারা- তোমরা প্রদর্শনীতে সর্ব প্রথমে এই লক্ষ্মী-নারায়ণের চিত্রের উপর সবাইকে বোঝাও। তোমরা তো চাও যে- বিশ্বে শান্তি থাকুক। কিন্তু সেটা কবে ছিলো, এটা কারোর বুদ্ধিতে নেই। এখন তোমরা জানো যে- সত্যযুগে পবিত্রতা, সুখ, শান্তি সব ছিলো, স্মরণও করে যে অমুকে স্বর্গবাসী হয়েছে, কিছুই বোঝে না। যার যা মনে হয় বলে দেয়, মানে কিছুই নেই। এই হলো ড্রামা মিষ্টি-মিষ্টি বাচ্চাদের বুদ্ধিতে জ্ঞান আছে যে আভরা ৮৪ জন্মের চক্রে আবর্তিত হই। এখন বাবা এসেছেন- পতিত দুনিয়া থেকে পবিত্র দুনিয়াতে নিয়ে যেতে। বাবার স্মরণে থাকতে-থাকতে ট্রান্সফার(পরিবর্তিত) হয়ে যায়। কাঁটা থেকে ফুলে পরিণত হয়। এরপর আমরা চক্রবর্তী রাজা হবো। আর সেটা করতে সক্ষম শুধুমাত্র বাবা। সেই পরমাত্মা তো সদা পিওর (পবিত্র)। তিনিই আসেন পিওর করে তুলতে। সত্যযুগে তোমরা খুব সুন্দর হয়ে যাবে। সেখানে ন্যাচারাল বিউটি থাকে। আজকাল তো আর্টিফিশিয়াল শৃঙ্গার করে ! কি-কি সব ফ্যাশন বেরিয়েছে। কীরকম-কীরকম ড্রেস পড়ে। আগে ফিমেলস্ (নারীরা) খুবই পর্দার আড়ালে থাকতো, যেন কারোর নজরে না পড়ে। এখন তো আরোই খুলে দিয়েছে, তাই যেখানে সেখানে নোংরামি বেড়ে গেছে। বাবা বলেন- হিয়ার নো ইভল্..... । রাজার পাওয়ার থাকে। ঈশ্বরের নামে দান করলে তাতে পাওয়ার থাকে। অনেক নোংরা মানুষ আছে। কিন্তু তোমরা হলে খুবই সৌভাগ্যশালী। মাঝি (বাবা) এসে হাত ধরেছেন। তোমরাই প্রতি কল্পে নিমিত্ত হয়েছে। তোমরা জানো যে প্রথমে মুখ্য হলো দেহ-অভিমান, এরপরেই সব ভূত আসে। পরিশ্রম করতে হবে, নিজেকে আত্মা মনে করে বাবাকে স্মরণ করো, এটা কোনো তেতো ওষুধ নয়। শুধু বলেন নিজেকে আত্মা মনে করে বাবাকে স্মরণ করো। এরপর যতই পায়ে হেঁটে গিয়ে বাবাকে স্মরণ করো, কখনো পদ-যুগল ক্লান্ত হবে না। হাল্কা হয়ে যাবে। অনেক সাহায্য পাওয়া যায়। তোমরা মাস্টার সর্ব শক্তিমান হয়ে যাও। তোমরা জানো যে আমরা বিশ্বের মালিক হচ্ছি, বাবার কাছে এসেছি- আর কেউ কষ্ট দেবে না। শুধু বাচ্চাদের বলেন "হিয়ার নো ইভল্"(খারাপ কিছু শুনো না).... । সার্ভিসেবল বাচ্চা যারা, তাদের মুখ থেকে তো সর্বদা জ্ঞান-রত্নই বেরোবে। জ্ঞানের কথা ব্যতীত আর কোনো কথা মুখ থেকে বেরোতে পারে না। তোমাদের অপরের পরনিন্দা-পরচর্চা কখনো শুনতে নেই। যারা সার্ভিস করে তাদের মুখ সর্বদা রত্নই বেরোয়। জ্ঞানের কথা ব্যতীত বাকি হলো পাথর ছোঁড়ার সমান। পাথর ছোঁড়ে না তো অবশ্যই জ্ঞান-রত্ন দেয়, হয় পাথর ছোঁড়ে না হয় অবিদ্যার জ্ঞান-রত্ন দেয়, যার ভ্যালু বলতে পারা যায় না। বাবা এসে তোমাদের জ্ঞান রত্ন দেন। সেটা হলো ভক্তি। পাথরই লাগাতে থাকে। বাচ্চারা জানে যে বাবা খুবই মধুর, অর্ধ-কল্প ধরে গাওয়া হয়ে এসেছে, তুমি মাতা-পিতা--- কিন্তু অর্থ কিছুই বোঝে না। তোতার মতো শুধু গাইতে থাকে। বাচ্চারা, তোমাদের কতো খুশী হওয়া উচিত। বাবা আমাদের

অসীম জগতের উত্তরাধিকার- বিশ্বের বাদশাহী প্রদান করেন। ৫ হাজার বছর পূর্বে আমরা বিশ্বের মালিক ছিলাম। এখন আর নই, আবার হবো। শিববাবা ব্রহ্মা দ্বারা উত্তরাধিকার প্রদান করেন। ব্রাহ্মণ কুল যে দরকার না! ভাগীরথ বললেও বুঝতে পারে না, সেইজন্য ব্রহ্মা আর ওদের হলো আবার ব্রাহ্মণ কুল। ব্রহ্মার দেহে প্রবেশ করে তাই ওনাকে ভাগীরথ বলা হয়ে থাকে। ব্রহ্মার বাচ্চারা হলো ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণ হলো শিখর। বিরাট রূপও ঐরকম হয়, উপরে বাবা, তারপর সঙ্গমযুগী ব্রাহ্মণ- যারা কি না ঈশ্বরীয় সন্তান হয়। তোমরা জানো যে এখন আমরা হলাম ঈশ্বরীয় সন্তান, তারপর দৈবী সন্তান হবো তো ডিগ্রি কম হয়ে যাবে। এই লক্ষ্মী-নারায়ণেরও ডিগ্রি হলো কম, কারণ এদের মধ্যে জ্ঞান নেই। জ্ঞান আছে ব্রাহ্মণদের। তাই বলে লক্ষ্মী-নারায়ণকে অজ্ঞানী বলা হবে না। এনারা জ্ঞান দ্বারা এই পদ প্রাপ্ত করেছেন। তোমরা অর্থাৎ ব্রাহ্মণরা হলে কতো উঁচু, এরপর দেবতা হও তো জ্ঞান কিছুই থাকে না, ওদের জ্ঞান থাকতো তো দৈবী বংশে পরম্পরাতে চলে আসতো। মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের সব রহস্য, সব যুক্তি বলতে থাকেন। ট্রেনে বসেও তোমরা সার্ভিস করতে পারো। এক চিত্রের উপরই নিজেদের মধ্যে বসে কথা বললে তবে অনেক এসে একত্রিত হবে। যারা এই কুলের হবে তারা খুব ভালোভাবে ধারণা করে প্রজাতে পরিণত হবে। চিত্র তো অনেক ভালো-ভালো আছে সার্ভিসের জন্য। আমরা এই ভারতবাসী সর্বপ্রথম প্রথমে দেবী-দেবতা ছিলাম, এখন তো কিছু নেই। হিস্ট্রি আবার রিপিট হয়। মধ্যবর্তীতে এই হলো সঙ্গমযুগ, যেখানে তোমরা পুরুষোত্তম হয়ে ওঠো। আচ্ছা !

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ওঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) জ্ঞানের কথা ব্যতীত আর কোনো কথা মুখ থেকে বের করতে নেই। পরনিন্দা- পরচর্চার কথা কখনো শুনতে নেই। মুখ থেকে যেন সর্বদা রত্ন নির্গত হতে থাকে, পাথর নয়।

২) সার্ভিসের সাথে সাথে স্মরণের যাত্রাতে থেকে নিজেকে নিরোগী করে তুলতে হবে। অবিনাশী সার্জেন স্বয়ং ভগবানকে আমি পেয়েছি ২১ জন্মের নিরোগী করে তুলতে... এই নেশাতে বা খুশীতে থাকতে হবে।

বরদান:- স্মরণের যাদু মন্ত্র দ্বারা সর্ব সিদ্ধি প্রাপ্ত করতে সক্ষম সিদ্ধি স্বরূপ ভব*
বাবার স্মরণই হলো যাদু মন্ত্র। এই যাদুর মন্ত্র দ্বারা যা সিদ্ধি চাও সেটা প্রাপ্ত করতে পারো। যেমন স্থূলতেও কোনো কার্যের সিদ্ধির জন্য মন্ত্র জপতে থাকে, সেই রকম এক্ষেত্রেও যদি কোনো কার্যে সিদ্ধি চাইলে তবে এই স্মরণের মহামন্ত্রই হলো বিধি স্বরূপ। এই যাদু মন্ত্র সেকেন্ডে পরিবর্তন করে দেয়। এ'কথা সদা স্মৃতিতে রাখো তো সদা সিদ্ধি স্বরূপ হয়ে যাবে। কারণ স্মরণে থাকা বড় কথা না, সর্বদা স্মরণে থাকা - এটাই হল বড় কথা। এতেই সর্ব সিদ্ধি সমূহ প্রাপ্ত হয়।

স্লোগান:- সেকেন্ডে বিস্তারকে সার রূপে অন্তর্লীন করে নেওয়া অর্থাৎ অন্তিম সার্টিফিকেট নেওয়া।*

গোল্ডেন জুবিলির গোল্ডেন সঙ্কল্প

আজ ভাগ্যবিধাতা বাবা চতুর্দিকে তাঁর পদমাপদম ভাগ্যবান বাচ্চাদের দেখছেন। প্রত্যেক বাচ্চার ললাটভাগে ভাগ্যের ঝিলমিলে নক্ষত্র দেখে উৎফুল্ল হচ্ছেন। সারা কল্পে এমন বাবা কেউ হতে পারে না, যাঁর এত ভাগ্যবান বাচ্চা আছে! নস্বর অনুক্রমে ভাগ্যবান হলেও আজকালকার দুনিয়ায় শ্রেষ্ঠ ভাগ্যের সামনে লাস্ট নস্বর বাচ্চাও অতি শ্রেষ্ঠ, সেইজন্য অসীম জগতের বাপদাদা সব বাচ্চার ভাগ্যের জন্য গৌরবান্বিত হন। বাপদাদাও সদা 'বাহ আমার ভাগ্যবান বাচ্চারা, বাহ একনিষ্ঠায় মগ্ন বাচ্চারা' - এই গীত গাইতে থাকেন। বাপদাদা আজ সব বাচ্চার স্নেহ আর সাহস এই দুই বিশেষত্বের বিশেষ অভিনন্দন জানাতে এসেছেন।

প্রত্যেকে যথাযোগ্য স্নেহের রিটার্ন সেবায় দেখিয়েছে। প্রবল আকাঙ্ক্ষায় এক বাবাকে প্রত্যক্ষ করানোর মনোবল প্রত্যক্ষ রূপে দেখিয়েছে। নিজের নিজের কার্য উৎসাহ-উদ্দীপনায় সম্পন্ন করেছে। তোমাদের এই কার্যে বাপদাদা খুশি হয়ে অভিনন্দন জানাচ্ছেন। দেশ-বিদেশ থেকে আগত যারা সামনে এবং দূরে বসেও যারা নিজের শ্রেষ্ঠ সঙ্কল্পের দ্বারা ও সেবা দ্বারা সহযোগী হয়েছে, বাপদাদা তাদের "সদা সফলতা ভব, সদা সর্বকার্যে সম্পন্ন ভব, সদা প্রত্যক্ষ প্রমাণ ভব"র বরদান দিচ্ছেন। সকলের স্ব-পরিবর্তনের, সেবায় আরও এগিয়ে যাওয়ার, শুভ উৎসাহ-উদ্দীপনার সব প্রতিজ্ঞা বাবা শুনেছেন। তোমাদের তো বলা হয়েছিল, তাই না যে বাপদাদার কাছে সাকার দুনিয়ায় তোমাদের থেকে আরও উন্নত শক্তিশালী টি. ভি. আছে। তোমরা শুধু শরীরের অ্যাক্ট দেখতে পার, কিন্তু বাপদাদা মনের সঙ্কল্পও দেখতে পান। প্রত্যেকে যে ভূমিকাই (পার্ট) পালন করেছে, সেইসব সঙ্কল্প সমেত মনের গতিবিধি আর তনের গতিবিধি দুইই দেখেছেন, শুনেছেন। কি দেখেছেন? আজ বাবা তোমাদের অভিনন্দন জানাতে এসেছেন, সেইজন্য অন্য কিছু শোনাবেন না। বাপদাদা এবং সাথে তোমাদের সেবার সব সাথী বাচ্চা একটা ব্যাপারে অনেক খুশির তালি বাজিয়েছে, হাতের তালি নয়, খুশির তালি বাজিয়েছে, সমগ্র সংগঠনে সেবা দ্বারা এখনই বাবাকে প্রত্যক্ষ করাতে হবে, এখনই যেন বিশ্বে আওয়াজ ছড়িয়ে পড়ে . . . এই উৎসাহ-উদ্দীপনার এক সঙ্কল্প সম্ভবত্বভাবে সবার মধ্যে একই রকম ছিল। হয় তারা কেউ ভাষণ দিয়েছে, কেউ শুনেছে অথবা হয় কেউ স্থল কার্যও করেছে, সবার মধ্যে এই সঙ্কল্প খুশিরূপে ভালোই ছিল, সেইজন্য চারিদিকে ছিল খুশির ঝলক, প্রত্যক্ষ করানোর উৎসাহ-উদ্দীপনা, বাতাবরণকে খুশির তরঙ্গে উপনীত করা। মেজরিটি 'খুশি আর নিঃস্বার্থ স্নেহ' - এই অনুভবের প্রসাদ নিয়ে গেছে, সেইজন্য বাপদাদাও বাচ্চাদের খুশিতে খুশি হচ্ছিলেন। বুঝেছ।

গোল্ডেন জুবিলি উদযাপন তো করেছে, তাই না! ভবিষ্যতে তোমরা কি উদযাপন করবে? ডায়মন্ড জুবিলি এখানে উদযাপন করবে, নাকি নিজেদের রাজ্যে পালন করবে? গোল্ডেন জুবিলি কিসের জন্য পালন করেছে? গোল্ডেন দুনিয়া আনার জন্যই তো পালন করেছে, তাই না! এই গোল্ডেন জুবিলি থেকে শ্রেষ্ঠ গোল্ডেন সঙ্কল্প কি করেছে? অন্যদের গোল্ডেন থটস্ তো অনেক শুনিয়েছ, ভালো ভালো সব শুনিয়েছ। নিজের জন্য কোন বিশেষ স্বর্ণালী সঙ্কল্প করেছে? যাতে সারা বছর ধরে প্রতিটা সঙ্কল্প প্রতিটা মুহূর্ত গোল্ডেন হবে! লোকে তো শুধু গোল্ডেন মর্নিং অথবা গোল্ডেন নাইট বলে দেয়, অথবা বলে গোল্ডেন ইভনিং। কিন্তু তোমরা সব সর্বশ্রেষ্ঠ আত্মার প্রতি সেকেন্ড গোল্ডেন হতে দাও। গোল্ডেন সেকেন্ড হওয়া চাই, শুধু গোল্ডেন মর্নিং বা গোল্ডেন নাইট যেন না হয়। সবসময় তোমাদের দুই নয়নে গোল্ডেন দুনিয়া আর গোল্ডেন লাইটের সুইট হোম থাকতে দাও। একটা গোল্ডেন লাইট, আরেকটা গোল্ডেন দুনিয়া। এমনই অনুভব হতে দাও। স্মরণে আছে তোমাদের, শুরুর সময়ে একটা চিত্র বানিয়েছিলে! এক চোখে মুক্তি, দ্বিতীয় চোখে জীবনমুক্তি। এই অনুভব করানোই গোল্ডেন জুবিলির গোল্ডেন সঙ্কল্প। এইরকম সঙ্কল্প সবাই করেছে নাকি শুধু সেই দৃশ্য দেখেই খুশিতে আছ? গোল্ডেন জুবিলি এই শ্রেষ্ঠ কার্যের। কার্যের নিমিত্ত তোমরাও সবাই কার্যের সাথী। শুধু সাক্ষী হয়েই তোমরা দেখ না, সাথী তোমরা। বিশ্ব বিদ্যালয়ের গোল্ডেন জুবিলি। যদি একদিনের বিদ্যার্থীও হয়, এটা তারও গোল্ডেন জুবিলি। তাছাড়াও, আয়োজিত গোল্ডেন জুবিলিতে তোমরা পৌঁছেছ। আয়োজনের পরিশ্রম এরা করেছে, উদযাপনের সময় তোমরা সবাই পৌঁছে গেছ। সেইজন্য বাপদাদাও তোমাদের সবাইকে গোল্ডেন জুবিলির অভিনন্দন জানাচ্ছেন। সবাই এইরকমই তো ভাবছ, নয় কি! তোমরা তো এমন নও যে শুধুই দেখছ, তাই না! তোমরা সেইরকমই হবে নাকি শুধু দেখবে! দুনিয়ায় তো অনেক দেখেছ, এখানে দেখা অর্থাৎ সেইরূপ হওয়া। শোনা অর্থাৎ সেইরূপ হওয়া। সুতরাং কি সঙ্কল্প করেছে? প্রতিটা সেকেন্ড যেন গোল্ডেন হয়। প্রতিটা সঙ্কল্প যেন গোল্ডেন হয়। সদা প্রত্যেক আত্মার প্রতি স্নেহ-খুশির স্বর্ণালী পুষ্পবৃষ্টি

করতে থাক। যদি শত্রুও হয়, তবুও স্নেহের বর্ষা শত্রুকেও বন্ধু বানিয়ে দেবে। এমনকি, কেউ তোমাকে মান দিক বা না দিক, অথবা তোমাকে মেনে নিক বা নাই মেনে নিক, কিন্তু তুমি সদা স্বমানে থেকে অন্যদের স্নেহী দৃষ্টির দ্বারা, স্নেহী বৃত্তি দ্বারা নিরন্তর আত্মিক মান দিয়ে যাও। তারা তোমাদের মানলে বা না মানলেও, কিন্তু তোমরা তাদের মিষ্টি ভাই, মিষ্টি বোন মেনে চলো। তারা না মানলেও তোমরা তো মানতে পার, পার না? তারা পাথর ছুঁড়লেও তোমরা তাদের রক্ত দাও। তোমরাও যেন পাথর ছুঁড়ো না, কারণ তোমরা সব রক্তাকর বাবার বাচ্চা। রক্ত খনির মালিক তোমরা, মাল্টি-মাল্টি-মাল্টিমিলিয়নার। তোমরা সেই ভিত্তারী নও যে ভাববে - অন্যে দিলে তবেই তোমরা দেবে। এটা ভিত্তারীর সংস্কার। দাতার বাচ্চারা কখনো নেওয়ার জন্য হাত পাতে না। এমনকি, তোমাদের বুদ্ধিতে এই সঙ্কল্প থাকা - 'ইনি করলে আমি করব, ইনি যদি স্নেহ দেয় তবে আমিও দেব, ইনি মান দিলে তবে আমিও মান দেব', এটাও একরকম হাত পাতা। এটাও রয়্যাল ভিত্তারীপনা। এক্ষেত্রে, তোমরা যখন নিষ্কাম যোগী হও, তখনই গোন্ডেন দুনিয়ার খুশির তরঙ্গ বিশ্ব পর্যন্ত পৌঁছাবে। যেমন বিজ্ঞানের শক্তি সমগ্র বিশ্বকে বিনাশ করার অনেক শক্তিশালী সামগ্রী বানিয়েছে, যাতে অল্প সময়ের মধ্যেই কার্য সমাপ্ত হতে পারে। বিজ্ঞানের শক্তি এমন রিফাইন বস্তু বানাচ্ছে। তোমরা সব জ্ঞান-শক্তি এমন শক্তিশালী বৃত্তি আর বায়ুমন্ডল বানাও, যা অল্প সময়ের মধ্যে চারিদিকে খুশির তরঙ্গ, সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ ভবিষ্যতের তরঙ্গ শীঘ্রাতিশীঘ্র ছড়িয়ে পড়ে। অর্ধেক দুনিয়া এখন অর্ধমৃত হয়ে আছে। ভয়ের মৃত্যুশয্যায় শুয়ে আছে। তাদেরকে খুশির তরঙ্গের অক্সিজেন দাও। এটাই গোন্ডেন জুবিলির গোন্ডেন সঙ্কল্প, সদা ইমার্জ রূপে থাকতে দাও। বুঝেছ - কি করতে হবে! এখন গতি আরও তীব্র করতে হবে। এখনো পর্যন্ত যা করেছ সেটাও খুব ভালো করেছ। এখন ভবিষ্যতের জন্য নিরন্তর ভালোর থেকে আরও ভালো করতে থাক। আচ্ছা।

ডবল বিদেশিদের খুব উৎসাহ-উদ্দীপনা আছে। এখন তো ডবল বিদেশিদের চাপ। অনেকে পৌঁছেও গেছে। বুঝেছ! এখন সবাইকে খুশির টোলি খাওয়াও। দিলখুশ যে মিষ্টি হয়, সেই দিলখুশ মিষ্টি সবাইকে দাও। আচ্ছা - সেবাধারী তোমরা খুশিতে নাচছ, তাই না! নাচলে ক্লাস্তির অবসান হয়। সুতরাং, সেবার অথবা খুশির ডান্স সবাইকে দেখিয়েছ? কি করেছ? ডান্স তো দেখিয়েছ, তাই না! আচ্ছা!

সর্বশ্রেষ্ঠ ভাগ্যবান, বিশেষ আত্মাদের, যারা প্রতিটা সেকেন্ড, প্রতিটা সঙ্কল্প স্বর্ণালী বানায় এমন আঞ্জাকারী বাচ্চাদের, সদা দাতার বাচ্চা হয়ে সকলের ঝুলি পূর্ণ করে, এমন সম্পন্ন বাচ্চাদের, সদা বিধাতা আর বরদাতা হয়ে সবাইকে মুক্তি ও জীবনমুক্তির প্রাপ্তি করায়, এমন পরিপূর্ণ বাচ্চাদের বাপদাদার সোনালী স্নেহের সোনালী খুশির পুষ্পসহ স্মরণ-স্নেহ অভিনন্দন আর নমস্কার।

পাটিদের সাথে :- সদা বাবা আর অবিনাশী উত্তরাধিকার স্মরণে থাকে? বাবার স্মরণ স্বতঃই উত্তরাধিকারেরও স্মরণ করায় আর উত্তরাধিকার স্মরণে থাকলে বাবার স্মরণ নিজে থেকেই হয়। বাবা আর উত্তরাধিকার একসাথে। বাবাকে তোমরা স্মরণ কর উত্তরাধিকারের জন্য। যদি উত্তরাধিকারের প্রাপ্তি না হয় তাহলে বাবাকে কেন স্মরণ করবে! সুতরাং 'বাবা আর উত্তরাধিকার' এই স্মরণ সদাই পরিপূর্ণ করে তোলে। ভাঙারে পরিপূর্ণ হও আর দুঃখ-বেদনা থেকে দূরে সরে আসো, দুইই লাভজনক। দুঃখ থেকে দূরে চলে যাও আর ভাঙারে ভরপুর হও। এইরকম প্রাপ্তি সদাকালের, বাবা ব্যতীত অন্য কেউ করতে পারে না। এই স্মৃতি সদা সন্তুষ্ট, সম্পন্ন বানাবে। যেমন বাবা সাগর, সদা পরিপূর্ণ। যতই সাগরকে শুকানোর চেষ্টা করা হোক না কেন, সাগর সমাপ্ত হবে না, সাগর সম্পন্ন। এই রকম তো তোমরাও সবাই সম্পন্ন, তাই না! খালি হলে তো নেওয়ার জন্য কোথাও হাত পাততে হবে! কিন্তু ভরপুর আত্মা সদাই খুশির দোলায় দুলতে থাকে, সুখের দোলায় দুলতে থাকে। তাহলে, তোমরা এমন শ্রেষ্ঠ আত্মা হয়েছ, সদা সম্পন্ন থাকতেই হবে। চেক কর, প্রাপ্ত শক্তির ভান্ডার কতখানি কার্যে লাগিয়েছ?

সদা সাহস আর উৎসাহের ডানায় উড়তে থাক অন্যকে উড়াতে থাক। সাহস আছে কিন্তু উৎসাহ-উদ্দীপনা নেই, তাহলেও সফলতা হবে না। যদি উভয়ই তোমাদের সাথে থাকে, তাহলে সেটা উড়তি কলা, সেইজন্য সদা সাহস আর উৎসাহ-উদ্দীপনার পাখায় উড়তে থাক। আচ্ছা।

অব্যক্ত মুরলী থেকে বাছাই করা অমূল্য মহাবাক্য:-

১০৮ রত্নের বৈজয়ন্তী মালায় আসার জন্য সংস্কার মিলনের রাস কর

১) কোনও মালা যখন বানানো হয় তখন একটা দানা আরেকটা দানার সঙ্গে যুক্ত থাকে। বৈজয়ন্তী মালাতেও ১০৮ নম্বরের দানাও অন্য দানার সঙ্গে মিলে থাকে। সুতরাং, সবার এই উপলব্ধি হতে দাও যে এঁরা তো মালায় দানার মতো গেঁথে আছে। ভ্যারাইটি সংস্কার থাকলেও যেন কাছের বলে প্রতীয়মান হয়।

২) একে অপরের সংস্কার জেনে, পারস্পরিক স্নেহে একে অন্যের সঙ্গে মিলেমিশে থাকা - এটাই মালার দানার বিশেষত্ব। কিন্তু পরস্পরকে তখনই স্নেহ করতে পারবে যখন একে অন্যের সংস্কার আর সঙ্কল্প মিলিয়ে চলতে পারবে। এইজন্য সরলতার গুণ ধারণ কর।

৩) তোমাদের স্থিতি এখনও স্তুতির ভিত্তিতে, যে কর্মই কর তার ফলের ইচ্ছা থাকে, যদি প্রশংসা না পাও তো স্থিতি থাকে না। নিন্দা হলে নিধিনাথকে ভুলে হারাধন হয়ে যাও আর তারপরে সংস্কারের দ্বন্দ্ব শুরু হয়ে যায়। এই দুই বিষয় মালা থেকে বের করে দেয়। সেইজন্য স্তুতি আর নিন্দা, দুই ক্ষেত্রেই সমান স্থিতি বানাও।

৪) সংস্কারে মিল করার জন্য যেখানে মালিক হয়ে চলার সেখানে বালক হবে না, আর যেখানে বালক হওয়ার সেখানে মালিক হবে না। বালকভাব অর্থাৎ নিঃসঙ্কল্প, ব্যর্থ ভাবনা থেকে মুক্ত। যে আঙুটাই পাও, শুধু ডিরেকশন অনুসারে চলতে হবে। মালিক হয়ে নিজের রায় দাও আর তারপরে বালক হয়ে যাও, তবেই দ্বন্দ্ব থেকে রক্ষা পাবে।

৫) সার্ভিসে সফলতার আধার নম্রতা। যত নম্রতা ততই সফলতা। নিজেকে নিমিত্ত মনে করায় নম্রতা আসে। নম্রতার গুণের কাছে সবাই নমন করে। যে নিজে ঝুঁকতে জানে তার সামনে সবাই ঝোঁকে। সেইজন্য *শরীরকে নিমিত্ত মাত্র মনে করে চলো, আর সার্ভিসে নিজেকে নিমিত্ত মনে করে চলো তবেই নম্রতা আসবে।* যেখানে নম্রতা সেখানে সম্বর্ষ হতে পারে না। নিজে থেকেই সংস্কারের মিল হয়ে যাবে।

৬) মনে যে সঙ্কল্পই উৎপন্ন হয় তাতে সততা ও স্বচ্ছতা প্রয়োজন। অন্তর্মনে কোনও বিকর্মের আবর্তনা থাকতে দিও না। যে কোনও ভাব-স্বভাব, পুরানো সংস্কারেরও আবর্তনা যেন না থাকে। যে এমন সাফাইকর্মী হবে সে স্বচ্ছ তথা ন্যায়বান হবে আর যে ন্যায়বান হবে সে সবার প্রিয় হবে। যদি সবার প্রিয় হয়ে যাও তবে সংস্কার মিলনের রাস হবে। যে স্বচ্ছ তার প্রতি প্রভু তুষ্ট হন।

৭) সংস্কার মিলনের রাস করার জন্য নিজের নেচারকে ইজি আর অ্যাক্টিভ বানাও। ইজি অর্থাৎ আপন পুরুষার্থে, সংস্কারে ভারী ভাব হতে না দেওয়া। যদি ইজি হও, তাহলে তুমি অ্যাক্টিভ। ইজি থাকলে সব কাজও ইজি, পুরুষার্থও ইজি হয়ে যায়। নিজে যদি ইজি না হও তবে সমস্যাসঙ্কুল পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে হয়। তারপরে নিজের সংস্কার, নিজের দুর্বলতা, সমস্যারূপে দেখা দেয়।

৮) সংস্কার মিলনের রাস তখনই হবে যখন তোমরা প্রত্যেকে একে অন্যের বিশেষত্ব নজর করবে। তোমরা নিজেকে বিশেষ আত্মা মনে করে বিশেষত্বে সম্পন্ন হও। "এটা আমার সংস্কার", "আমার সংস্কার" এই শব্দও যেন অবশ্যই লুপ্ত হয়ে যায়। এমনভাবে যেন লোপ পায় যাতে নেচারও পরিবর্তন হয়ে যায়। যখন প্রত্যেকের নেচার পরিবর্তন হবে তখন তোমাদের "অব্যক্তি ফিচার" অর্থাৎ দেবোপম বৈশিষ্ট্য হবে।

৯) বাপদাদা বাচ্চাদের বিশ্ব মহারাজন বানানোর পাঠ পড়ান। যারা বিশ্ব-মহারাজ হতে চলেছে তারা সকলের স্নেহী হবে। যেমন বাবা সবার স্নেহী, সবাই বাবার স্নেহী, ঠিক একইভাবে সব আত্মার প্রতি তোমাদের প্রত্যেকের ভিতর থেকে স্নেহের ফুল বর্ষণ হতে দাও। যখন স্নেহের ফুল এখানে বর্ষিত হবে তখন জড়চিত্রের উপরেও ফুল বর্ষণ হবে। সুতরাং লক্ষ্য রাখ - সবার থেকে স্নেহের পুষ্প বর্ষণ হওয়ার যোগ্য পাত্র হতে হবে। তোমাদের সহযোগিতাতেই স্নেহের প্রাপ্তি হবে।

১০) সদাসর্বদা এই লক্ষ্য রাখ যে 'আমাদের আচার-আচরণে কারও যেন দুঃখ না হয়। আমার আচরণ, সঙ্কল্প, বাণী এবং সর্বকর্ম সুখদায়ী হবে।' এটাই ব্রাহ্মণ কুলের রীতি, এই রীতি যদি আপন করে নাও, তবে সংস্কার মিলনের রাস হয়ে যাবে।

বরদান:- ঈশ্বরীয় রয়্যালটির সংস্কার দ্বারা প্রত্যেকের বিশেষত্বের বর্ণন করে পুণ্য আত্মা ভব*

সদা নিজেকে বিশেষ আত্মা মনে করে প্রতিটা সঙ্কল্প কর এবং প্রত্যেকের বিশেষত্ব দেখ, বর্ণন কর, প্রত্যেককে বিশেষ বানানোর জন্য সবার প্রতি কল্যাণের শুভ কামনা রাখ - এটাই ঈশ্বরীয় রয়্যালটি।

রয়্যাল আত্মারা অন্যের বাতিল করে দেওয়া বস্তু নিজের মধ্যে ধারণ করতে পারে না, সেইজন্য সদা অ্যাটেনশন থাকতে দাও, কারও দুর্বলতা বা অপগুণ দেখার নেত্র সদা বন্ধ থাকবে। যদি একে অন্যের গুণগান কর, স্নেহ, সহযোগের পুষ্প আদান-প্রদান কর, তাহলে পুণ্য আত্মা হয়ে যাবে।

স্লোগান:- বরদানের শক্তি পরিস্থিতি রূপী অগ্নিকেও জলে পরিণত করতে পারে।*

সূচনা:-

আজ তৃতীয় রবিবার, অন্তর্রাষ্ট্রীয় যোগ দিবস, সন্ধ্যা ৬ : ৩০ থেকে ৭: ৩০ পর্যন্ত সব ভাইবোনেরা সংগঠিতভাবে একত্রিত হয়ে যোগ অভ্যাসে অনুভব করুন ... আমি ভ্রুকুটি আসনে বিরাজমান পরমাত্মা শক্তিতে সম্পন্ন সর্বশ্রেষ্ঠ রাজযোগী আত্মা কর্মেন্দ্রিয়জিত, বিকর্মজিত। সারাদিন এই স্বমানে থাকুন - সারা কল্পে হিরো পার্ট তথা ভূমিকা পালনকারী আমি সর্বশ্রেষ্ঠ মহান আত্মা।

গোল্ডেন জুবিলির গোল্ডেন সঙ্কল্প

আজ ভাগ্যবিধাতা বাবা চতুর্দিকে তাঁর পদমাপদম ভাগ্যবান বাচ্চাদের দেখছেন। প্রত্যেক বাচ্চার ললাটভাগে ভাগ্যের ঝিলমিলে নক্ষত্র দেখে উৎফুল্ল হচ্ছেন। সারা কল্পে এমন বাবা কেউ হতে পারে না, যাঁর এত ভাগ্যবান বাচ্চা আছে! নম্বর অনুক্রমে ভাগ্যবান হলেও আজকালকার দুনিয়ায় শ্রেষ্ঠ ভাগ্যের সামনে লাস্ট নম্বর বাচ্চাও অতি শ্রেষ্ঠ, সেইজন্য অসীম জগতের বাপদাদা সব বাচ্চার ভাগ্যের জন্য গৌরবান্বিত হন। বাপদাদাও সদা 'বাহ আমার ভাগ্যবান বাচ্চারা, বাহ একনিষ্ঠায় মগ্ন বাচ্চারা' - এই গীত গাইতে থাকেন। বাপদাদা আজ সব বাচ্চার স্নেহ আর সাহস এই দুই বিশেষত্বের বিশেষ অভিনন্দন জানাতে এসেছেন।

প্রত্যেকে যথাযোগ্য স্নেহের রিটার্ন সেবায় দেখিয়েছে। প্রবল আকাঙ্ক্ষায় এক বাবাকে প্রত্যক্ষ করানোর মনোবল প্রত্যক্ষ রূপে দেখিয়েছে। নিজের নিজের কার্য উৎসাহ-উদ্দীপনায় সম্পন্ন করেছে। তোমাদের এই কার্যে বাপদাদা খুশি হয়ে অভিনন্দন জানাচ্ছেন। দেশ-বিদেশ থেকে আগত যারা সামনে এবং দূরে বসেও যারা নিজের শ্রেষ্ঠ সঙ্কল্পের দ্বারা ও সেবা দ্বারা সহযোগী হয়েছে, বাপদাদা তাদের "সদা সফলতা ভব, সদা সর্বকার্যে সম্পন্ন ভব, সদা প্রত্যক্ষ প্রমাণ ভব"র বরদান দিচ্ছেন। সকলের স্ব-পরিবর্তনের, সেবায় আরও এগিয়ে যাওয়ার, শুভ উৎসাহ-উদ্দীপনার সব প্রতিজ্ঞা বাবা শুনেছেন। তোমাদের তো বলা হয়েছিল, তাই না যে বাপদাদার কাছে সাকার দুনিয়ায় তোমাদের থেকে আরও উন্নত শক্তিশালী টি. ভি. আছে। তোমরা শুধু শরীরের অ্যাক্ট দেখতে পার, কিন্তু বাপদাদা মনের সঙ্কল্পও দেখতে পান। প্রত্যেকে যে ভূমিকাই (পার্ট) পালন করেছে, সেইসব সঙ্কল্প সমেত মনের গতিবিধি আর তনের গতিবিধি দুইই দেখেছেন, শুনেছেন। কি দেখেছেন? আজ বাবা তোমাদের অভিনন্দন জানাতে এসেছেন, সেইজন্য অন্য কিছু শোনাবেন না। বাপদাদা এবং সাথে তোমাদের সেবার সব সাথী বাচ্চা একটা ব্যাপারে অনেক খুশির তালি বাজিয়েছে, হাতের তালি নয়, খুশির তালি বাজিয়েছে, সমগ্র সংগঠনে সেবা দ্বারা এখনই বাবাকে প্রত্যক্ষ করাতে হবে, এখনই যেন বিশ্ব আওয়াজ ছড়িয়ে পড়ে... এই উৎসাহ-উদ্দীপনার এক সঙ্কল্প সম্ভবত্বভাবে সবার মধ্যে একই রকম ছিল। হয় তারা কেউ ভাষণ দিয়েছে, কেউ শুনেছে অথবা হয় কেউ স্থূল কার্যও করেছে, সবার মধ্যে এই সঙ্কল্প খুশিরূপে ভালোই ছিল, সেইজন্য চারিদিকে ছিল খুশির ঝলক, প্রত্যক্ষ করানোর উৎসাহ-উদ্দীপনা, বাতাবরণকে খুশির তরঙ্গে উপনীত করা। মেজরিটি 'খুশি আর নিঃস্বার্থ স্নেহ' - এই অনুভবের প্রসাদ নিয়ে গেছে, সেইজন্য বাপদাদাও বাচ্চাদের খুশিতে খুশি হচ্ছিলেন। বুঝেছ।

গোল্ডেন জুবিলি উদযাপন তো করেছ, তাই না! ভবিষ্যতে তোমরা কি উদযাপন করবে? ডায়মন্ড জুবিলি এখানে উদযাপন করবে, নাকি নিজেদের রাজ্যে পালন করবে? গোল্ডেন জুবিলি কিসের জন্য পালন করেছ? গোল্ডেন দুনিয়া আনার জন্যই তো পালন করেছ, তাই না! এই গোল্ডেন জুবিলি থেকে শ্রেষ্ঠ গোল্ডেন সঙ্কল্প কি করেছ? অন্যদের গোল্ডেন থটস্ তো অনেক শুনিয়েছ, ভালো ভালো সব শুনিয়েছ। নিজের জন্য কোন বিশেষ স্বর্ণালী সঙ্কল্প করেছ? যাতে সারা বছর ধরে প্রতিটা সঙ্কল্প প্রতিটা মুহূর্ত গোল্ডেন হবে! লোকে তো শুধু গোল্ডেন মর্নিং অথবা গোল্ডেন নাইট বলে দেয়, অথবা বলে গোল্ডেন ইভনিং। কিন্তু তোমরা সব সর্বশ্রেষ্ঠ আত্মার প্রতি সেকেন্ড গোল্ডেন হতে দাও। গোল্ডেন সেকেন্ড হওয়া চাই, শুধু গোল্ডেন মর্নিং বা গোল্ডেন নাইট যেন না হয়। সবসময় তোমাদের দুই নয়নে গোল্ডেন দুনিয়া আর

গোল্ডেন লাইটের সুইট হোম থাকতে দাও । একটা গোল্ডেন লাইট, আরেকটা গোল্ডেন দুনিয়া । এমনই অনুভব হতে দাও । স্মরণে আছে তোমাদের, শুরুর সময়ে একটা চিত্র বানিয়েছিলে ! এক চোখে মুক্তি, দ্বিতীয় চোখে জীবনমুক্তি । এই অনুভব করানোই গোল্ডেন জুবিলির গোল্ডেন সঙ্কল্প । এইরকম সঙ্কল্প সবাই করেছে নাকি শুধু সেই দৃশ্য দেখেই খুশিতে আছ ? গোল্ডেন জুবিলি এই শ্রেষ্ঠ কার্যের । কার্যের নিমিত্ত তোমরাও সবাই কার্যের সাথী । শুধু সাক্ষী হয়েই তোমরা দেখ না, সাথী তোমরা । বিশ্ব বিদ্যালয়ের গোল্ডেন জুবিলি । যদি একদিনের বিদ্যার্থীও হয়, এটা তারও গোল্ডেন জুবিলি । তাছাড়াও, আয়োজিত গোল্ডেন জুবিলিতে তোমরা পৌঁছেছ । আয়োজনের পরিশ্রম এরা করেছে, উদযাপনের সময় তোমরা সবাই পৌঁছে গেছ । সেইজন্য বাপদাদাও তোমাদের সবাইকে গোল্ডেন জুবিলির অভিনন্দন জানাচ্ছেন । সবাই এইরকমই তো ভাবছ, নয় কি ! তোমরা তো এমন নও যে শুধুই দেখছ, তাই না ! তোমরা সেইরকমই হবে নাকি শুধু দেখবে ! দুনিয়ায় তো অনেক দেখেছ, এখানে দেখা অর্থাৎ সেইরূপ হওয়া । শোনা অর্থাৎ সেইরূপ হওয়া । সুতরাং কি সঙ্কল্প করেছে ? প্রতিটা সেকেন্ড যেন গোল্ডেন হয় । প্রতিটা সঙ্কল্প যেন গোল্ডেন হয় । সদা প্রত্যেক আত্মার প্রতি স্নেহ-খুশির স্বর্ণালী পুষ্পবৃষ্টি করতে থাক । যদি শত্রুও হয়, তবুও স্নেহের বর্ষা শত্রুকেও বন্ধু বানিয়ে দেবে । এমনকি, কেউ তোমাকে মান দিক বা না দিক, অথবা তোমাকে মেনে নিক বা নাই মেনে নিক, কিন্তু তুমি সদা স্বমানে থেকে অন্যদের স্নেহী দৃষ্টির দ্বারা, স্নেহী বৃত্তি দ্বারা নিরন্তর আত্মিক মান দিয়ে যাও । তারা তোমাদের মানলে বা না মানলেও, কিন্তু তোমরা তাদের মিষ্টি ভাই, মিষ্টি বোন মেনে চলো । তারা না মানলেও তোমরা তো মানতে পার, পার না ? তারা পাথর ছুঁড়লেও তোমরা তাদের রক্ত দাও । তোমরাও যেন পাথর ছুঁড়ো না, কারণ তোমরা সব রক্তাকর বাবার বাচ্চা । রক্ত

খনির মালিক তোমরা, মাল্টি-মাল্টি-মাল্টিমিলিয়নার । তোমরা সেই ভিত্তারী নও যে ভাববে - অন্যে দিলে তবেই তোমরা দেবে । এটা ভিত্তারীর সংস্কার । দাতার বাচ্চারা কখনো নেওয়ার জন্য হাত পাতে না । এমনকি, তোমাদের বুদ্ধিতে এই সঙ্কল্প থাকা - 'ইনি করলে আমি করব, ইনি যদি স্নেহ দেয় তবে আমিও দেব, ইনি মান দিলে তবে আমিও মান দেব', এটাও একরকম হাত পাতা । এটাও রয়্যাল ভিত্তারীপনা । এক্ষেত্রে, তোমরা যখন নিষ্কাম যোগী হও, তখনই গোল্ডেন দুনিয়ার খুশির তরঙ্গ বিশ্ব পর্যন্ত পৌঁছাবে । যেমন বিজ্ঞানের শক্তি সমগ্র বিশ্বকে বিনাশ করার অনেক শক্তিশালী সামগ্রী বানিয়েছে, যাতে অল্প সময়ের মধ্যেই কার্য সমাপ্ত হতে পারে । বিজ্ঞানের শক্তি এমন রিফাইন বস্তু বানাচ্ছে । তোমরা সব জ্ঞান-শক্তি এমন শক্তিশালী বৃত্তি আর বায়ুমন্ডল বানাও, যা অল্প সময়ের মধ্যে চারিদিকে খুশির তরঙ্গ, সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ ভবিষ্যতের তরঙ্গ শীঘ্রাতিশীঘ্র ছড়িয়ে পড়ে । অর্ধেক দুনিয়া এখন অর্ধমৃত হয়ে আছে । ভয়ের মৃত্যুশয্যায় শুয়ে আছে । তাদেরকে খুশির তরঙ্গের অক্সিজেন দাও । এটাই গোল্ডেন জুবিলির গোল্ডেন সঙ্কল্প, সদা ইমার্জ রূপে থাকতে দাও । বুঝেছ - কি করতে হবে ! এখন গতি আরও তীব্র করতে হবে । এখনো পর্যন্ত যা করেছে সেটাও খুব ভালো করেছে । এখন ভবিষ্যতের জন্য নিরন্তর ভালোর থেকে আরও ভালো করতে থাক । আচ্ছা ।

ডবল বিদেশিদের খুব উৎসাহ-উদ্দীপনা আছে । এখন তো ডবল বিদেশিদের চান্স । অনেকে পৌঁছেও গেছে । বুঝেছ ! এখন সবাইকে খুশির টোলি খাওয়াও । দিলখুশ যে মিষ্টি হয়, সেই দিলখুশ মিষ্টি সবাইকে দাও । আচ্ছা - সেবাধারী তোমরা খুশিতে নাচছ, তাই না ! নাচলে ক্লাস্তির অবসান হয় । সুতরাং, সেবার অথবা খুশির ডান্স সবাইকে দেখিয়েছ ? কি করেছে ? ডান্স তো দেখিয়েছ, তাই না ! আচ্ছা !

সর্বশ্রেষ্ঠ ভাগ্যবান, বিশেষ আত্মাদের, যারা প্রতিটা সেকেন্ড, প্রতিটা সঙ্কল্প স্বর্ণালী বানায় এমন আঙুকারী বাচ্চাদের, সদা দাতার বাচ্চা হয়ে সকলের ঝুলি পূর্ণ করে, এমন সম্পন্ন বাচ্চাদের, সদা বিধাতা আর বরদাতা হয়ে সবাইকে মুক্তি ও জীবনমুক্তির প্রাপ্তি করায়, এমন পরিপূর্ণ বাচ্চাদের বাপদাদার সোনালী স্নেহের সোনালী খুশির পুষ্পসহ স্মরণ-স্নেহ অভিনন্দন আর নমস্কার ।

পাটিদের সাথে :- সদা বাবা আর অবিনাশী উত্তরাধিকার স্মরণে থাকে ? বাবার স্মরণ স্বতঃই উত্তরাধিকারেরও স্মরণ করায় আর উত্তরাধিকার স্মরণে থাকলে বাবার স্মরণ নিজে থেকেই হয় । বাবা আর উত্তরাধিকার একসাথে । বাবাকে তোমরা স্মরণ কর উত্তরাধিকারের জন্য । যদি উত্তরাধিকারের প্রাপ্তি না হয় তাহলে বাবাকে কেন স্মরণ করবে ! সুতরাং 'বাবা আর উত্তরাধিকার' এই স্মরণ সদাই পরিপূর্ণ করে তোলে । ভাঙারে পরিপূর্ণ হও আর দুঃখ-বেদনা থেকে দূরে সরে আসো, দুইই লাভজনক । দুঃখ থেকে দূরে চলে যাও আর ভাঙারে ভরপুর হও । এইরকম প্রাপ্তি সদাকালের, বাবা ব্যতীত অন্য কেউ করতে পারে না । এই স্মৃতি সদা সন্তুষ্ট, সম্পন্ন বানাবে । যেমন বাবা সাগর, সদা পরিপূর্ণ । যতই সাগরকে শুকানোর চেষ্টা করা হোক না কেন, সাগর সমাপ্ত হবে না, সাগর সম্পন্ন । এই রকম তো তোমরাও সবাই সম্পন্ন, তাই না ! খালি হলে তো নেওয়ার জন্য কোথাও হাত পাতে হবে ! কিন্তু ভরপুর আত্মা সদাই খুশির দোলায় দুলতে থাকে, সুখের

দোলায় দুলতে থাকে। তাহলে, তোমরা এমন শ্রেষ্ঠ আত্মা হয়েছ, সদা সম্পন্ন থাকতেই হবে। চেক কর, প্রাপ্ত শক্তির ভান্ডার কতখানি কার্যে লাগিয়েছ?

সদা সাহস আর উৎসাহের ডানায় উড়তে থাক অন্যকে উড়তে থাক। সাহস আছে কিন্তু উৎসাহ-উদ্দীপনা নেই, তাহলেও সফলতা হবে না। যদি উভয়ই তোমাদের সাথে থাকে, তাহলে সেটা উড়তি কলা, সেইজন্য সদা সাহস আর উৎসাহ-উদ্দীপনার পাখায় উড়তে থাক। আচ্ছা।

অব্যক্ত মুরলী থেকে বাছাই করা অমূল্য মহাবাক্য:-

১০৮ রত্নের বৈজয়ন্তী মালায় আসার জন্য সংস্কার মিলনের রাস কর

১) কোনও মালা যখন বানানো হয় তখন একটা দানা আরেকটা দানার সঙ্গে যুক্ত থাকে। বৈজয়ন্তী মালাতেও ১০৮ নম্বরের দানাও অন্য দানার সঙ্গে মিলে থাকে। সুতরাং, সবার এই উপলব্ধি হতে দাও যে এঁরা তো মালায় দানার মতো গেঁথে আছে। ভ্যারাইটি সংস্কার থাকলেও যেন কাছের বলে প্রতীয়মান হয়।

২) একে অপরের সংস্কার জেনে, পারস্পরিক স্নেহে একে অন্যের সঙ্গে মিলেমিশে থাকা - এটাই মালার দানার বিশেষত্ব। কিন্তু পরস্পরকে তখনই স্নেহ করতে পারবে যখন একে অন্যের সংস্কার আর সঙ্কল্প মিলিয়ে চলতে পারবে। এইজন্য সরলতার গুণ ধারণ কর।

৩) তোমাদের স্থিতি এখনও স্তুতির ভিত্তিতে, যে কর্মই কর তার ফলের ইচ্ছা থাকে, যদি প্রশংসা না পাও তো স্থিতি থাকে না। নিন্দা হলে নিধিনাথকে ভুলে হারাধন হয়ে যাও আর তারপরে সংস্কারের দ্বন্দ্ব শুরু হয়ে যায়। এই দুই বিষয় মালা থেকে বের করে দেয়। সেইজন্য স্তুতি আর নিন্দা, দুই ক্ষেত্রেই সমান স্থিতি বানাও।

৪) সংস্কারে মিল করার জন্য যেখানে মালিক হয়ে চলার সেখানে বালক হবে না, আর যেখানে বালক হওয়ার সেখানে মালিক হবে না। বালকভাব অর্থাৎ নিঃসঙ্কল্প, ব্যর্থ ভাবনা থেকে মুক্ত। যে আন্তাই পাও, শুধু ডিরেকশন অনুসারে চলতে হবে। মালিক হয়ে নিজের রায় দাও আর তারপরে বালক হয়ে যাও, তবেই দ্বন্দ্ব থেকে রক্ষা পাবে।

৫) সার্ভিসে সফলতার আধার নম্রতা। যত নম্রতা ততই সফলতা। নিজেকে নিমিত্ত মনে করায় নম্রতা আসে। নম্রতার গুণের কাছে সবাই নমন করে। যে নিজে ঝুঁকতে জানে তার সামনে সবাই ঝোঁকে। সেইজন্য *শরীরকে নিমিত্ত মাত্র মনে করে চলো, আর সার্ভিসে নিজেকে নিমিত্ত মনে করে চলো তবেই নম্রতা আসবে।* যেখানে নম্রতা সেখানে সম্মর্ষ হতে পারে না। নিজে থেকেই সংস্কারের মিল হয়ে যাবে।

৬) মনে যে সঙ্কল্পই উৎপন্ন হয় তাতে সততা ও স্বচ্ছতা প্রয়োজন। অন্তর্মনে কোনও বিকর্মের আবর্জনা থাকতে দিও না। যে কোনও ভাব-স্বভাব, পুরানো সংস্কারেরও আবর্জনা যেন না থাকে। যে এমন সাফাইকর্মী হবে সে স্বচ্ছ তথা ন্যায়বান হবে আর যে ন্যায়বান হবে সে সবার প্রিয় হবে। যদি সবার প্রিয় হয়ে যাও তবে সংস্কার মিলনের রাস হবে। যে স্বচ্ছ তার প্রতি প্রভু তুষ্ট হন।

৭) সংস্কার মিলনের রাস করার জন্য নিজের নেচারকে ইজি আর অ্যাক্টিভ বানাও। ইজি অর্থাৎ আপন পুরুষার্থে, সংস্কারে ভারী ভাব হতে না দেওয়া। যদি ইজি হও, তাহলে তুমি অ্যাক্টিভ। ইজি থাকলে সব কাজও ইজি, পুরুষার্থও ইজি হয়ে যায়। নিজে যদি ইজি না হও তবে সমস্যাসঙ্কুল পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে হয়। তারপরে নিজের সংস্কার, নিজের দুর্বলতা, সমস্যারূপে দেখা দেয়।

৮) সংস্কার মিলনের রাস তখনই হবে যখন তোমরা প্রত্যেকে একে অন্যের বিশেষত্ব নজর করবে। তোমরা নিজেকে বিশেষ আত্মা মনে করে বিশেষত্বে সম্পন্ন হও। "এটা আমার সংস্কার", "আমার সংস্কার" এই শব্দও যেন অবশ্যই লুপ্ত হয়ে যায়। এমনভাবে যেন লোপ পায় যাতে নেচারও পরিবর্তন হয়ে যায়। যখন প্রত্যেকের নেচার পরিবর্তন হবে তখন

তোমাদের "অব্যক্তি ফিচার" অর্থাৎ দেবোপম বৈশিষ্ট্য হবে।

৯) বাপদাদা বাম্বাদের বিশ্ব মহারাজন বানানোর পাঠ পড়ান। যারা বিশ্ব-মহারাজ হতে চলেছে তারা সকলের স্নেহী হবে। যেমন বাবা সবার স্নেহী, সবাই বাবার স্নেহী, ঠিক একইভাবে সব আত্মার প্রতি তোমাদের প্রত্যেকের ভিতর থেকে স্নেহের ফুল বর্ষণ হতে দাও। যখন স্নেহের ফুল এখানে বর্ষিত হবে তখন জড়চিত্রের উপরেও ফুল বর্ষণ হবে। সুতরাং লক্ষ্য রাখ - সবার থেকে স্নেহের পুষ্প বর্ষণ হওয়ার যোগ্য পাত্র হতে হবে। তোমাদের সহযোগিতাতেই স্নেহের প্রাপ্তি হবে।

১০) সদাসর্বদা এই লক্ষ্য রাখ যে 'আমাদের আচার-আচরণে কারও যেন দুঃখ না হয়। আমার আচরণ, সঙ্কল্প, বাণী এবং সর্বকর্ম সুখদায়ী হবে।' এটাই ব্রাহ্মণ কুলের রীতি, এই রীতি যদি আপন করে নাও, তবে সংস্কার মিলনের রাস হয়ে যাবে।

বরদানঃ- ঈশ্বরীয় রয়্যালটির সংস্কার দ্বারা প্রত্যেকের বিশেষত্বের বর্ণন করে পুণ্য আত্মা ভব

সদা নিজেকে বিশেষ আত্মা মনে করে প্রতিটা সঙ্কল্প কর এবং প্রত্যেকের বিশেষত্ব দেখ, বর্ণন কর, প্রত্যেককে বিশেষ বানানোর জন্য সবার প্রতি কল্যাণের শুভ কামনা রাখ - এটাই ঈশ্বরীয় রয়্যালটি। রয়্যাল আত্মারা অন্যের বাতিল করে দেওয়া বস্তু নিজের মধ্যে ধারণ করতে পারে না, সেইজন্য সদা অ্যাটেনশন থাকতে দাও, কারও দুর্বলতা বা অপগুণ দেখার নেত্র সদা বন্ধ থাকবে। যদি একে অন্যের গুণগান কর, স্নেহ, সহযোগের পুষ্প আদান-প্রদান কর, তাহলে পুণ্য আত্মা হয়ে যাবে।

স্লোগানঃ- বরদানের শক্তি পরিস্থিতি রূপী অগ্নিকেও জলে পরিণত করতে পারে।

সূচনাঃ-

আজ তৃতীয় রবিবার, অন্তর্রাষ্ট্রীয় যোগ দিবস, সন্ধ্যা ৬ : ৩০ থেকে ৭ : ৩০ পর্যন্ত সব ভাইবোনেরা সংগঠিতভাবে একত্রিত হয়ে যোগ অভ্যাসে অনুভব করুন ... আমি ভ্রুকুটি আসনে বিরাজমান পরমাত্ম শক্তিতে সম্পন্ন সর্বশ্রেষ্ঠ রাজযোগী আত্মা কর্মেন্দ্রিয়জিত, বিকর্মজিত। সারাদিন এই স্বমানে থাকুন - সারা কল্পে হিরো পার্ট তথা ভূমিকা পালনকারী আমি সর্বশ্রেষ্ঠ মহান আত্মা।

*"মিষ্টি বাচ্চারা -- স্ব-উল্লতির জন্য প্রত্যহ রাতে শয়নের পূর্বে নিজের চার্ট(পোতামেল) দেখো, চেক করো -- আমরা সারাদিনে কাউকে দুঃখ দিই নি তো ?"

প্রশ্ন:- মহান সৌভাগ্যশালী বাচ্চাদের কি ধরণের সাহস থাকবে ?

উত্তর:- যারা মহান সৌভাগ্যশালী তারা, স্ত্রী-পুরুষ একসঙ্গে থাকলেও পরস্পর ভাই-ভাই হয়ে থাকবে। নারী-পুরুষের দৃষ্টিভঙ্গি থাকবে না। পাকাপাকিভাবে নিশ্চয়বুদ্ধিসম্পন্ন হবে। মহান সৌভাগ্যশালী বাচ্চারা তৎক্ষণাৎ বুঝে যায় --- আমিও স্টুডেন্ট, এও স্টুডেন্ট, তাহলে ভাই-বোন হলো, কিন্তু এমন সাহস তখনই দেখাতে পারবে যখন নিজেকে আত্মা মনে করবে।

গীত:- মুখ দেখে নে প্রাণী একটু দর্পণে/ কত পুণ্য, কত পাপ রয়েছে তোর জীবনে....

ওম্ শান্তি । এইকথা প্রতিদিন বাবা বাচ্চাদের বোঝান যে, শয়নের সময় নিজের চার্টে দেখো যে, কাউকে দুঃখ দিইনি তো আর কতখানি সময় বাবাকে স্মরণ করেছি ? মুখ্যকথাই হলো এটা। গানেও বলা হয়েছে যে, নিজের অন্তরে দেখো -- আমরা কতটা তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান হয়েছি ? সারাদিনে কতটা সময় নিজের মিষ্টি বাবাকে স্মরণ করেছি ? কোনো দেহধারীকে স্মরণ করবে না। সকল আত্মাদের উদ্দেশ্যে বলা হয় যে, নিজের বাবাকে স্মরণ করো। এখন ফিরে যেতে হবে। কোথায় যেতে হবে ? শান্তিধাম হয়ে নতুন দুনিয়ায় যেতে হবে। এ তো পুরানো দুনিয়া, তাই না! যখন বাবা আসবেন তখন স্বর্গের দ্বার খুলবে। বাচ্চারা, এখন তোমরা জানো যে, আমরা সঙ্গমযুগে বসে রয়েছি। এও বিস্ময়কর, তাই না, যে সঙ্গমযুগে স্টিমারে বসেও পুনরায় নেমে যায়। এখন সঙ্গমযুগে তোমরা পুরুষোত্তম হওয়ার জন্য এসে নৌকায় বসেছো, পারে যাওয়ার জন্য। পুনরায় পুরানো কলিযুগীয় দুনিয়া থেকে হৃদয় তুলে নিতে হবে। এই শরীরের দ্বারা শুধু ভূমিকা পালন করতে হয়। এখন আমাদের অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে ফিরে যেতে হবে। মানুষ মুক্তির জন্য কত মাথা কুটে থাকে কিন্তু মুক্তি-জীবনমুক্তির অর্থ বোঝে না। শাস্ত্রের কথা শুধু শুনেছে কিন্তু তা কি বস্তু, কে দেয়, কখন দেয়, এসব কিছুই জানা নেই। বাচ্চারা, তোমরা জানো যে, বাবা আসেন মুক্তি-জীবনমুক্তির উত্তরাধিকার দিতে। তাও কি একবার, না তা নয়, অনেকবার। অসংখ্যবার তোমরা মুক্তি থেকে জীবনমুক্তিতে পুনরায় বদ্ধজীবনে এসেছো। তোমরা এখন বুঝেছো যে -- আমরা আত্মা, বাবা আমাদের অর্থাৎ তাঁর বাচ্চাদের অনেক শিক্ষা দেন। ভক্তিমার্গে তোমরা দুঃখে তাঁকে স্মরণ করতে, তাঁকে চিনতে না। এখন আমি তোমাদেরকে নিজের পরিচয় দিয়েছি যে, কিভাবে আমাকে স্মরণ করলে তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হবে। এখনও পর্যন্ত কত বিকর্ম হয়েছে, তার চার্ট (পোতামেল) রাখলে জানতে পারবে। যারা সদা সেবায় রত তারা জানতে পারে, বাচ্চাদের সার্ভিসের শখ থাকে। পরস্পর মিলিত হয়ে পরামর্শ করে সেবায় বেরোয়, মানুষের জীবন হীরে-তুল্য বানাতে। এ কত পুণ্যের কাজ। এখানে খরচাদির কোনো কথাই নেই। শুধু হীরে-তুল্য হওয়ার জন্য বাবাকে স্মরণ করতে হবে। পোখরাজ পরী, সবুজ পরী, যেসকল নাম রয়েছে, তারা হলে তোমরা। যত স্মরণে থাকবে ততই হীরে-তুল্য হয়ে যাবে। কেউ মাণিক্যের মতন, কেউ পোখরাজের মতন হয়ে যাবে। নবরত্ন হয় না! কারোর গ্রহের দশা থাকলে নবরত্নের আংটি পড়ে। ভক্তিমার্গে অনেক টোটকা দেয়। এখানে তো সকল ধর্মাবলম্বীদের জন্য একটিই টোটকা -- 'মন্মানভব'। কারণ গড ইজ ওয়ান (ঈশ্বর এক)। মানুষ থেকে দেবতা হওয়া বা মুক্তি-জীবনমুক্তি পাওয়ার উপায় একজনই, শুধু বাবাকে স্মরণ করতে হবে। কষ্টের কোনো কথাই নেই। ভাবা উচিত যে, আমার স্মরণ কেন স্থায়ী হয় না। সারাদিনে এত কম কেন স্মরণ করো? যখন এই স্মরণের দ্বারাই আমরা এভার হেল্দি, নিরোগী হবো তখন কেন নিজের চার্ট রেখে উল্লিলাভ করবো না ? অনেকেই আছে যারা ২-৪ দিন চার্ট রাখার পর ভুলে যায়। কাউকে বোঝানো অতি সহজ। নতুন দুনিয়াকে সত্যযুগ আর পুরানো দুনিয়াকে কলিযুগ বলা হয়। কলিযুগ পরিবর্তিত হয়ে সত্যযুগ হবে। বদল হয় তবেই তো আমরা বোঝাচ্ছি।

অনেক বাচ্চাদের তো এই নিশ্চয়ও পাকাপাকিভাবে থাকে না যে, ইনি সেই নিরাকার বাবা যিনি আমাদের ব্রহ্মার শরীরে এসে পড়াচ্ছেন। আরে, ব্রাহ্মণ তো, তাই না! ব্রহ্মাকুমার-কুমারী বলা হয়, এর অর্থ কি, উত্তরাধিকার কোথা থেকে পাওয়া যাবে! অ্যাডপশন তখন হয় যখন তার থেকে কিছু প্রাপ্তি হয়। তোমরা ব্রহ্মার সন্তান ব্রহ্মাকুমার-কুমারী কেন হয়েছো ? সত্যি করেই হয়েছো না এরমধ্যেও কোনো সংশয় রয়েছে। মহান ভাগ্যশালী বাচ্চা যারা, তারা স্ত্রী-পুরুষ একসঙ্গে থেকেও ভাই-ভাই হয়ে থাকবে। স্ত্রী-পুরুষের ভান অর্থাৎ দৃষ্টিভঙ্গি থাকবে না। পাকাপাকিভাবে নিশ্চয়বুদ্ধিসম্পন্ন না হলে

নারী-পুরুষের দৃষ্টি পরিবর্তিত হতেও সময় লাগে। মহান সৌভাগ্যশালী বাচ্চারা তৎক্ষণাৎ বুঝে যায় যে -- আমিও স্টুডেন্ট, এও স্টুডেন্ট, তাহলে আমরা হলাম ভাই-বোন। এমন সাহস তখনই হতে পারে যখন নিজেকে আত্মা মনে করবে। আত্মারা তো সকলেই ভাই-ভাই, আবার যখন ব্রহ্মাকুমার-কুমারী হলে ভাই-বোন হয়ে যায়। কেউ বন্ধনমুক্ত হলেও কিছু না কিছুতে তাও বুদ্ধি চলে যায়। কর্মাতীত অবস্থা হতে সময় লাগে। বাচ্চারা, তোমাদের অন্তরে অত্যন্ত খুশী থাকা উচিত। কোনো ঝগড়া নেই। আমরা অর্থাৎ আত্মারা এখন বাবার কাছে যাই পুরানো শরীর ইত্যাদি সব পরিত্যাগ করে। আমরা কতবার নিজ ভূমিকা পালন করেছি। এখন চক্র সম্পূর্ণ হয়। এমন-এমনভাবে নিজের সঙ্গে কথা বলতে হয়। যত কথা বলতে থাকবে ততই প্রফুল্লিত থাকবে আর নিজের চাল-চলনকেও দেখতে থাকবে -- কতখানি আমরা লক্ষ্মী-নারায়ণকে বরণ করার যোগ্য হয়েছি ? বুদ্ধির মাধ্যমে বোঝে যে -- এখন অল্পসময়ের মধ্যেই শরীর পরিত্যাগ করতে হবে। তোমরা তো অ্যাক্টরস, তাই না! নিজেদের অ্যাক্টরস মনে করো। পূর্বে মনে করতে না, এখন জ্ঞান পেয়েছো তাই অন্তরে অত্যন্ত খুশী থাকা উচিত। পুরানো দুনিয়ার প্রতি বৈরাগ্য, ঘৃণা আসা উচিত।

তোমরা হলে অসীম জগতের সন্ন্যাসী, রাজযোগী। এই পুরানো শরীরেরও বুদ্ধি থেকে সন্ন্যাস নিতে হবে। আত্মা বোঝে -- এতে বুদ্ধি যাওয়া উচিত নয়। বুদ্ধি থেকে এই পুরানো দুনিয়া, এই পুরানো শরীরের সন্ন্যাস নিয়েছো তো। এখন আমরা অর্থাৎ আত্মারা যাবো এবং গিয়ে বাবার সঙ্গে মিলিত হবো। সেটাও তখনই হবে যখন একমাত্র বাবাকেই স্মরণ করবে। আর কাউকে স্মরণ করলে তো তার স্মৃতি অবশ্যই আসবে। তখন সাজাভোগও করতে হবে আর পদও ভ্রষ্ট হয়ে যাবে। যারা ভাল-ভাল স্টুডেন্ট তারা নিজেদের কাছে প্রতিজ্ঞা করে নেয় যে, আমরা স্কলারশিপ নেবোই নেব। আর এখানেও প্রত্যেককে মনে রাখতে হবে যে, আমরা বাবার কাছ থেকে সম্পূর্ণ রাজ্য-ভাগ্য নেবোই নেব। তখন তাদের আচার-আচরণও তেমনই হবে। পুরুষার্থ করতে-করতে ভবিষ্যতে দ্রুতগমন(গ্যালপ) করতে হবে। আর তা তখনই হবে যখন প্রত্যহ সন্ধ্যায় নিজেদের অবস্থা(স্থিতি) দেখবে। বাবার কাছে প্রত্যেকের খবরই আসে, তাই না! বাবা প্রত্যেককেই বুঝতে পারে, কাউকে তো বলেও দেন যে, তোমার মধ্যে তো সেসব দেখা যাচ্ছে না। এরকম লক্ষ্মী-নারায়ণ হওয়ার মতন চেহারা তো দেখা যাচ্ছে না। চাল-চলন, পান-আহারাদি দেখো। সার্ভিস কোথায় করছো! তাহলে কি হবে! পুনরায় মনে ভাবে -- কিছু করে দেখাবো। এখানে প্রত্যেককে স্বাধীনভাবে নিজের ভাগ্যকে উঁচু করার জন্য পড়তে হবে। যদি শ্রীমতানুসারে না চলো তবে এত উচ্চপদ প্রাপ্ত করতে পারবে না। এখন উত্তীর্ণ না হলে কল্প-কল্পান্তর হতে পারবে না। তোমাদের সবকিছু সাক্ষাৎকার হবে -- আমরা কোন্ পদ প্রাপ্ত করার যোগ্য হয়েছি। নিজেদের পদেরও সাক্ষাৎকার করতে থাকবে। শুরুতেও সাক্ষাৎকার করতো, পরে বাবা শোনাতে বারণ করে দিতেন। পরে সব জানতে পারবে যে, আমরা কি হবো তখন কিছুই করতে পারবে না। কল্প-কল্পান্তরের জন্য এমন অবস্থা হয়ে যাবে। দ্বিমুকুট, দ্বৈত রাজ্য-ভাগ্য প্রাপ্ত করতে পারবে না। এখন পুরুষার্থের অনেক মার্জিন রয়েছে, ত্রেতার শেষ পর্যন্ত ১৬ হাজার ১০৮ হবে, তখন সেইসময়(নিজের প্রতি) ঘৃণা আসতে থাকবে। মুখ নীচু হয়ে যাবে। আমরা তো কিছুই পুরুষার্থ করিনি। বাবা কত বুঝিয়েছেন যে, চার্ট রাখো, এই করো, সেইজন্য বাবা বলতেন -- যেসকল বাচ্চারা আসবে তাদের যেন ফটো থাকে। অবশ্যই গ্রুপেরই একসাথে ফটো থাকুক। পার্টি নিয়ে আসো তো, তাই না! তাতে তারিখ, ছবি ইত্যাদি সব যেন লাগানো থাকে। তখন বাবা বলতে থাকবেন যে, কে অধঃপতিত হয়েছে ? বাবার কাছে সব খবরই তো আসে, বলতে থাকবেন। কতজনকে মায়া টেনে নিয়ে গেছে। শেষ হয়ে গেছে। কন্যারাও অনেকেই অধঃপতনে যায়। সম্পূর্ণ দুর্গতি প্রাপ্ত করে, সেখান থেকে জিজ্ঞাসা করো না তাই বাবা বলেন -- বাচ্চা, সাবধানে থেকো। মায়া কোন-না-কোন রূপ ধরে নেবে। কারোর নাম-রূপের দিকে তাকিওই না। যদিও এই নয়ন দ্বারা দেখো কিন্তু বুদ্ধিতে অদ্বিতীয় পিতার স্মরণই রয়েছে। তৃতীয় নয়ন পেয়েছো এইজন্যই যে, বাবাকেই দেখো আর স্মরণ করো। দেহ-অভিমানকে পরিত্যাগ করতে থাকো। এমনও নয় যে, চোখ নীচু করে কারোর সঙ্গে কথা বলতে হবে। এমন দুর্বল হবে না। (সবকিছু) দেখলেও বুদ্ধির যোগ যেন মোস্ট বিলাভেড প্রিয়র দিকেই থাকে। এই দুনিয়াকে দেখেও অন্তর থেকে মনে করো, এ তো কবরস্থান হয়ে যাবে। এরসঙ্গে কি কানেকশন রাখবো। তোমরা জ্ঞান পেয়েছো -- তা ধারণা করে সেই পথেই চলতে হবে।

বাচ্চারা, তোমরা যখন প্রদর্শনী ইত্যাদিতে বোঝাও তখন তোমাদের মুখ থেকে সহস্রবার 'বাবা-বাবা' নির্গত হওয়া উচিত। বাবাকে স্মরণ করলে তোমাদের কত লাভ হবে। শিববাবা বলেন, মামেকম(একমাত্র আমাকেই) স্মরণ করো তবেই বিকর্ম বিনাশ হবে। শিববাবাকে স্মরণ করো তবেই তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান হয়ে যাবে। বাবা বলেন, আমাকে স্মরণ করো। একথা ভুলো না। বাবার ডায়রেকশন পেয়েছো -- 'মন্নাভব'। বাবা বলেছেন যে, 'বাবা' শব্দকে খুব ভালভাবে অন্তরে মন্বন করতে থাকো। সারাদিন 'বাবা-বাবা' করা উচিত। আর অন্য কোনো কথা নয়। প্রথম মুখ্য কথাই হলো এটা। প্রথমে বাবাকে জানো, এতেই কল্যাণ নিহিত রয়েছে। এই ৮৪-র চক্রকে বোঝা তো অতি সহজ। বাচ্চাদের প্রদর্শনীতে

বোঝানোর শখ থাকা উচিত। কোথাও যদি দেখে, আমি বোঝাতে পারছি না তখন বলতে পারে যে, আমি আমার বড় বোনকে ডাকছি কারণ এ তো পার্শালা, তাই না! এতে কেউ কম, কেউ বেশী পড়ে। একথা বলতে দেহ-অভিমান আসা উচিত নয়। যেখানে বড় সেন্টার রয়েছে সেখানে প্রদর্শনীও করা উচিত। চিত্র যেন লাগানো থাকে -- গেটওয়ে টু হেভেন। এখন স্বর্গের দ্বার খুলছে। এই ভীষণ লড়াই-এর পূর্বেই নিজেদের উত্তরাধিকার নিয়ে নাও। যেমন মন্দিরে রোজ যেতে হয়, তেমনই তোমাদের জন্য পার্শালা। চিত্র লাগানো থাকলে বোঝাতে সহজ হবে। প্রচেষ্টা করো যে, আমরা আমাদের পার্শালাকে কিভাবে চিত্রশালায় পরিনত করবো। জাঁকজমকপূর্ণ হলে মানুষও আসবে। এক সেকেন্ডে বুঝে যাওয়ার রাস্তাই হলো বৈকুণ্ঠে যাওয়ার রাস্তা। বাবা বলেন, কোনো তমোপ্রধান বৈকুণ্ঠে যেতে পারে না। নতুন দুনিয়ায় যাওয়ার জন্য সতোপ্রধান হতে হবে, এতে কোনো খরচ নেই। কোনো মন্দির বা চার্চে যাওয়ার প্রয়োজনই নেই। স্মরণ করতে-করতে পবিত্র হয়ে সরাসরি সুইট হোমে চলে যাবে। আমরা গ্যারান্টি করছি যে, এভাবেই তোমরা ইমপিওর থেকে পিওর হয়ে যাবে। গোলকে গেট বড় করে দেখানো উচিত। স্বর্গের গেট কিভাবে খোলে। কত ক্লিয়ার। নরকের গেট বন্ধ হতে হবে। স্বর্গে নরকের কোনো নামই নেই। কৃষ্ণকে কত স্মরণ করতে হয়। কিন্তু একথা কেউ জানে না যে, তিনি কবে আসেন, কিছুই জানে না। বাবাকেই জানে না। ভগবান পুনরায় আমাদের রাজযোগ শেখান -- একথা স্মরণে রাখলেও কত খুশী বজায় থাকবে। এই খুশীও যেন থাকে যে, আমরা হলাম গডফাদারলী স্টুডেন্ট। একথা কি ভুলে যাওয়া উচিত। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা-রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) সারাদিন যেন মুখ থেকে বাবা-বাবা নির্গত হতে থাকে, অন্ততঃ প্রদর্শনী ইত্যাদিতে বোঝানোর সময় যেন সহস্রবার 'বাবা-বাবা' শব্দ নির্গত হয়।

২) এই (স্থূল) নেত্র দ্বারা সবকিছু দেখেও একমাত্র বাবার স্মরণেই থাকবো, পরস্পর বার্তালাপের সময় তৃতীয় নেত্র দ্বারা আত্মাকে এবং আত্মার পিতাকে দেখার অভ্যাস করতে হবে।

বরদান:- নীরস বাতাবরণে খুশীর ঝলকের অনুভব করাতে সক্ষম এভারহ্যাপী (সদাসুখী) ভব*

ব্যাখা :- এভারহ্যাপী অর্থাৎ সদা খুশীতে থাকার বরদান যেসকল বাচ্চারা প্রাপ্ত করেছে, তারা দুঃখের উর্মি উৎপন্ন করা বায়ুমন্ডলে, নীরস বায়ুমন্ডলে, অপ্রাপ্তির অনুভব করা বায়ুমন্ডলেও সর্বদা খুশীতে থাকবে আর নিজের খুশীর ঝলকে দুঃখ আর উদাসীনতার বায়ুমন্ডলকে এমনভাবে পরিবর্তন করবে যেভাবে সূর্য অন্ধকারকে পরিবর্তন করে দেয়। অন্ধকারের মধ্যেও আলোকিত করা, অশান্তির ভিতরেও শান্তি নিয়ে আসা, নীরস(অপ্রসন্ন) বাতাবরণেও খুশীর ঝলক আনা, একেই বলা হয় এভারহ্যাপী। বর্তমান সময়ে এ'রকম সেবারই আবশ্যিকতা রয়েছে।

স্লোগান:- অশরীরী সেই, যাকে শরীরের কোনো আকর্ষণ নিজের দিকে আকৃষ্ট করে না।*

"মৰমৰ সন্তানসকল – পিতা আহিছে তোমালোকক জ্ঞানেৰে শুদ্ধ সুগন্ধিত ফুল কৰি গঢ়ি তুলিবলৈ, তোমালোক কাঁইট হ'ব নালাগে, কাঁইটক এই সভালৈ আনিব নালাগে"

প্ৰশ্ন: যিসকল সন্তানে স্মৃতিৰ যাত্ৰাত থকাৰ পৰিশ্ৰম কৰে তেওঁলোকৰ লক্ষ্য কি হ'ব?

উত্তৰ: স্মৃতিত থকাৰ পৰিশ্ৰম কৰা সন্তানসকল বহুত আনন্দিত হৈ থাকিব। বুদ্ধিত এইটো থাকিব যে এতিয়া আমি পুনৰ উভতি গৈ আছোঁ। আকৌ আমি সুগন্ধিত ফুলৰ বাগিচালৈ যাব লাগিব। তোমালোকে স্মৃতিৰ যাত্ৰাৰে সুগন্ধিত হৈ যোৱা আৰু আনকো তেনেকৈ গঢ়ি তোলা।

ওঁম শান্তি। বাগিচাৰ গৰাকীও বহি আছে, মালীও আছে, ফুলো আছে। এইটো নতুন কথা নহয় জানো। কোনোবা নতুন লোকে যদি শুনে তেতিয়া ক'ব এওঁলোকে কি কয়। বাগিচাৰ গৰাকী, ফুল আদি এয়া কি? এনেকুৱা কথাতো কেতিয়াও শাস্ত্ৰত শুনা নাই। তোমালোক সন্তানসকলে জানা, বাগিচাৰ গৰাকী তথা নাৱৰীয়াক স্মৰণে কৰা। এতিয়া ইয়ালৈ আহিছে, ইয়াৰ পৰা পাৰলৈ লৈ যাবলৈ। পিতাই কয় - স্মৃতিৰ যাত্ৰাত থাকিব লাগে। নিজক নিজেই নিৰীক্ষণ কৰা মই কিমান দূৰলৈ গৈ আছোঁ? কিমান দূৰ নিজৰ সত্বোপধান অৱস্থাত উপনীত হৈছোঁ? যিমান সত্বোপধান অৱস্থা হৈ গৈ থাকিব তেতিয়া বুজিব। এতিয়া আমি উভতি গৈ আছোঁ। আমি ক'ত আহি উপনীত হৈছোঁ, সকলো স্মৃতিৰ যাত্ৰাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে। আনন্দও বাঢ়ি গৈ থাকিব। যিয়ে যিমান পৰিশ্ৰম কৰে সিমান তেওঁ আনন্দিত হ'ব। যেনেকৈ পৰীক্ষাৰ সময় হ'লে তেতিয়া ষ্টুডেণ্টে (বিদ্যার্থীয়ে) বুজি পাই যায় নহয় - মই কিমান দূৰ পাছ (কৃতকাৰ্য) হ'ম। ইয়াতো এনেকুৱাই হয় - প্ৰত্যেক সন্তানে নিজক জানে যে কিমান দূৰ মই সুগন্ধিত ফুল হৈছোঁ? আকৌ আনকো কিমান সুগন্ধিত কৰি গঢ়ি তোলা? এনেকৈ কোৱাই হয় যে কাঁইটৰ জংঘল। সেয়া হ'ল ফুলৰ বাগিচা। মুছলমানসকলেও কয় - গাৰ্ডেন অফ আল্লাহ (ঈশ্বৰৰ বাগিচা)। তেওঁলোকে এনেকৈ ভাবে যে তাত এখন বাগিচা আছে, তালৈ যিয়ে যায় তেওঁক খোদাই ফুল দিয়ে। মনত যি কামনা থাকে সেয়া পূৰ্ণ কৰে। বাকী এনেকুৱাতো নহয়, কোনোবাই ফুল চিঙি দিয়ে, যাৰ বুদ্ধিত যেনেকৈ আছে সেয়া সাক্ষাৎকাৰ হৈ যায়। ইয়াত সাক্ষাৎকাৰৰ ভিত্তিত একো নহয়। ভক্তিমাৰ্গততো সাক্ষাৎকাৰৰ কাৰণে ডিঙিও কাটি দিয়ে। মীৰাৰ সাক্ষাৎকাৰ হ'ল তেওঁৰ কিমান মান আছে। সেয়া হ'ল ভক্তিমাৰ্গ। ভক্তি আধাকল্প ধৰি চলিবই। জ্ঞান নায়েই। বেদ আদিৰ বহুত মান আছে। এনেকৈ কয় যে বেদতো আমাৰ প্ৰাণ হয়। এতিয়া তোমালোকে জানা এই বেদ-শাস্ত্ৰ আদি সকলো হৈছে ভক্তিমাৰ্গৰ কাৰণে। ভক্তিৰ কিমান ডাঙৰ বিস্তাৰ। ডাঙৰ বৃক্ষ হয়। জ্ঞান হ'ল বীজ। এতিয়া জ্ঞানেৰে তোমালোক কিমান শুদ্ধ হৈ যোৱা। সুগন্ধিত হৈ যোৱা। এইখন তোমালোকৰ বাগিচা হয়। ইয়াত কাকো কাঁইট বুলি কোৱা নহ'ব কিয়নো ইয়াত কোনেও বিকাৰত নাযায়। গতিকে কোৱা হ'ব এই বাগিচাত এডালো কাঁইট নাই। কাঁইট কলিযুগত থাকে। এতিয়া হ'ল পুৰুষোত্তম সংগমযুগ। ইয়াত কাঁইট ক'ৰ পৰা আহিল। যদি কোনোবা কাঁইট বহি আছে তেন্তে নিজৰেই ক্ষতি কৰে কিয়নো এইখন ইন্দ্ৰপ্ৰস্থ নহয় জানো। ইয়াত জ্ঞান পৰীসকল বহি আছে। জ্ঞানৰ নৃত্য কৰোঁতা পৰী। মুখ্য মুখ্য সকলৰ নাম 'পোখৰাজ পৰী', 'নীলম পৰী' আদি আদি দিয়া হৈছে। তেওঁলোকেই আকৌ 9 ৰত্ন বুলি গায়ন কৰা হয়। কিন্তু এওঁলোক কোন আছিল, এইটো কোনেও নাজানে। পিতাই মাত্ৰ কয় - মোক স্মৰণ কৰা। তোমালোক সন্তানসকলৰ বুদ্ধিত এতিয়া বোধশক্তি আছে, 84ৰ চক্ৰও এতিয়া বুদ্ধিত আছে। শাস্ত্ৰবিলাকততো 84 লাখ বুলি কৈ দিছে। অতি মৰমৰ, কল্পৰ পাচত পুনৰাই লগ পোৱা সন্তানসকলক পিতাই বুজাইছে - তোমালোকে 84 জন্ম ল'লা। এতিয়া তমোপধানৰ পৰা সত্বোপধান হ'ব লাগে। কিমান সহজ। ভগৱানুবাচ (ভগৱানৰ বাণী) সন্তানসকলৰ প্ৰতি, মামেকম্ (মনেৰে কেৱল মোক) স্মৰণ কৰা। এতিয়া তোমালোক সন্তানসকল সুগন্ধিত ফুল হ'বৰ কাৰণে নিজকে আত্মা বুলি বুজি পিতাক স্মৰণ কৰা। কাঁইট নহ'ব। ইয়াত সকলো মিঠা (সুগন্ধিত) ফুল হয়। কাঁইট নহয়। অৱশ্যে হয় মায়াৰ ধুমুহাতো আহিব। মায়া ইমান কাঢ়া যে তৎক্ষণাত আৱদ্ধ কৰি দিব। তেতিয়া অনুতপ্ত হ'বা - মই এয়া কি কৰিলোঁ। মোৰতো জমা কৰা সকলো উপাৰ্জন শেষ হৈ গ'ল।

এইখন হ'ল বাগিচা। বাগিচাত ভাল ভাল ফুলো থাকে। এই বাগিচাতো কোনোবাতো ফাষ্টক্লাচ (উৎকৃষ্ট) ফুল হৈ যায়। যেনেকৈ মোগল গাৰ্ডেনত ভাল ভাল ফুল থাকে। সকলোৱে চাবলৈ যায়। ইয়াত তোমালোকৰ ওচৰলৈ কোনেওতো চাবলৈ নাহিব। তোমালোকে কাঁইটবোৰক কি মুখ দেখুৱাবা! গায়নো আছে মূত পলিটি কপড় ধোৱে (ঈশ্বৰে মলিন কাপোৰ পৰিষ্কাৰ কৰে).... বাবাৰ (ব্ৰহ্মা বাবাৰ) 'জপ চাহেব', 'সুখমণি' (শিখসকলৰ শান্তিৰ ভজন) আদি সকলো স্মৃতিত

আছিল। অথও পাঠো কৰিছিল, ৪ (আঠ) বছৰ বয়সতে পাণ্ডুৰি বান্ধিছিল, গুৰুদ্বাৰতেই থাকিবলৈ লৈছিল। গুৰুদ্বাৰৰ চাৰ্জ (দায়িত্ব) সকলো মোৰ ওপৰত আছিল। এতিয়া বুজিছে, “মৃত পলিতি কাপোৰ ধোৱাৰ” অৰ্থ কি। গুণ-গৰিমা সকলো পিতাৰেই। এতিয়া তোমালোক সন্তানসকলক পিতাই বহি বুজায়। সন্তানসকলক কয়ো যে ভাল ভাল ফুল লৈ আনা। যিয়ে ভাল ভাল ফুল লৈ আনিব তেওঁক ভাল ফুল বুলি মান্যতা দিয়া হ’ব। সকলোৱে কয় - মই শ্ৰী লক্ষ্মী-নাৰায়ণ হ’ম তেতিয়া হ’লে গোলাপ ফুল হৈ গ’ল। পিতাই কয় - ভাল কথা, তোমালোক সন্তানসকলৰ মুখত গোলাপ। এতিয়া পুৰুষাৰ্থ কৰি সদায় গোলাপ হোৱা। অনেক সন্তান আছে। প্ৰজাতো বহুত তৈয়াৰ হৈ আছে। তাত হয়ই ৰজা-ৰানী আৰু প্ৰজা। সত্যযুগত মন্ত্ৰী (পৰামৰ্শ দাতা) নাথাকে কাৰণ ৰজাৰেই পাৱাৰ (শক্তি) থাকে। মন্ত্ৰী আদিৰ পৰা পৰামৰ্শ লোৱাৰ প্ৰয়োজন নাথাকে। নহ’লেতো ৰায় দিওঁতাজন ডাঙৰ হৈ যাব। তাত ভগৱান-ভগৱতীক ৰায়ৰ প্ৰয়োজন নাই, মন্ত্ৰী আদি তেতিয়া থাকে, যেতিয়া পতিত হয়। ভাৰতৰেই কথা, আৰু কোনো থও নাই, য’ত ৰজাই ৰজাৰ আগত মূৰ দোৱায়। ইয়াতেই দেখুওৱা হয় জ্ঞান মৰ্গত পূজ্য, অজ্ঞান মৰ্গত পূজাৰী। তেওঁলোক ডবল (দ্বৈত) মুকুটধাৰী, এওঁলোক চিংগল (একক) মুকুটধাৰী। ভাৰতৰ নিচিনা পবিত্ৰ থও আৰু নাই। পেৰাডাইজ, বহিস্থ (স্বৰ্গ) আছিল। তোমালোকে তাৰ কাৰণেই পঢ়া। এতিয়া তোমালোক ফুল হ’ব লাগে। বাগিচাৰ গৰাকী আহিছে। মালীও হয়। মালী ক্ৰমানুসাৰে থাকে। সন্তানসকলেও বুজি পায় এইখন বাগিচা হয়, ইয়াত কাঁইট নাই, কাঁইটে দুখ দিয়ে। পিতাইতো কাকো দুখ নিদিয়ে, তেওঁ হয়ই দুখ হৰ্তা, সুখ কৰ্তা। কিমান মিঠা বাবা হয়।

তোমালোক সন্তানসকলৰ পিতাৰ প্ৰতি ল’ভ (মৰম) আছে। পিতায়ো সন্তানসকলক ল’ভ নকৰে জানো। এয়া হৈছে পঢ়া। পিতাই কয় - মই তোমালোকক প্ৰেক্ষিকেলত (বাস্তৱত) পঢ়াও, এৰোঁ (ব্ৰহ্মাযো) পঢ়ে, পঢ়ি আকৌ পঢ়োৱা তেতিয়া অন্যসকলো কাঁইটৰ পৰা ফুল হৈ যাব। ভাৰতক মহাদানি বুলি গায়ন কৰা হৈছে কিয়নো এতিয়া তোমালোক সন্তানসকল মহাদানী হৈছা। অবিদ্যাতী জ্ঞান ৰত্ন তোমালোকে দান কৰা। বাবাই বুজাইছে - আত্মায়েই ৰূপ-বস্তু (জ্ঞানী-যোগী) হয়। বাবাও ৰূপ-বস্তু হয়। তেওঁৰ সকলো জ্ঞান আছে। জ্ঞানৰ সাগৰ হৈছে পৰমপিতা পৰমাত্মা, তেওঁ অৰ্থাৎ ৰিটি (হৰ্তা-কৰ্তা) নহয় জানো। জ্ঞানৰ সাগৰ এজন পিতা হয় সেইকাৰণে গায়ন কৰা হয় - গোটেই সমুদ্ৰক চিয়াঁহী কৰি ল’লেও জ্ঞান লিখি শেষ কৰিব নোৱাৰিবা। আকৌ এক চেকেণ্ডত জীৱনমুক্তি বুলিও গায়ন আছে। তোমালোকৰ ওচৰত কোনো শাস্ত্ৰ আদি নাই। তাত কোনোবা পণ্ডিত আদিৰ ওচৰলৈ গ’লে তেতিয়া ভাবে যে এইজন পণ্ডিত বহুত বিজ্ঞ অৰ্থাৎ ৰিটি হয়। এওঁ সকলো বেদ শাস্ত্ৰ কৰ্তৃস্থ কৰিছে আকৌ সংস্কাৰ লৈ যায় তেতিয়া সৰু কালৰ পৰাই সেইবোৰ অধ্যয়ন কৰি লয়। তোমালোকে সংস্কাৰ লৈ নোযোৱা। তোমালোকে পঢ়াৰ ৰিজাল্ট (ফলাফল) লৈ যোৱা। তোমালোকৰ পঢ়া সম্পূৰ্ণ হ’লে তেতিয়া ৰিজাল্ট ওলাব আৰু সেই পদ পাই যাব। জ্ঞান জানো লৈ যাবা যে কাৰোবাক শুনাবাগৈ। ইয়াততো হৈছে তোমালোকৰ পঢ়াৰ কথা, যাৰ প্ৰালব্ধ নতুন সৃষ্টিত পোৱা যাব। তোমালোক সন্তানসকলক পিতাই বুজাইছে - মায়াও কোনো কম শক্তিমান নহয়। মায়াৰ শক্তি হ’ল দুৰ্গতিলৈ লৈ যোৱাৰ। কিন্তু মায়াৰ মহিমা জানো কৰিবা। মায়াতো দুখ দিয়াত শক্তিমান হয় নহয় জানো। পিতা সুখ দিয়াত শক্তিমান হয় সেইকাৰণে তেওঁৰ গায়ন আছে। এয়াও ড্ৰামা ৰচি থোৱা আছে। তোমালোকে সুখো পোৱা আৰু দুখো পোৱা। পৰাজয় আৰু জয় কাৰ হয়, ইয়াৰ বিষয়েও জানিব নালাগে জানো। পিতাও ভাৰতলৈকে আহে, জয়ন্তীও ভাৰততেই পালন কৰা হয়, এইটো কোনেও নাজানে যে শিৱবাবা কেতিয়া আহিল, আহি কি কৰিলে। নাম-চিহ্নই নাইকিয়া কৰি দিলে। সন্তান কৃষ্ণৰ নাম দি দিলে। বাস্তৱত বিলাভেড (প্ৰিয়তম) পিতাৰ মহিমা বেলেগ, কৃষ্ণৰ মহিমা বেলেগ। তেওঁ নিৰাকাৰ, এওঁ সাকাৰ। কৃষ্ণৰ মহিমা হ’ল - সৰ্বগুণ সম্পন্ন, সম্পূৰ্ণ নিৰ্বিকাৰী, মৰ্যাদা পুৰুষোত্তম, অহিংসা পৰম ধৰ্ম..... শিৱবাবাৰ এনেকৈ মহিমা নকৰে, যাৰ গুণ আছে তেন্তে অৱগুণো থাকিব সেইকাৰণে পিতাৰ মহিমাই বেলেগ। পিতাক অকালমূৰ্ত বুলি নকয় জানো। আমিও অকালমূৰ্ত হওঁ। আত্মাক কালে খাব নোৱাৰে। আত্মা অকালমূৰ্তৰ এয়া (ক্ৰকুটি) হৈছে আসন। আমাৰ বাবাও অকালমূৰ্ত হয়। কালে শৰীৰকহে খায়। ইয়াত অকালমূৰ্তক আহ্বান কৰে। সত্যযুগত আহ্বান নকৰে কিয়নো তাততো সুখেই সুখ সেইকাৰণে গায়নো কৰে - দুখত সকলোৱে স্মৰণ কৰে সুখত কোনেও নকৰে। এতিয়া ৰাৱণৰ ৰাজ্যত কিমান দুখ। পিতাইতো স্বৰ্গৰ মালিক কৰি তোলে আকৌ তাত আধাকল্প কোনেও আহ্বান নকৰে। যেনেকৈ লৌকিক পিতাই সন্তানসকলক শোভিত কৰি উত্তৰাধিকাৰ দি নিজে বানপ্ৰস্থ অৱস্থা লৈ লয়। সকলোবোৰ সন্তানক দি ক’ব - এতিয়া মই সংসংগলৈ যাওঁ। কিবা খাবৰ কাৰণে পঠিয়াই থাকিবা। এই বাবাইতো এনেকৈ নক’ব নহয় জানো। এওঁতো কয় - মৰমৰ সন্তানসকল মই তোমালোকক বিশ্বৰ বাদশ্বাহী দি বানপ্ৰস্থলৈ গুচি যাম। মই জানো ক’ম - খাবৰ কাৰণে পঠিয়াবা। পিতাকৰ তত্বাৱধান লোৱাতো লৌকিক সন্তানৰতো দায়িত্ব হয়। নহ’লে খাব কেনেকৈ? এই পিতাইতো কয় - মই নিষ্কাম সেৱাধাৰী হওঁ। মনুষ্য কোনো নিষ্কাম হ’ব নোৱাৰে। ভোকত মৰি যাব। মই জানো ভোকত মৰিম, মইতো অভোক্তা হওঁ। তোমালোক সন্তানসকলক বিশ্বৰ বাদশ্বাহী দি মই গৈ বিশ্ৰাম কৰোঁ। তেতিয়া মোৰ ভূমিকা বন্ধ হৈ যায়। আকৌ ভক্তি মৰ্গত আৰম্ভ হয়। এই অনাদি ড্ৰামা ৰচি থোৱা আছে, যাৰ ৰহস্য পিতাই বহি

বুজায়। বাস্তৱত তোমালোকৰ ভূমিকা সকলোতকৈ বেছি সেয়েহে পুৰস্কাৰো তোমালোকেই পোৱা উচিত। মই আৰাম কৰোঁ, তেতিয়া তোমালোক আকৌ ব্ৰহ্মাণ্ডৰো মালিক, বিশ্বৰো মালিক হোৱা। তোমালোকৰ নাম প্ৰসিদ্ধ হয়। এই ড্ৰামাৰ ৰহস্যও তোমালোকে জানা। তোমালোক হ'ল জ্ঞানৰ ফুল। জগতত এজনো নাই। ৰাতি-দিনৰ পাৰ্থক্য আছে। তেওঁলোক ৰাতিত আছে, তোমালোক দিনলৈ যোৱা। আজিকালি চোৱা বন উৎসৱ (বৃক্ষ ৰোপণ অনুষ্ঠান) পাতি থাকে, এতিয়া ভগৱানে মনুষ্যৰ বনোৎসৱ পাতি আছে।

চোৱা পিতাই কেনেকুৱা চমৎকাৰ কৰে যে মনুষ্যক দেৱতা, ভিকতক ৰজা কৰি তোলে। এতিয়া বেহদৰ (অসীমৰ) পিতাৰ সৈতে তোমালোকে চুক্তি কৰিবলৈ আহিছা, এনেকৈ কোৱা যে বাবা আমাক ভিকতৰ পৰা ৰজা কৰি তোলক। এওঁতো বহুত ভাল গ্ৰাহক। তেওঁক তোমালোকে কোৱাও দুখ হ'ওঁ, সুখ ক'ওঁ। এনেকুৱা দান আৰু একোৱেই নাই। তেওঁ হ'ল সুখ দিওঁতা। পিতাই কয় - ভক্তি মাৰ্গতো মই তোমালোকক দিওঁ। এই সাক্ষাৎকাৰ আদি ড্ৰামাত নিৰ্ধাৰিত হৈ আছে। এতিয়া পিতাই বহি বুজায় - মই কি কি কৰোঁ। আগলৈ গৈ বুজাই থাকিম। অৱশেষত অন্তিমত তোমালোকে ক্ৰমানুসৰি কৰ্মজীৱিত অৱস্থা প্ৰাপ্ত কৰিবা। এই সকলোবোৰ ড্ৰামাত নিৰ্ধাৰিত হৈ আছে তথাপিও পুৰুষাৰ্থ কৰোৱা হয়, পিতাক স্মৰণ কৰা। যথাযথ এয়া মহাভাৰতৰ যুদ্ধও হয়। সকলো শেষ হৈ যাব। বাকী ভাৰতবাসীহে থাকিবগৈ। আকৌ তোমালোকে বিশ্বত ৰাজ্য কৰাওঁ। এতিয়া পিতা তোমালোকক পঢ়াবলৈ আহিছে। তেৱেঁই জ্ঞানৰ সাগৰ হয়। এয়াও খেল হয়, এই ক্ষেত্ৰত বিবুদ্ধিত পৰিবলগীয়া কথা নাই। মায়াই ধুমুহাত লৈ আহিব। পিতাই বুজায় - মায়ালৈ ভয় নকৰিবা। বহুত বেয়া বেয়া সংকল্প উদয় হ'ব। সেয়াও তেতিয়া উদয় হ'ব যেতিয়া বাবাৰ কোলালৈ আহিবা। যেতিয়ালৈকে বাবাৰ কোলালৈ নাহা তেতিয়ালৈকে মায়াই ইমান যুদ্ধ নকৰে। বাবাৰ কোলালৈ অহাৰ পাচতহে ধুমুহা আহে সেইকাৰণে পিতাই কয় - বাবাৰ কোলালৈও সাৱধান হৈ আহিব লাগে। দুৰ্বল হ'লে তেন্তে প্ৰজাত আহি যাব। ৰজাৰ পদ পোৱাতো ভাল কথা, নহলে দাস-দাসী হ'ব লাগিব। এয়া সূৰ্যবংশী-চন্দ্ৰবংশী ৰাজধানী স্থাপন হৈ আছে। ভাল বাৰু!

অতি মৰমৰ, কল্পৰ পাচত পুনৰাই লগ পোৱা সন্তানসকলৰ প্ৰতি মাতা-পিতা বাপদাদাৰ স্নেহপূৰ্ণ স্মৰণ আৰু গুডমৰ্ণিং।
আত্মিক পিতাৰ আত্মিক সন্তানসকলক নমস্কাৰ।

ধাৰণাৰ বাবে মুখ্য সাৰ:-*

(1) ৰূপ-বসন্ত (জ্ঞানী-যোগী) হৈ অবিনাশী জ্ঞান ৰত্নৰ দান কৰি মহাদানী হ'ব লাগে। যি পাঠ পঢ়া সেয়া আনকো পঢ়াব লাগে।

(2) কোনো কথাতে বিবুদ্ধিত পৰিব বা ভয়-ভীত হ'ব নালাগে, নিজৰ তত্ত্বাৱধান ল'ব লাগে। নিজে নিজক সুধিব লাগে যে মই কোন প্ৰকাৰৰ ফুল হওঁ। মোৰ কোনো দুৰ্গন্ধতো নাই।

বৰদান: নিৰাশাৰ চিতাত বহি থকা আত্মাসকলক নতুন জীৱন দান দিওঁতা ত্ৰিমূৰ্তি প্ৰাপ্তিৰে সম্পন্ন হোৱা সংগমযুগত পিতাৰ দ্বাৰা সকলো সন্তানৰে এভাৰহেল্ডী (সৰ্বদা স্বাস্থ্যৱান), ৱেল্ডী (ধনৱান) আৰু হেল্পী (সুখী) হৈ থকাৰ ত্ৰিমূৰ্তি বৰদান প্ৰাপ্ত হয় যিসকল সন্তানে এই তিনিওটি প্ৰাপ্তিৰে সদায় সম্পন্ন হৈ থাকে তেওঁলোকৰ সৌভাগ্যশালী, হৰ্ষিত মুখ চেহেৰা দেখি মানৱ জীৱনত জীয়াই থকাৰ উৎসাহ-উদ্দীপনা আহি যায় কিয়নো এতিয়া মনুষ্য জীৱিত হৈও নিৰাশাৰ চিতাত বহি আছে। এতিয়া এনেকুৱা মৃতপ্ৰায় আত্মাসকলৰ মাজত জীৱনৰ সঞ্চার কৰা। নতুন জীৱন দান দিয়া। সদায় যাতে স্মৃতিত থাকে যে এই তিনিওটি প্ৰাপ্তি আমাৰ জন্ম সিদ্ধ অধিকাৰ হয়। তিনিওটি ধাৰণাৰ কাৰণে ডবল আণ্ডাৰলাইন কৰা (বিশেষ মনোযোগ দিয়া)।

শ্লোগান: উপৰাম আৰু অধিকাৰী হৈ কৰ্মত আহা - এয়াই বন্ধনমুক্ত স্থিতি।

!! ওম্ শান্তি !!

ওম্ শান্তি!!

*****আত্মারা, তোমরা যখন স্বচ্ছ হবে, তখন এই সংসারও সুখদায়ী হবে, দুঃখের কারণ হল - ৫ বিকারের বশীভূত হয়ে কৃত কর্ম*(মাতেশ্বরী জির অমূল্য মহাবাক্য)*****

***গীতঃ-** দৃষ্টি যেটা জানতে পারেনা, হৃদয় সেটা অনুভব করতে পারে...

নিজের অসীম জগতের বাবার মহিমা শুনেছ! কোনও সাধারণ মানুষের এইরকম মহিমা করা হয় না। এই মহিমা কেবলমাত্র এক শিববাবারই করা হয়, যিনি এই মহিমার অধিকারী, কেননা তাঁর মহিমা তাঁর কর্তব্য অনুসারে গাওয়া হয়ে থাকে। তাঁর কর্তব্য হল সকল মনুষ্যাত্মাদের থেকে মহান, কেননা সকল মনুষ্যাত্মাদের জন্যই তাঁর এই কর্তব্য। তাই তিনি হলেন সবথেকে শ্রেষ্ঠ, তাই না! কেননা সকলের জন্য সকলের গতি সন্নতি দাতা হলেন এই এক শিববাবা। এইরকম বলা যাবেনা যে, অল্প কয়েকজনের গতি সন্নতি করেছেন। তিনি হলেন সকলের গতি সন্নতি দাতা। তাই তিনি সকলের কর্তৃত্ব হয়ে গেলেন, তাই না! সেই রকমই সাধারণভাবে দেখা যায় যে, কারো মহিমা তখনই করা হয়, যখন সে কোনও কর্তব্য পালন করে। যারা কিছু না কিছু অল্প-বিস্তর এমন কাজ করেছেন, তাদেরই দেখা, মহিমা হয়েছে। তাই বাবার মহিমা হলো যে, তিনি হলেন উঁচুর থেকেও উঁচু, তো অবশ্যই তিনি এখানে এসে মহান কর্তব্য পালন করছেন আর সেটাও আমাদের জন্য, মনুষ্য সৃষ্টির জন্য মহান উঁচু কর্তব্য পালন করছেন, কেননা কেবলমাত্র তাঁকেই এই সৃষ্টির দুঃখ হতা-সুখকর্তা বলা যায়। তাই তিনি এসে মনুষ্য সৃষ্টিকে উঁচু (শ্রেষ্ঠ) বানাচ্ছেন। প্রকৃতি সহ সকলের মধ্যে পরিবর্তন নিয়ে এসেছেন। কিন্তু কোন্ যুক্তির আধারে এই পরিবর্তন সম্ভব হয়েছে? সেটাই বসে বোঝাচ্ছেন, কেননা এরকম নয় যে প্রথমে মনুষ্যাত্মা, আত্মার মধ্যে পরিবর্তন এলে, আত্মার শক্তির দ্বারা, নিজের কর্মের শক্তির দ্বারা পুনরায় এইসব প্রকৃতির তত্ত্ব আদির উপরেও সেই আত্মার শক্তি কার্যকরী হয়। কিন্তু সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা তো তিনিই হলেন, তাই না! এইজন্য সৃষ্টিকর্তা হলেন তিনি, কিন্তু কিভাবে তিনি সৃষ্টি করেন? যতক্ষণ না মনুষ্যাত্মা উঁচু (শ্রেষ্ঠ) হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত আত্মার আধারে শরীর, প্রকৃতির পাঁচ তত্ত্ব আদি এইসব নস্বরের ক্রমানুসারে শক্তি প্রাপ্ত করতে থাকে, তার দ্বারাই পুনরায় সমগ্র সৃষ্টি সুজলা-সুফলা, শস্য-শ্যামলা, সুখদায়ী হয়ে ওঠে।

তাই মনুষ্যসৃষ্টিকে সুখদায়ী প্রস্তুতকারী বাবা-ই জানেন যে, মনুষ্য সৃষ্টি সুখদায়ী কিভাবে হবে? যতক্ষণ না পর্যন্ত আত্মারা স্বচ্ছ না হতে পারছে, ততক্ষণ পর্যন্ত সংসার সুখদায়ী হতে পারবে না। এজন্য তিনি এসে প্রথমে প্রথমে আত্মাদেরকেই স্বচ্ছ বানাচ্ছেন। এখন আত্মার উপর অপবিত্রতার (অস্বচ্ছতা) আস্তরণ পড়েছে। প্রথমে এই অপবিত্রতার আস্তরণকে দূর করতে হবে। পুনরায় আত্মার শক্তির দ্বারা ও অন্যান্য জিনিসের দ্বারা আত্মার তমোপ্রধানতা পরিবর্তিত হয়ে সতোপ্রধান হয়ে যায়, তখন বলা যায় - সবাই সুবর্ণ যুগে আসে, তো এই তত্ত্ব আদি সবই সুবর্ণ যুগের স্থিতিতে আসে। কিন্তু প্রথমে আত্মার স্থিতির পরিবর্তন হয়। তাই আত্মাদের পরিবর্তন কর্তা অর্থাৎ আত্মাদেরকে স্বচ্ছ পবিত্র প্রস্তুতকারী কর্তৃত্ব তিনিই হয়ে গেলেন। তোমরা দেখছো তো যে, দুনিয়া কিভাবে পরিবর্তন হয়ে যাচ্ছে। প্রথমে তো নিজেদেরকে পরিবর্তন করতে হবে, নিজেকেই যদি পরিবর্তন করতে না পারো তাহলে দুনিয়ার কিভাবে পরিবর্তন হবে, এইজন্য প্রত্যেকদিন নিজেকে যাচাই করো। যেরকম ব্যবসায়ীরা দিনের শেষে হিসাবের খাতা দেখে, যে আজ কত জমা হয়েছে? সবাই নিজের হিসাব রাখে। তাই এইরকম নিজেদেরও দৈনন্দিন চার্ট রাখতে হবে, আর দিনের শেষে দেখতে হবে যে সারাদিনে আমার পুরুষার্থে কতটা উন্নতি হয়েছে, কতটা সময় নষ্ট হয়েছে? যদি ব্যর্থ কারণে অধিক সময় নষ্ট হয়ে যায় তবে পরের দিনের জন্য অধিক সতর্ক থাকতে হবে। এইরকম ভাবে নিজের প্রতি সতর্কতা অবলম্বন করে পুনরায় পুরুষার্থে উন্নতি করতে করতে আমাদের লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্যকে আমরা প্রাপ্ত করতে পারবো। তো এইরকম নিজের প্রতি সতর্ক থেকে নিজের পরিবর্তনকে অনুভব করতে হবে। এইরকম নয় যে, আমি তো দেবতা হবোই, শেষের দিকে ঠিক তৈরী হয়ে যাবো, এখন যেমন আছি, ঠিকই আছি.....। না। এখন থেকেই নিজের মধ্যে সেই দেবত্ব সংস্কার তৈরী করতে হবে। এখনও পর্যন্ত যে পাঁচ বিকারের বশীভূত সংস্কার চলে আসছে, এখন দেখতে হবে যে ওই বিকারগুলি থেকে আমি মুক্ত হতে পারছি? আমার মধ্যে যে ক্রোধ আদি ছিলো, সেসব থেকে কি মুক্ত হতে পারছি? লোভ বা মোহ আদি যা কিছু ছিলো, সেই সব পুরানো বিকারী সংস্কারগুলির পরিবর্তন হচ্ছে? যদি পরিবর্তন হয় বা মুক্ত হয়, তবে স্বীকার করো যে আমি পরিবর্তিত হচ্ছি। আর যদি না হয় তবে বুঝে নাও যে, এখনও আমি পরিবর্তন হতে পারিনি। তাই নিজের পরিবর্তন হওয়ার পার্থক্য অনুভব করতে হবে, নিজের মধ্যে পরিবর্তন আনতে হবে। এমন নয় যে, সারাদিন ব্যর্থের খাতাই জমা হতে থাকছে, আর ভাবছো যে,

ছোটো-খাটো কিছু দান-পূণ্য করলেই হয়ে যাবে, ব্যস। না, তা হয় না। আমাদের যে কর্মের খাতা প্রতি নিয়ত লিপিবদ্ধ হচ্ছে, সেখানেই আমাদের সতর্ক থাকতে হবে। সারাদিনে আমরা যা কিছু করে চলেছি, সেখানে কোনো বিকারের বশীভূত হয়ে নিজের বিকর্মের খাতা তো বানিয়ে ফেলছি না? এক্ষেত্রে নিজেকেই নিজেকে রক্ষা করতে হবে। এই সবকিছু দৈনন্দিন চার্টে রাখতে হবে আর শুতে যাওয়ার আগে ১০-১৫ মিনিট নিজেকে দেখতে হবে যে, সারাদিন আমার কিভাবে কাটলো? কেউ কেউ তো খাতাতে লেখে, কেননা পূর্ব জন্মের কৃত পাপ কর্মের বোঝাও মাথার উপর আছে, সেগুলিকেও সমাপ্ত করতে হবে, তার জন্য বাবার নির্দেশ হল - “আমাকে স্মরণ করো”, তো এক্ষেত্রেও কতটা সময় আমি বাবাকে স্মরণ করেছি? কেননা, এই চার্ট রাখার কারনে পরের দিনের জন্য সাবধান থাকবে। এইরকম সাবধান থাকতে থাকতে পুনরায় সাবধান হয়ে যাবে, তারপর আমাদের কর্ম ভালো হতে থাকবে আর পুনরায় এইরকম কোনো পাপ কর্ম হবে না। তো পাপ কর্ম করা থেকেই তো নিজেকে রক্ষা করতে হবে, তাই না! এই বিকার-ই আমাদেরকে পতিত বানিয়ে দিয়েছে। বিকারের কারণেই আমরা দুঃখী হয়ে গেছি। এখন আমাদেরকে এই দুঃখ থেকে মুক্ত হতে হবে, এটাই হল মুখ্য বিষয়। ভক্তিতেও পরমাত্মাকে আমরা ডেকে এসেছি, স্মরণ করেছি, যাকিছু পূজা-অর্চনা বা পুরুষার্থ করেছি, সেসব কি কারণে করে এসেছি? সুখ আর শান্তি লাভের জন্যই তো করে এসেছি, তাই না! তো সেই সুখ-শান্তি প্রাপ্ত করার জন্যই এই প্র্যাক্টিক্যাল প্র্যাক্টিস এখন করানো হচ্ছে। এই কলেজে প্র্যাক্টিক্যাল ভাবে ক্লাস হয়, এইভাবে প্র্যাক্টিস করতে থাকলেই আমরা স্বচ্ছ অথবা পবিত্র হতে থাকবো। আদি সনাতন পবিত্র প্রবৃত্তির যে লক্ষ্য আমাদের আছে, তা আমরা প্রাপ্ত করতে পারবো। যেরকম কেউ ডাক্তার হওয়ার জন্য ডাক্তারী কলেজে যায়, সেখানে ডাক্তারী প্র্যাক্টিস করতে করতে ডাক্তার হতে থাকে। ঠিক এইরকমই আমরাও এই কলেজে এই পড়াশোনার দ্বারা অথবা এই প্র্যাক্টিসের দ্বারা এই বিকার গুলি থেকে অথবা পাপকর্মগুলি থেকে মুক্ত হয়ে স্বচ্ছ হতে থাকবো। স্বচ্ছতার ডিগ্রি কি? দেবতা।

এই দেবতারাও তো মহিমাম্বিত হয়েছেন, তাই না! তাঁদের মহিমা হল - সর্বগুণ সম্পন্ন, ষোলোকলা সম্পূর্ণ, সম্পূর্ণ নির্বিকারী... তো তাঁরা এইরকম কিভাবে হয়েছেন? এই রকম তো নয় যে, আমি হয়েই আছি, তাও নয়। আমাদেরকেই এখন এইরকম হতে হবে, কেননা আমরাই পতিত হয়ে গেছি। এরকমও নয় যে, দেবতাদের জন্য আলাদা কোনো দুনিয়া আছে। আমাদেরকেই মানুষ থেকে দেবতা হতে হবে। সেই দেবতারাই পতিত হয়ে গিয়েছিলো, এখন পুনরায় দেবতা হওয়ার পুরুষার্থ করছে। কিন্তু পুরুষার্থ করার কলা বাবা শেখাচ্ছেন। এখন তাঁর সাথে আমাদের সম্পর্ক স্থাপন করতে হবে। এখন বাবা এসে আমাদেরকে আলোর প্রকাশ দিয়েছেন, পুনরায় তোমরা আমার হয়েছ, এখন আমার হয়ে তোমরা কিভাবে থাকবে? যেরকম লৌকিকে বাবা বাচ্চাদের সাথে, বাচ্চারাও বাবার সাথে থাকে। সেইরকম তোমরাও তন-মন-ধন সবকিছু সমর্পণ করে আমার হয়ে থাকো। কিভাবে থাকবে! তার আদর্শ (প্রমাণ) হলেন এই (ব্রহ্মাবাবা), যাঁর শরীরে আমি আসি, তিনি তাঁর তন-মন-ধন সবকিছু সমর্পণ করে আমার হয়ে গেছেন। এইরকম ফলো ফাদার করো। এতে আর কিছু জিজ্ঞাসা করার বা হতাশা হওয়ার কোনো কথাই নেই। এটা হল সোজাসাপ্টা কথা। তাই এখন পুরুষার্থ করতে থাকো। এরকমও নয় যে, অধিক শুনতে থাকো, আর অল্প কিছু ধারণ করতে থাকো। না। অল্প শোনো, অধিক ধারণা করো। যেটা শুনছো সেটা প্র্যাক্টিক্যালে কিভাবে নিয়ে আসবে তারজন্য নিজের উপর পুরো খেয়াল রাখো। নিজের প্র্যাক্টিসকে এগিয়ে নিয়ে যেতে থাকো। এরকমও নয় যে - শুনতে থাকছো তো কেবল শুনতেই থাকছো...। না। আজ যেটা শুনলে সেটা যদি কেউ প্র্যাক্টিসে নিয়ে আসে, ব্যস আমি আজ থেকে সেই স্থিতিতেই স্থিত থাকবো। বিকারের বশীভূত হয়ে এমন কোনো কাজ করবো না আর নিজের জন্য একটা এইরকম দৈনন্দিন কার্যসূচি বানাবো, নিজের এইরকম চার্ট রাখবো। এইরকম ভাবে যদি কেউ জ্ঞানকে প্র্যাক্টিক্যাল প্র্যাক্টিসে নিয়ে আসে তাহলে তার মধ্যে অনেক পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাবে। তো এখন যা কিছু বললাম, সেগুলি প্র্যাক্টিক্যালে নিয়ে এসো। যেটা বলো, যেটা শোনো, সেটা এখন করে দেখাও। ব্যস। দ্বিতীয় আর কোনও কথা নেই। শুধু জ্ঞানকে কর্মে রূপ দেওয়ার উপর জোর দাও। বুঝেছো। যেরকম বাবা আর দাদা দুজনকেই ভালোভাবে জানো, তাই না! এইরকমভাবে এখন ফলো করো। এইভাবে যারা বাবাকে ফলো করে, সেই সুপুত্র বাচ্চাদের প্রতি অথবা মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চাদের প্রতি স্মরণের স্নেহ-সুমন এবং সুপ্রভাত।

দ্বিতীয় মুরলী :- ১৯৫৭

গীত :- এই দেখো আমার ছোট একটি সংসার...।

এই গানে কোন্ সময়ের কথা বলা হয়েছে? কেননা এই সঙ্গমের সময়েই এই ব্রাহ্মণ কুলের এ হল ছোট সংসার। এটা আমাদের কোন পরিবার সেটাও নম্বরের ক্রম অনুযায়ী তোমরা বলতে পারবে। আমরা হলাম পরমপিতা পরমাত্মা শিবের পৌত্র (নাতি), ব্রহ্মা-সরস্বতীর মুখ নিঃসৃত সন্তান আর বিষ্ণু শংকর হল আমাদের কাকা-জ্যেঠা, আর আমরা সবাই হলাম

ভাই-বোন। এই হল আমাদের ছোট সংসার। এর বাইরে আর অন্যকোনো সম্ভব থাকতে পারে না। এইসময়ের জন্য এটাকেই বলা হয় সম্ভব। দেখো আমাদের সম্ভব কত বড় অথোরিটির সাথে আছে! আমাদের দাদু হলেন শিব, তাঁর নামের অনেক মহত্ব আছে, তিনি হলেন সমগ্র মনুষ্য সৃষ্টির বীজরূপ। সকল আত্মাদের কল্যাণকারী হওয়ার কারণে তাঁকে বলা হয় হর হর ভোলানাথ শিব মহাদেব। তিনি হলেন সমগ্র সৃষ্টির দুঃখ হর্তা, সুখ কর্তা, তাঁর থেকে আমরা সুখ-শান্তি-পবিত্রতার বড় অধিকার প্রাপ্ত করি, সেই শান্তিতে আমাদের কর্মবন্ধনের কোনও হিসেব-নিকেশ থাকেনা। কিন্তু এই দুটি বস্তু (সুখ-শান্তি) পবিত্রতার আধারেই প্রাপ্ত হয়। যতক্ষণ পর্যন্ত পিতার লালন-পালনের সম্পূর্ণ অধিকার নিয়ে পিতার থেকে সার্টিফিকেট না প্রাপ্ত হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত সেই অবিনাশী উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয় না। দেখো ব্রহ্মাবাবার উপর কত বড় দায়িত্ব - নোংরা ৫ বিকারে অপরিচ্ছন্ন অপবিত্র আত্মাদেরকে ফুল বানাচ্ছেন, যে অলৌকিক কাজের পুরস্কার হিসেবে পুনরায় সত্যযুগের প্রথম নম্বরের শ্রীকৃষ্ণের পদ প্রাপ্ত হয়। এখন দেখো সেই পিতার সাথে তোমাদের কিরকম সম্ভব আছে! তাই কতটা নিশ্চিত আর খুশীতে থাকতে হবে। এখন প্রত্যেকে হৃদয় থেকে নিজেকে জিজ্ঞাসা করো - আমি কি পূর্ণ রীতিতে তাঁর হতে পেরেছি?

চিন্তা করতে হবে যে, যখন পরমাত্মা বাবা এসে গেছেন তো তাঁর থেকে আমরা কিভাবে সম্পূর্ণ অবিনাশী উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করবো? স্টুডেন্টদের কাজই হল সম্পূর্ণ পুরুষার্থ করে স্ফলারশিপ নেওয়া, তাহলে আমরা প্রথম নম্বরের লটারী কেন জিততে পারবো না! সেটাই হল বিজয় মালার দানাতে আসা। আবার অনেকেই আছে যারা দুইপ্রকারের লাড্ডু হাতে নিয়ে বসে আছে, এখানকারও লৌকিক সুখও গ্রহণ করছে আবার সেখানেও বৈকুণ্ঠতে কিছু না কিছু সুখ নিয়ে নিচ্ছে। এইরকম বিচার বুদ্ধি সম্পন্ন আত্মাদেরকে মধ্যম আর কনিষ্ঠ পুরুষার্থী বলা হয়, না কি সর্বোত্তম পুরুষার্থী? যখন বাবা দেওয়ার সময় কৃপণতা করেন না, তখন গ্রাহক আত্মারা কেন করবে? তাই তো গুরু নানক বলেছেন - পরমাত্মা তো হলেন দাতা, শক্তিবান, কিন্তু আত্মাদের নেওয়ার মধ্যে শক্তি নেই, কথিত আছে যে - দাতা দান করার সময় ক্লান্ত হন না কিন্তু গ্রহীতা গ্রহণ করার সময় ক্লান্ত হয়ে পরে। তোমাদের এটাও মনে হয় যে, আমি কেন চাইবো না যে আমিও এই পদ প্রাপ্ত করি, দেখো, বাবা কত পুরুষার্থ করেন, তবুও মায়া অনেক বিঘ্ন দেয়, কেন? এখন মায়ার রাজ্য সমাপ্ত হতে চলেছে। এখন মায়ার ছলনাময়ী মধুরতা সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ পায়, তখনই পরমাত্মা আসেন। তাঁর মধ্যেই সব রস সমায়িত আছে, তাঁর থেকেই সমস্ত সম্বন্ধের রসনা প্রাপ্ত হয়, তবেই তো “স্বমেব মাতাশ্চ পিতা....”আদি এই মহিমা সেই পরমাত্মার প্রতি গাওয়া হয়, তার সাথে সাথে এই সময়েরও মহিমা গাওয়া হয়, যখন আমরা তাঁর সাথে এইরকম সম্ভব রচনা করি।

তাই পরমাত্মার সাথে এতটাই সম্পূর্ণ সম্ভব জুড়তে হবে যেন ২১ জন্মের জন্য সুখ প্রাপ্ত হয়ে যায়, এটাই হল পুরুষার্থের সিদ্ধি। কিন্তু ২১ জন্মের নাম শুনে ঠান্ডা হয়ে যেও না। এইরকমও চিন্তা করো না যে, ২১ জন্মের জন্য এই সময় এত পুরুষার্থ করছি, তথাপি ২১ জন্মের পরে পুনরায় পতিত হতেই হয়, তাহলে সিদ্ধি কোথায় হল? কিন্তু ড্রামার মধ্যে আত্মাদের জন্য যতখানি সর্বোত্তম সিদ্ধি প্রাপ্ত হওয়ার আছে, ততটাই তো প্রাপ্ত হবে, তাই না! বাবা এসে আমাদেরকে সম্পূর্ণ স্থিতিতে পৌঁছে দিচ্ছেন, কিন্তু আমরা বাচ্চারা বাবাকে ভুলে গেলে তো অবশ্যই নিচে পরে যাবো, এতে বাবার কোনও দোষ নেই। এখন দুর্বলতা যদি থেকে থাকে, সেটা আমাদের বাচ্চাদের মধ্যেই আছে। সত্যযুগ - ত্রেতার সম্পূর্ণ সুখ এই জন্মের পুরুষার্থের উপর আধারিত, তাই কেনই না সম্পূর্ণ পুরুষার্থ করে নিজের সর্বোত্তম পার্টে অভিনয় করি! কেনই না পুরুষার্থ করে সেই অবিনাশী উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করি! মানুষ সুখের জন্যই সর্বদা পুরুষার্থ করতে থাকে, সুখ-দুঃখ থেকে পৃথক হওয়ার জন্য কেউ পুরুষার্থ করে না, সেটা তো ড্রামার অন্তে পরমাত্মা এসে সকল আত্মাদেরকে শান্তি দিয়ে পবিত্র করে পার্ট থেকে মুক্ত করে দেন। এটা তো হল পরমাত্মার কাজ, তিনি নিজের কর্তব্য সময় অনুসারে নিজেই এসে বলেন। তাই যখন আত্মাদেরকে পুনরায় অভিনয় করতে আসতেই হবে, তো কেনই বা সর্বোত্তম চরিত্রাভিনয় করবো না।

আত্মা - মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চাদের প্রতি মায়েস স্মরণের স্নেহ-সুমন। ওম্ শান্তি।

বরদান:- “বাবা”- শব্দের স্মৃতি দ্বারা কারণকে নিবারণে পরিবর্তন করে সদা অচল অটল ভব*

ব্যখ্যা :- যেকোনো ধরনের চাঞ্চল্যকর পরিস্থিতিই হোক না কেন, ‘বাবা’ - বললেই অচল হয়ে যাবে। যখন পরিস্থিতির চিন্তনে মগ্ন হয়ে যাও, তখন অসম্ভব অনুভাব হয়। আর যদি কারণের চিন্তা না করে নিবারণের চিন্তা করতে থাকো, তখন কারণই নিবারণ হয়ে যায়, কেননা মাস্টার সর্বশক্তিমান ব্রাহ্মণদের সামনে পরিস্থিতি পিঁপড়ের সমানও নয়। শুধু, কী হল - কেন হল, এইসব চিন্তা না করে, যাকিছু হয়েছে, তাতেই কল্যাণ সমায়িত আছে, সেবা সমায়িত আছে... যদিও বিপরীত পরিস্থিতির রূপে আসে কিন্তু তার মধ্যেই সেবা সমায়িত আছে - এই রূপে দেখলে সর্বদা অচল-অটল থাকবে।

স্লোগান:- এক বাবার প্রভাবে থাকা আত্মা অন্য কোনও আত্মার প্রভাবে আসতে পারে না।*

“মিষ্টি বাচ্চারা - তোমরা অসীম সুখ পাওয়ার জন্য এই সীমাহীন জ্ঞান লাভ করছো, রাজযোগের শিক্ষার দ্বারা তোমরা পুনরায় রাজস্ব নিষ্ক”

প্রশ্নঃ - কোন্ ক্ষেত্রে তোমাদের এই ঈশ্বরীয় পরিবার একদম আলাদা ?

উত্তরঃ - তোমাদের এই ঈশ্বরীয় পরিবারে কেউ কেউ একদিনের বাচ্চা আছে আবার কেউ কেউ আট দিনের বাচ্চাও আছে। কিন্তু সবাই পড়াশুনা করছে। বাবা-ই শিক্ষক রূপে নিজের সন্তানদের শিক্ষা দিচ্ছেন। এটা সম্পূর্ণ অন্যরকম বিষয়। আত্মা শিক্ষা গ্রহণ করছে। আত্মা-ই বাবা বলে ডাকছে এবং বাবা বাচ্চাদেরকে ৮৪ জন্মের কাহিনী শোনাচ্ছেন।

গীতঃ- হে দূরদেশী

ওম্ শান্তি। আসল কথাটা হলো বৃক্ষপতিবার। এটাকেই বৃহস্পতি নাম দিয়ে দিয়েছে। এইসব উৎসব তো প্রতিবছরই পালিত হয়। তোমরা প্রত্যেক সপ্তাহে বৃহস্পতিবার পালন করো। বৃক্ষপতি অর্থাৎ যিনি এই মানব সৃষ্টি রূপী বৃক্ষের বীজ, যিনি চৈতন্য, তিনিই এই বৃক্ষের আদি, মধ্য এবং অন্তিমের জ্ঞান জানেন। অন্যান্য সমস্ত বৃক্ষই হলো জড়। কেবল এই বৃক্ষই হলো চৈতন্য, এটাকেই কল্পবৃক্ষ বলা হয়। এই বৃক্ষের আয়ু ৫ হাজার বছর এবং এটা ৪ ভাগে বিভক্ত। যেকোনো বিষয়ই চার ভাগে বিভক্ত হয়। এই দুনিয়াটাও চার ভাগে বিভক্ত। এখন এই পুরাতন দুনিয়ার অন্তিম সময় উপস্থিত। দুনিয়াটা কতো বড়। কোনো মানুষের বুদ্ধিতেই এই জ্ঞান নেই। এটা হলো নূতন দুনিয়ার জন্য নূতন শিক্ষা। নূতন দুনিয়ার রাজা হওয়ার জন্য কিংবা আদি সনাতন দেবী দেবতা হওয়ার জন্য তো নূতন জ্ঞানের প্রয়োজন। ভাষাতো অবশ্যই হিন্দি। *বাবা বুঝিয়েছেন যে যখন দ্বিতীয় কোনো রাজস্ব স্থাপন হয়, তখন তাদের ভাষাও আলাদা হয়।* সত্যযুগের ভাষা কেমন হবে? সেটা তো বাচ্চারা অল্প অল্প জানে। আগে কন্যারা ধ্যানমগ্ন অবস্থায় দেখে এসে বলত। ওখানে কোনো সংস্কৃত ভাষা থাকবেই না। সংস্কৃত তো এই দুনিয়ায় প্রচলিত। *যেটা এখানে আছে সেটা ওখানে থাকতে পারে না।* সুতরাং বাচ্চারা জানে যে ইনি হলেন বৃক্ষপতি। তিনি হলেন এই বৃক্ষের ফাদার বা রচয়িতা, অর্থাৎ চৈতন্য বীজ। ওইসব বৃক্ষ তো জড় হয়। বাচ্চাদেরকে এই সৃষ্টির আদি, মধ্য এবং অন্তিমকেও জানতে হবে। *এখন জ্ঞান না থাকার জন্য মানুষের মধ্যে সুখ নেই।* এটা হল সীমাহীন জ্ঞান, যার দ্বারা অসীম সুখ পাওয়া যায়। দুনিয়ার গন্ডিবদ্ধ শিক্ষার দ্বারা তো কাক-বিষ্ঠা সম সুখ পাওয়া যায়। তোমরা জানো যে আমরা অসীম সুখ পাওয়ার জন্য পুনরায় পুরুষার্থ করছি। এই 'পুনরায়' শব্দটা কেবল তোমরাই শুনছ। তোমরাই মানুষ থেকে দেবতা হওয়ার জন্য এই রাজযোগের শিক্ষাগ্রহণ করছো। তোমরা এটাও জানো যে জ্ঞানের সাগর বাবা হলেন নিরাকার। বাচ্চারা, তোমরা আত্মারাও হলে নিরাকার, কিন্তু তোমাদের প্রত্যেকের নিজস্ব শরীর আছে। এনার জন্মকেই অলৌকিক জন্ম বলা হয়। ইনি যেভাবে জন্ম নেন, সেভাবে অন্য কোনো মানুষ জন্মগ্রহণ করে না। এনার বানপ্রস্থ অবস্থাতে এনার মধ্যে প্রবেশ করেন। বাচ্চাদের (আত্মাদের) সামনে বসে থেকে বোঝাচ্ছেন। অন্য কেউ এইভাবে আত্মাদেরকে বাচ্চা-বাচ্চা বলতে পারবে না। যেকোনো ধর্মাবলম্বী হোক না কেন, সে জানে যে শিববাবা সকল আত্মার পিতা। তিনি তো অবশ্যই 'বাচ্চা-বাচ্চা' বলে ডাকবেন। এছাড়া কোনো মনুষ্য-আত্মাকে ঈশ্বর কিংবা বাবা বলা যাবে না। এমনিতে গান্ধীজিকেও বাপুজী বলা হয়। পৌরসভার মেয়রকেও পিতা (পৌরপিতা) বলা হয়। কিন্তু এইসব ফাদার তো শরীরধারী। তোমরা জানো যে আমাদের অর্থাৎ আত্মাদের পিতা আমাদেরকে শিক্ষা দিচ্ছেন। বাবা প্রতি মুহূর্তে নিজেকে আত্মা রূপে অনুভব করার শিক্ষা দিচ্ছেন। ওই বাবা এসে আত্মাদেরকেই শিক্ষা দেন। এটা হলো ঈশ্বরীয় পরিবার। বাবার তো এতো সন্তান। তোমরাও বলা যে বাবা, আমি তো তোমারই। তোমরা সন্তান হয়েছ। কেউ বলে বাবা, আমি একদিনের বাচ্চা, অথবা আটদিনের বাচ্চা কিংবা একমাসের বাচ্চা। শুরুতে তো অবশ্যই ছোট থাকবে। হয়তো দুই-চারদিনের বাচ্চা, কিন্তু শারীরিক অঙ্গগুলো তো বড়ই রয়েছে। তাই সকল বড় (শারীরিক) বাচ্চাকেই পড়াশুনা করতে হবে। তোমরাও পড়ছো। বাবার বাচ্চা হওয়ার পরে বাবা বোঝাচ্ছেন যে কিভাবে তোমরা ৮৪ জন্ম নিয়েছ। বাবা বলছেন, আমিও এনার অনেক জন্মের অন্তিম জন্মে এনার মধ্যে প্রবেশ করে শিক্ষা দিই। বাচ্চারা জানে যে এখানে আমরা সর্বোচ্চ শিক্ষকের কাছে এসেছি। তাঁর কাছে শিক্ষা নিয়েই এইসব টিচাররা তৈরি হয়েছে যাদেরকে পান্ডাও বলা হয়। ওরাও সবাইকে শিক্ষা দেয়। যারা জানতে পারবে, তারা পড়তে থাকবে। সর্বপ্রথম এটাই বোঝাতে হবে যে আমাদের দুইজন পিতা। একজন হলেন লৌকিক পিতা, অন্যজন পারলৌকিক পিতা। এদের মধ্যে তো পারলৌকিক পিতাই বড় হবেন যাঁকে ভগবান বলা হয়। তোমরা জানো যে এখন আমরা এই পারলৌকিক পিতাকে পেয়েছি। অন্য কেউই তাঁকে জানে না। আস্তে

আস্বে জানবে। তোমরা বাচ্চারা জানো যে আমাদের মতো আত্মাদেরকে বাবা নিজে পড়াচ্ছেন। আমরা আত্মারাই একটা শরীর ত্যাগ করে আরেকটা শরীর নেব। সর্বোত্তম দেবতা হব। সর্বোত্তম দেবতা হওয়ার জন্যই এসেছি। *কোনো কোনো বাচ্চা এই পথে চলতে চলতে এই সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষাকেও ছেড়ে দেয়। কোনো বিষয়ে মনে সংশয় উৎপন্ন হয় কিংবা কোনো মায়াবী তুফান সহ্য করতে পারে না। কাম বিকার রূপী মহাশত্রুর কাছে পরাজিত হয়ে যায়। এইসকল কারণেই পড়া ছেড়ে দেয়।* কাম বিকারের মতো মহাশত্রুর জন্যই বাচ্চাদেরকে অনেক কিছু সহ্য করতে হয়। বাবা বলছেন, তোমরা অবলা মাতা-রাই প্রত্যেক কল্পে চিৎকার করে বাবাকে ডাকো। বলো - বাবা, তুমি এসে আমাদেরকে নগ্ন হওয়ার হাত থেকে বাঁচাও। *বাবা এখন বলছেন - স্মরণ করা ছাড়া আর কোনো উপায় নেই। স্মরণের দ্বারা-ই শক্তি আসতে থাকবে। শক্তিশালী মায়ার শক্তিও কমতে থাকবে। তারপর তোমরা মুক্ত হয়ে যাবে।* এইভাবে অনেকেই বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে চলে আসে। অত্যাচার বন্ধ হয়ে গেলে এখানে এসে ব্রহ্মাবাবার মাধ্যমে শিববাবার সাথে বার্তালাপ করে। এটাকে অভ্যাসে পরিণত করতে হবে। বুদ্ধিতে থাকতে হবে যে আমরা শিববাবার কাছে যাচ্ছি। তিনি এই ব্রহ্মাবাবার শরীরে আসেন। আমরা শিববাবার সম্মুখে বসে আছি। স্মরণের দ্বারা-ই বিকর্ম বিনষ্ট হবে। নিজেকে আত্মা রূপে অনুভব করে বাবাকে স্মরণ করতে হবে। এটাই শেখানো হয়। বাবার সাথে সাক্ষাৎ করতে আসলেও নিজেকে আত্মা রূপে অনুভব করে এসে। আত্ম-অভিমानी হও। এই সময়েই তোমরা এই জ্ঞান পাচ্ছ। এই বিষয়েই পরিশ্রম করতে হয়। দুনিয়ায় ভক্তিমার্গে তো কত বেদ শাস্ত্র ইত্যাদি পড়তে হয়। এখানে তো কেবল একটাই পরিশ্রম করতে হয় - স্মরণ করার। এটা যেমন সবথেকে সহজ ব্যাপার, সেইরকম আবার সবথেকে কঠিন বিষয়। বাবাকে স্মরণ করার থেকে সহজ বিষয় তো আর কিছুই নেই। বাচ্চার জন্ম হওয়ার পরই বাবা-বাবা বলে ডাকতে থাকে। কন্যা সন্তান হলে মা-মা বলবে। সেক্ষেত্রে আত্মা ফিমেল শরীর ধারণ করে। ফিমেল হলে তো মায়ের কাছেই যাবে। পুত্র সন্তান হলে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে বাবাকেই স্মরণ করে। কারণ উত্তরাধিকার পাওয়া যায়। *তোমরা আত্মারাও হলে সন্তান। তোমরা বাবার কাছ থেকে স্মরণের দ্বারা উত্তরাধিকার পাও। দেহ-অভিমানের বশে থাকলে উত্তরাধিকার পেতে সমস্যা হবে।* বাবা বলছেন, আমি আমার সন্তানদেরকেই শিক্ষা দিই। বাচ্চারাও জানে যে আমাদের মতো বাচ্চাদেরকেই বাবা এসে পড়াচ্ছেন। বাবা ছাড়া এইসব কথা আর কেউই বলতে পারবে না। ভক্তিমার্গে তাঁকেই তোমরা ভালোবাসতে। তোমরা সবাই ওই অদ্বিতীয় প্রেমিকের প্রেমিকা ছিলে। গোটা দুনিয়াই ওই অদ্বিতীয় প্রেমিকের প্রেমিকা। পরমাত্মাকে সবাই পরমপিতাও বলে। বাবাকে তো প্রেমিকা বলা যায় না। বাবা বোঝাচ্ছেন, তোমরা সবাই ভক্তিমার্গে প্রেমিকা ছিলে। এখনো এইরকম অনেক প্রেমিকা রয়েছে। কিন্তু পরমাত্মা কাকে বলা যাবে - এই বিষয়েই তাদের মধ্যে অনেক সংশয় রয়েছে। গণেশ, হনুমান ইত্যাদি সবাইকে পরমাত্মা বলে দিয়ে একেবারে জট পাকিয়ে দিয়েছে। কেবল একজন ছাড়া আর কেউ এই অবস্থা ঠিক করতে পারবে না। আর কারোর সেই শক্তি নেই। বাবা এসেই বাচ্চাদেরকে বোঝাচ্ছেন। *তারপর বাচ্চারা তাদের পুরুষার্থের ক্রম অনুসারে বুঝতে পারে এবং বোঝানোর যোগ্য হয়।* রাজধানী স্থাপন হচ্ছে। হবহ আগের কল্পের মতো তোমরা এখানে শিক্ষা গ্রহণ করছো। তারপর নুতন দুনিয়ায় গিয়ে প্রাপ্তি ভোগ করবে। সেটাকে অমরলোকও বলা হয়। তোমরা কালের (মৃত্যুর) ওপরে বিজয়ী হয়ে যাও। ওখানে কখনোই অকালে মৃত্যু হবে না। নামটাই হলো স্বর্গ। বাচ্চারা, তোমাদের এই পড়াশুনার বিষয়ে অনেক খুশি হওয়া উচিত। বাবা স্মরণে থাকলে বাবার সম্পত্তিও স্মরণে থাকবে। এক সেকেন্ডে পুরো ড্রামার জ্ঞান বুদ্ধিতে চলে আসে। মূলবতন, সূক্ষ্মবতন, স্থূলবতন এবং ৮৪ জন্মের চক্র। এই গোটা নাটকটা ভারতের ওপরেই বানানো আছে। বাকি সব পার্শ্ববর্তী এলাকা। বাবা তোমাদেরকেই জ্ঞান শোনান। তোমরাই সর্বোত্তম হও, তারপর তোমরাই অধম হয়ে যাও। দ্বি-মুকুটধারী মহারাজা থেকে একেবারে কাঙাল হয়ে যাও। এখন ভারত একেবারে কাঙাল - ভিখারি হয়ে গেছে। প্রজার ওপরে প্রজাদের রাজত্ব চলছে। সত্যযুগে ছিল দ্বি-মুকুটধারী মহারাজা-মহারানীর রাজত্ব। এগুলো আজও সকলেই মানে। আদিদেব ব্রহ্মার অনেক নাম রেখেছে। তাঁকে মহাবীর বলা হয়। আবার হনুমানকেও মহাবীর বলা হয়। *বাস্তবে তোমরা বাচ্চারা হলে সত্যিকারের মহাবীর হনুমান। কারণ তোমরা এত যোগযুক্ত থাকো যে যতই মায়াবী তুফান আসুক না কেন, তোমাদেরকে টলাতে পারে না।* তোমরাও মহাবীরের সন্তান মহাবীর হয়ে গেছ। কারণ তোমরাই মায়াকে পরাজিত করে বিজয়ী হও। প্রত্যেকেই ৫ বিকার রূপী রাবণের ওপরে জিৎ প্রাপ্ত করে। কেবল একজন মানুষের কথা নয়। তোমাদের প্রত্যেকেই ধনুক ভাঙতে হবে অর্থাৎ মায়াকে হারাতে হবে। এক্ষেত্রে কোনো লড়াই ঝগড়ার ব্যাপার নেই। ইউরোপীয়রা কেমন ভাবে যুদ্ধ করবে আর ভারতে কৌরব এবং যবনদের মধ্যে লড়াই লাগবে। রক্তের নদীর কথাও প্রচলিত রয়েছে। তারপর দুধের নদীও প্রবাহিত হবে। বিষ্ণুকে ক্ষীরের সাগরে দেখানো হয়। লক্ষ্মী-নারায়ণ হলো পারশনাথ। নেপালে তাদের নাম রেখেছে পশুপতি। একজন বিষ্ণুর দুটো রূপ - পারশনাথ এবং পারশনাথিনী। ওখানে পশুপতিনাথ এবং পশুপতিনাথ-পত্নী রূপে দেখানো হয়েছে। ওখানে বিষ্ণুর ছবিও দেখানো হয়। লেকের মতোও বানানো হয়েছে। কিন্তু লেকের মধ্যে ক্ষীর বা দুধ কোথা থেকে আসবে? বড় কোনো উৎসবের দিনে সেই লেকে দুধ ঢেলে দেখানো হয় যে ক্ষীরের সাগরে বিষ্ণু শুয়ে আছে। কোনো অর্থই হয় না। কোনো মানুষই চতুর্ভুজ হতে পারে না। তোমরা বাচ্চারা এখন সমাজ সেবক হয়েছ। আত্মিক পিতার

সন্তান বলে কথা। বাবা তো সবকিছুই বোঝাচ্ছেন। কোথাও কোনো সংশয় প্রকাশ করা উচিত নয়। সংশয় মানে মায়াবী তুফান। তোমরা আমাকে পতিত-পাবন রূপেই ডেকে এসেছ। বলেছ - হে পতিত-পাবন এসো, তুমি এসে আমাদেরকে পবিত্র করে দাও। বাবা বলেন, কেবল আমাকেই স্মরণ করলে তোমরা পবিত্র হয়ে যাবে। ৮৪ জন্মের চক্রকেও স্মরণ করতে হবে। *বাবাকে পতিত-পাবন এবং জ্ঞানের সাগর বলা হয়। দুটো বিষয় রয়েছে। একদিকে যেমন পতিতদেরকে পবিত্র বানিয়ে দেন, সেইরকম ৮৪ জন্মের জ্ঞানও শোনান। তোমরা বাচ্চারা এটাও জেনেছ যে ৮৪ জন্মের এই চক্র কেবল চলতেই থাকে। এর কোনো সমাপ্তি হয় না।* পুরুষার্থের ক্রম অনুসারে তোমরা এটাও জানো যে বাবা কতোই না মিষ্টি। তাঁকে সকল পতির পতি বলা হয়। তিনি তো আবার বাবাও। বাবা বলছেন - বাচ্চারা, তোমাদের প্রাপ্তি আমার থেকে অনেক বেশি। কিন্তু আমার মতো এইরকম বাবাকেও ত্যাগ করে চলে যায়। এটাও ড্রামাতেই আছে। পড়াশুনা ছেড়ে দেওয়ার অর্থ ত্যাগ করা। কতোই না অবোধ। যে বাচ্চা বিচক্ষণ হবে, সে সহজেই সকল বিষয় বুঝে নিয়ে অন্যকেও পড়াতে থাকবে। সে খুব তাড়াতাড়ি নির্ণয় নিয়ে নেবে যে ওই পড়ার দ্বারা কি পাওয়া যায় আর এই পড়ার দ্বারা কি পাওয়া যায়। কোন্ পড়াটা পড়া উচিত। বাবা বাচ্চাদেরকে জিজ্ঞেস করেন। *বাচ্চারাও বুঝতে পারে যে এটা খুব ভালো শিক্ষা। কিন্তু তা সত্ত্বেও বলে যে ওই জাগতিক পড়াশুনা না পড়লে আত্মীয়-বন্ধুরা অসন্তুষ্ট হবে। বাবা বলছেন - দিনে দিনে সময় আরো কমে আসছে। বেশি দূর তো পড়তে পারবে না।* খুব জোরদার প্রস্তুতি চলছে। সব রকমের প্রস্তুতি চলছে। দিনে দিনে পরস্পরের মধ্যে শ্রদ্ধা বৃদ্ধি পাচ্ছে। ওরা বলে যে এমন সব জিনিস তৈরি করেছে যার দ্বারা একসঙ্গে সবকিছু শেষ করে দেওয়া সম্ভব। তোমরা বাচ্চারা জানো যে ড্রামা অনুসারে এখন লড়াই হবে না। আগে রাজস্ব স্থাপন হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা তৈরি হব। ইনিও নিজেকে তৈরি করছেন। অন্তিম সময়ে তোমরা অনেক প্রভাব বিস্তার করবে। গায়ন রয়েছে - হে প্রভু, সবই তোমার লীলা। এটা তো এই সময়ের-ই গায়ন। এটাও বলা হয় যে তোমার গতি, মতি একেবারে আলাদা। প্রত্যেক আত্মার ভূমিকা আলাদা আলাদা। বাবা এখন তোমাদেরকে শ্রীমৎ দিচ্ছেন যে কেবল আমাকে স্মরণ করলেই বিকর্ম বিনষ্ট হব। কোথায় শ্রীমৎ আর কোথায় মানুষের মত। তোমরা জানো যে পরমাত্মা ছাড়া আর কেউই পৃথিবীতে শান্তি স্থাপন করতে পারবে না। তিনি ড্রামা অনুসারে আগের কল্পের মতো ১০০ শতাংশ পবিত্রতা, সুখ, শান্তি স্থাপন করছেন। কিভাবে? সেটা এখানে এসে বোঝা। তোমরা বাচ্চারাও সহযোগী হও। যেসব বাচ্চারা অনেক সহযোগ করে, তারা বিজয় মালার দানা হয়ে যায়। বাচ্চারা, তোমাদের নামগুলোও কত সুন্দর ছিল। সেইসব নামে লিস্ট অ্যালবামে লিখে রাখতে হবে। তোমরা ভাঙি করছিলে। ঘর বাড়ি ত্যাগ করে বাবার হয়ে গিয়েছিলে। একেবারে ভাঙিতে এসে পড়েছিলে। এমন কঠোর ভাঙি ছিল যে ভেতরে কেউ প্রবেশ করতে পারত না। যেহেতু বাবার বাচ্চা হয়েছ, তাই তোমাদের নাম তো অবশ্যই রাখতে হবে। সবকিছু স্যারেন্ডার করেছিলে। তাই তোমাদের নাম রাখা হয়েছিল। কি আশ্চর্য ব্যাপার, তাই না? বাবা প্রত্যেকের নাম রেখেছিলেন। আচ্ছা।

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ঔঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মূখ্য সার:-

১) কোনো ব্যাপারেই সংশয় প্রকাশ করা উচিত নয়, মহাবীর হয়ে মায়াবী তুফানগুলি অতিক্রম করতে হবে। এত যোগযুক্ত থাকো যে মায়াবী তুফান টলাতে পারবে না।

২) বিচক্ষণ হয়ে নিজের জীবনকে ঈশ্বরীয় সেবাতে অর্পণ করতে হবে। সত্যিকারের আধ্যাত্মিক সমাজ সেবক হতে হবে। এই আধ্যাত্মিক পাঠ নিজে পড়ে অন্যকেও পড়াতে হবে।

বরদান:- সঙ্কল্প রূপী বীজকে কল্যাণের শুভ ভাবনার দ্বারা পরিপূর্ণ করে বিশ্ব কল্যাণকারী ভব*
যেভাবে বীজ হলো সমগ্র বৃক্ষের সার, সেইরকম সঙ্কল্প রূপী বীজ যেন প্রত্যেক আত্মার প্রতি এবং প্রকৃতির প্রতি শুভ ভাবনা সম্পন্ন হয়। প্রত্যেক সঙ্কল্পের মধ্যে যেন সবাইকে বাবার সমান বানানোর ভাবনা, দুর্বলকে বলবান বানানোর এবং দুঃখী-অশান্ত আত্মাকে সর্বদা সুখী-শান্ত বানানোর ভাবনার রস বা সার ভরা থাকে। যদি কোনো সঙ্কল্প রূপী বীজ-ই এই সার থেকে বঞ্চিত অর্থাৎ ব্যর্থ না হয় এবং সর্বদাই কল্যাণের ভাবনা দ্বারা সমর্থ হয়, তাহলেই বাবার সমান বিশ্ব কল্যাণকারী আত্মা বলা যাবে।

স্লোগান:- মায়াবী সমস্যা গুলোতে ঘাবড়ে না গিয়ে পরমাত্ম-মিলনের আনন্দে থাকো।*

"মিষ্টি বাচ্চারা -- তোমরা এখন শ্রীমৎ দ্বারা সাইলেন্সের অতি উচ্চ স্থিতিতে পৌঁছে যাও, তোমরা বাবার কাছে শান্তির উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করো, শান্তিতে সব কিছু প্রাপ্তি হয়ে যায়"

প্রশ্ন:- নতুন দুনিয়ার স্থাপনা করবার মূখ্য আধার কি?

উত্তর:- পবিত্রতা। বাবা যখন ব্রহ্মা দেহে এসে নতুন দুনিয়া স্থাপন করেন তখন তোমরা নিজেদের মধ্যে ভাই-বোন হয়ে যাও। স্ত্রী পুরুষের দৃষ্টিভঙ্গী মিটে যায়। এই শেষ জন্মে পবিত্র হও তাই পবিত্র দুনিয়ার মালিক হয়ে যাও। তোমরা নিজেদের কাছে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হও যে আমরা ভাই বোন হয়ে থাকবো। বিকারের দৃষ্টি রাখবো না। একে অপরকে সাবধান করে উন্নতির দিকে এগোবো।

*গীত:- জাগো সজনীরা জাগো...

ওম্ শান্তি। মিষ্টি মিষ্টি আত্মা রূপী (রুহানী) বাচ্চারা গান শুনলো এবং বুদ্ধিতে স্বদর্শন চক্র আবর্তিত হলো। বাবাও স্বদর্শন চক্রধারী স্বরূপে পরিচিত কারণ সৃষ্টির আদি মধ্য অন্তের জ্ঞানী হওয়া - এই হল স্বদর্শন চক্রধারী হওয়া। এই কথাগুলো বাবা ছাড়া অন্য কেউ বোঝাতে পারবে না। তোমরা ব্রাহ্মণ, তোমাদের সম্পূর্ণ টা নির্ভর করছে সাইলেন্সের উপরে। সব মানুষ বলে থাকে শান্তি দেব, হে শান্তির প্রদাতা... যদিও কেউ জানেনা শান্তি কে প্রদান করে বা শান্তিধাম কে নিয়ে যাবে। এই কথা শুধুমাত্র তোমরা বাচ্চারা-ই জানো, ব্রাহ্মণরা ই স্বদর্শন চক্রধারী স্বরূপ প্রাপ্ত করে। দেবতাগণ স্বদর্শন চক্রধারী হন না। রাত দিনের তফাৎ আছে। বাচ্চারা, বাবা তোমাদের বোঝান, তোমরা প্রত্যেকে হলে স্বদর্শন চক্রধারী - নম্বর অনুযায়ী পুরুষার্থ অনুসারে। বাবাকে স্মরণ করতে হবে, এই হল মূখ্য কথা। বাবাকে স্মরণ করা অর্থাৎ শান্তির উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করা। শান্তিতে সবকিছু বিদ্যমান থাকে। তোমাদের আয়ু বৃদ্ধি পায়, নিরোগী কায়া অর্থাৎ শরীর সুস্থ সবল হতে থাকে। বাবা ব্যতীত কেউ স্বদর্শন চক্রধারী করতে পারেন না। আত্মা-ই এই রূপ ধারণ করে। আত্মার পিতাও হলেন তিনি কারণ তাঁর সৃষ্টির আদি মধ্য অন্তের জ্ঞান আছে। গীতও শুনলে যে এখন নতুন দুনিয়া স্থাপন হচ্ছে। গীত রচনা তো মানুষ করেছে। বাবা বসে বিষয়ের সার বস্তুটি বুঝিয়ে দেন। তিনি হলেন সব আত্মাদের পিতা, অর্থাৎ সব আত্মারূপী বাচ্চারা নিজেদের মধ্যে ভাই-ভাই হলো। বাবা যখন নতুন দুনিয়া রচনা করেন তখন প্রজাপিতা ব্রহ্মা দ্বারা তোমরা হয়ে যাও ভাই-বোন, প্রত্যেকে হও ব্রহ্মাকুমার কুমারী, এই জ্ঞান বুদ্ধিতে থাকলে স্ত্রী পুরুষের দৃষ্টিভঙ্গী নষ্ট হয়ে যায়। মানুষ এই কথা বোঝেনা যে আমরাও বাস্তুবে হই ভাই -ভাই। যখন বাবা রচনা করেন তখন হই ভাই-বোন। ক্রিমিনাল দৃষ্টিভঙ্গি দূর হয়। বাবা স্মরণও করিয়ে দেন, তোমরা আহ্বান করেছে হে পতিত-পাবন, এখন আমি এসেছি, তোমাদের বলি এই শেষ জন্মে পবিত্র থাকো। তাহলে তোমরা পবিত্র দুনিয়ার মালিক হবে। এই প্রদর্শনী তো তোমাদের ঘরে-ঘরে থাকা উচিত কারণ তোমরা বাচ্চারা হলে ব্রাহ্মণ। তোমাদের বাড়িতে এই চিত্র অবশ্যই থাকা উচিত। চিত্র গুলি দিয়ে বোঝানো খুব সহজ। ৮৪-র চক্র তো বুদ্ধিতে আছে। আত্মা - তোমাদেরকে একজন ব্রাহ্মণী বা টিচার দেওয়া হবে। সে এসে সার্ভিস করে যাবে। তোমরা প্রদর্শনী খুলে দাও। ভক্তি মার্গেও কেউ কৃষ্ণের পূজা অথবা মন্ত্র জপ ইত্যাদি না জানলে ব্রাহ্মণকে ডেকে নেয়। সে রোজ এসে পূজা করে। তোমরাও চেয়ে নিতে পারো। এইটি তো খুব সহজ। বাবা প্রজাপিতা ব্রহ্মা দ্বারা সৃষ্টি রচনা করেছিলেন তবেই তো নিশ্চয়ই ব্রহ্মাকুমার কুমারী ভাই বোন হয়েছে। তারা প্রতিজ্ঞা করেছে আমরা দুইজনে ভাই বোন হয়ে থাকবো, বিকার যুক্ত দৃষ্টি রাখবো না। একে অপরকে সর্বক করে উন্নতি করবো। মূখ্য হল স্মরণের যাত্রা। তারা বিজ্ঞানের সাহায্যে অনেক উপরে যাওয়ার চেষ্টা করে, কিন্তু কি দুনিয়া আছে নাকি। এই হল বিজ্ঞানের অতি উচ্চ স্থিতিতে যাওয়া। এখন তোমরা সাইলেন্সের অতি উচ্চ স্থিতিতে যাও, শ্রীমৎ অনুযায়ী। তাদের হল সায়েন্স, এখানে তো তোমাদের হল সাইলেন্স। বাচ্চারা জানে আত্মা স্বয়ং হল শান্ত স্বরূপ। এই শরীর দ্বারা কেবল পার্ট প্লে করতে হয়। কর্ম ছাড়া তো কেউ থাকতে পারে না। বাবা বলেন নিজেকে শরীর থেকে পৃথক নিশ্চয় করে পিতাকে স্মরণ করো তাহলে তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হবে। খুব সহজ, সবচেয়ে বেশি যারা আমার ভক্ত অর্থাৎ শিবের পূজারী, তাদের বোঝাও। উঁচু থেকে উঁচু পূজা হল শিবের কারণ তিনি-ই হলেন সর্বজনের সদগতি দাতা।

এখন তোমরা বাচ্চারা জানো বাবা এসেছেন সবাইকে সঙ্গে নিয়ে যাবেন। নির্দিষ্ট সময়ে আমরাও ড্রামা অনুসারে কর্মাকীর্ণ অবস্থা প্রাপ্ত করবো তখন বিনাশ হবে। পুরুষার্থ খুব করতে হবে যাতে আমরা আত্মারা সতোপ্রধান হই। বাবার শ্রীমৎ অনুযায়ী চলতে হবে, শ্রীমৎ ভগবৎ গীতা বলা হয়, কতখানি উচ্চ মহিমা করা হয়। দেবতাদেরও মহিমা গায়ন করা হয় -

সর্বগুণ সম্পন্ন, সম্পূর্ণ নির্বিকারী বাবা স্বয়ং এসে পবিত্র করেন। যখন সম্পূর্ণ দুনিয়া পতিত হয় তখনই বাবা এসে সম্পূর্ণ পবিত্র দুনিয়া রচনা করেন। সবাই বলে আমরা ভগবানের সন্তান তো অবশ্যই স্বর্গের উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হওয়া উচিত। প্রজাপিতা ব্রহ্মা দ্বারা আমরা এখন ভাই-বোন হয়েছি। কল্প পূর্বেও বাবা এসেছিলেন, শিব জয়ন্তী পালন করা হয়। নিশ্চয়ই প্রজাপিতা ব্রহ্মার সন্তান হয়েছে। বাবার কাছে প্রতিজ্ঞা করে - বাবা আমরা নিজেদের মধ্যে কম্প্যানিয়ন হয়ে পবিত্র থাকি। তোমার নির্দেশ মতন চলি। কোনও বড় কথা নয়। এখন এই হল শেষ জন্ম, এই মৃত্যুলোক শেষ হবে। এখন তোমরা বুদ্ধিমান হয়েছে। কেউ নিজেকে ভগবান বললে, বলা হবে ভগবান তো হলেন সর্বজনের সদগতি দাতা। তাহলে এই মানুষটি নিজেকে ভগবান কেন বলছে। কিন্তু তোমরা তবু বুঝবে যে সবই ডামার খেলা।

বাচ্চারা, বাবা তোমাদের স্বদর্শন চক্রধারী বানাচ্ছেন। বাবা বলেন এখন সার্ভিস করতে তৎপর অর্থাৎ সর্বদা রেডি থাকো। ঘরে-ঘরে প্রদর্শনী খোলো। এর মতন মহান পুণ্য কিছু হয় না। কাউকে বাবার পরিচয় ও ঠিকানা বলে দেওয়া, এর থেকে ভালো দান কিছু নেই। বাবা বলেন মামেকম্ স্মরণ করো তাহলে পাপ বিনষ্ট হবে। বাবাকে আহ্বানও এই জন্য করা হয় যে পতিত-পাবন, লিবারেটর, গাইড এসো। তোমাদের নামও পাণ্ডব বলা হয়েছে। বাবাও হলেন পাণ্ডা। সব আত্মাদের নিয়ে যাবেন। তারা হল দৈহিক জগতের পাণ্ডা। ইনি হলেন আত্মিক বা রুহানী। ওই হল দৈহিক যাত্রা, এই হল রুহানী যাত্রা। সত্যযুগে তো ভক্তি মার্গের দৈহিক যাত্রা হয় না। সেখানে তোমরা পূজ্য হও, এখন বাবা তোমাদের কতখানি বুদ্ধিমান, বোধ যুক্ত করছেন। অতএব বাবার শ্রীমৎ অনুসারে চলা উচিত তাইনা। কোনোরকম সংশয় ইত্যাদি থাকলে জিজ্ঞাসা করা উচিত। এখন বাবা বলেন মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চারা দেহী-অভিমানী হও। নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করে বাবাকে স্মরণ করো। তোমরা আমার প্রিয় সন্তান তাইনা। অর্ধকল্পের প্রেমিক তোমরা-ই। একের অনেক নাম রেখে দিয়েছে, কত নাম, কত মন্দির তৈরি করা হয়েছে। যদিও আমি তো একজন ই। আমার নাম শিব। আমি ৫ হাজার বছর পূর্বে ভারতেই এসেছিলাম। বাচ্চাদের দত্তক নিয়েছিলাম। এখনও দত্তক নিষিদ্ধ। ব্রহ্মার সন্তান হওয়ার দরুন তোমরা হলে নাতি নাতনী। সবার অধিকার আছে। তোমরা বাচ্চারা এই পুরানো দুনিয়ায় যা কিছু দেখো - সেসব বিনাশ হয়ে যাবে। মহাভারতের যুদ্ধও হয়েছে সঠিক। অসীম জগতের পিতা অসীম জগতের উত্তরাধিকার দিচ্ছেন। অসীমের জ্ঞান প্রদান করেছেন। সুতরাং ত্যাগও অসীমের চাই। তোমরা জানো কল্প পূর্বেও বাবা রাজ যোগ শিখিয়ে ছিলেন, রাজস্ব অশ্বমেধ যজ্ঞ রচনা করেছিলেন তারপরে রাজস্বের জন্য সত্যযুগী নতুন দুনিয়াও নিশ্চয়ই চাই। পুরানো দুনিয়ার বিনাশও হয়েছিল। ৫ হাজার বছরের কথা তাইনা। এই যুদ্ধ হয়েছিল; যার দ্বারা স্বর্গের গেট খুলেছিল। বোর্ডেও লিখে দাও - স্বর্গের দ্বার কীভাবে খুলছে - এসে বুঝে নাও। তোমরা না বোঝাতে পারলে অন্য কাউকে (সেবাধারী) ডেকে নিতে পারো। তারপরে ধীরে ধীরে বুদ্ধি হয়ে যাবে। তোমরা অনেক ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণীরা আছে প্রজাপিতা ব্রহ্মার সন্তান। উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয় শিববাবার কাছে। তিনি হলেন সকলের পিতা। এই কথা তো খুব ভালোবাসি বুদ্ধিতে রাখা উচিত - আমরা ব্রাহ্মণ আমরা-ই দেবতা হই। আমরা দেবতা ছিলাম আমরা-ই চক্র পরিচালনা করি। আমরা এখন ব্রাহ্মণ হয়েছি পরে বিষ্ণুপুরীতে যাবো। জ্ঞান হল - খুব সহজ। কিন্তু কোটিতে কেউ একজন জ্ঞান গ্রহণ করে। প্রদর্শনীতে অসংখ্য জন আসে, খুব মুশকিল হয় জ্ঞান গ্রহণ করতে, কেউ তো শুধুই মহিমা করে যায় খুব ভালো, আমরা আসবো। খুব কমই আছে যারা এসে ৭ দিনের কোর্স দ্বারা জ্ঞান অর্জন করে, ৭ দিনের কথাও এখন কিছু নয়। গীতা পাঠের দিনও ৭ দিনের রাখা হয়। সাত দিন তোমাদেরকে ভাঙিতে আসতে হয়। নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করে বাবাকে স্মরণ করলে সমস্ত আবর্জনা দূর হয়ে যাবে। অর্ধকল্পের অসুখ হল দেহ-অভিমানের, সেটি দূর করতে হবে। দেহী-অভিমানী হতে হবে। ৭ দিনের কোর্স বড় নয়। এক সেকেন্ডেও কাউকে জ্ঞানের তীর লাগতে পারে। দেরিতে এসেও কেউ এগিয়ে যেতে পারে। তারা বলবে আমরা রেস করে বাবার কাছে উত্তরাধিকার নিয়েই নেব। অনেকে তো পুরানোদের চেয়েও আগে যায় কারণ ভালো ভালো পয়েন্টস, রেডিমেড জিনিস পেয়ে যায়। প্রদর্শনী ইত্যাদি বোঝানো অনেক সহজ হয়। নিজে বোঝাতে না পারলে বোনদের ডেকে নেবে। রোজ এসে কাহিনী বলে যাও। ৫ হাজার বছর পূর্বে এই লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজস্ব ছিল, যা ১২৫০ বছর চলেছিল। কত ছোট এই কাহিনী। আমরা দেবতা ছিলাম আবার আমরা-ই ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র হই। আমরা আত্মারা ব্রাহ্মণ হই, আমরা-ই সেই দেবতা -এর অর্থ কত যুক্তিযুক্ত ভাবে বোঝান। বিরাট রূপও আছে, কিন্তু তাতে ব্রাহ্মণদের এবং শিববাবাকে লুপ্ত করে দেওয়া হয়েছে। অর্থ কিছুই বোঝে না। এখন বাচ্চারা তোমাদের পরিশ্রম করতে হবে, স্মরণ করার। অন্য কোনও সংশয়ে আসা উচিত নয়। বিকর্ম জিত হয়ে উঁচু পদের অধিকারী হতে হলে এই চিন্তন শেষ করতে হবে যে এইসব কেন হয়, এই জন এমন কেন করে। এই সব কথা ছেড়ে একটি মাত্র চিন্তন যেন থাকে যে আমাদের তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান হতে হবে। বাবাকে যত স্মরণ করবে ততই বিকর্মজিত হয়ে উঁচু পদ মর্যাদা প্রাপ্ত করবে। বাকি ব্যর্থ কথা শুনে নিজের বুদ্ধি খারাপ করবে না। সব কথার মধ্যে একটি কথা হল মুখ্য - যা ভুলে যেও না। কারো সঙ্গে সময় নষ্ট করবে না। তোমাদের সময় হল খুব ভ্যালুয়েবল। ঝড় তুফান দেখে ভয় পাবে না। অনেক কষ্ট হবে, ক্ষতি হবে। কিন্তু বাবার স্মরণ কখনও ভুলবে না। স্মরণ দ্বারা-ই পবিত্র হবে,

পুরুষার্থ করে উঁচু পদের অধিকারী হতে হবে। এই বৃদ্ধ বাবা (ব্রহ্মাবাবা) এত উঁচু পদমর্যাদা প্রাপ্ত করেন , আমরা কেন এমন অধিকারী হবো না। এইটি হল পড়াশোনা তাইনা। তোমাদের এতে কোনো বইপত্র ইত্যাদি হাতে নেওয়ার দরকার নেই। বুদ্ধিতে সম্পূর্ণ কাহিনী আছে। কতখানি ছোট কাহিনী। সেকেন্ডের কথা, জীবনমুক্তি সেকেন্ডে প্রাপ্ত হয়। মুখ্য কথা হল বাবাকে স্মরণ করো। বাবা যিনি তোমাদেরকে বিশ্বের মালিক করেন তাঁকে তোমরা ভুলে যাও ! সবাই তো রাজা হবে না। আরে তোমরা সকলের চিন্তন কেন করছো ! স্কুলে এইরকম চিন্তা কি করতে হয় যে সবাই স্কলারশিপ পাবে ? পড়া করবে তাইনা। প্রত্যেকের পুরুষার্থ দেখে বোঝা যায় যে এই স্টুডেন্ট কি পদমর্যাদা প্রাপ্ত করবে। আচ্ছা !

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত । আত্মাদের পিতা ওঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ-

১) এই সময়টি হল খুবই গুরুত্বপূর্ণ, ব্যর্থ কথা বার্তায় নষ্ট করবে না। যতই ঝড় তুফান আসুক, ক্ষতি হোক কিন্তু বাবার স্মরণে থাকতে হবে।

২) তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান হওয়ার চিন্তন করতে হবে, অন্য কোনও চিন্তন করবে না। আমরা সে-ই, সে-ই আমরা এই ছোট কাহিনীটি খুব যুক্তি সহকারে বুঝতে হবে এবং বোঝাতে হবে।

বরদানঃ- দাতা স্বরূপের ভাবনা দ্বারা ইচ্ছা মাত্রম্ অবিদ্যার স্থিতি অনুভবকারী তৃপ্ত আত্মা ভব*
ব্যাখ্যা: সর্বদা যেন একটি লক্ষ্য থাকে যে, আমাদেরকে দাতার সন্তান রূপে সর্ব আত্মাদের দান করতে হবে, দাতা স্বরূপের ভাবনায় স্থিত হয়ে থাকলে সম্পন্ন আত্মা হয়ে যাবে এবং যে সম্পন্ন হবে সে সदा তৃপ্ত থাকবে। আমি দাতা-র সন্তান যিনি সदा সকলকে দান করেন - দান অর্থাৎ প্রাপ্তি, এই ভাবনা সदा নির্বিঘ্ন, ইচ্ছা মাত্রম্ অবিদ্যা স্থিতির অনুভব করায়। সदा একটি লক্ষ্যের দিকে যেন দৃষ্টি থাকে, সেই লক্ষ্য টি হল বিন্দু এবং কোনও কথার বিস্তৃত রূপ দেখেও দেখো না, শুনেও শুনো না।

স্লোগানঃ- বুদ্ধি বা স্থিতি যদি দুর্বল হয় তার কারণ হল ব্যর্থ সঙ্কল্প ।*

"মিষ্টি বাচ্চারা - এখন তোমরা নূতন সম্বন্ধে যাচ্ছে, সেইজন্য এখানকার কর্মবন্ধনী সম্বন্ধীকে ভুলে, কর্মাতীত হওয়ার পুরুষার্থ করো"

প্রশ্ন:- বাবা কোন্ বাচ্চাদের বাঃ বাঃ করেন ? সবচেয়ে বেশী ভালোবাসা কাদেরকে দেন ?

উত্তর:- বাবা গরীব বাচ্চাদের বাঃ বাঃ করেন, বাঃ গরীবী বাঃ ! আরাম করে দুটো রুটি খেতে হবে, লালসা নয়। গরীব বাচ্চারা বাবাকে ভালোবাসার সাথে স্মরণ করে। বাবা পড়াশুনা না করা বাচ্চাদের দেখে খুশী হন, কারণ তাদের পড়া জিনিস ভুলে যাওয়ার পরিশ্রম করতে হয় না।

ওম্ শান্তি । এখন বাবার বাচ্চাদের প্রতি রোজ-রোজ বলার দরকার থাকে না যে, নিজেকে আত্মা মনে করো। আত্ম-অভিমानी ভব অথবা দেহী-অভিমानी ভব... শব্দ তো একই হল, তাই না ! বাবা বলেন নিজেকে আত্মা মনে করো । আত্মার মধ্যে ৮৪ জন্মের পার্ট ভরা আছে। এক শরীর নিয়ে ভূমিকা পালন করে আবার শরীর বিনাশ হয়ে যায়। আত্মা তো হলো অবিনাশী। বাচ্চারা, তোমাদের এই জ্ঞান এখনই প্রাপ্ত হয়েছে আর কারোরই এই ব্যাপারে জানা নেই। এখন বাবা বলেন- চেষ্টা করো যথা সম্ভব বাবাকে স্মরণ করতে। ব্যবসা পত্রে লেগে থাকার কারণে তো স্মরণ এতোটা স্থায়ী হয় না। গৃহস্থ ব্যবহারে থেকে কমলফুল সমান পবিত্র হতে হবে। এরপর যতটা সম্ভব আমাকে স্মরণ করো। এরকম নয় যে আমাদের এক জায়গায় ধ্যানে বসতে হবে। ধ্যান শব্দটি হলো ভুল। বাস্তবে হলোই স্মরণ। যেখানেই বসো, বাবাকে স্মরণ করো। মায়ার ঝড় তো খুবই আসবে। কারোর এটা স্মরণ হবে, কারোর ওটা স্মরণ হবে। ঝড় তো অবশ্যই আসবে আবার ওই সময় সেটা থামতেও হবে, যাতে আর না আসে। এখানে বসে বসেও মায়া বিরক্ত করতে থাকে। এটাই তো হলো যুদ্ধ। যতো হাল্কা থাকবে ততই বন্ধন কম হবে। প্রথমে তো আত্মা নির্বন্ধ হয়, যখন জন্ম নেয় তো মা-বাবার প্রতি বুদ্ধি থাকে, এরপর স্ত্রীকে অ্যাডপ্ট করে, যা কিছু সামনে ছিলো না সে সব সামনে এসে যায়, আবার বাচ্চা জন্মালে তো তাকে মনে পড়ে। এখন তোমরা সকলে এই সব ভুলে যাবে, এক বাবাকেই স্মরণ করতে হবে, সেইজন্যই বাবার মহিমা আছে। তোমাদের মাতা-পিতা ইত্যাদি সব কিছুই হলেন তিনিই, ওনাকেই স্মরণ করো। তিনি তোমাদের ভবিষ্যতের জন্য সব কিছু নূতন দেন। নূতন সম্বন্ধে নিয়ে আসেন। সম্বন্ধ তো সেখানেও থাকবে যে না! এরকম তো না যে কোনো প্রলয় হয়ে যায়। তোমরা এক শরীর ছেড়ে দ্বিতীয় নাও। যারা খুবই ভালো তারা অবশ্যই উঁচু কূলে জন্ম নেবে। তোমরা অধ্যয়ন করোই ২১ জন্মের জন্য। অধ্যয়ন সম্পূর্ণ হলে পরে প্রালম্ব শুরু হবে। স্কুলে অধ্যয়ন করে ট্রান্সফার হয়, তাই না! তোমরাও ট্রান্সফার হতে চলেছো- শান্তিধাম এরপর সুখধামে। এই ঘৃণ্য দুনিয়া থেকে বিতাড়িত হয়ে যাবে। এর নাম হলো নরক। সত্যযুগকে বলা হয় স্বর্গ। এখানে মানুষ কতো ঘোর অন্ধকারে আছে। ধনবান যারা তারা মনে করে আমাদের জন্য এখানেই হলো স্বর্গ। স্বর্গ হয়ই নূতন দুনিয়াতে। এই পুরানো দুনিয়া তো বিনাশ হয়ে যাবে। যারা কর্মাতীত অবস্থা সম্পন্ন হবে তারা কি আর কোনো ধর্ম রাজপুরীতে শাস্তি ভোগ করবে! স্বর্গে তো শাস্তি হবেই না। সেখানে গর্ভও মহল রূপে থাকে। দুঃখের কোনো ব্যাপার নেই। এখানে তো গর্ভ জেল আছে যেখানে শাস্তি পেতেই থাকে। তোমরা কতবার স্বর্গবাসী হও-- এটা মনে করলেও সমগ্র চক্র স্মরণে থাকবে। একটা কথাই লাখ টাকার হয়। ভুলে যাওয়ার কারণে, দেহ-অভিমাণে এসে পরে আর মায়া লোকসান করিয়ে দেয়। এটাই হলো পরিশ্রম। পরিশ্রম ব্যতীত উচ্চ পদ প্রাপ্ত করতে পারা যায় না। বাবাকে বলে- বাবা আমি হলাম নিরক্ষর, কিছু জানি না। বাবা তো খুশী হন, কারণ এখানে তো আগের পড়াশুনা করা সব কিছু ভুলতে হবে। এটা তো কিছু সময়ের জন্য শরীর নির্বাহ ইত্যাদির জন্য পড়তে হয়। জানো তো যে- এই সব নিঃশেষ হয়ে যাওয়ার জন্য। যতটা সম্ভব বাবাকে স্মরণ করতে হবে আর খুশীর সাথে রুটির টুকরো খেতে হবে। লালসা নয়। আজকাল চাল-ডাল পাওয়া যায় কোথায়! চিনি ইত্যাদিও ধীরে-ধীরে পাওয়াই যাবে না। এরকম নয় যে তোমরা ঈশ্বরীয় সার্ভিস করো বলে গভর্নমেন্ট দিয়ে দেবে। সে তো কিছু জানে না। হ্যাঁ, বাচ্চাদের বলা হয়ে থাকে- গভর্নমেন্টকে বোঝাও যে আমরা সকলে মিলে মা-বাবার কাছে যাই, তাঁদের বাচ্চাদের জন্য টোলি পাঠাতে হয়। এখানে তো পরিষ্কার বলে দেয় যে নেইই। খুব বেশী হলে অল্প-স্বল্প দেয়। যেমন ফকিরদের মধ্যে কোনো বিত্তশালী কেউ থাকলে হাত ভরে দেবে। গরীব হলে সামান্য কিছু দেবে। চিনি ইত্যাদি আসতে পারে কিন্তু বাচ্চাদের যোগ কম হয়ে যায়। স্মরণ না থাকার জন্য, দেহ-অভিমাণে আসার জন্য কোনো কাজ হতে পারে না। এই কাজ পড়াশুনা করে তেমন হবে না, যতোটা যোগের দ্বারা হবে। সেটা খুবই কম আছে। মায়া স্মরণকে উড়িয়ে দেয়। বাহাদুর যে থাকে আরো বেশী করে ধরে। ভালো-ভালো ফার্স্টক্লাস বাচ্চাদের উপরও গ্রহচারী বসে। গ্রহচারী বসার মুখ্য কারণ হলো যোগ কম হওয়া। গ্রহচারীর কারণেই

নাম-রূপে ফেঁসে মরে। এটা হলো বড় লক্ষ্য। যদি সত্যিকারের লক্ষ্যকে পেতে চাও তো স্মরণে থাকতে হবে। বাবা বলেন- ধ্যানের থেকেও জ্ঞান ভালো। জ্ঞানের থেকে স্মরণ ভালো। ধ্যানে বেশী যাওয়ার জন্য মায়ার ভূতের প্রবেশ ঘটে। এরকম অনেকে আছে যারা ফলতু ধ্যানে যায়। কি-কি বলে, ওর উপর বিশ্বাস করতে নেই। জ্ঞান তো বাবার মুরলীতে প্রাপ্ত হতে থাকে। বাবা খবরদার অর্থাৎ সাবধান করতে থাকেন। ধ্যান কোনো কাজের না। মায়ার অনেক প্রবেশ ঘটে যায়। অহঙ্কার এসে যায়। জ্ঞান তো সকলের প্রাপ্ত হতে থাকে। জ্ঞান দেবার জন্য হলেন শিববাবা। মাস্কারও এখান থেকে জ্ঞান প্রাপ্ত হয় যে না! ওনাকেও বলে মন্মনাভব। বাবাকে স্মরণ করো, দৈবীগুণ ধারণ করো। নিজেকে দেখতে হবে- আমি দৈবীগুণ ধারণ করছি? এখানেই দৈবীগুণ ধারণ করতে হবে। কাউকে দেখো এখনই ফার্স্টক্লাস অবস্থা, খুশীর সাথে কাজ করে, এক ঘন্টা পরে ক্রোধের ভূত এলো, শেষ। আবার মনে পরে আমি ভুল করেছি। আবার সংশোধন করে নিজেকে। বারংবার ভুলে যায় যারা এমন অনেকে আছে বাবার কাছে, এখন দেখো খুবই মধুর, বাবা বলবেন এরকম বাচ্চার জন্য তো বলিদান দেবো। এক ঘন্টা পরে আবার কোনো না কোনো কথাতে বিকৃত হয়ে যায়। ক্রোধ হলো আর সমস্ত উপার্জন শেষ হয়ে গেলো। এই উপার্জন তো এই ক্ষতি হয়ে গেলো। সমস্ত কিছু নির্ভর করে স্মরণের উপর। জ্ঞান তো খুবই সহজ। ছোটো বাচ্চাও বুঝে যাবে। কিন্তু আমি যে হই, যেমন হই, যথার্থ ভাবে জানো। নিজেকে আত্মা মনে করো, এই ভাবে কি আর ছোটো বাচ্চা স্মরণ করতে পারবে! মানুষকে মরার সময় বলা হয় ভগবানকে স্মরণ করো। কিন্তু স্মরণ করতে পারে না, কারণ যথার্থ ভাবে কিছুই জানে না। কেউই ফিরে যেতে পারে না। বিকর্মও বিনাশ হয় না। ঋষি-মুনি ইত্যাদি সকলে পরম্পরায় বলে এসেছে যে, রচয়িতা আর রচনাকে আমি জানি না। তারা তো তবুও সতোগুণী ছিলো। আজকের তমোপ্রধান বুদ্ধি আবার জানবে কীভাবে। বাবা বলেন এই লক্ষ্মী-নারায়ণও জানতো না। রাজা-রাণীই জানতো না তো প্রজা জানবে কি করে। কেউই জানে না। এখন শুধুমাত্র তোমরা অর্থাৎ বাচ্চারাই জানো। তোমাদের মধ্যেও কেউ আছে যে যথার্থ ভাবে জানে, বলে বাবা বারে-বারে ভুলে যাই। বাবা বলেন- যেখানেই যাও, শুধুই বাবাকে স্মরণ করো। খুবই বড় রকমের উপার্জন হলো। তোমরা ২১ জন্মের জন্য নিরোগী হও। এরকম বাবাকে তো অন্তর্মুখী হয়ে স্মরণ করা উচিত। কিন্তু মায়া ভুলিয়ে নিয়ে ঝড়ের মধ্যে নিয়ে আসে, এর জন্য অন্তর্মুখী হয়ে বিচার সাগর মন্থন করতে হবে। বিচার সাগর মন্থন করার ব্যাপারও হলো এখনকার। এটা হলো পুরুষোত্তম হয়ে ওঠার সঙ্গমযুগ। এটাও হলো ওয়ান্ডার বা বিস্ময়কর, তোমরা অর্থাৎ বাচ্চারা দেখেছো- একই বাড়ীতে তোমরা বলাে আমি হলাম সঙ্গমযুগী আর হাফ পার্টনার বা বাচ্চা ইত্যাদি হলো কলিযুগী। কতো পার্থক্য। খুবই সূক্ষ্ম ব্যাপার বাবা বোঝান। বাড়ীতে থেকেও বুদ্ধিতে আছে যে আমরা ফুলে পরিণত হওয়ার জন্য পুরুষার্থ করছি। এটা হলো অনুভবের ব্যাপার। প্র্যাকটিক্যালের পরিশ্রম করতে হবে। স্মরণের জন্যই হলো পরিশ্রম। একই বাড়ীতে একজন হংস তো দ্বিতীয় জন বক। আবার কেউ খুবই ফার্স্টক্লাস হয়। কোনো বিকারের ভাবনাও আসে না। সাথে থেকেও পবিত্র থাকে, সাহসীকতা দেখালে তো তাদের কতো উচ্চ পদ প্রাপ্ত হবে। এরকমও তো বাচ্চা আছে যে না। কাউকে তোশদেখো বিকারের জন্য কতো মারে- ঝগড়া করে, অবস্থা তেমন হওয়া উচিত যে সংকল্পেও যেন কখনো অপবিত্র হওয়ার ভাবনা না আসে। বাবা সমস্ত রকম ভাবে রায় দিতে থাকেন। তোমরা জানো যে শ্রী-শ্রী মতের দ্বারা আমরা শ্রীলক্ষ্মী, শ্রীনারায়ণ হই।*শ্রী মানেই হলো শ্রেষ্ঠ।* সত্যযুগে হলো নন্দর ওয়ান শ্রেষ্ঠ। ত্রেতাতে দুই ডিগ্রী কম হয়ে যায়। বাচ্চারা, এই জ্ঞান তোমাদের এখনই প্রাপ্ত হয়।

এই ঐশ্বরীয় সভার রীতি হলো- যাদের কাছে জ্ঞান-রত্নের কদর আছে, কখনো হাই-তোলা ইত্যাদি করে না, তাদের একদম সামনে বসা উচিত। কোনো-কোনো বাচ্চারা বাবার সামনে বসেও ঢুলতে থাকে, হাই তুলতে থাকে। তাদের আবার পিছনে গিয়ে বসা উচিত। এই ঐশ্বরীয় সভা হলো বাচ্চাদের। কিন্তু কিছু ব্রাহ্মণীরা এরকম সকলকেও নিয়ে আসে, নয় তো বাবার থেকে ধন প্রাপ্তি হয়, এক এক ভারশন লাখ টাকার। তোমরা জানো যে জ্ঞান প্রাপ্তি হয়ই সঙ্গমে। তোমরা বলাে যে বাবা আমি আবার এসেছি অসীম জগতের উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করতে। মিষ্টি-মিষ্টি বাচ্চাদের বাবা বারংবার বোঝান এটা হলো ঘৃণ্য দুনিয়া, তোমাদের হলো অসীম জগতের বৈরাগ্য। বাবা বলেন এই দুনিয়াতে তোমরা যা কিছু দেখো সেটা কাল আর থাকবে না। মন্দির ইত্যাদির নাম-চিহ্নও থাকবে না। সেখানে অর্থাৎ স্বর্গে তাদের পুরানো জিনিস দেখার দরকার নেই। এখানে তো পুরানো জিনিসের কতো মূল্য। বাস্তবে কোনো জিনিসের মূল্যই নেই- এক বাবা ব্যতীত। বাবা বলেন আমি না গেলে তো তোমরা রাজত্ব প্রাপ্ত করবে কি করে। যাদের জানা আছে তারাই এসে বাবার থেকে উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করে, সেইজন্য কোটির মধ্যে কেউ বলা হয়। কোনো ব্যাপারে সংশয় আসা উচিত নয়। ভোগ ইত্যাদিরও নিয়ম রীতি আছে। এতে জ্ঞান আর স্মরণের কোনো কানেকশন নেই। আর কোনো ব্যাপারে তোমাদের সম্পর্ক নেই। শুধু দুটো কথা আছে অল্ফ আর বে, বাদশাহী। অল্ফ ভগবানকে বলা হয়। আঙুল দিয়েও এরকম ভাবে ইশারা করে যে না! আত্মা ইশারা করে যে না! বাবা বলেন, ভক্তি মার্গে তোমরা আমাকে স্মরণ করো। তোমরা সকলে হলে আমার প্রিয়তমা। এটাও জানো যে প্রতি কল্পে এসে রে কোনো সমস্ত মানুষকেই দুঃখ থেকে বের করে এনে শান্তি আর সুখ প্রদান করেন, তখন বাবা বলেছিলেন

যে বোর্ডে শুধু এটা লিখে দাও যে সারা বিশ্বে অসীম জগতের পিতা কীভাবে স্থাপন করছেন, আর সেটাই এসে বুঝে যাও। এক সেকেন্ডে বিশ্বের মালিক ২১ জন্মের জন্য হয়, তাই এসে বোঝো। ঘরে বোর্ড লাগিয়ে দাও, তিন পায়ের পৃথিবীর উপর তোমরা বিশাল বিশাল হাসপিটাল, ইউনিভার্সিটি খুলতে পারো। স্মরণের দ্বারা ২১ জন্মের জন্য নিরোগী আর পড়াশুনার দ্বারা স্বর্গের বাদশাহী প্রাপ্ত হয়ে যায়। প্রজাও বলবে যে আমিও হলম স্বর্গের মালিক। আজ মানুষের লজ্জা করে কারণ তারা হলো নরকবাসী। নিজেরা বলে-আমার বাবা স্বর্গবাসী হয়েছে, তবে নরকবাসী ছিলো। যখন মরবে তো স্বর্গে যাবে। কতো সহজ কথা। আচ্ছা, যারা ভালো ভালো কাজ করে তাদের জন্য বিশেষ ভাবে বলে ইনি খুবই মহাদানী ছিলেন, ইনি স্বর্গে গেছেন। কিন্তু কেউই যায় না। নাটক সম্পূর্ণ হয়ে গেলে সকলে একসাথে স্টেজে এসে দাঁড়ায়। এই লড়াইও তখনই শুরু হবে যখন সমস্ত অ্যাক্টর এখানে এসে যাবে আবার ফিরে যাবে। শিবের বরযাত্রী বলে না ! সমস্ত আত্মারা শিববাবার সাথে সমস্ত আত্মারা যাবে। মুখ্য ব্যাপার হলো এখন ৮৪ জন্ম সম্পূর্ণ হলো। এখন এই জুতাকে(পুরানো শরীর) ছেড়ে দিতে হবে। সাপ যেমন পুরানো খোলস ছেড়ে নূতন ধারণ করে। তোমরা সত্যযুগে নূতন খোলস বা শরীর ধারণ করবে। শ্রীকৃষ্ণ কতো সুন্দর, তাঁর কতো আকর্ষণ। শরীর হলো ফাস্টক্লাস। এরকম আমরাও ধারণ করবো। বলা হয় যে না- আমি নারায়ণ হবো। এটা তো ছিঃ ছিঃ নোংরা খোলস। এটা ছেড়ে আমরা যাবো নূতন দুনিয়াতে। এটা মনে করে খুশী কেন হও না, যখন বলো আমি নর থেকে নারায়ণ হচ্ছি। এই সত্য নারায়ণের কথাকে ভালো ভাবে বোঝো। যা বলছো করে দেখাও। বলা, করা এক হওয়া উচিত। ব্যবসা- বাণিজ্যও করো, কিন্তু সাথে সাথে বাবা বলেন হাতে কাজ করো, হৃদয় বাবার স্মরণে থাকুক।

যেমন-যেমন ধারণা করবে তেমনই তোমাদের কাছে নলেজের ভ্যালু হতে থাকবে, নলেজের ধারণার দ্বারা তোমরা কতো ধনবান হয়ে ওঠো। এটা হলো আধ্যাত্মিক নলেজ। তোমরা হলে আত্মা, আত্মাই শরীর দ্বারা কথা বলে। আত্মাই জ্ঞান প্রদান করে। আত্মাই ধারণ করে। আচ্ছা !

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ওঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সারঃ-

১) এই পুরানো দুনিয়ার পুরানো জিনিসকে দেখেও দেখো না (অর্থাৎ মনের কোণে জায়গা দিও না)। নর থেকে নারায়ণ হওয়ার জন্য বলা আর করা এক হতে হবে।

২) অবিনাশী জ্ঞান রঞ্জের কদর করতে হবে, এটা হল অনেক বড় উপার্জন, এতে হাই তোলা বা ঢুলতে থাকা উচিত নয়। নাম-রূপের গ্রহের দশা থেকে বাঁচার জন্য স্মরণে থাকার পুরুষার্থ করতে হবে।

বরদানঃ-

সাথী আর সাক্ষী ভাবের অনুভব দ্বারা সদা সফলতার প্রতিমূর্ত্ত ভব*
যে বাচ্চারা সর্বদা বাবার সাথে থাকে, তারা স্বতঃতই সাক্ষী হয়ে যায়। কারণ বাবা স্বয়ং সাক্ষী হয়ে ভূমিকা পালন করেন। তাই যারা তাঁর সাথে থাকে তারাও সাক্ষী হয়ে পার্ট প্লে করে। আর যাদের সাথী হলেন স্বয়ং সর্বশক্তিমান বাবা, তারাও সফলতা মূর্ত্তি হয়ে ওঠে। ভক্তি মার্গে তো ডাকে একটু হলেও সাথে থাকার অনুভব করাও, এক ঝলক দেখা দাও। কিন্তু তোমরা সর্ব সম্বন্ধের সাথে সাথী হয়ে গেছো। তাই এই রকম খুশী আর নেশাতে থাকো যে, যা পাওয়ার ছিল, পেয়ে গেছি।

স্লোগানঃ-

ব্যর্থ সংকল্পের লক্ষণ হলো - মন উদাস আর খুশী উধাও।*

''নিরন্তর সেবানারী তথা নিরন্তর যোগী হও''

আজ জ্ঞান সাগর বাবা তাঁর জ্ঞান গঙ্গাদের দেখছেন, জ্ঞান সাগর থেকে বেরিয়ে জ্ঞান গঙ্গাসমূহ কীভাবে এবং কোথায় অন্যদের পবিত্র করে এই সময় সাগর আর গঙ্গার মিলন উদযাপন করছে। এই মেলা গঙ্গা আর সাগরের, যে মেলায় চারিদিকের গঙ্গাসমূহ পৌঁছে গেছে। বাপদাদাও জ্ঞান গঙ্গাদের দেখে উৎফুল্ল হন। প্রত্যেক গঙ্গার অন্তরে এই দৃঢ় নিশ্চয় আর নেশা আছে যে পতিত দুনিয়া, পতিত আত্মাদের পবিত্র বানাতেই হবে। এই নেশা আর নিশ্চয়ের সাথে সেবার প্রতিটা ক্ষেত্রে তোমরা সামনে এগিয়ে যাচ্ছ। তোমাদের মনে এই উৎসাহ আছে যে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পরিবর্তনের কাজ সম্পন্ন হোক। জ্ঞান গঙ্গাসমূহ জ্ঞান সাগর বাবার সমান বিশ্ব কল্যাণী, বরদানী এবং মহাদানী সদয় আত্মা, সেইজন্য আত্মাদের দুঃখ, অশান্তির আওয়াজ অনুভব করে তোমাদের মনে আত্মাদের দুঃখ অশান্তি পরিবর্তন করার সেবা তীব্রগতিতে করার উৎসাহ বাড়তে থাকে। দুঃখী আত্মাদের হৃদয়ের আওয়াজ শুনে তোমাদের দয়া হয়, তাই না! তোমাদের স্নেহবোধ হয় যে তারা যেন সবাই সুখী হয়। বিশ্বকে সুখের কিরণ, শান্তির কিরণ, শক্তির কিরণ দেওয়ার নিমিত্ত হয়েছ। আদি থেকে এখনো পর্যন্ত জ্ঞান গঙ্গাসমূহের সেবা কতখানি পরিবর্তন করার নিমিত্ত হয়েছ, আজ বাবা সেটাই দেখছিলেন। এখনো অল্প সময়ে অনেক আত্মাদের সেবা করতে হবে। ৫০ বছরের মধ্যে দেশে বিদেশে সেবার ফাউন্ডেশন তো যথাস্থানে ভালো স্থাপনা করেছে। সেবাস্থান চারিদিকে স্থাপন করেছে। আওয়াজ ছড়িয়ে দেওয়ার সাধন বিভিন্নভাবে আপন করেছে। এও ঠিকই করেছে। দেশ-বিদেশে ইতস্ততঃ ছড়িয়ে থাকা বাচ্চাদের সংগঠনও তৈরি হয়েছে আর তৈরি হতেও থাকবে। এখন আর তোমাদের কি করার আছে? কারণ এখন বিধিও জেনে গেছ তোমরা। অনেক রকম সাধনও একত্রিত করেছে আর করেও যাচ্ছ। স্ব-স্থিতি, স্ব-উন্নতি তার প্রতিও অ্যাটেনশন দিচ্ছ আর অন্যদেরও সেই বিষয়ে মনোযোগ আকর্ষণ করছ। আর কি বাকী থাকল? যেমন শুরুতে সব আদি ব্রহ্মরাজি উৎসাহ-উদ্দীপনায় তন-মন-ধন, সময়-সম্বন্ধ, দিন-রাত বাবার কাছে নিবেদন করেছে অর্থাৎ বাবার সামনে সমর্পণ করেছে, যে সমর্পণের উৎসাহ-উদ্দীপনার ফলস্বরূপ সেবায় শক্তিশালী স্থিতির প্রত্যক্ষ রূপ দেখেছ তোমরা। যে সময়ে সেবার আরম্ভ করেছেন, সেই সময়ের আরম্ভে আর স্থাপনার আরম্ভে উভয় সময়েই এই বিশেষত্ব দেখেছ। আদিতে ব্রহ্মাবাবাকে তাঁর চলনভঙ্গীতে সাধারণ দেখতে নাকি কৃষ্ণরূপে দেখতে? সাধারণ দেখলেও সাধারণ দেখাত না, এই অনুভব তোমাদের আছে, তাই না! তিনি দাদা, এটা ভাবতে? চলতে-ফিরতে কৃষ্ণই অনুভব করতে, তিনি যখন পদচারণা করতেন তাঁকে কৃষ্ণই অনুভব করতে, এইরকম করেছে না? আদিতে ব্রহ্মা বাবার মধ্যে এই বিশেষত্ব দেখেছ, অনুভব করেছে এবং সেবার আদিতে তোমরা যে যখনই যেখানে গেছ, সবাই তোমাদের দেবী হিসেবেই অনুভব করেছে, সবাইকে বলতে শুনেছ তোমরা, "দেবী এসেছেন", সবার মুখ থেকে এই বোলই বের হতো - 'এনারা অলৌকিক ব্যক্তি।' এইরকম অনুভব করেছে না তোমরা? এই দেবীদের ভাবনা সবাইকে আকৃষ্ট করে সেবার বৃদ্ধির নিমিত্ত হয়েছ। সুতরাং শুরুতে স্বতন্ত্রতার বিশেষত্ব ছিল। সেবার আদিতেও স্বতন্ত্রতার আর দেবী ভাবের বিশেষত্ব ছিল। এখন অল্পে সেই জাঁকজমক আর ঝলক প্রত্যক্ষ রূপে অনুভব করবে, তখন প্রত্যক্ষতার কাড়া বাজবে। এখন অবশিষ্ট অল্প সময়ে তারা তোমাদের নিরন্তর যোগী, নিরন্তর সেবানারী, নিরন্তর সাক্ষাৎকার স্বরূপ, নিরন্তর সাক্ষাৎ বাবার মতো অনুভব করবে। তোমরা এই বিধিতে সফলতা প্রাপ্ত করবে। তোমরা গোল্ডেন জুবিলি উদযাপন করেছে অর্থাৎ গোল্ডেন দুনিয়ার সাক্ষাৎকার স্বরূপ পর্যন্ত পৌঁছেছ। যেমন, গোল্ডেন জুবিলি উদযাপনের দৃশ্য সাক্ষাৎ দেবী অনুভব করেছে, যারা বসেছিল (দেবীসাজে) তারাও, যারা দর্শকাসনে বসে দেখছিল তারাও। সুতরাং এখন তোমাদের চলনভঙ্গীতে সেবায় এই অনুভব করাতে থাক। এটাই গোল্ডেন জুবিলি উদযাপন। সবাই গোল্ডেন জুবিলি উদযাপন করেছে নাকি দেখেছ? কি বলবে? তোমাদের সকলেরই গোল্ডেন জুবিলি হয়েছে, তাই না? নাকি কারও সিলভার হয়েছে, কারও তামার হয়েছে? সবার গোল্ডেন জুবিলি হয়েছে। গোল্ডেন জুবিলি উদযাপন অর্থাৎ নিরন্তর গোল্ডেন স্থিতির হওয়া। এখন ঘুরতে-ফিরতে এই অনুভবে চলো - 'আমি ফরিস্তা তথা দেবতা।' অন্যদেরও তোমাদের এই শক্তিশালী স্মৃতি দ্বারা তোমাদের ফরিস্তা রূপ বা দেবী-দেবতা রূপই প্রতীয়মান হবে। গোল্ডেন জুবিলি উদযাপন করা অর্থাৎ এখন সময়, সঙ্কল্প সেবায় অর্পণ কর। এখন এই সমর্পণ সমারোহ পালন কর। নিজের তুচ্ছ বিষয়ে, তনের ব্যাপারে, মনের ব্যাপারে, সাধনের ক্ষেত্রে, সম্বন্ধে দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে সময় আর সঙ্কল্প ব্যয় করনা। সেবায় নিয়োজিত করা অর্থাৎ স্ব উন্নতির গিফ্ট স্বতঃই প্রাপ্ত হওয়া। এখন নিজের জন্য যে সময় খরচ করছ সেই সময়ের পরিবর্তন কর। যেমন শ্বাস, ভক্তরা প্রতি শ্বাসে নাম জপ করার অনুশীলনের চেষ্টা করে। এইরকম প্রতি শ্বাসে সেবার আন্তরিক ইচ্ছা যেন থাকে। সেবায় যেন মগ্নতা থাকে। বিধাতা হও, বরদাতা হও। নিরন্তর মহাদানী হও। চার-ছ'ঘণ্টার সেবানারী নয়, এখন বিশ্ব কল্যাণকারী হওয়ার স্টেজে

আছে। প্রতিটা মুহূর্ত বিশ্ব কল্যাণের জন্য সমর্পণ করো। বিশ্ব কল্যাণে স্ব-কল্যাণ সমাহিত হয়ে আছে। যখন সঙ্কল্প আর সেকেন্ড সেবায় বিজি থাকবে, ফুরসৎ হবে না, মায়ারও তোমাদের কাছে আসার ফুরসৎ হবে না। সমস্যা সমাধান রূপে পরিবর্তন হয়ে যাবে। সমাধান স্বরূপ শ্রেষ্ঠ আত্মাদের কাছে সমস্যা আসার সাহস থাকে না। যেমন শুরুতে সেবায় দেখেছ তোমাদের দেবী রূপ, শক্তি রূপের কারণে যারা পতিত দৃষ্টি নিয়ে এসেছে তারাও পরিবর্তিত হয়ে পবিত্র হওয়ার জন্য পড়ুয়া হয়ে যায়। ঠিক যেমন পতিত পরিবর্তন হয়ে তোমাদের সামনে আসে, সেইরকমভাবে সমস্যা তোমাদের সামনে এলে তোমাদের সমাধান স্বরূপ হয়ে যেতে হবে। এখন নিজেদের সংস্কার পরিবর্তনে সময় ব্যয় ক'রনা। বিশ্ব কল্যাণের শ্রেষ্ঠ ভাবনা থেকে শ্রেষ্ঠ কামনার সংস্কার ইমার্জ করো। এই শ্রেষ্ঠ সংস্কার পরিবর্তনে সময় অপচয় ক'রনা। এই শ্রেষ্ঠ সংস্কারের সামনে সীমিত পরিসরের সংস্কার নিজে থেকেই সমাপ্ত হয়ে যাবে। এখন যুদ্ধে সময়ের অপচয় ক'রনা। বিজয়ী ভাবের সংস্কার ইমার্জ করো। শত্রু বিজয়ী সংস্কারের সামনে নিজেই ভস্ম হয়ে যাবে, সেইজন্য বলা হয়েছে তন-মন-ধন নিরন্তর সেবায় সমর্পণ করো। হয় মন্মায় করো, বচনে করো, নতুবা কর্মে করো, কিন্তু সেবা ব্যতীত অন্য কোনও পরিস্থিতিতে থেকো না। দান কর, বরদান দাও, স্ব-এর উপর যে কোনও গ্রহণ নিজে থেকেই সমাপ্ত হয়ে যাবে। অবিনাশী লঙ্গর শুরু করো কারণ সময় কম অথচ আত্মাদের, বায়ুমন্ডলের, প্রকৃতির, ভূত-প্রেত আত্মাদের সবার সেবা করতে হবে। লক্ষ্যহীনভাবে ঘুরে বেড়ানো আত্মাদেরও ঠিকানা দিতে হবে। মুক্তিধামে তো তাদের পাঠাবে, তাই না! তাদের ঘর তো দেবে, দেবে না! সুতরাং এখন কত সেবা করতে হবে! সংখ্যায় আত্মারা কতো! সব আত্মাকে মুক্তি বা জীবনমুক্তি দিতেই হবে। সবকিছু সেবায় নিয়োজিত করো, আর শ্রেষ্ঠ মেওয়া খুব খাও। পরিশ্রমের মেওয়া থেও না। সেবার মেওয়া এমনই যে পরিশ্রম থেকে তোমাদের রেহাই দেবে।

রেজাল্টে বাপদাদা দেখেছেন বহু সংখ্যক তাদের পুরুষার্থে নিজেদের সংস্কার পরিবর্তনে অধিক সময় ব্যয় করে। হয় তারা ৫০ বছর ধরে এখানে আছে অথবা শুধু একমাস, কিন্তু আদি থেকে এখনো পর্যন্ত যে মূল রূপ থেকে সংস্কার পরিবর্তন করতে হবে তা' একই আছে। আর সেই মূল সংস্কার বিভিন্নভাবে সমস্যা হয়ে আসে। উদাহরণস্বরূপ, ধরো কারও বুদ্ধির অভিমানের সংস্কার আছে, কারও ঘৃণা ভাবের সংস্কার আছে, অথবা কারও নিরুৎসাহিত হওয়ার সংস্কার আছে, সেই একই সংস্কার কিন্তু আদি থেকে এখনও পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে ইমার্জ হতে থাকে। হয় ৫০ বছর সময় নিয়েছে, আর না হয় এক বছর। এটাই মূল সংস্কার যা সময় সময়ে বিভিন্ন রূপে সমস্যা হয়ে আসে, তা'তে অনেক সময় ও শক্তি খরচ করেছে। এখন দাতা, বিধাতা, বরদাতার শক্তিশালী সংস্কার ইমার্জ হতে দাও। তাহলে এই মহাসংস্কার দুর্বল সংস্কারকে নিজে থেকেই সমাপ্ত করবে। এখন সংস্কারকে মারার জন্য সময় ব্যয় ক'রনা। সেবার ফল দ্বারা, সেই ফলের শক্তি থেকে সেগুলো আপনা থেকেই মরে যাবে। যেমন, তোমরা অনুভব করেছে, যখন তোমরা সেবায় ভালো স্থিতিতে বিজি থাক, তখন সেবার খুশিতে সেই সময় পর্যন্ত সব সমস্যা নিজে থেকেই দমিত হয়, কারণ সমস্যা সম্পর্কে ভাববার তোমাদের সময়ই নেই। প্রতি সেকেন্ড, প্রতিটা সঙ্কল্প সেবায় যদি বিজি থাক তবে সমস্যার লঙ্গর (ক্রমাগত উদ্ভূত সমস্যার লাইন) উঠে যাবে এবং তোমরা সরে যাবে। যখন তোমরা অন্যদের রাস্তা দেখানোর, বাবার ভান্ডার দেওয়ার নিমিত্ত সহায় হও, তখন দুর্বলতা আপনা থেকেই সরে যাবে। বুঝেছ - এখন কি করতে হবে? এখন অসীম জগতের ভাবনা ভাবো, আর অসীম জগতের কার্য সম্বন্ধে ভাবো। হয় দৃষ্টি দ্বারা দাও, নয় বৃত্তি দ্বারা দাও, নয়তো বাণী দ্বারা দাও, নতুবা ভাইব্রেশন দ্বারা দাও, কিন্তু দিতেই হবে। যেমনই হোক, ভক্তিতে এই নিয়ম আছে যে কোনও বস্তুর অভাব থাকলে বলা হয় বিশেষভাবে সেই বস্তু দান করতে। দান করলে, সেই দেওয়া প্রাপ্তিরূপ হয়ে যায়। বুঝেছ, গোল্ডেন জুবিলি কি! শুধু পালন করেছে এইরকম ভেবোনা। সেবার ৫০ বছর পূর্ণ হয়েছে, এখন নতুন পথ নাও। ছোট-বড় কেউ একদিনের কেউ বা ৫০ বছরের, তোমাদের সবাইকে সমাধানস্বরূপ হতে হবে। বুঝেছ - কি করতে হবে! যতই হোক, ৫০ বছর পর জীবন পরিবর্তন হয়। গোল্ডেন জুবিলি অর্থাৎ পরিবর্তন জুবিলি, সম্পন্ন হওয়ার জুবিলি। আচ্ছা

সদা বিশ্ব কল্যাণকারী, যারা সদা শক্তিশালী থাকে, সদা বরদানী, মহাদানী স্থিতিতে থাকে, সদা অন্যের জন্য সমাধান স্বরূপ হয়ে সহজে নিজেদের সমস্যা সমাপ্ত করে, সব সময় প্রতিটা সঙ্কল্প সেবায় সমর্পণ করে - এইরকম রিয়েল গোল্ড বিশেষ আত্মাদের, বাবা সমান শ্রেষ্ঠ আত্মাদের বাপদাদার স্মরণ-স্নেহ আর নমস্কার।

গোল্ডেন জুবিলির আদি রত্নদের সঙ্গে বাপদাদার সাক্ষাৎকার

তোমাদের এই বিশেষ খুশি থাকে যে আদি থেকে তোমরা সব আত্মার বাবার সাথে থাকার এবং তাঁর সাথী হওয়ার উভয়ই বিশেষ পার্ট আছে? তোমরা তাঁর সাথেও থাক আবার যে পর্যন্ত জীবন সেই পর্যন্ত স্থিতিতেও বাবা সমান সাথী হয়ে থাকতে হবে। সুতরাং সাথে থাকা এবং সাথী হওয়া, এই বিশেষ বরদান আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত তোমাদের প্রাপ্ত হয়েই আছে। স্নেহের

দ্বারা তোমাদের জন্ম হয়েছে, প্রথমে তো তোমাদের জ্ঞান ছিল না, তাই না ! স্নেহের সাথেই জন্ম হয়েছে, সেই স্নেহ সবাইকে দেওয়ার বিশেষ নিমিত্ত তোমরা । যারাই তোমাদের সামনে আসবে তোমাদের মাধ্যমে তাদেরকে বাবার স্নেহের বিশেষ অনুভব হতে দাও । তোমাদের মধ্যে বাবার চিত্র আর তোমাদের আচার-আচরণে বাবার চরিত্র পরিস্ফুট হতে দাও । যদি কেউ জিজ্ঞাসা করে বাবার চরিত্র কি, তখন তোমাদের আচরণে সেই দৈবী চরিত্র প্রতীয়মান হতে দাও । কারণ স্বয়ং বাবার চরিত্র তোমরা নিজেরা দেখেছ আর সাথে সাথে সেই চরিত্র অনুসরণকারী আত্মা তোমরা । দৈবী চরিত্র যা হয়েছে তা' একাকী বাবার চরিত্র নয়, গোপী বল্লভ আর গোপিকাদের চরিত্র । বাবা বাচ্চাদের সাথেই সব কর্ম করেছেন, একলা করেননি । সবসময় বাচ্চাদের সামনে রেখেছেন । সুতরাং, তোমাদের সামনে রাখাই ছিল তাঁর চরিত্র । এইরকম চরিত্র তোমরা সব বিশেষ আত্মার দ্বারা প্রতীয়মান হতে দাও । 'আমি সামনে থাকব' এই সঙ্কল্প বাবা কখনও করেননি । এক্ষেত্রেও সদা ত্যাগী থেকেছেন আর সবাইকে সামনে রেখেছেন, তাইতো এই ত্যাগের ফল হিসেবে প্রথম ফল তিনিই লাভ করেছেন । সব বিষয়ে ব্রহ্মাবাবা নম্বর ওয়ান হয়েছেন । কেন হয়েছেন ? অন্যদের তাঁর সামনে রাখার এই ত্যাগ ভাবের মধ্য দিয়েই তিনি নম্বর ওয়ান হয়েছেন এবং এইভাবে তিনি সামনে এগিয়ে গেছেন । সম্বন্ধের ত্যাগ, বৈভবের ত্যাগ কোনও বড় বিষয় নয় । কিন্তু সব কাজে, সঙ্কল্পেও অন্যদের সামনে রাখার ভাবনার এই ত্যাগ ছিল শ্রেষ্ঠ ত্যাগ । একে বলা হয়ে থাকে আমিস্ববোধের সমাপ্তি ঘটানো । আমিস্ব ভাবকে নষ্ট করা । সুতরাং যারা ডাইরেক্ট প্রতিপালিত হয়েছে তাদের মধ্যে বিশেষ শক্তি আছে । ডাইরেক্ট লালন-পালনের শক্তি কম নয় । অন্যদের লালন-পালনে সেই পরিপালন প্রত্যক্ষ করাও । যতই হোক, তোমরা বিশেষ । অনেক বিষয়ে তোমরা বিশেষ । শুরু থেকে বাবার সঙ্গে পার্ট প্লে করা, এটা কোনও কম বিশেষত্ব নয় । বিশেষত্ব তো অনেক কিন্তু এখন তোমরা সব বিশেষ আত্মাকে বিশেষ দানও করতে হবে । জ্ঞান দান তো সবাই করে, কিন্তু তোমাদের নিজস্ব বিশেষত্বের দান করতে হবে । বাবার বিশেষত্বই তোমাদের বিশেষত্ব । সুতরাং সেই বিশেষত্ব দান করো । যারা বিশেষত্বের মহাদানী, তারা সবসময়ই মহান থাকে । হয় পূজ্য ভাবে, নতুবা পূজারী ভাবে, সারা কল্প মহান থাকে । যেমন দেখেছ ব্রহ্মাবাবাকে, অন্তেও কলিযুগী দুনিয়ার পরিপ্রেক্ষিতেও তিনি মহান থেকেছেন, তাই না ? সুতরাং, শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এমন মহাদানী মহান থাকেন । আচ্ছা - প্রত্যেকে তোমাদের সবাইকে দেখে খুশি হয়েছে, তো খুশি দিয়েছ তো ! খুব ভালো ভাবে উদযাপন করেছে, সবাইকে খুশি করেছে আর খুশি হয়েছে । বাপদাদা বিশেষ আত্মাদের বিশেষ কার্যে উৎফুল্ল হন । স্নেহের মালা তো তৈরি আছে, তাই না ! পুরুষার্থের মালা, সম্পূর্ণ হওয়ার মালা সময় সময়ে প্রত্যক্ষ হচ্ছে ।

যে যতটা সম্পূর্ণ ফরিস্তা হিসেবে অনুভব করে, তাতে বোঝা যায় যে সেই দানা মালায় গাঁথা হয়ে যায় । সুতরাং তারা সময় সময়ে প্রত্যক্ষ হতে থাকে । কিন্তু স্নেহের মালা মজবুত তো, তাই না ! স্নেহের মালার মোতি সদাসর্বদা অমর, অবিনাশী । স্নেহের বিষয়ে তো তোমরা সবাই পাস মার্কস নেবে । যাই হোক, সমাধান স্বরূপের মালা এখন প্রস্তুত হতে হবে । সম্পূর্ণ হওয়া অর্থাৎ সমাধান স্বরূপ । যেমন তোমরা দেখেছ কীভাবে কেউ সমস্যা নিয়ে ব্রহ্মাবাবার কাছে গিয়েও ভুলে যেত । কি নিয়ে তারা আসত আর কি নিয়ে ফিরত ! তোমরা সেটা অনুভব করেছে, তাই না ! সমস্যার ব্যাপারে তাদের বলার সাহস হতো না, কারণ সম্পূর্ণ স্থিতির সামনে সমস্যা যেন তাদের শৈশবের খেলা অনুভব হতো, সেইজন্য সমস্যা সমাপ্ত হয়ে যেত । একেই বলে সমাধান স্বরূপ হওয়া । যদি তোমরা প্রত্যেকে সমাধান স্বরূপ হও, সমস্যা তাহলে কোথায় যাবে ! অর্ধেক কল্পের জন্য তখন বিদায় সমারোহ উদযাপন হয়ে যাবে । এখন তো বিশ্বের সমস্যার সমাধানই পরিবর্তন । তাহলে কীসের গোন্ডেন জুবিলি উদযাপন করেছে ? মোন্ড হওয়ার জুবিলি ! যারা মোন্ড হয় তারা যে রূপে ইচ্ছা নিজেদের সেই রূপে নিয়ে আসতে পারে অর্থাৎ যে কোনও পরিস্থিতিতে তারা নিজেদের মানিয়ে নিতে পারে । মোন্ড হওয়া অর্থাৎ সবার প্রিয় হওয়া । যেমনই হোক, সবার নজর নিমিত্ত যারা তাদের উপরেই থাকে । আচ্ছা !

বরদান:- শ্রেষ্ঠত্বের আধারে নৈকট্য দ্বারা কল্পের শ্রেষ্ঠ প্রালঙ্ক বানিয়ে বিশেষ পার্টধারী ভব*

এই মরজীবা জীবনে শ্রেষ্ঠত্বের আধার হলো দুটো বিষয়, ১) সদা পরোপকারী থাকা । ২) বাল-ব্রহ্মচারী থাকা । যে বাচ্চারা এই দুই বিষয়ে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত অখন্ড থেকেছে, কোনরকম পবিত্রতা অর্থাৎ স্বচ্ছতা বারবার খন্ডিত হয়নি তথা বিশ্ব ও ব্রাহ্মণ পরিবারের জন্য যে উপকারী, এমন বিশেষ পার্টধারী সদা বাপদাদার কাছে থাকে এবং তাদের প্রালঙ্ক সারা কল্পের জন্য শ্রেষ্ঠ হয়ে যায় ।

স্লোগান:- যখন সঙ্কল্প ব্যর্থ হয় তখন অন্য সব ভাল্ডারও ব্যর্থ হয়ে যায় ।*

"মিষ্টি বাচ্চারা -- ভবিষ্যতে উচ্চকূলে আগমনের আধার হলো পঠন-পাঠন, এই পঠন-পাঠনের মাধ্যমেই তোমরা বেগার টু প্রিন্স হতে পারো"

প্রশ্নঃ - গোল্ডেন স্প্রিন ইন মাউথ(সোনার চামচ মুখে নিয়ে জন্মানো) দূরকমভাবে প্রাপ্ত হতে পারে, কিভাবে ?

উত্তরঃ - এক, ভক্তিতে দান-পূণ্য করলে, দ্বিতীয় জ্ঞানে পঠন-পাঠনের মাধ্যমে। ভক্তিতে দান-পূণ্য করলে রাজা বা ধনীর ঘরে জন্ম নেয় কিন্তু তা হলো পার্থিব জগতের। তোমরা জ্ঞানে পঠন-পাঠনের মাধ্যমে সোনার চামচ মুখে নিয়ে জন্মাও। এ হলো অসীম জগতের কথা। ভক্তিতে পঠন-পাঠনের দ্বারা রাজত্ব প্রাপ্ত হয় না। এখানে যে যত ভালভাবে পড়ে, সে তত উচ্চপদ লাভ করে।

ওম্ শান্তি । মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের আত্মিক পিতা বসে বোঝান, একে বলা হয় আধ্যাত্মিক জ্ঞান। বাচ্চারা বাবা এসে ভারতবাসীদেরই বোঝান, নিজেদের আত্মা মনে করো আর বাবাকে স্মরণ করো, বাবা বিশেষভাবে এই আদেশ করেছেন তবে তো তা পালন করা উচিত, তাই না! সর্বোচ্চ পিতার শ্রীমত বিখ্যাত। বাচ্চারা, এই জ্ঞানও তোমাদের মধ্যে রয়েছে যে, শুধুমাত্র শিববাবাকেই শ্রী-শ্রী বলতে পারো। তিনিই শ্রী-শ্রী তৈরী করেন, শ্রী অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ। বাচ্চারা, তোমরা এখন জেনেছো যে, ঐনাদের বাবা তৈরী করেছেন। আমরা এখন নতুন দুনিয়ার জন্য পড়ছি। নতুন দুনিয়ার নামই স্বর্গ, অমরপুরী। মহিমা করার জন্য অনেক নাম রয়েছে। বলাও হয় স্বর্গ আর নরক। অমুকে স্বর্গবাসী হয়েছে তবে তো নরকবাসী ছিল, তাই না! কিন্তু মানুষের মধ্যে এত বুদ্ধি নেই। স্বর্গ-নরক, নতুন দুনিয়া-পুরানো দুনিয়া কাকে বলা হয়, কিছুই জানে না। বাহ্যিক আড়ম্বর কত। বাচ্চারা, তোমাদের মধ্যেও অল্পসংখ্যকই রয়েছে যারা বোঝে যে, বরাবর বাবা-ই আমাদের পড়ান। আমরা এমন লক্ষ্মী-নারায়ণ হওয়ার জন্য এসেছি। আমরা বেগার টু প্রিন্স হবো। সর্বপ্রথমে আমরা গিয়ে রাজকুমার হবো। এ হলো পঠন-পাঠন, যেমন ইঞ্জিনিয়ারিং, ব্যারিস্টারি ইত্যাদি পড়ে তখন বুদ্ধিতে থাকে যে আমরা ঘর তৈরী করবো, পুনরায় এটা করবো.... প্রত্যেকের নিজ কর্তব্য স্মৃতিতে আসে। বাচ্চারা, এই পড়ার মাধ্যমে তোমাদের গিয়ে অতি উচ্চ ঘরে(ধনীর ঘরে) জন্ম নিতে হবে। যে যতবেশী পড়বে ততই অতি উচ্চ ঘরে জন্ম নেবে। রাজার ঘরে জন্ম নিয়ে পরে রাজত্ব করতে হবে। গায়নও করা হয়, গোল্ডেন স্প্রিন ইন মাউথ। এক তো জ্ঞানের দ্বারা গোল্ডেন স্প্রিন ইন মাউথ প্রাপ্ত করা যায়। দ্বিতীয়তঃ যদি ভালভাবে দান-পূণ্য করে তাহলেও রাজার ঘরে জন্ম হবে। তা হলো পার্থিব জগতের। এ হলো অসীম জগতের। প্রতিটি কথা ভালভাবে বোঝ। কিছুই বুঝতে না পারলে জিজ্ঞাসা করতে পারো। নোট করো যে, এই-এই কথা বাবাকে জিজ্ঞাসা করতে হবে। মুখ্য হলো বাবাকে স্মরণের কথা। বাকি যদি কোনো সংশয় ইত্যাদি থাকে তবে তা তিনি ঠিক করে দেবেন। বাচ্চারা, এও জানে যে ভক্তিমাগে যত দান-পূণ্য করে তাতে ধনীর ঘরে জন্ম নেয়। কেউ যদি খারাপ কর্ম করে তবে এমন জন্মলাভ করে তাও বাবার কাছে আসে। কারো-কারোর তো এমন কর্মবন্ধন রয়েছে যে সেকথা আর জিজ্ঞাসা করো না। এসব হলো অতীতের কর্মবন্ধন। রাজারাও কেউ-কেউ এমন হয়, কর্মবন্ধন অতি কঠিন হয়। এই লক্ষ্মী-নারায়ণের কোনো কর্মবন্ধন নেই। ওখানে হলো যোগবলের দ্বারা রচনা(জন্ম)। আমরা যখন যোগবলের দ্বারা বিশ্বের রাজত্ব নিতে পারি তাহলে কি সন্তানের জন্ম দিতে পারবো না ? পূর্বেই সাক্ষাৎকার হয়ে যায়। ওখানে এ হলো সাধারণ কথা। খুশীতে বাদ্য বাজতে থাকে। বৃদ্ধ থেকে শিশু হয়ে যায়। মহাত্মাদের থেকেও শিশুদের অধিক সম্মান দেওয়া হয় কারণ সেই মহাত্মা তো তবুও সারা জীবন অতিবাহিত করে বড় হয়েছে। বিকারকে জানে। ছোট বাচ্চারা তো তা জানে না তাই মহাত্মাদের থেকেও উচ্চ বলা হয়। ওখানে(স্বর্গে) তো সকলেই মহাত্মা। কৃষ্ণকেও মহাত্মা বলা হয়। তিনি হলেন সত্যিকারের মহাত্মা। সত্যযুগেই মহান আত্মারা থাকে। ঐনাদের মতন এখানে কেউ হতে পারে না।

বাচ্চারা, তোমাদের অন্তরে অত্যধিক খুশী থাকা উচিত। আমরা এখন নতুন দুনিয়ায় জন্ম নেব। এই পুরানো দুনিয়া শেষ হয়ে যাবে। ঘর যখন পুরানো হয়ে যায় তখন নতুন ঘরের জন্য আনন্দ হয়, তাই না! কত ভাল-ভাল মার্বেল ইত্যাদির ঘর তৈরী করা হয়। জৈনদের কাছে প্রচুর অর্থ থাকে, তাই তারা নিজেদেরকে উচ্চকূলের মনে করে। কিন্তু বাস্তবে এখানে কোন উচ্চকূল থাকে না। উচ্চকূলে বিবাহের জন্য ঘর খুঁজতে থাকে। ওখানে কূল ইত্যাদির কোন কথা নেই। ওখানে তো একটিই দেবতাকূল রয়েছে, দ্বিতীয় কিছু নেই। এরজন্য তোমরা সঙ্গমেই অভ্যাস করো যে, আমরা এক পিতার সন্তান সকলেই আত্মা। আত্মা হলো প্রথমে, পরে শরীর। দুনিয়ায় সকলেই দেহ-অভিমানী হয়। তোমাদের এখন দেহী-অভিমানী হতে হবে। গৃহস্থ-জীবনে থেকে নিজের স্থিতিকে পাকা করতে হবে। বাবার কত সন্তান, কত বড় গৃহস্থী, তাহলে অনেক চিন্তাও থাকবে

নিশ্চয়ই। ঐনাকেও পরিশ্রম করতে হয়। আমি কোনো সন্ধ্যাসী নই। বাবা ঐনার মধ্যে প্রবেশ করেছেন। ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শংকরের চিত্রও তো রয়েছে, তাই না! ব্রহ্মা হলেন সর্বোচ্চ। তবে ঐনাকে ছেড়ে বাবা কারমধ্যে আসবেন। ব্রহ্মার কোনো নতুন জন্ম হয় না। দেখো তো, তাই না! -- কিভাবে ঐনাকে অ্যাডপ্ট করি। তোমরা কিভাবে ব্রাহ্মণ হও। এসব কথা তোমরাই জানো অন্যরা আর কি জানে। তারা বলে যে, ইনি তো জহরী ছিলেন, ঐনাকে তোমরা ব্রহ্মা বোলো! ওরা কি জানে যে এত ব্রহ্মাকুমার-কুমারী কিভাবে জন্ম নেবে। এক-একটি কথাকে কতভাবে বোঝাতে হয়। এ অতি রহস্যময় কথা, তাই না! এই ব্রহ্মা ব্যক্ত, আর উনি অব্যক্ত। ইনিই পবিত্র হয়ে অব্যক্ত হয়ে যান। একথা বলে -- আমি এইসময় পবিত্র নই। এমন পবিত্র এখন হচ্ছে। প্রজাপিতা তো এখানেই হওয়া উচিত, তাই না! তা নাহলে কোথা থেকে আসবে। স্বয়ং বাবা বোঝান যে, আমি পতিত শরীরে আসি, তাহলে অবশ্যই ঐনাকেই প্রজাপিতা বলা হবে। সূক্ষ্মলোকে তো বলা হবে না। ওখানে প্রজারা কি করবে? ইনি স্বাধীনভাবে (ইন্ডিপেন্ডেন্টলী) পবিত্র হয়ে যান। যেমন ইনি পুরুষার্থ করেন তেমন তোমরাও পুরুষার্থ করে ইন্ডিপেন্ডেন্টলী পবিত্র হয়ে যাও। বিশ্বের মালিক হও, তাই না! স্বর্গ আলাদা, নরক আলাদা। এখন কত খন্ড-খন্ড(বিভক্ত) হয়ে গেছে। ৫ হাজার বছর পূর্বের কথা যখন ঐনাদের রাজ্য ছিল। ওরা(অস্ত্রানীরা) আবার লক্ষ বছর বলে। এইকথা বুঝবে তারাই, যারা কল্প-পূর্বে বুঝেছিল। তোমরা দেখো যে, এখানে মুসলিম, পারসী ইত্যাদি সকলেই আসে। মুসলমানরা নিজেরাই আবার হিন্দুদের স্তানদান করছে। বিস্ময়কর, তাই না! মনে করো কেউ শিখ ধর্মের, সেও বসে রাজযোগ শেখাচ্ছে। যারা কনভার্ট হয়ে গেছে তারাও পুনরায় ট্রান্সফার হয়ে দেবতাকূলে চলে আসবে। চারা রোপন(স্যাপলিং) করা হয়। তোমাদের কাছে খ্রিস্টান, পারসীরাও আসে, বৌদ্ধরাও আসবে। বাচ্চারা, তোমরা জানো যে সময় যখন নিকটে আসবে তখন চতুর্দিক আমাদের নাম প্রসারিত হবে। তোমাদের একটি ভাষণেই অসংখ্য মানুষ তোমাদের কাছে আসবে। সকলের স্মৃতিতে এসে যাবে যে, আমাদের সত্যিকারের ধর্ম এটাই। যারা আমাদের ধর্মের হবে তারা তো সকলে সত্যিই আসবে, তাই না! বাবা বসে বোঝান, তোমরা কাল দেবতা ছিলে, এখন পুনরায় দেবতা হওয়ার জন্য বাবার কাছ থেকে উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করছো।

তোমরা হলে সত্যিকারের পান্ডব, পান্ডব অর্থাৎ পান্ডা। ওরা হলো পার্থিব পান্ডা। তোমরা ব্রাহ্মণরা হলে আধ্যাত্মিক পান্ডা। তোমরা এখন অসীম জগতের পিতার কাছে পড়ছো। তোমাদের এই নেশা অধিকমাত্রায় থাকা উচিত। আমরা বাবার কাছে যাই, যার কাছ থেকে অসীম জগতের উত্তরাধিকার পাওয়া যায়। তিনি আমাদের পিতাও, এখানে পড়ার জন্য কোনো টেবিল-চেয়ারের প্রয়োজন নেই। এই যে তোমরা লেখো সেও তোমাদেরই পুরুষার্থের জন্য। বাস্তবে এ তো বোঝবার মতন বিষয়। শিববাবা তোমাদের পত্র লেখার জন্য এই পেন্সিল ইত্যাদি ধরেন, বাচ্চারা বোঝে, লাল অঙ্করে শিববাবার লেখা এসেছে। বাবা লেখেন -- আত্মা-রূপী(রুহানী) বাচ্চা। বাচ্চারাও বোঝে, ইনি আধ্যাত্মিক পিতা। উনি হলেন সর্বোচ্চ, ঐনার মতানুসারে চলতে হবে। বাবা বলেন, কাম(বিকার) মহাশত্রু। এ আদি-মধ্য-অন্ত দুঃখ দেবে। সেই ভুতের বশবর্তী হয়ো না। পবিত্র হও। আবাহনও করা হয় -- হে পতিত-পাবন। বাচ্চারা, তোমরা এখন অতি শক্তিশালী করো, রাজস্ব করার জন্য। যা আর কেউ জয় করতে পারেনা। তোমরা কত সুখী হও। তাহলে এই পড়ায় কতটা সচেতন(ধ্যান) হওয়া উচিত। আমরা রাজস্বলাভ(বাদশাহী) করি। তোমরা জানো, আমরা কি থেকে কিসে পরিনত হতে চলেছি। ভগবানুবাচ তো, তাই না! আমি তোমাদের রাজযোগ শেখাই, রাজার-রাজা তৈরী করি। ঈশ্বর কাকে বলে, সেও কারোর জানা নেই। আত্মা আবাহন করে -- ও বাবা! তবে তো জানা উচিত, তাই না! তিনি কবে এবং কিভাবে আসবেন? মানুষই তো ড্রামার আদি-মধ্য-অন্ত, সময়সীমা ইত্যাদিকে জানবে, তাই না! জেনে তোমরা দেবতা হয়ে যাও। স্তান হলো সঙ্গতির জন্য। এসময় হলো কলিযুগের শেষ। সকলেই দুর্গতিতে রয়েছে। সত্যযুগে হয় সঙ্গতি। এখন তোমরা জানো যে, বাবা এসেছেন -- সকলের সঙ্গতি করতে। সকলকে জাগরিত করতে এসেছেন। এ কি কোনো কবরখানা, না তা নয়। কিন্তু গভীর অন্ধকারে পড়ে রয়েছে, তাদের জাগরিত করতে আসি। যে বাচ্চারা গভীর নিদ্রা থেকে জাগরিত হয়ে যায়, তাদের অন্তরে অত্যন্ত খুশী থাকে, আমরা শিববাবার সন্তান, কোন রকমের দুষ্টিন্দা থাকে না। বাবা আমাদের বিশ্বের মালিক করেন। সেখানে কাল্লার কোনো নামই নেই। এ তো কাল্লাকাটির দুনিয়া। ওটা হলো প্রফুল্লতার দুনিয়া। ওনাদের চিত্র দেখো কেমন শোভনীয়, প্রফুল্লিত-মুখের আদলে তৈরী করে। এমন বৈশিষ্ট্য (ফিচার্স) তো এখানে হতে পারে না। বুদ্ধি দিয়ে বুঝতে হবে যে, এনাদের মতন বৈশিষ্ট্য নজরে আসতেই হবে। মিষ্টি-মিষ্টি বাচ্চারা, তোমাদের স্মৃতিতে এখন এসেছে যে, ভবিষ্যতে অমরপুরীতে আমরা প্রিন্স হবো। এই মৃত্যুলোকে, এই খড়ের গাদায়(পুরানো দুনিয়ায়) আগুন লাগবেই। গৃহযুদ্ধেও পরস্পরকে কিভাবে হত্যা করে, কাকে আমরা হত্যা করছি, তাও জানে না। হাহাকারের পর জয়-জয়কার হবে। তোমাদের বিজয়, আর বাকি সব বিনাশ হয়ে যাবে। তোমরা রুদ্রমালায় গ্রথিত হয়ে পুনরায় বিষ্ণুমালায় গ্রথিত হয়ে যাবে। এখন তোমরা পুরুষার্থ করো নিজেদের ঘরে ফেরার জন্য। ভক্তির কত প্রসার। যেমন বৃক্ষে(ঝাড়) অসংখ্য পত্র থাকে তেমনই ভক্তির প্রসারও। বীজ হলো স্তান। বীজ কত ছোট হয়। বীজ হলো বাবা, এই বৃক্ষের স্থাপনা, পালনা এবং বিনাশ কিভাবে

হয়, এ তোমরাই জানো। এ বিভিন্ন ধর্মের উল্টো-বৃক্ষ। দুনিয়ায় একজনও কেউ একথা জানে না। এখন বাচ্চাদের বাবাকে স্মরণ করার জন্য অনেক পরিশ্রম করতে হবে তবেই বিকর্ম বিনাশ হবে। গীতাপাঠকারী-রাও বলে 'মন্মনাভব'। সকল দেহের ধর্মকে পরিত্যাগ করে, নিজেকে আত্মা মনে করে বাবাকে স্মরণ করো। মানুষ এর অর্থ বোঝে কি, না বোঝে না। ওটা হলো ভক্তিমার্গ, এ হলো জ্ঞানমার্গ। এখন রাজধানী স্থাপিত হচ্ছে। চিন্তার কোন কারণ নেই। যে সামান্যতম জ্ঞানও শুনেছে সে প্রজায় চলে আসবে। জ্ঞানের বিনাশ হয় না। তাছাড়া যে যথার্থভাবে জেনে পুরুষার্থ করে সেই উচ্চপদ প্রাপ্ত করে। বুদ্ধিতে এর বোধ রয়েছে, তাই না! আমরা নতুন দুনিয়ায় প্রিন্স হবো। স্টুডেন্ট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে তখন সে কত খুশী হয়। তোমাদের সহস্র অপেক্ষাও অধিকতম অতীন্দ্রিয় সুখ থাকা উচিত। আমরা সমগ্র বিশ্বের মালিক হয়ে যাই। কোন কথায় কখনো অসন্তুষ্ট হয়ো না। ব্রাহ্মণীর সঙ্গে মতের মিল হয় না, বাবার উপর অসন্তুষ্ট হয়ে যায়, আরে! তোমরা বাবার সঙ্গে বুদ্ধির যোগসূত্র স্থাপন করো, তাই না! ওঁনাকে প্রেমপূর্বক স্মরণ করো। বাবা ব্যস তোমাকেই স্মরণ করতে-করতে আমরা ঘরে চলে আসবো। আচ্ছা।

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ওঁনার আত্মা-রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) কোনো বিষয়ে দুশ্চিন্তা করবে না, সর্বদা প্রফুল্ল থাকতে হবে। স্মরণে যেন থাকে যে, আমরা শিববাবার সন্তান, বাবা এসেছেন আমাদের বিশ্বের মালিক করার জন্য।

২) নিজের স্থিতিকে একরস বানানোর জন্য দেহী-অভিমानी হওয়ার পুরুষার্থ করতে হবে। এই পুরানো ঘরের থেকে মোহমুক্ত হতে হবে।

বরদান:- সর্ববন্ধনের পিঞ্জর(খাঁচা) ভেঙ্গে জীবনমুক্ত স্থিতির অনুভাবী সত্যিকারের ট্রাস্টী ভব*

ব্যাখা :- শরীরের বা সম্বন্ধের বন্ধনই হলো খাঁচা। কর্তব্যও নিমিত্ত হয়ে পালন করতে হবে, মোহবশে নয় তবেই বলা হবে নির্বন্ধন। যে ট্রাস্টী হয়ে চলে সে-ই নির্বন্ধন, যদি কোনো আমিষ্যভাব থাকে তবে সে খাঁচায় বন্দী। খাঁচার ময়না এখন ফরিস্তা হয়ে গেছে তাই কোথাও যেন সামান্যতম বন্ধনও না থাকে। মনের বন্ধনও নয়। কি করবো, কিভাবে করবো, করতে চাই কিন্তু হয় না -- এও মনের বন্ধন। যখন জীবন্মৃত (মরজীবা) হয়ে গেছি তখন সর্বপ্রকারের বন্ধন সমাপ্ত, সর্বদা জীবনমুক্ত স্থিতির অনুভব হতে থাকবে।

স্লোগান:- সঙ্কল্পকে জমা করো, তাহলে সময়, বাণী স্বততঃ-ই জমা হয়ে যাবে।*

"মিষ্টি বাচ্চারা - তোমরা এখন পূজারী থেকে পূজ্য হচ্ছে, পূজ্য বাবা এসেছেন তোমাদেরকে নিজ সম পূজ্য বানাতে"

প্রশ্ন:- বাচ্চারা, তোমাদের ভিতরে কোন দৃঢ় বিশ্বাস আছে?

উত্তর:- তোমাদের দৃঢ় বিশ্বাস আছে যে, প্রাণ থাকতে তোমরা বাবার কাছ থেকে সম্পূর্ণ উত্তরাধিকার নিয়েই ছাড়বে। বাবার স্মরণে এই পুরানো শরীর ত্যাগ করে বাবার সাথে যাবে। বাবা আমাদের ঘরে যাওয়ার সহজ পথ বলে দিচ্ছেন।

গীত:- ওম নমঃ শিবায়.....

ওম্ শান্তি। ওম্ শান্তি। ওম্ শান্তি তো অনেক মানুষই বলে। বাচ্চারাও বলে যে, ওম্ শান্তি। অন্তরে যে আত্মা আছে, সেও বলে যে, ওম্ শান্তি, কিন্তু আত্মারা তো যথার্থ রীতিতে নিজেকে জানে না, না তারা বাবাকে জানে। যদিও তারা ডাকে, কিন্তু বাবা বলেন, আমি যা বা যেমন, আমাকে যথার্থ রীতিতে কেউই জানে না। এই ব্রহ্মাও বলেন যে, আমি নিজেকে যথার্থ রীতিতে জানতাম না যে, আমি কে, কোথা থেকে এসেছি। আত্মা তো পুরুষ, তাই না। সেও তো বাচ্চা। বাবা হলেন পরমাত্মা। তাই আত্মারা নিজেদের মধ্যে ভাই-ভাই হয়ে গেলো। এরপর শরীরে আসার কারণে কাউকে মেল আবার কাউকে ফিমেল বলা হয়, কিন্তু যথার্থ রূপে আত্মা কেমন, এ কোনো মনুষ্য মাত্রই জানে না। এখন বাচ্চারা, তোমরা এই জ্ঞান পাও, যা তোমরা সাথে করে নিয়ে যাও। ওখানে কেবল এই জ্ঞানই থাকে যে, আমরা আত্মা, আমরা এই পুরানো শরীর ত্যাগ করে অন্য শরীর ধারণ করি। আত্মার পরিচিতি সঙ্গে করেই নিয়ে যায়। পূর্বে তো এই আত্মাকেই জানতো না। আমরা কবে থেকে অভিনয় করছি, কিছুই জানতো না। এখনো পর্যন্ত কেউই নিজেকে সম্পূর্ণ চিনতে পারেনি। স্থূল ভাবে জানে আর স্থূল লিঙ্গ রূপকেই স্মরণ করে। আমি আত্মা হলাম বিন্দু। বাবাও বিন্দু, এইভাবে স্মরণ করে এমন খুব কমই আছে। নশ্বরের ক্রমানুসারেই তো বুদ্ধি হয়, তাই না। কেউ কেউ তো খুব ভালোভাবে বুঝে অন্যদেরও বোঝাতে লেগে যায়। তোমরা বোঝাও যে, নিজেকে আত্মা মনে করে বাবাকে স্মরণ করতে হবে। তিনিই হলেন পতিত পাবন। প্রথমে তো মানুষ আত্মাকেই চেনে না, তাই তাদের তাও বোঝাতে হবে। নিজেকে যখন আত্মা নিশ্চিত করবে, তখন বাবাকেও জানতে পারবে। মানুষ আত্মাকেই চেনে না, তাই বাবাকেও সম্পূর্ণ জানতে পারে না। বাচ্চারা, এখন তোমরা জানো যে, আমরা আত্মারা হলাম বিন্দু এতো ছোটো আত্মার মধ্যে ৮৪ জন্মের পাট লিপিবদ্ধ আছে, এও তোমাদেরই বোঝাতে হবে। না হলে শুধু বলে দেবে, এই জ্ঞান খুব ভালো। ভগবানের সঙ্গে মিলনের পথ খুব ভালো, এমন বলে দেয়, কিন্তু আমি কে, বাবা কে, এ কথা জানে না। কেবল ভালো-ভালো বলে দেয়। কেউ তো আবার এমনও বলে দেয় যে, এরা তো নাস্তিক বানিয়ে দেয়। তোমরা জানো যে - জ্ঞানের বোধ কারোর মধ্যেই নেই। তোমরা বোঝাও যে, আমরা এখন পূজ্য হচ্ছি। আমরা কারোর পূজো করি না, কেননা যিনি সকলের পূজ্য, উঁচুর থেকেও উঁচু ভগবান, আমরা তাঁর সন্তান। তিনিই হলেন পূজ্য পিতামহী। বাচ্চারা, এখন তোমরা জানো যে - পিতামহী আমাদের আপন করে নিয়েছেন আর পড়াচ্ছেন। সবথেকে উঁচুর থেকেও উঁচু পূজ্য হলেন একজনই, তিনি ছাড়া আর কেউই পূজ্য বানাতে পারেন না। পূজারী অবশ্যই পূজারীই বানাবেন। দুনিয়াতে সকলেই হলেন পূজারী। তোমরা এখন পূজ্যকে পেয়েছো, যিনি তোমাদের নিজের সমান তৈরী করছেন। তোমাদের পূজো ছাড়িয়ে দিয়েছেন। তিনি তোমাদের সাথে করে নিয়ে যান। এ হলো ছিঃ - ছিঃ দুনিয়া। এ হলোই মৃত্যুলোক। ভক্তি তখনই শুরু হয়, যখন রাবণ রাজ্য হয়। আমরা পূজ্য থেকে পূজারী হয়ে যাই। তারপর পূজারী থেকে পূজ্য বানানোর জন্য বাবাকেই আসতে হয়। এখন তোমরা পূজ্য দেবতা তৈরী হচ্ছে। আত্মা শরীর দ্বারা অভিনয় করে। বাবা এখন আত্মাকে পবিত্র করার জন্য আমাদের পূজ্য দেবতা বানাচ্ছেন। বাচ্চারা, তাই তোমাদের এই যুক্তি দেওয়া হয়েছে যে - বাবাকে স্মরণ করলে তোমরা পূজারী থেকে পূজ্য হয়ে যাবে, কেননা এই বাবা হলেন সর্ব পূজ্য। যারা অর্ধেক কল্প পূজারী হয়, তারাই আবার অর্ধেক কল্প পূজ্য হয়। এও এই ড্রামাতে লিপিবদ্ধ আছে। এই ড্রামার আদি - মধ্য এবং অন্তকে কেউই জানে না। বাচ্চারা, এখন তোমরা বাবার কাছে জানতে পারো আর তোমরা অন্যদেরও বোঝাও। প্রথম প্রথম মুখ্য এই বিষয় বোঝাতে হবে যে - নিজেকে আত্মা বিন্দু মনে করো। আত্মার বাবা হলেন নিরাকার, সেই নলেজফুল বাবা এসেই পড়ান। তিনি এই সৃষ্টির আদি - মধ্য এবং অন্তের রহস্য বুঝিয়ে বলেন। বাবা একবারই আসেন। তাকে একবারই জানতে পারা যায়। তিনি একবার এই সঙ্গমযুগেই আসেন। তিনি এসে এই পুরানো পতিত দুনিয়াকে পবিত্র বানান। বাবা এখন এই ড্রামার নিয়ম অনুসারে এসেছেন। এ কোনো নতুন কথা নয়। তিনি বলেন, আমি কল্প - কল্প এইভাবেই আসি। এক সেকেণ্ডও আগে - পিছে হতে পারে না। বাচ্চারা, তোমরা এই কথা মনে স্বীকার

করে নিয়েছে যে, বরাবর বাবা আমাদের অর্থাৎ আত্মাদের প্রকৃত জ্ঞান দিচ্ছেন, আবার পরের কল্পেও বাবাকেই আসতে হবে। বাবার কাছে আমরা যে এই সময়কে জানতে পেরেছি, তা আবার পরের কল্পে জানবো। তোমরা এও জানো যে, এখন পুরানো দুনিয়ার বিনাশ হয়ে যাবে, তারপর তোমরা সত্যযুগে এসে আবার অভিনয় করবে। তোমরা সত্যযুগী স্বর্গবাসী হবে। এ কথা তো বুদ্ধিতে স্মরণে আছে, তাই না। এই স্মরণ থাকলে তোমাদের খুশীও থাকবে। এ তো তোমাদের ছাত্রজীবন, তাই না। আমরা এখন স্বর্গবাসী হওয়ার জন্য পড়াছি। যতক্ষণ না এই পড়া সম্পূর্ণ হচ্ছে, তোমাদের এই খুশী স্থায়ী থাকা চাই। বাবা বোঝান যে, তোমাদের পড়া তখনই শেষ হবে, যখন বিনাশের জন্য সামগ্রী তৈরী হবে। তখন তোমরা বুঝে যাবে যে, আগুন অবশ্যই লাগবে। তৈরী তো হতেই থাকে, তাই না। একে অপরের প্রতি কতো উত্তেজিত হতে থাকে। চারিদিকে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের সেনারা আছে। সবাই লড়াই করার জন্য তৈরী হতেই থাকে। কেউ না কেউ এমন আক্রমণ করে যে লড়াই লেগেই যায়। পূর্ব কল্পের মতো বিনাশ তো হতেই হবে। বাচ্চারা, তোমরা এই সব দেখবে। আগেও বাচ্চারা দেখেছিলো যে, একটা আগুনের ফুলকি থেকে কতো লড়াই লেগেছিলো। একজন অন্যজনকে ভয় দেখাতে থাকে যে, এমন করো, না হলে আমাদের এই বস্তু-এর প্রয়োগ করতে হবে। মৃত্যু সামনে এসে যায়, তখন বস্তু তৈরী না করে থাকতে পারে না। আগেও যখন লড়াই লেগেছিলো, তখন এই বোম্বের প্রয়োগ করেছিলো। এ তো ভবিষ্যৎ ছিলো, তাই না। এখন তো হাজার - হাজার বোম্বস।

বাচ্চারা, তোমাদের এই কথা অবশ্যই বোঝাতে হবে যে, এখন বাবা এসেছেন, সকলকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে। সকলেই ডাকছে - হে পতিত পাবন, এসো। এই ছিঃ ছিঃ দুনিয়া থেকে আমাদের পবিত্র দুনিয়াতে নিয়ে চলো। বাচ্চারা, তোমরা জানো যে, পবিত্র দুনিয়া হলো দুটি - মুক্তি আর জীবনমুক্তি। সকলের আত্মা পবিত্র হয়ে মুক্তিধামে চলে যাবে। এই দুঃখধাম বিনাশ হয়ে যাবে, যাকে মৃত্যুলোক বলা হয়। প্রথমে অমরলোক ছিলো, তারপর চক্র ঘুরে তোমরা এখন মৃত্যুলোকে এসেছো। আবার অমরলোকের স্থাপনা হয়। ওখানে কোনো অকালমৃত্যু হয় না, তাই ওই দুনিয়াকে অমরলোক বলা হয়। শাস্ত্রে যদিও এই অক্ষর আছে, তবুও যথার্থ রীতিতে কেউই বুঝতে পারে না। এও তোমরা জানো যে - বাবা এখন এসেছেন। মৃত্যুলোকের তো অবশ্যই বিনাশ হতে হবে। এ একশো ভাগ নিশ্চিত। বাবা এখন বোঝাচ্ছেন যে, নিজেদের আত্মাকে যোগবলের দ্বারা পবিত্র বানাও। তোমরা যদি আমাকে স্মরণ করো, তাহলে তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হয়ে যাবে, কিন্তু এও বাচ্চারা স্মরণে রাখতে পারে না। বাবার থেকে অবিদ্যার উত্তরাধিকার বা রাজত্ব নিতে হলে পরিশ্রম তো চাই, তাই না। যতটা সম্ভব স্মরণে থাকতে হবে। নিজেকে দেখতে হবে যে - কতটা সময় আমরা স্মরণে থাকি, আর কতোজনকে স্মরণ করাই? 'মনমনাভব' একে মন্ত্রণও বলা যাবে না, এ হলো বাবার স্মরণ। দেহ বোধকে ত্যাগ করতে হবে। তুমি হলে আত্মা, আর এ হলো তোমার শরীর রূপী রথ, এর দ্বারা তুমি কতো কাজ করো। সত্যযুগে তোমরা দেবী দেবতা হয়ে কিভাবে রাজত্ব করো, তোমরা এই অনুভবও করতে পারবে। ওই সময় তো তোমরা প্রত্যক্ষভাবে আত্ম - অভিমাত্রী থাকো। আত্মা বলবে যে, আমার এই শরীর বৃদ্ধ হয়েছে, এখন এই শরীর ত্যাগ করে নতুন শরীর ধারণ করবো। দুঃখের কোনো কথাই নেই। এখানে তো শরীর ত্যাগ যাতে না হয়, তারজন্য কতো ডাক্তারের ওষুধ ইত্যাদি নেওয়ার পরিশ্রম করে। বাচ্চারা, তোমাদের অসুস্থতা ইত্যাদিতেও এই পুরানো শরীরে বিরক্ত হওয়া উচিত নয়, কেননা তোমরা বুঝতে পারো, এই শরীরেই বেঁচে থেকে বাবার কাছ থেকে আমাদের উত্তরাধিকার পেতে হবে। শিব বাবার স্মরণেই তোমরা পবিত্র হয়ে যাবে। এই হলো পরিশ্রম, কিন্তু প্রথমে তো আত্মাকে জানতে হবে। তোমাদের মুখ্য হলো স্মরণের যাত্রা। স্মরণে থাকতে থাকতে তারপর আমরা চলে যাবো মূল বতন। আমরা যেখানের নিবাসী, সেই হলো শান্তিধাম। তোমরাই শান্তিধাম আর সুখধামকে জানো আর তা স্মরণ করো। আর কেউই তা জানে না। যারা পূর্ব কল্পে বাবার উত্তরাধিকার নিয়েছিলো, তারাই নেবে।

মুখ্য হলো স্মরণের যাত্রা। ভক্তিমার্গের যাত্রা সব শেষ হয়ে যাবে। ভক্তি মার্গই শেষ হয়ে যাবে। ভক্তি মার্গ কি? যখন জ্ঞান হবে তখন বুঝতে পারবে। ওরা মনে করে ভক্তির দ্বারা ভগবানকে পাওয়া যাবে। ভক্তির ফল কি দেবে? কিছুই জানে না। বাচ্চারা, তোমরা এখন বুঝতে পারো যে, বাবা বাচ্চাদের অবশ্যই স্বর্গের বাদশাহীর উত্তরাধিকার দেন। সবাইকে তিনি উত্তরাধিকার দিয়েছিলেন, যথা রাজা - রানী তথা প্রজা সকলেই স্বর্গবাসী ছিলো। বাবা বলেন যে, পাঁচ হাজার বছর পূর্বে আমি তোমাদের স্বর্গবাসী বানিয়েছিলাম। এখন আবারও তোমাদের বানাচ্ছি। এরপর তোমরা এভাবে ৮৪ জন্ম নেবে। এই কথা বুদ্ধিতে স্মরণ রাখা চাই, ভুলে যাওয়া উচিত নয়। যে জ্ঞান এই সৃষ্টির আদি - মধ্য এবং অন্তের জ্ঞাতা বাবার কাছে আছে, সেই জ্ঞানই বাচ্চাদের বুদ্ধিতে ঝরে পড়ে। আমরা কিভাবে ৮৪ জন্মগ্রহণ করি, এখন আবার বাবার থেকে উত্তরাধিকার নিচ্ছি, অনেকবার বাবার থেকে উত্তরাধিকার নিয়েছি, বাবা বলেন যে, যেভাবে তোমরা নিয়েছিলে, ঠিক তেমনভাবে আবার নাও। বাবা তো সবাইকে পড়াতে থাকেন। দৈবী গুণ ধারণ করার জন্যও বাবা

সাধন করতে থাকেন । নিজেকে যাচাই করার জন্য সাক্ষী হয়ে দেখা উচিত যে, আমরা কতখানি পুরুষার্থ করছি । কেউ কেউ মনে করে আমরা খুব ভালো পুরুষার্থ করছি । আমরা প্রদর্শনী ইত্যাদির প্রবন্ধ করতে থাকি যাতে সবাই জানতে পারে যে, ভগবান বাবা এসেছেন । বেচারা মানুষ ঘোর অন্ধকারে ঘুমিয়ে আছে । জ্ঞানের খবর তো কেউই জানে না, তাই অবশ্যই ভক্তিকেই উঁচু মনে করবে । এর আগে তোমাদের মধ্যেও কি জ্ঞান ছিলো কি ? তোমরা এখন জানতে পেরেছো যে জ্ঞানের সাগর হলেন বাবাই, তিনিই ভক্তির ফল দেন, যে বেশী ভক্তি করেছে, সেই বেশী ফল পাবে । সেই খুব ভালোভাবে এই ঈশ্বরীয় পাঠ গ্রহণ করে উঁচু পদ প্রাপ্তির জন্য । এ কতো মিষ্টি - মিষ্টি কথা । বুদ্ধাদের জন্যও খুব সহজ করে বোঝানো হয় । তোমরা নিজেকে আত্মা মনে করে বাবাকে স্মরণ করো । উঁচুর থেকেও উঁচু হলেন ভগবান শিব । শিব পরমাত্মায় নমঃ - এই কথা বলা হয়, তিনি বলেন যে (মামেকম) আমাকে স্মরণ করো, তাহলে তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হবে । ব্যস । তিনি আর কোনো কষ্ট দেন না । ভবিষ্যতে মানুষ শিব বাবাকেই স্মরণ করতে লেগে যাবে । উত্তরাধিকার তো নিতেই হবে, প্রাণ থাকতে বাবার কাছে থেকে উত্তরাধিকার নিয়েই ছাড়বে । শিব বাবার স্মরণে যদি শরীরও ত্যাগ করে তাহলে সেই সংস্কার নিয়ে যায় । স্বর্গে তো অবশ্যই আসবে, যতো যোগ, ততই ফলপ্রাপ্তি হবে । মূল কথা হলো - চলতে - ফিরতে যতো সম্ভব স্মরণে থাকতে হবে । নিজের মাথাকে ভার মুক্ত করতে হবে, কেবল স্মরণ করা চাই, বাবা আর কোনো পরিশ্রম করান না । তিনি জানেন যে, অর্ধেক কল্প বাচ্চারা অনেক কষ্ট করেছে, তাই আমি এখন এসেছি, তোমাদের উত্তরাধিকার নেওয়ার সহজ পথ বলে দিতে । তোমরা কেবল বাবাকেই স্মরণ করো । যদিও তোমরা স্মরণ আগেও করতে, কিন্তু কোনো জ্ঞান ছিলো না, বাবা এখন এই জ্ঞান দিয়েছেন যে, এই রীতিতে আমাকে স্মরণ করলে তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হবে । যদিও শিবের ভক্তি তো দুনিয়াতে অনেকেই করে, অনেকেই স্মরণ করে কিন্তু পরিচয় কেউ জানে না । এই সময় বাবা এসে নিজেই পরিচয় দেন যে, তোমরা আমাকে স্মরণ করো । তোমরা এখন জানো যে, আমরা খুব ভালোভাবে জানি । তোমরা বলবে যে, আমরা বাপদাদার কাছে যাই । বাপদাদা এই ভাগীরথ (ভাগ্যশালী রথ) নিয়েছেন, ভাগীরথও তো বিখ্যাত, এনার দ্বারা তিনি বসে জ্ঞান শোনান । এও ড্রামাতে লিপিবদ্ধ আছে । তিনি কল্প - কল্প এই ভাগ্যশালী রথে আসেন । তোমরা জানো যে, ইনি হলেন তিনি, যাকে শ্যাম সুন্দর বলা হয় । এও তোমরাই বোঝো । মানুষ আবার অর্জুনের নাম রেখে দিয়েছে । বাবা এখন যথার্থ ভাবে বোঝান - ব্রহ্মা থেকে বিষ্ণু আবার বিষ্ণু থেকে ব্রহ্মা কিভাবে হয় । বাচ্চারা এখন বুঝতে পেরেছে যে, আমরা হলাম ব্রহ্মাপুরীর, তারপর বিষ্ণুপুরীর হবো । বিষ্ণুপুরী থেকে ব্রহ্মাপুরীতে আসতে ৮৪ জন্ম সময় লাগে । এও তোমাদের অনেকবার বোঝানো হয়েছে, যা তোমরা আবার শুনছো । আত্মাকে এখন বাবা বলেন যে, তোমরা আমাকে (মামেকম) স্মরণ করো তাহলে তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হবে, তাই তোমাদের খুশীও হয় । এই এক অগ্নিম জন্ম পবিত্র হলে আমরা পবিত্র দুনিয়ার মালিক হতে পারবো । তাহলে আমরা কেন না পবিত্র হই । আমরা এক বাবার সন্তান ব্রহ্মাকুমার আর ব্রহ্মাকুমারী, তবুও এই শরীরের বৃত্তি পরিবর্তন হতে সময় লাগে । ধীরে ধীরে পরের দিকে তোমাদের কর্মজীতি অবস্থা হবে । এই সময় কারোরই কর্মজীতি অবস্থা হওয়া অসম্ভব । কর্মজীতি অবস্থা হয়ে গেলে তখন তো এই শরীরও থাকবে না, একে ত্যাগ করতে হবে । লড়াই লেগে যাবে, তখন এক বাবার স্মরণই যেন থাকে, এতেই পরিশ্রম । আচ্ছা ।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত । আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মারূপী বাচ্চাদের জানাচ্ছেন নমস্কার ।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) সাক্ষী হয়ে নিজেকে দেখতে হবে যে, আমরা কতখানি পুরুষার্থ করি ? চলতে - ফিরতে, কর্ম করতে করতে কতো সময় বাবার স্মরণে থাকি ?

২) এই শরীরের প্রতি কখনোই বিরক্ত হবে না । এই শরীরে থেকেই বাবার থেকে উত্তরাধিকার পেতে হবে । স্বর্গবাসী হওয়ার জন্য এই জীবনে এই সম্পূর্ণ ঈশ্বরীয় পড়াশোনা করতে হবে ।

বরদানঃ:- মাস্টার রচয়িতার স্থিতির দ্বারা বিপর্যয়ের সময়ও মনোরঞ্জনের অনুভব করে সম্পূর্ণ যোগী ভব*
মাস্টার রচয়িতার স্থিতিতে স্থিত থাকলে বড় থেকেও বড় বিপর্যয়ের সময় মনোরঞ্জনের দৃশ্যের অনুভব হবে । মহাবিনাশের বিপর্যয়েও যেমন স্বর্গের গেট খোলার সাধন বলা, তেমনই কোনো প্রকারের ছোটো বা বড় সমস্যা বা বিপর্যয়েও মনোরঞ্জনের রূপ নজরে আসে, 'হায় - হায়' শব্দের পরিবর্তে যেন 'আহা' শব্দ নির্গত হয়, দুঃখও যেন সুখের রূপে অনুভব হয় । দুঃখ - সুখের জ্ঞান থেকেও তার প্রভাবে প্রভাবিত হবে

না, দুঃখকেও বলিহারি দিয়ে সুখের দিন আসছে, এমন মনে করতে পারলে -- তখনই বলা হবে সম্পূর্ণ যোগী ।

স্লোগান:- হৃদয় সিংহাসন (দিল তখত) ত্যাগ করে সাধারণ সঙ্কল্প করার অর্থ এই ধরিত্রীতে পা রাখা ।*